গীতবিতান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূজা । স্বদেশ

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

গীতবিতান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রেম । প্রকৃতি
বিচিত্র । আনুষ্ঠানিক

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৩৮ আশ্বিন

সংস্করণ ১৩৪৮ মাঘ

নূতন সংস্করণ ১৩৫৪ আশ্বিন

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ

ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

এই খণ্ডে (পরিশিষ্টের দুইটি গান বাদে) দ্বিতীয়সংস্করণ গীতবিতানের পুনর্মুদ্রণ সমাপ্ত হইল। ইহারই অনুক্রমে প্রকাশ্য তৃতীয় খণ্ডে, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বহির্ভূত রবীন্দ্রনাথের অন্য সমুদয় (গ্রন্থে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত) গান সংকলন করা হইবে। তাহা ছাড়া উহাতে প্রয়োজনীয় রচনা-পরিচয় ও তিন খণ্ডের সম্পূর্ণ বর্ণানুক্রমিক সূচী থাকিবে।

পরবর্তী সূচীপত্রে গানের প্রথম ছত্রের সঙ্গে সঙ্গে গানের স্বরলিপি কোথায় পাওয়া যাইবে তাহার নির্দেশ আছে ; উহাতে গ্রন্থোত্তর সংখ্যা গ্রন্থের খণ্ড-বাচক বুঝিতে হইবে ; সাময়িক পত্রের স্থলে মাস বৎসর ও পৃষ্ঠাঙ্ক যথাক্রমে সংখ্যার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। সকল গানের স্বরলিপি মুদ্রিত হয় নাই ; মুদ্রিত স্বরলিপি সম্বন্ধে সকল তথ্যও এপর্যন্ত জানা যায় নাই ; তিন খণ্ডের সম্পূর্ণ সূচীতে স্বরলিপি সম্বন্ধীয় তথ্য-সংকলন 'পূর্ণতর' করিতে যত্ন করা হইবে। পরবর্তী সূচীপত্রের স্বরলিপি-নির্দেশে এই কয়টি সংকেত ব্যবহৃত হইয়াছে—

আনন্দবাজার : আনন্দবাজার পত্রিকা
আনন্দসঙ্গীত : আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা
চণ্ডালিকা : নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা
চিত্রাঙ্গদা : নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা
গীতাঞ্জলি : সংগীত-গীতাঞ্জলি
গীতিমালা : স্বরলিপি-গীতিমালা
প্রকাশিকা : সঙ্গীতপ্রকাশিকা
প্রায়শ্চিত্ত : প্রায়শ্চিত্ত, বিশেষ সংস্করণ (১৩১৬)
সঙ্গীতবিজ্ঞান : সঙ্গীতবিজ্ঞান-প্রবেশিকা
বাকে : Twenty-six Songs by Rabindranath Tagore notation by A. A. Bake

গত খণ্ড (নূতন সংস্করণ ১৩৫২ পৌষ) গীতবিতানের শুদ্ধিপত্রে দু-একটি ভুল ছিল। উক্ত প্রথম এবং বর্তমান দ্বিতীয় খণ্ডের শুদ্ধিপত্র নিয়ে দেওয়া গেল—

পৃষ্ঠা	গানসংখ্যা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৭	১	৪	যাক-না ধুয়ে নয়ন আমার	নয়ন আমার যাক-না ধুয়ে
১২৬	৫	৮	হয়	হয়ণ,
১৭৩	৫৮	৩	শাস্তিহীন	শাস্তিসুখহীন
২১৩	১৬	৬	দুর্জন	দুর্জয়
২৬৪	৪০	১৩	ক্লান্তি জাল	ক্লান্তিজাল
২৮৯	১৭	১০	—	।
২৯৬	৩১	৮	তবে সেথা ধুলায়	সেথা ধুলায়
৪১৭	৩৪৯	১	দেখী	দেখি
৪৯৮	৭	১	যে-	-যে

প্রথম ছত্রের সূচী

[৩] পৃষ্ঠার এই স্বরলিপি-নির্দেশ যথাস্থানে বসিবে-

বিশ্বভারতী : বিশ্বভারতী পত্রিকা

ভূমিকা

প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে
প্রথম দিনের উষা নেমে এল যবে
প্রকাশপিয়াসি ধরিত্রী বনে বনে
শুধায়ে ফিরিল, সুর খুঁজে পাবে কবে।
এসো এসো সেই নব সৃষ্টির কবি
নবজাগরণ-যুগ-প্রভাতের রবি, —
গান এনেছিলে নব ছন্দের তালে
তরুণী উষার শিশিরস্নানের কালে,
আলো-আঁধারের আনন্দবিপ্লবে॥

সে গান আজিও নানা রাগরাগিণীতে
শুনাই তাহারে আগমনী-গীতে
যে জাগায় চোখে নূতন-দেখার দেখা।
যে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে
বননীলিমার পেলব সীমানাটিতে,
বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা।
অবাক আলোর লিপি যে বহিয়া আনে
নিভৃত প্রহরে কবির চকিত প্রাণে,
নব পরিচয়ে বিরহব্যথা যে হানে
বিহ্বল প্রাতে সংগীতসৌরভে,
দূর আকাশের অরুণিম উৎসবে॥

১

কান্নাহাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা—
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের-গন্ধ-ঢালা ?॥
তাই কি আমার ঘুম ছুটেছে, বাঁধ টুটেছে মনে,
খেপা হাওয়ার ঢেউ উঠেছে চিরব্যথার বনে,
কাঁপে আমার দিবানিশার সকল আঁধার আলা।
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের-গন্ধ-ঢালা ?॥
রাতের বাসা হয় নি বাঁধা, দিনের কাজে ত্রুটি,
বিনা কাজের সেবার মাঝে পাই নে আমি ছুটি।
শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন-মাঝে,
অশান্তি-যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে।
নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা—
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের-গন্ধ-ঢালা ?॥

২

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা—
মোরা সুরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা॥
মন্দাকিনীর ধারা, উষার শুকতারা,
কনকচাঁপা কানে কানে যে-সুর পেল শিক্ষা॥
তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।
কোলাহলের বেগে ঘূর্ণি উঠে জেগে,
নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা॥

৩

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে
দেবে কি গো বাসা আমায় একটি ধারে ॥
আমি শুনব ধ্বনি কানে
আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে,
সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায় তার বাঁধিব বারে বারে ॥
আমার নীরব বেলা সেই তোমারি সুরে সুরে
ফুলের ভিতর মধুর মতো উঠবে পুরে।
আমার দিন ফুরাবে যবে,
যখন রাত্রি আঁধার হবে,
হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে ॥

৪

কেমন করে গান করো, হে গুণী,
অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি ॥
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী ॥
মনে করি অমনি সুরে গাই,
কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই।
কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে ;
হার মেনে যে পরান আমার কাঁদে,
আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি ॥

৫

আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান
তার বদলে আমি চাই নে কোনো দান ॥

ভুলবে সে-গান যদি না হয় যেয়ো ভুলে
উঠবে যখন তারা সন্ধ্যাসাগরকূলে,
তোমার সভায় যবে করব অবসান
এই ক'দিনের শুধু এই ক'টি মোর তান॥
তোমার গান-যে কত শুনিয়েছিলে মোরে
সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন করে।
সেই কথাটি, কবি, পড়বে তোমার মনে
বর্ষামুখর রাতে, ফাগুনসমীরণে—
এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান,
ভুলতে সে কি পার ভুলিয়েছ মোর প্রাণ॥

৬

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে,
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে॥
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে নাচে আগুন তালে তালে,
আকাশে হাত তোলে সে কার পানে॥
আঁধারের তারা যত অবাক হয়ে রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া বয় ধেয়ে।
নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল উঠল ফুটে স্বর্ণকমল,
আগুনের কী গুণ আছে কে জানে॥

৭

তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
কখনো শুনি, কখনো ভুলি, কখনো শুনি না-যে॥
আকাশ যবে শিহরি উঠে গানে
গোপন কথা কহিতে থাকে ধরার কানে কানে,
তাহার মাঝে সহসা মাতে বিষম কোলাহলে
আমার মনে বাঁধনহারা স্বপন দলে দলে।

হে বীণাপাণি, তোমার সভাতলে
আকুল হিয়া উন্মাদিয়া বেসুর হয়ে বাজে।
তোমার বাণী কখনো শুনি, কখনো শুনি না-যে॥
চলিতেছিনু তব কমলবনে,
পথের মাঝে ভুলালো পথ উতলা সমীরণে।
তোমার সুর ফাগুনরাতে জাগে,
তোমার সুর অশোকশাখে অরুণরেণুরাগে।
সে-সুর বাহি চলিতে চাহি আপন-ভোলা মনে
গুঞ্জরিত-ত্বরিত-পাখা মধুকরের সনে।
কুহেলি কেন জড়ায় আবরণে—
আঁধারে আলো আবিল করে, আঁখি যে মরে লাজে,
তোমার বাণী কখনো শুনি, কখনো শুনি না-যে॥

৮

তোমার নয়ন আমায় বারে বারে
বলেছে গান গাহিবারে॥
ফুলে ফুলে তারায় তারায় বলেছে সে কোন্ ইশারায়
দিবসরাতির মাঝ-কিনারায় ধূসর আলোর অন্ধকারে॥
গাই নে কেন কী কব তা, কেন আমার আকুলতা—
ব্যথার মাঝে লুকায় কথা, সুর-যে হারাই অকূল পারে॥
যেতে যেতে গভীর স্রোতে
ডাক দিয়েছ তরী হতে।
ডাক দিয়েছ ঝড়তুফানে বোবা মেঘের বজ্রগানে,
ডাক দিয়েছ মরণ-পানে শ্রাবণরাতের উতল ধারে।
যাই নে কেন জান নাকি— তোমার পানে মেলে আঁখি
কূলের ঘাটে বসে থাকি, পথ কোথা পাই পারাবারে॥

৯

অরূপ তোমার বাণী

অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক্ সে আনি॥

নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা

আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা,

নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি॥

যেমন তোমার বসন্তবায় গীতলেখা যায় লিখে

বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে বনে বনে দিকে দিকে,

তেমনি আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিশ্বাস দাও পূরে,

শূন্য তাহার পূর্ণ করিয়া ধন্য করুক সুরে,

বিঘ্ন তাহার পুণ্য করুক তব দক্ষিণপাণি॥

১০

আপন গানের টানে তোমার বাঁধন যাক টুটে,

রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে কাঁদন জেগে উঠে॥

বিশ্বকবির চিত্তমাঝে ভুবনবীণা যেথায় বাজে,

জীবন তোমার সুরের ধারায় পড়ুক সেথায় লুটে॥

ছন্দ তোমার ভেঙে গিয়ে দ্বন্দ্ব বাধায় প্রাণে,

অন্তরে আর বাহিরে তাই তান মেলে না তানে।

সুরহারা প্রাণ বিষম বাধা সেই তো আঁধি, সেই তো ধাঁধা-

গান-ভোলা তুই গান ফিরে নে, যাক সে-আপদ ছুটে॥

১১

আমার সুরে লাগে তোমার হাসি।

যেমন ঢেউয়ে ঢেউয়ে রবির কিরণ দোলে আসি॥

দিবানিশি আমিও-যে ফিরি তোমার সুরের খোঁজে,

হঠাৎ এমন ভোলায় কখন তোমার বাঁশি॥

আমার সকল কাজই রইল বাকি, সকল শিক্ষা দিলেম ফাঁকি।

আমার গানে তোমায় ধরব ব'লে উদাস হয়ে যাই-যে চলে,
তোমার গানে ধরা দিতে ভালোবাসি ॥

১২

আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥
আমার একতারাটির একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এই খেলাতে,
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥
আমার এ তার বাঁধা কাছের সুরে,
ঐ বাঁশি যে বাজে দূরে।
গানের লীলার সেই কিনারে যোগ দিতে কি সবাই পারে,
বিশ্বহৃদয়পারাবারে রাগরাগিণীর জাল ফেলাতে,
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥

১৩

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে,
বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে ॥
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,
গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে
তাহার পানে চাই দু বাহু বাড়ায়ে ॥
নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে
আঁধার-কেশভার দিয়েছে বিছায়ে।
আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া।
ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে,
গানের বেদনায় যাই-যে হারায়ে ॥

১৪

যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে
তারা কথার বেড়া গাঁথে কেবল দলের পরে দলে ॥
একের কথা আরে
বুঝতে নাহি পারে,
বোঝায় যত কথার বোঝা ততই বেড়ে চলে ॥
যারা কথা ছেড়ে বাজায় শুধু সুর,
তাদের সবার সুরে সবাই মেলে নিকট হতে দূর।
বোঝে কি নাই বোঝে
থাকে না তার খোঁজে,
বেদন তাদের ঠেকে গিয়ে তোমার চরণতলে ॥

১৫

তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে
মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোন্ ক্ষণে ॥
রবি ঐ অস্তে নামে শৈলতলে,
বলাকা কোন্ গগনে উড়ে চলে,
আমি এই করুণ ধারার কলকলে
নীরবে কান পেতে রই আনমনে
তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে ॥
দিনে মোর যা প্রয়োজন বেড়াই তারি খোঁজ করে,
মেটে বা নাই মেটে তা ভাবব না আর তার তরে।
সারাদিন অনেক ঘুরে দিনের শেষে
এসেছি সকল চাওয়ার বাহির-দেশে,
নেব আজ অসীম ধারার তীরে এসে
প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে
তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে ॥

১৬

কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে,
সাগর-মাঝে ভাসিয়ে দিলেম পালটি তুলে ॥
যেখানে ঐ কোকিল ডাকে ছায়াতলে—
সেখানে নয়,
যেখানে ঐ গ্রামের বধূ আসে জলে—
সেখানে নয়,
যেখানে নীল মরণলীলা উঠছে দুলে
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে ॥
এবার, বীণা, তোমায় আমায় আমরা একা।
অন্ধকারে নাই বা কারে গেল দেখা।
কুঞ্জবনের শাখা হতে যে-ফুল তোলে
সে-ফুল এ নয়,
বাতায়নের লতা হতে যে-ফুল দোলে
সে-ফুল এ নয়,
দিশাহারা আকাশভরা সুরের ফুলে
সেই দিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে ॥

১৭

তোমার কাছে এ বর মাগি   মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে ॥
যেমনি নয়ন মেলি যেন   মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পূরে   গানের সুরে ॥
সেথায় তরু তৃণ যত
মাটির বাঁশি হতে ওঠে গানের মতো।
আলোক সেথা দেয় গো আনি   আকাশের আনন্দবাণী,
হৃদয়মাঝে বেড়ায় ঘুরে   গানের সুরে ॥

১৮

কেন তোমরা আমায় ডাক', আমার মন না মানে।
পাই নে সময় গানে গানে॥
পথ আমারে শুধায় লোকে, পথ কি আমার পড়ে চোখে,
চলি-যে কোন্ দিকের পানে, গানে গানে॥
দাও না ছুটি, ধর ত্রুটি, নিই নে কানে।
মন ভেসে যায় গানে গানে।
আজ-যে কুসুম-ফোটার বেলা, আকাশে আজ রঙের মেলা,
সকল দিকেই আমায় টানে গানে গানে॥

১৯

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে॥
বাতাস বহে মরি মরি আর বেঁধে রেখো না তরী,
এসো এসো পার হয়ে মোর হৃদয়-মাঝারে॥
তোমার সাথে গানের আমার দূরের খেলা-যে,
তাই বেদনায় বাঁশি বাজে সকল বেলা-যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি,
আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে॥

২০

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি বেলাশেষের তান।
পথে চলি, শুধায় পথিক, কী নিলি তোর দান॥
দেখাব-যে সবার কাছে এমন আমার কী বা আছে,
সঙ্গে আমার আছে শুধু এই কখানি গান॥
ঘরে আমার রাখতে-যে হয় বহুলোকের মন—
অনেক বাঁশি, অনেক কাঁসি, অনেক আয়োজন।
বঁধুর কাছে আসার বেলায়, গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারি গলার মাল্য ক'রে করব মূল্যবান॥

২১

জাগ' জাগ' রে জাগ', সংগীত— চিত্ত-অম্বর কর' তরঙ্গিত,
নিবিড়নন্দিত প্রেমকম্পিত হৃদয়কুঞ্জবিতানে ॥
মুক্তবন্ধন সপ্তসুর তব করুক বিশ্ববিহার।
সূর্যশশিনক্ষত্রলোকে করুক হর্ষ প্রচার।
তানে তানে প্রাণে প্রাণে গাঁথ' নন্দনহার।
পূর্ণ কর' রে গগন-অঙ্গন তাঁর বন্দনগানে ॥

২২

হেথা যে-গান গাইতে আসা আমার হয় নি সে-গান গাওয়া,
আজও কেবলই সুর সাধা, আমার কেবল গাইতে চাওয়া ॥
আমার লাগে নাই সে-সুর, আমার বাঁধে নাই সে-কথা,
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে গানের ব্যাকুলতা।
আজও ফোটে নাই সে-ফুল, শুধু বহেছে এক হাওয়া ॥
আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার পায়ের ধ্বনিখানি।
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে-জন করে আসা-যাওয়া।
শুধু আসন পাতা হল আমার সারাটি দিন ধরে—
ঘরে হয় নি প্রদীপ জ্বালা, তারে ডাকব কেমন করে।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে হয় নি আমার পাওয়া ॥

২৩

আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান,
দিয়ো তোমার জগৎ-সভায় এইটুকু মোর স্থান ॥
আমি তোমার ভুবন-মাঝে লাগি নি আর কোনো কাজে,
শুধু কেবল সুরে বাজে অকাজের এই প্রাণ ॥
নিশায় নীরব দেবালয়ে তোমার আরাধন,
তখন মোরে আদেশ কোরো গাইতে, হে রাজন।

ভোরে যখন আকাশ জুড়ে বাজবে বীণা সোনার সুরে,
আমি যেন না রই দূরে এই দিয়ো মোর মান ॥

২৪

গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে।
ওগো পথিক, তুমি এসে বসবে বারে বারে ॥
ঐ-যে তোমার ভোরের পাখি নিত্য করে ডাকাডাকি,
অরুণ-আলোর খেয়ায় যখন এস ঘাটের পারে,
মোর প্রভাতীর গানখানিতে দাঁড়াও আমার দ্বারে ॥
আজ সকালে মেঘের ছায়া লুটিয়ে পড়ে বনে,
জল ভরেছে ঐ গগনের নীল নয়নের কোণে।
আজকে এলে নতুন বেশে তালের বনে মাঠের শেষে,
অমনি চলে যেয়ো নাকো গোপন সঞ্চারে।
দাঁড়িয়ো আমার মেঘলা গানের বাদল-অন্ধকারে ॥

২৫

সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে,
বুকে বাজে তোমার চোখের ভর্ৎসনা-যে ॥
উধাও আকাশ, উদার ধরা সুনীল শ্যামল সুধায় ভরা
মিলায় দূরে, পরশ তাদের মেলে না-যে—
বুকে বাজে তোমার চোখের ভর্ৎসনা-যে ॥
বিশ্ব-যে সেই সুরের পথের হাওয়ায় হাওয়ায়
চিত্ত আমার ব্যাকুল করে আসা-যাওয়ায়।
তোমায় বসাই এ হেন ঠাঁই ভুবনে মোর আর কোথা নাই,
মিলন হবার আসন হারাই আপন-মাঝে—
বুকে বাজে তোমার চোখের ভর্ৎসনা-যে ॥

২৬

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি ॥

তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী ॥
তখন সে-যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে,
তখন আমার হৃদয় কাঁপে তারি ঘাসে ঘাসে।
রূপের রেখা রসের ধারায় আপন সীমা কোথায় হারায়,
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি ॥

২৭

খেলার ছলে সাজিয়ে আমার গানের বাণী
দিনে দিনে ভাসাই দিনের তরীখানি ॥
স্রোতের লীলায় ভেসে ভেসে সুদূরে কোন্ অচিন দেশে
কোনো ঘাটে ঠেকবে কিনা নাহি জানি ॥
নাহয় ডুবে গেলই, নাহয় গেলই বা।
নাহয় তুলে লও গো, নাহয় ফেলোই বা।
হে অজানা, মরি মরি, উদ্দেশে এই খেলা করি,
এই খেলাতেই আপনমনে ধন্য মানি ॥

২৮

যতখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখ বাহির বাটে
ততখন গানের পরে গান গেয়ে মোর প্রহর কাটে ॥
শুনি শুভক্ষণে ডাক পড়ে সেই ভিতর সভার মাঝে,
এ গান লাগবে বুঝি কাজে,
তোমার সুরের রঙের রঙিন নাটে ॥
তোমার ফাগুনদিনের বকুল চাঁপা, শ্রাবণদিনের কেয়া,
তাই দেখে তো শুনি তোমার কেমন-যে তান দেয়া।
আমি উতল প্রাণে আকাশ-পানে হৃদয়খানি তুলি
বীণায় বেঁধেছি-গানগুলি
তোমার সাঁঝ-সকালের সুরের ঠাটে ॥

২৯

আমার যে-গান তোমার পরশ পাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ॥
সুরে সুরে খুঁজি তারে অন্ধকারে,
যে-আঁখিজল তোমার পায়ে নাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ॥
যখন শুষ্ক প্রহর বৃথা কাটাই
চাহি গানের লিপি তোমায় পাঠাই।
কোথায় দুঃখসুখের তলায় সুর-যে পলায়,
যে-শেষ বাণী তোমার দ্বারে নাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ॥

৩০

গানের ঝরনাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে।
দাও আমারে সোনার বরন সুরের ধারা ঢেলে ॥
যে-সুর গোপন গুহা হতে ছুটে আসে আকুল স্রোতে,
কান্নাসাগর-পানে যে যায় বুকের পাথর ঠেলে ॥
যে-সুর উষার বাণী বয়ে আকাশে যায় ভেসে,
রাতের কোলে যায় গো চলে সোনার হাসি হেসে।
যে-সুর চাঁপার পেয়ালা ভ'রে দেয় আপনায় উজাড় ক'রে,
যায় চলে যায় চৈত্রদিনের মধুর খেলা খেলে ॥

৩১

কণ্ঠে নিলেম গান, আমার শেষ পারানির কড়ি,
একলা ঘাটে রইব না গো পড়ি ॥
আমার সুরের রসিক নেয়ে,
তারে ভোলাব গান গেয়ে,
পারের খেয়ায় সেই ভরসায় চড়ি ॥

পার হব কি নাই হব তার খবর কে রাখে—
দূরের হাওয়ায় ডাক দিল এই সুরের পাগলাকে।
ওগো তোমরা মিছে ভাব,
আমি যাবই যাবই যাব—
ভাঙল দুয়ার, কাটল দড়াদড়ি॥

৩২

আমার ঢালা গানের ধারা সেই তো তুমি পিয়েছিলে,
আমার গাঁথা স্বপনমালা কখন চেয়ে নিয়েছিলে।
মন যবে মোর দূরে দূরে ফিরেছিল আকাশ ঘুরে
তখন আমার ব্যথার সুরে আভাস দিয়ে গিয়েছিলে।
যবে বিদায় লয়ে যাব চলে
মিলনপালা সাঙ্গ হলে
শরৎ-আলোয় বাদল-মেঘে এই কথাটি রইবে লেগে
এই শ্যামলে এই নীলিমায় আমায় দেখা দিয়েছিলে॥

১

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ঝরনা যেমন বাহিরে যায়, জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি ক'রে ধেয়ে এলেম জীবনধারা বেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়॥

কতই নামে ডেকেছি-যে, কতই ছবি এঁকেছি-যে,
কোন্ আনন্দে চলেছি তার ঠিকানা না পেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়॥
পুষ্প যেমন আলোর লাগি না জেনে রাত কাটায় জাগি
তেমনি তোমার আশায় আমার হৃদয় আছে ছেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়॥

১

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে ফুল্ল শ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে,
ঊষা এসে পূর্বদুয়ার খোলে কলকণ্ঠস্বরা।
চলছে ভেসে মিলন-আশা-তরী অনাদিস্রোত বেয়ে।
কত কালের কুসুম উঠে ভরি বরণডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরান আমার বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বরা॥

২

প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধার-মাঝে
অমনি ফোটে তারা।
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেমনিধারা॥
তখন নূতন সৃষ্টি প্রকাশ হবে
কী গৌরবে
হৃদয়-অন্ধকারে।

তখন স্তরে স্তরে আলোকরাশি
উঠবে ভাসি
চিত্তগগনপারে ॥
তখন তোমারি সৌন্দর্যছবি,
ওগো কবি,
আমায় পড়বে আঁকা—
তখন বিস্ময়ের র'বে না সীমা,
ঐ মহিমা
আর যাবে না ঢাকা ॥
তখন তোমারি প্রসন্ন হাসি
পড়বে আসি
নবজীবন-'পরে।
তখন আনন্দ-অমৃতে তব
ধন্য হব
চিরদিনের তরে ॥

৪

তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে
প্রভু, আমার জীবনে।
তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে
প্রভু, গভীর গোপনে ॥
দিনের আলোর আড়াল টানি কোথায় ছিলে নাহি জানি,
অস্তরবির তোরণ হতে চরণ বাড়ালে
আমার রাতের স্বপনে ॥
আমার হিয়ায় হিয়ায় বাজে আকুল আঁধার যামিনী,
সে-যে তোমার বাঁশরি।
আমি শুনি তোমার আকাশপারের তারার রাগিণী,
আমার সকল পাশরি।

কানে আসে আশার বাণী— খোলা পাব দুয়ারখানি
রাতের শেষে শিশিরধোয়া প্রথম সকালে
তোমার করুণ কিরণে ॥

৫

শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো ॥
সারা পথের ক্লান্তি আমার, সারা দিনের তৃষা,
কেমন করে মেটাব-যে খুঁজে না পাই দিশা—
এ আঁধার-যে পূর্ণ তোমায় সেই কথা বলিয়ো ।
হৃদয় আমার চায়-যে দিতে, কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার যা-কিছু সঞ্চয় ।
হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে—
ধরব তারে, ভরব তারে, রাখব তারে সাথে,
একলা পথের চলা আমার করব রমণীয় ॥

৬

তোমার সুর শুনায়ে যে-ঘুম ভাঙাও সে-ঘুম আমার রমণীয় ।
জাগরণের সঙ্গিনী সে, তারে তোমার পরশ দিয়ো ॥
অন্তরে তার গভীর ক্ষুধা, গোপনে চায় আলোকসুধা,
আমার রাতের বুকে সে-যে তোমার প্রাতের আপন প্রিয় ॥
তারি লাগি আকাশ রাঙা আঁধারভাঙা অরুণরাগে,
তারি লাগি পাখির গানে নবীন আশার আলাপ জাগে ।
নীরব তোমার চরণধ্বনি শুনায় তারে আগমনী,
সন্ধ্যাবেলার কুঁড়ি তারে সকালবেলায় তুলে নিয়ো ॥

৭

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-'পরে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥

রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কতকাল এমনে কাটিবে, স্বামী—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥
রজনীর তারা উঠেছে গগন ছেয়ে,
আছে সবে মোর বাতায়ন-পানে চেয়ে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥
জীবনে আমার সংগীত দাও আনি,
নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥
মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে,
মিলাব এ হাত তব দক্ষিণহাতে
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥
হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥

৮

মোর প্রভাতের এই প্রথমখনের কুসুমখানি,
তুমি জাগাও তারে ওই নয়নের আলোক হানি।
সে যে দিনের বেলায় করবে খেলা হাওয়ায় দুলে,
রাতের অন্ধকারে নেবে তারে বক্ষে তুলে।
ওগো তখনি তো গন্ধে তাহার ফুটবে বাণী ॥
আমার বীণাখানি পড়ছে আজি সবার চোখে।
হেরো তারগুলি তার দেখছে গুনে সকল লোকে।
ওগো কখন সে-যে সভা ত্যেজে আড়াল হবে,
শুধু সুরটুকু তার উঠবে বেজে করুণ রবে,
যখন তুমি তারে বুকের 'পরে লবে টানি ॥

৯

মালা হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দল

মাথায় আমার ধরতে দাও গো, ধরতে দাও ;

ঐ মাধুরীসরোবরের নাই-যে কোথাও তল,

হোথায় আমায় ডুবতে দাও গো, মরতে দাও ॥

দাও গো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা ;

নিভৃতে আজ, বন্ধু, তোমার আপন হাতের টিকা

ললাটে মোর পরতে দাও গো, পরতে দাও ॥

বহুক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে,

শুকনো পাতা মলিন কুসুম ঝরতে দাও ।

পথ জুড়ে যা পড়ে আছে আমার এ জীবনে

দাও গো তাদের সরতে দাও গো, সরতে দাও ।

তোমার মহাভাণ্ডারেতে আছে অনেক ধন

কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা ভ'রে, ভরে না তায় মন,

অন্তরেতে জীবন আমার ভরতে দাও ॥

যে আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে

কী উৎসবের লগনে ॥

সব আলোটি কেমন ক'রে ফেল আমার মুখের 'পরে,

আপনি থাক আলোর পিছনে ॥

প্রেমের বাতি জ্বালি হৃদয়গগনে

কী উৎসবের লগনে ।

সব আলো তার কেমন ক'রে পড়ে তোমার মুখের 'পরে,

আপনি পড়ি আলোর পিছনে ॥

১১

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে

আজ ফাগুনদিনের সকালে ॥

তার বর্ণে তোমার নামের রেখা, গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে
আজ ফাগুনদিনের সকালে ॥
গানটি তোমার চলে এল আকাশে
আজ ফাগুনদিনের বাতাসে।
ওগো আমার নামটি তোমার সুরে কেমন করে দিলে জুড়ে,
লুকিয়ে তুমি ঐ গানেরি আড়ালে,
আজ ফাগুনদিনের সকালে ॥

১২

বলো তো এইবারের মতো,
প্রভু, তোমার আঙিনাতে
তুলি আমার ফসল যত ॥
কিছু বা ফল গেছে ঝরে, কিছু বা ফল আছে ধরে,
বছর হয়ে এল গত।
রোদের দিনে ছায়ায় বসে বাজায় বাঁশি রাখাল যত ॥
হুকুম তুমি কর যদি
চৈত্রহাওয়ায় পাল তুলে দিই, ঐ যে মেতে ওঠে নদী।
পার ক'রে নিই ভরা তরী, মাঠের যা কাজ সারা করি
ঘরের কাজে হই গো রত।
এবার আমার মাথার বোঝা পায়ে তোমার করি নত ॥

১৩

তোমায় নতুন করেই পাব ব'লে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ—
ও মোর ভালোবাসার ধন ॥
দেখা দেবে ব'লে তুমি হও-যে অদর্শন,
ও মোর ভালোবাসার ধন।
ওগো তুমি আমার নও আড়ালের, তুমি আমার চিরকালের,
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে হও-যে নিমগন,
ও মোর ভালোবাসার ধন ॥

আমি   তোমায় যখন খুঁজে ফিরি ভয়ে কাঁপে মন—

প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।

তোমার   শেষ নাহি তাই শূন্য সেজে   শেষ করে দাও আপনাকে-যে,

ঐ হাসিরে দেয় ধুয়ে মোর বিরহের রোদন—

ও মোর   ভালোবাসার ধন ॥

১৪

ধীরে, বন্ধু, ধীরে ধীরে

চলো তোমার বিজন মন্দিরে ॥

জানি নে পথ, নাই-যে আলো,   ভিতর বাহির কালোয় কালো,

তোমার   চরণশব্দ বরণ করেছি

আজ এই   অরণ্যগভীরে ॥

ধীরে, বন্ধু, ধীরে ধীরে।

চলো   অন্ধকারের তীরে তীরে।

চলব আমি নিশীথরাতে   তোমার হাওয়ার ইশারাতে,

তোমার   বসনগন্ধ বরন করেছি

আজ এই   বসন্তসমীরে ॥

১৫

এবার আমায় ডাকলে দূরে

সাগরপারের গোপন পুরে ॥

বোঝা আমার নামিয়েছি-যে,   সঙ্গে আমায় নাও গো নিজে,

স্তব্ধ রাতের স্নিগ্ধ সুধা পান করাবে তৃষ্ণাতুরে ॥

আমার সন্ধ্যাফুলের মধু

এবার-যে ভোগ করবে, বঁধু।

তারার আলোর প্রদীপখানি   প্রাণে আমার জ্বালবে আনি,

আমার যত কথা ছিল ভেসে যাবে তোমার সুরে ॥

১৬

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল ॥
মিলনের পাত্রটি পূর্ণ যে বিচ্ছেদ- বেদনায় ;
অর্পিনু হাতে তার খেদ নাই, আর মোর খেদ নাই ॥
বহুদিন-বঞ্চিত অন্তরে সঞ্চিত কী আশা,
চক্ষের নিমেষেই মিটল সে পরশের তিয়াষা।
এতদিনে জানলেম যে-কাঁদন কাঁদলেম সে কাহার জন্য ।
ধন্য এ জাগরণ, ধন্য এ ক্রন্দন, ধন্য রে ধন্য ॥

১৭

সেদিনে আপদ আমার যাবে কেটে
পুলকে হৃদয় যেদিন পড়বে ফেটে ॥
তখন তোমার গন্ধ তোমার মধু আপনি বাহির হবে বঁধু হে,
তারে আমার ব'লে ছলে বলে কে বলো আর রাখবে এঁটে ॥
আমারে নিখিল ভুবন দেখছে চেয়ে রাত্রিদিবা ।
আমি কি জানি নে তার অর্থ কিবা ।
তারা-যে জানে আমার চিত্তকোষে অমৃতরূপ আছে বসে গো—
তারেই প্রকাশ করি, আপনি মরি, তবে আমার দুঃখ মেটে ॥

১৮

হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে আমি পাই নি ।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি, হৃদয়-পানেই চাই নি ॥
আমার সকল ভালোবাসায় সকল আঘাত সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে, তোমার কাছে যাই নি ॥
তুমি মোর আনন্দ হয়ে ছিলে আমার খেলায় ।
আনন্দে তাই ভুলেছিলেম, কেটেছে দিন হেলায় ।
গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দুঃখসুখের গানে
সুর দিয়েছ তুমি, আমি তোমার গান তো গাই নি ॥

১৯

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধুলো যত।
কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহূতের মতো॥
তুমি পার হয়ে এসেছ মরু, নাই-যে সেথায় ছায়াতরু,
পথের দুঃখ দিলেম তোমায়, এমন ভাগ্যহত॥
তখন আলসেতে বসেছিলেম আমি আপন ঘরের ছায়ে,
জানি নাই-যে ব্যথা কত বাজবে পায়ে পায়ে।
তবু ঐ বেদনা আমার বুকে বেজেছিল গোপন দুখে,
দাগ দিয়েছে মর্মে আমার গভীর হৃদয়ক্ষত॥

২০

আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে,
কেন পাগল কর এমন ক'রে॥
বাতাস আনে কেন জানি কোন্ গগনের গোপন বাণী,
পরানখানি দেয়-যে ভ'রে॥
সোনার আলো কেমনে হে
রক্তে নাচে সকল দেহে।
কারে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে আমার খোলা বাতায়নে,
সকল হৃদয় লয়-যে হ'রে॥

২১

ওদের সাথে মেলাও যারা চরায় তোমার ধেনু,
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু॥
পাষাণ দিয়ে বাঁধা ঘাটে এই-যে কোলাহলের হাটে
কেন আমি কিসের লোভে এনু॥
কী ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি,
কার ইশারা তৃণের অঙ্গুলি।
প্রাণেশ আমার লীলাভরে খেলেন প্রাণের খেলাঘরে,
পাখির মুখে এই যে খবর পেনু॥

২২

আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব—
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব ॥
কত-যে গিরি কত-যে নদীতীরে
বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে,
কত-যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কব ॥
তোমারি ঐ অমৃতপরশে আমার হিয়াখানি
হারালো সীমা বিপুল হরষে, উথলি উঠে বাণী।
আমার শুধু একটি মুঠি ভরি
দিতেছ দান দিবসবিভাবরী
হল না সারা, কত-না যুগ ধরি
কেবলই আমি লব ॥

২৩

প্রভু, বলো বলো কবে
তোমার পথের ধুলার রঙে রঙে আঁচল রঙিন হবে ॥
তোমার বনের রাঙা ধূলি ফুটায় পূজার কুসুমগুলি,
সেই ধূলি হায় কখন আমায় আপন করি লবে ॥
প্রণাম দিতে চরণতলে ধুলার কাঙাল যাত্রীদলে
চলে যারা আপন ব'লে চিনবে আমায় সবে ॥

২৪

আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে ॥
নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে
না-দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে,
লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে—
অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে ॥

ক্ষণে ক্ষণে আমি না জেনে করেছি দান
তোমায় আমার গান।
পরানের সাজি সাজাই খেলার ফুলে,
জানি না কখন নিজে বেছে লও তুলে—
অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে
প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে॥

২৫

আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও;
কে আমারে কী-যে বলে ভোলাও ভোলাও॥
ওরা কেবল কথার পাকে নিত্য আমায় বেঁধে রাখে,
বাঁশির ডাকে সকল বাঁধন খোলাও॥
মনে পড়ে, কত-না দিন রাতি
আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথি।
আজকে তুমি তেমনি ক'রে সামনে তোমার রাখো ধরে,
আমার প্রাণে খেলার সে-ঢেউ তোলাও॥

২৬

ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে (বন্ধু আমার)।
না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন-যে আমার কাটে না রে॥
বুঝি গো রাত পোহালো,
বুঝি ঐ রবির আলো
আভাসে দেখা দিল গগনপারে,
সমুখে ঐ হেরি পথ, তোমার কি রথ পৌঁছবে না মোর দুয়ারে॥
আকাশের যত তারা,
চেয়ে রয় নিমেষহারা,
বসে রয় রাত-প্রভাতের পথের ধারে।
তোমারি দেখা পেলে সকল ফেলে ডুববে আলোক-পারাবারে।

প্রভাতের পথিক সবে
এল কি কলরবে—
গেল কি গান গেয়ে ঐ সারে সারে।
বুঝিবা ফুল ফুটেছে সুর উঠেছে অরুণবীণার তারে তারে॥

২৭

তোমায় কিছু দেব ব'লে চায়-যে আমার মন,
নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন॥
যখন তোমার পেলাম দেখা, অন্ধকারে একা একা
ফিরিতেছিলে বিজন গভীর বন।
ইচ্ছা ছিল, একটি বাতি জ্বালাই তোমার পথে
নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন॥
দেখেছিলেম হাটের লোকে তোমারে দেয় গালি,
গায়ে তোমার ছড়ায় ধুলাবালি।
অপমানের পথের মাঝে তোমার বীণা নিত্য বাজে,
আপন সুরে আপনি নিমগন।
ইচ্ছা ছিল, বরণমালা পরাই তোমার গলে
নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন॥
দলে দলে আসে লোকে, রচে তোমার স্তব—
নানা ভাষায় নানান্ কলরব।
ভিক্ষা লাগি তোমার দ্বারে আঘাত করে বারে বারে—
কত-যে শাপ, কত-যে ক্রন্দন।
ইচ্ছা ছিল, বিনাপণে আপনাকে দিই পায়ে
নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন॥

২৮

আমার অভিমানের বদলে আজ নেব তোমার মালা।
আজ নিশিশেষে শেষ করে দিই চোখের জলের পালা॥

আমার কঠিন হৃদয়টারে ফেলে দিলেম পথের ধারে,
তোমার চরণ দেবে তারে মধুর পরশ পাষাণ-গালা॥
ছিল আমার আঁধারখানি, তারে তুমিই নিলে টানি,
তোমার প্রেম এল-যে আগুন হয়ে করল তারে আলা।
সেই-যে আমার কাছে আমি ছিল সবার চেয়ে দামি,
তারে উজাড় করে সাজিয়ে দিলেম তোমার বরণডালা॥

২৯

তুমি খুশি থাক আমার চেয়ে
তোমার আঙিনাতে বেড়াই যখন গেয়ে গেয়ে॥
তোমার পরশ আমার মাঝে সুরের নাচে বুকে বাজে,
পুলকে তার ঝলক লাগে সকল ভুবন ছেয়ে ছেয়ে॥
ফিরে ফিরে চিত্তবীণায় দাও-যে নাড়া,
গুঞ্জরিয়া দেয় সে সাড়া।
তোমার আঁধার তোমার আলো দুই আমারে লাগল ভালো,
আমার হাসি বেড়ায় ভাসি তোমার হাসি বেয়ে বেয়ে॥

৩০

আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক-না হারা॥
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ, ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে আমার দুটি আঁখিতারা॥
হারিয়ে-যাওয়া মনটি আমার
ফিরিয়ে তুমি আনলে আবার।
ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি,
গলার হারে দোলাও তারে গাঁথা তোমার ক'রে সারা॥

৩১

রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে
তোমার আমার দেখা হল সেই মোহানার ধারে॥

সেইখানেতে সাদায় কালোয় মিলে গেছে আঁধার-আলোয়,
সেইখানেতে ঢেউ ছুটেছে এপারে ঐপারে ॥
নিতল নীল নীরব-মাঝে বাজল গভীর বাণী ;
নিকষেতে উঠল ফুটে সোনার রেখাখানি।
মুখের পানে তাকাতে যাই, দেখি-দেখি দেখতে না পাই ;
স্বপন-সাথে জড়িয়ে জাগা, কাঁদি আকুল ধারে ॥

৩২

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জানত।
তখন ছিল না ভয়, ছিল না লাজ মনে,
জীবন বহে যেত অশান্ত ॥
তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত,
যেন আমার আপন সখার মতো,
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে
সেদিন কত-না বন-বনান্ত ॥
ওগো সেদিন তুমি গাইতে যে-সব গান
কোনো অর্থ তাহার কে জানত।
শুধু সঙ্গে তারি গাইত আমার প্রাণ,
সদা নাচত হৃদয় অশান্ত।
হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি,
স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি,
তোমার চরণ-পানে নয়ন করি' নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত ॥

৩৩

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ॥
কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।

আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর ॥

তোমায় আমায় মিলন হলে সকলই যায় খুলে,

বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।

তোমার আলোয় নাই তো ছায়া, আমার মাঝে পায় সে কায়া,

হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর।

আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর ॥

৩৪

আজি যত তারা তব আকাশে

সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে ॥

নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া, মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া হে,

তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত আমারি অঙ্গে বিকাশে ॥

দিকে দিগন্তে যত আনন্দ লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ হে,

আমার চিত্তে মিলি একত্রে তোমার মন্দিরে উছাসে ॥

আজি কোনোখানে কারেও না জানি,

শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে,

নিখিল নিশ্বাস আজি এ বক্ষে বাঁশরির সুরে বিলাসে ॥

৩৫

আমি কেমন করিয়া জানাব, আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো—

আমার জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে।

আমি কেমন করিয়া জানাব আমার পরান কী নিধি কুড়ালো—

ডুবিয়া নিবিড় গভীর শোভাতে।

আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায় দেখেছি আলোক-আসনে—

দেখেছি আমার হৃদয়রাজারে।

আমি দুয়েকটি কথা কয়েছি তা সনে, সে নীরব সভা-মাঝারে—

দেখেছি চিরজনমের রাজারে।

এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে, আলোক আমার তনুতে,

কেমনে মিলে গেছে মোর তনুতে—

তাই এ গগনভরা প্রভাত পশিল আমার অণুতে অণুতে।
আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে দেহ মন মোর ফুরালো,
যেন রে নিঃশেষে আজি ফুরালো।
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে জুড়ালো জীবন জুড়ালো,
আমার আদি ও অন্ত জুড়ালো ॥

৩৬

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে।
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে ॥
তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার, বন্ধনডোর,
দুঃখসুখের চরম আমার জীবন মরণ হে ॥
আমার সকল গতির মাঝে পরমগতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরমপতি হে।
ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার,
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে ॥

৩৭

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার।
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃতপাথার ॥
তুমিই তো আনন্দলোক, জুড়াও প্রাণ, নাশো শোক,
তাপহরণ তোমার চরণ অসীমশরণ দীনজনার ॥

৩৮

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরানের বঁধু।
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা।

ও ভিখারির ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল ॥

৩৯

আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি, কবি।
আপনমনে আমারি পটে আঁক মানসছবি ॥
তাপস তুমি ধেয়ানে তব কী দেখ মোরে কেমনে কব,
আপনমনে মেঘস্বপন আপনি রচ রবি।
তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী ॥
তোমারি সোনা বোঝাই হল, আমি তো তার ভেলা,
নিজেরে তুমি ভোলাবে ব'লে আমারে নিয়ে খেলা।
কাঙ্গ মন কী কথা শোন অর্থ আমি বুঝি না কোনো,
বীণাতে মোর কাঁদিয়া ওঠে তোমারি ভৈরবী।
মুকুল মম সুবাসে তব গোপনে সৌরভী ॥

৪০

ভুলে যাই থেকে থেকে
তোমার আসন-'পরে বসাতে চাও নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে ॥
দ্বারী মোদের চেনে না-যে, বাধা দেয় পথের মাঝে,
বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি, লও ভিতরে ডেকে ডেকে ॥
মোদের প্রাণ দিয়েছ আপন হাতে, মান দিয়েছ তারি সাথে।
থেকেও সে-মান থাকে না-যে লোভে আর ভয়ে লাজে,
ম্লান হয় দিনে দিনে, যায় ধুলাতে ঢেকে ঢেকে ॥

৪১

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে,
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে ॥
এই-যে আলো সূর্যে গ্রহে তারায় ঝরে পড়ে শতলক্ষ ধারায়,
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে ॥

তোমার ফুলে যে-রঙ ঘুমের মতো লাগল
আমার মনে লেগে তবে সে-যে জাগল।
যে-প্রেম কাঁপায় বিশ্ববীণায় পুলকে সংগীতে সে উঠবে ভেসে পলকে
যেদিন আমার সকল হৃদয় হরবে॥

৪২

এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে,
হাসিতে আকাশ ভরিলে॥
পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়, ঝুলি ভরি রাখে যাহা কিছু পায়,—
কতবার তুমি পথে এসে হায় ভিক্ষার ধন হরিলে॥
ভেবেছিল, চির-কাঙাল সে এই ভুবনে;
কাঙাল মরণে জীবনে।
ওগো মহারাজা, বড়ো ভয়ে ভয়ে দিনশেষে এল তোমার আলয়ে,—
আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে নিজ মালা দিয়ে বরিলে॥

৪৩

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা॥
কত জনম-মরণেতে তোমারি ঐ চরণেতে,
আপনাকে-যে দেব তবু বাড়বে দেনা॥
আমারে-যে নামতে হবে ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ভুবনের প্রাণের হাটে।
ব্যবসা মোর তোমার সাথে চলবে বেড়ে দিনে রাতে,
আপনা নিয়ে করব যতই বেচা কেনা॥

৪৪

তুমি-যে এসেছ মোর ভবনে
রব উঠেছে ভুবনে॥
নহিলে ফুলে কিসের রঙ লেগেছে, গগনে কোন্ গান জেগেছে,
কোন্ পরিমল পবনে॥

দিয়ে দুঃখসুখের বেদনা
আমার তোমার সাধনা।
আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া এলে তোমার সুর মেলিয়া
এলে আমার জীবনে॥

৪৫

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে,
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে॥
আমি চোখ এই আলোকে মেলব যবে
তোমার ঐ চেয়ে-দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুনিছে তারি তরে॥
ফাগুনের কুসুম-ফোটা হবে ফাঁকি,
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
সে-দিনে ধন্য হবে তারার মালা,
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা,
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচলে পরে॥

৪৬

আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে।
যত তোমায় ডাকি আমার আপন হৃদয় জাগে॥
শুধু তোমায় চাওয়া সেও আমার পাওয়া,
তাই তো পরান পরানপনে হাত বাড়িয়ে মাগে॥
হায় অশক্ত, ভয়ে থাকিস পিছে।
লাগলে সেবায় অশক্তি তোর আপনি হবে মিছে।
পথ দেখাবার তরে যাব কাহার ঘরে—
যেমনি আমি চলি তোমার প্রদীপ চলে আগে॥

৪৭

অসীম ধন তো আছে তোমার, তাহে সাধ না মেটে।
নিতে চাও তা আমার হাতে কণায় কণায় বেঁটে॥

দিয়ে তোমার রতনমণি আমায় করলে ধনী,
এখন দ্বারে এসে ডাক', রয়েছি দ্বার এঁটে ॥
আমায় তুমি করবে দাতা, আপনি ভিক্ষু হবে—
বিশ্বভুবন মাতল-যে তাই হাসির কলরবে।
তুমি রইবে না ঐ রথে, নামবে ধুলাপথে,
যুগ-যুগান্ত আমার সাথে চলবে হেঁটে হেঁটে ॥

৪৮

যদি আমায় তুমি বাঁচাও, তবে ...
তোমার নিখিল ভুবন ধন্য হবে ॥
যদি আমার মনের মলিন কালি ঘুচাও পুণ্যসলিল ঢালি
তোমার চন্দ্র সূর্য নূতন আলোয় জাগবে জ্যোতির মহোৎসবে
আজো ফোটে নি মোর শোভার কুঁড়ি,
তারি বিষাদ আছে জগৎ জুড়ি।
যদি নিশার তিমির গিয়া টুটে আমার হৃদয় জেগে উঠে
তবে মুখর হবে সকল আকাশ আনন্দময় গানের রবে ॥

৪৯

যিনি সকল কাজের কাজী মোরা তাঁরি কাজের সঙ্গী।
যাঁর নানা রঙের রঙ্গ, মোরা তাঁরি রসের রঙ্গী ॥
তাঁর বিপুল ছন্দে ছন্দে
মোরা যাই চলে আনন্দে,
তিনি যেমনি বাজান ভেরী মোদের তেমনি নাচের ভঙ্গী ॥
এই জন্ম-মরণ-খেলায়
মোরা মিলি তাঁরি মেলায়,
এই দুঃখসুখের জীবন মোদের তাঁরি খেলার অঙ্গী।
ওরে ডাকেন তিনি যবে
তাঁর জলদমন্দ্র রবে
ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দ'লে সাগর গিরি লঙ্ঘি ॥

৫০

আমরা তারেই জানি তারেই জানি সাথের সাথি।
তারেই করি টানাটানি দিবারাতি॥
সঙ্গে তারই চরাই ধেনু,
বাজাই বেণু,
তারই লাগি বটের ছায়ায় আসন পাতি॥
তারে হালের মাঝি করি
চালাই তরী,
ঝড়ের বেলায় ঢেউয়ের খেলায় মাতামাতি।
সারাদিনের কাজ ফুরালে
সন্ধ্যাকালে
তাহারই পথ চেয়ে ঘরে জ্বালাই বাতি॥

৫১

যা হবার তা হবে।
যে আমাকে কাঁদায় সে কি অমনি ছেড়ে রবে॥
পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে পথ-যে কোথায় সেই তা জানে,
ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায়, সেই তো ঘরে লবে॥

৫২

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।
কখন তুমি এলে, হে নাথ, মৃদু চরণপাতে॥
ভেবেছিলেম, জীবনস্বামী, তোমার বুঝি হারাই আমি—
আমায় তুমি হারাবে না, বুঝেছি আজ রাতে॥
যে-নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো
তারি মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বাল।
তোমার পথে চলা যখন ঘুচে গেল, দেখি তখন
আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চল সাথে॥

৫৩

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান ॥
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব, কবি—
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান ॥
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে, প্রভু, মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।

৫৪

শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে,
গুণী মোর, ও গুণী।
বাঁধা-বীণা রইবে পড়ে এমনি ভাবে,
গুণী মোর, ও গুণী।
তাহলে হার হল-যে হার হল,
শুধু বাঁধাবাঁধিই সার হল,
গুণী মোর, ও গুণী।
বাঁধনে যদি তোমার হাত লাগে,
তাহলেই সুর জাগে,
গুণী মোর, ও গুণী।
না হলে ধুলায় প'ড়ে লাজ কুড়াবে ॥

৫৫

আমারে তুমি কিসের ছলে পাঠাবে দূরে,
আবার আমি চরণতলে আসিব ঘুরে ॥

সোহাগ করে করিছ হেলা, টানিবে ব'লে দিতেছ ঠেলা,
হে রাজা, তব কেমন খেলা রাজ্য জুড়ে ॥

৫৬

সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে,
আমার কণ্ঠে সেথায় সুর কেঁপে যায় ত্রাসনে ॥
তাকায় সকল লোকে,
তখন দেখতে না পাই চোখে
কোথায় অভয় হাসি হাস আপন আসনে ॥
কবে আমার এ লজ্জাভয় খসাবে,
তোমার একলা ঘরের নিরালাতে বসাবে।
যা শোনাবার আছে
গাব ঐ চরণের কাছে,
দ্বারের আড়াল হতে শোনে বা কেউ না শোনে ॥

৫৭

তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে
সত্য ক'রে পায় সে আপনারে ॥
দুঃখে শোকে নিন্দা-পরিবাদে
চিত্ত তার ডোবে না অবসাদে,
টুটে না বল সংসারের ভারে ॥
পথে যে তার গৃহের বাণী বাজে,
বিরাম জাগে কঠিন তার কাজে।
নিজেরে সে যে তোমারি মাঝে দেখে,
জীবন তার বাধায় নাহি ঠেকে,
দৃষ্টি তার আঁধার-পরপারে ॥

৫৮

লুকিয়ে আস আঁধার রাতে, তুমি আমার বন্ধু।
লও-যে টেনে কঠিন হাতে তুমি আমার আনন্দ ॥

দুঃখরথের তুমিই রথী, তুমিই আমার বন্ধু।
তুমি সংকট তুমিই ক্ষতি, তুমি আমার আনন্দ ॥
শত্রু আমারে করো গো জয়, তুমিই আমার বন্ধু।
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়, তুমি আমার আনন্দ ॥
বজ্র এসো হে বক্ষ চিরে, তুমিই আমার বন্ধু।
মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে, তুমি আমার আনন্দ ॥

৫৯

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে
খুঁজিতে আমার আপনারে ॥
তোমারি যে-ডাকে
কুসুম গোপন হতে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে,
সেই ডাকে ডাকো আজি তারে ॥
তোমারি সে-ডাকে বাধা ভোলে,
শ্যামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে।
সে ডাকে তোমারি
সহসা নবীন উষা আসে, হাতে আলোকের ঝারি,
দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে ॥

১

আজ আলোকের এই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও ॥
যে-জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ-আলোর সোনার-কাঠি ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্বহৃদয়-হতে-ধাওয়া আলোয়-পাগল প্রভাতহাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও ॥

আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও,
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও ॥
আমার পরানবীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃতগান,
তার নাইকো বাণী, নাইকো ছন্দ, নাইকো তান।
তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্বহৃদয়-হতে-ধাওয়া প্রাণে-পাগল গানের হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও ॥

২

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবনপারে
আমার চিত্তে এসো নামি ॥
এ দেহ মন মিলায়ে যাক, হইয়া যাক হারা,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা
ঐ চরণে যাক থামি।
নির্বাসনে বাঁধা আছি দুর্বাসনার ডোরে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
সব বাঁধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে,
ওহে আমি বাঁধনকামী।
আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
সকল ঝ'রে সকল ভ'রে আসুক সে-চরম,
ওগো মরুক-না এই আমি।

৩

যায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে ॥

যায় যেন মোর সকল গভীর আশা

প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে ॥

চিত্ত মম যখন যেথায় থাকে সাড়া যেন দেয় সে তোমার ডাকে.

যত বাধা সব টুটে যায় যেন

প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে ॥

বাহিরের এই ভিক্ষা-ভরা থালি এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,

অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে

প্রভু, তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।

হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর, এ জীবনে যা-কিছু সুন্দর

সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে,

প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে ॥

৪

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।

সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো ॥

কর্ম যখন প্রবল-আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার.

হৃদয়প্রান্তে, হে জীবননাথ, শান্ত চরণে এসো ॥

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন

দুয়ার খুলিয়া, হে উদার নাথ, রাজসমারোহে এসো।

বাসনা যখন বিপুল ধুলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়,

ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো ॥

৫

আমার পাত্রখানা যায় যদি যাক ভেঙে চুরে—

আছে অঞ্জলি মোর, প্রসাদ দিয়ে দাও-না পুরে ॥

সহজ সুখের সুধা তাহার মূল্য তো নাই,

ছড়াছড়ি যায় সে-যে ঐ যেখানে চাই,

বড়ো আপন কাছের জিনিস রইল দূরে,

হৃদয় আমার সহজ সুধায় দাও-না পুরে ॥

বারে বারে চাইব না আর মিথ্যা টানে
ভাঙন-ধরা আঁধার-করা পিছন-পানে।
বাসা-বাঁধার বাঁধনখানা যাক-না টুটে।
অবাধ পথের শূন্যে আমি চলব ছুটে।
শূন্য-ভরা তোমার বাঁশির সুরে সুরে
হৃদয় আমার সহজ সুধায় দাও-না পূরে॥

৬

গাব তোমার সুরে দাও সে বীণাযন্ত্র,
শুনব তোমার বাণী দাও সে অমর মন্ত্র॥
করব তোমার সেবা দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে দাও সে অচল ভক্তি॥
সইব তোমার আঘাত দাও সে বিপুল ধৈর্য,
বইব তোমার ধ্বজা দাও সে অটল স্থৈর্য॥
নেব সকল বিশ্ব দাও সে প্রবল প্রাণ,
করব আমায় নিঃস্ব দাও সে প্রেমের দান॥
যাব তোমার সাথে দাও সে দখিন হস্ত,
লড়ব তোমার রণে দাও সে তোমার অস্ত্র॥
জাগব তোমার সত্যে দাও সেই আহ্বান।
ছাড়ব সুখের দাস্য, দাও দাও কল্যাণ॥

৭

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে
তোমারি সুরটি আমার মুখের 'পরে, বুকের 'পরে॥
পুরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে—
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে,
নিশিদিন এই জীবনের সুখের 'পরে, দুখের 'পরে,
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে॥

যে-শাখায় ফুল ফোটে না, ফল ধরে না একেবারে,
তোমার ঐ বাদল-বায়ে দিক জাগায়ে সেই শাখারে।
যা-কিছু জীর্ণ আমার, দীর্ণ আমার, জীবনহারা,
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার 'পরে, ভুখের 'পরে,
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে॥

৮

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে-সুরে প্রভাত-আলোরে সেই সুরে মোরে বাজাও॥
যে-সুর ভরিলে ভাষাভোলা গীতে শিশুর নবীন জীবনবাঁশিতে
জননীর-মুখ-তাকানো হাসিতে— সেই সুরে মোরে বাজাও॥
সাজাও আমারে সাজাও।
যে-সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে সেই সাজে মোরে সাজাও।
সন্ধ্যামালতী সাজে যে-ছন্দে শুধু আপনারি গোপন গন্ধে,
যে-সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে— সেই সাজে মোরে সাজাও॥

৯

তুমি যত ভার দিয়েছ সে-ভার করিয়া দিয়েছ সোজা।
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলই হয়েছে বোঝা।
এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু, নামাও—
ভারের বেগেতে চলেছি কোথায়, এ যাত্রা তুমি থামাও॥
আপনি যে-দুখ ডেকে আনি সে-যে জ্বালায় বজ্রানলে—
অঙ্গার ক'রে রেখে যায়, সেথা কোনো ফল নাহি ফলে।
তুমি যাহা দাও সে-যে দুঃখের দান
শ্রাবণধারায় বেদনার রসে সার্থক করে প্রাণ।
যেখানে যা-কিছু পেয়েছি কেবলই সকলই করেছি জমা;
যে দেখে সে আজ মাগে-যে হিসাব, কেহ নাহি করে ক্ষমা—

এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু, নামাও—
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছি, এ যাত্রা মোর থামাও ॥

১০

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে ॥
সমুখ-আকাশে চরাচরলোকে, এই অপরূপ আকুল আলোকে দাঁড়াও হে,
আমার পরান পলকে পলকে, চোখে চোখে তব দরশ মাগে ॥
এই-যে ধরণী চেয়ে ব'সে আছে, ইহার মাধুরী বাড়াও হে।
ধুলায়-বিছানো শ্যাম অঞ্চলে দাঁড়াও হে নাথ, দাঁড়াও হে ॥
যাহা কিছু আছে সকলই ঝাঁপিয়া, ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া দাঁড়াও হে।
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে ॥

১১

যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু ॥
যদি কোনো দিন এ বীণার তারে তব প্রিয়নাম নাহি ঝংকারে
দয়া ক'রে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে, ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু ॥
যদি কোনো দিন তোমার আহ্বানে সুপ্তি আমার চেতনা না মানে,
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে, ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু ॥
যদি কোনো দিন তোমার আসনে আর-কাহারেও বসাই যতনে,
চিরদিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু ॥

১২

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো ॥
তব নন্দনগন্ধমোদিত ফিরি সুন্দর ভুবনে
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু সাজে যেন সদা সাজে গো ॥

সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গলমন্ত্রে ;
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে তব সংগীতছন্দে।
তব নির্মল নীরব হাস্য হেরি অম্বর ব্যাপিয়া
তব গৌরবে সকল গর্ব লাজে যেন সদা লাজে গো ॥

১৩

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে—
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে ॥
স্খলিত শিথিল কামনার ভার বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর—
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার, ফেলো না আমারে ছড়ায়ে।
চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা বাঁচাও তাহারে মারিয়া।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে—
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে বরণের মালা পরায়ে ॥

১৪

তোমারি নাম বলব নানা ছলে।
বলব একা বসে, আপন মনের ছায়াতলে ॥
বলব বিনা ভাষায়, বলব বিনা আশায়,
বলব মুখের হাসি দিয়ে, বলব চোখের জলে ॥
বিনা-প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পুরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে ॥

১৫

আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহদীপখানি জ্বালো।
সব দুখশোক সার্থক হোক লভিয়া তোমারি আলো ॥
কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার মিলাবে ধন্য হয়ে।
তোমারি পুণ্য-আলোকে বসিয়া সবারে বাসিব ভালো ॥

পরশমণির প্রদীপ তোমার, অচপল তার আলো ;
সোনা ক'রে লবে পলকে আমার সব কলঙ্ক কালো।
আমি যত দীপ জ্বালিয়াছি তাহে শুধু জ্বালা, শুধু কালী।
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে তোমারি কিরণ ঢালো॥

১৬

সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে-ঘরে
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া।
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রাখিয়ো তাহার একটি দুয়ার খুলিয়া॥
মোর সব কাজে মোর সব অবসরে
সে-দুয়ার রবে তোমারি প্রবেশ-তরে,
সেথা হতে বায়ু বহিবে হৃদয়-'পরে
চরণ হইতে তব পদরজ তুলিয়া—
সে-দুয়ার খুলে আসিবে তুমি এ ঘরে,
আমি বাহিরিব সে-দুয়ারখানি খুলিয়া॥
যত বিশ্বাস ভেঙে ভেঙে যায়, স্বামী,
এক বিশ্বাস রহে যেন চিত্তে লাগিয়া।
যে-অনলতাপ যখনি সহিব আমি
দেয় যেন তাহে তব নাম বুকে দাগিয়া।
যবে দুখদিনে শোকতাপ আসে প্রাণে
তোমার আদেশ বহিয়া যেন সে আনে,
রুক্ষ বচন যতই আঘাত হানে
সকল আঘাতে তব সুর উঠে জাগিয়া॥

১৭

আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার নামটি রাখো থুয়ে॥

রক্তধারার ছন্দে আমার দেহবীণার তার
বাজাক আনন্দে তোমার নামেরি ঝঙ্কার।
ঘুমের 'পরে জেগে থাকুক নামের তারা তব,
জাগরণের ভালে আঁকুক অরুণলেখা নব।
সব আকাঙ্ক্ষা-আশায় তোমার নামটি জ্বলুক শিখা,
সকল ভালোবাসায় তোমার নামটি রহুক লিখা।
সকল কাজের শেষে তোমার নামটি উঠুক ফ'লে,
রাখব কেঁদে হেসে তোমার নামটি বুকে কোলে।
জীবনপদ্মে সংগোপনে রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণক্ষণে তোমারি নাম, বঁধু॥

১৮

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান॥
আরো আলো আরো আলো
এই নয়নে, প্রভু, ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পূরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান॥
আরো বেদনা আরো বেদনা
দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ, মোরে করো ত্রাণ।
আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে।
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো করো দান॥

১৯

বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি,
সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি ॥
সরল সুপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব দমিতে, খর্ব করিতে কুমতি ॥
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে, জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে চিত্তের চির-বসতি,
তব কাজ শিরে বহিতে, সংসারতাপ সহিতে,
ভবকোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি ॥
তোমার বিশ্বছবিতে তব প্রেমরূপ লভিতে,
গ্রহ-তারা-শশী-রবিতে হেরিতে তোমার আরতি।
বচনমনের অতীতে ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে শুনিতে তোমার ভারতী ॥

২০

অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে ॥
জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে ॥
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।
সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে।
নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে ॥

২১

আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে।
দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচারঘরে ॥
যদি পূজা করি মিছা দেবতার, শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার,

যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো 'পরে,
আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে॥
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ, ভয়ে হয়ে থাকি ধর্মবিমুখ,
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক-তরে—
তুমি যে-জীবন দিয়েছ আমায় কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়
আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে,
আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে॥

২২

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি॥
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে, জেনেও জানি না;
ঐ মঙ্গলরূপ ভুলি, তাই শোক-সাগরে নামি॥
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাসুখপূর্ণ;
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা-অনুগামী॥
মোহবন্ধ ছিন্ন করো কঠিন আঘাতে;
অশ্রুসলিলধৌত হৃদয়ে থাকো দিবসযামী॥

২৩

অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ।
তুমি করুণামৃতসিন্ধু করো করুণাকণা দান॥
শুষ্ক হৃদয় মম কঠিন পাষাণসম,
প্রেমসলিলধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান॥
যে তোমারে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাকো ডাকো।
তোমা হতে দূরে যে যায়, তারে তুমি রাখো রাখো।
তৃষিত যেজন ফিরে তব সুধাসাগরতীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহনীরে, সুধা করাও হে পান॥

২৪

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,

লইনু শরণ, লইনু শরণ ॥

আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,

পরাও পরাও জ্যোতির টিকা—

করো হে আমার লজ্জাহরণ ॥

পরশরতন তোমারি চরণ,

লইনু শরণ, লইনু শরণ।

যা-কিছু মলিন, যা-কিছু কালো,

যা-কিছু বিরূপ হোক তা ভালো—

ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ ॥

২৫

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে।

পিছিয়ে পড়েছি আমি, যাব যে কী করে ॥

এসেছে নিবিড় নিশি, পথরেখা গেছে মিশি ;

সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে ॥

ভয় হয়, পাছে ঘুরে ঘুরে

যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে।

মনে করি আছ কাছে, তবু ভয় হয়, পাছে

আমি আছি তুমি নাই কাল নিশিভোরে ॥

২৬

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণকাজে হে।

ফিরিব আহ্বান মানিয়া তোমারি রাজ্যের মাঝে হে ॥

মজিয়া অনুখন লালসে রব না পড়িয়া আলসে,

হয়েছে জর্জর জীবন ব্যর্থ দিবসের লাজে হে ॥

আমারে রহে যেন না ঘিরি সতত বহুতর সংশয়ে ;

বিবিধ পথে যেন না ফিরি বহুল-সংগ্রহ-আশয়ে।

অনেক নৃপতির শাসনে না রহি শঙ্কিত আসনে,
ফিরিব নির্ভয়গৌরবে তোমারি ভৃত্যের সাজে হে ॥

২৭

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়,
তবু জান, মন তোমারে চায় ॥
অন্তরে আছ হে অন্তর্যামী,
আমা চেয়ে আমায় জানিছ, স্বামী—
সব সুখে দুখে ভুলে থাকায়,
জান, মম মন তোমারে চায় ॥
ছাড়িতে পারি নি অহংকারে,
ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তারে,
ছাড়িতে পারিলে বাঁচি-যে হায়—
তুমি জান, মন তোমারে চায় ॥
যা আছে আমার সকলি কবে
নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে—
সব ছেড়ে সব পাব তোমায়।
মনে মনে মন তোমারে চায় ॥

২৮

তোমারি সেবক করো হে আজি হতে আমারে।
চিত্তমাঝে দিবারাত আদেশ তব দেহো, নাথ,
তোমার কর্মে রাখো বিশ্বদুয়ারে ॥
করো ছিন্ন মোহপাশ, সকল লুব্ধ আশ,
লোকভয় দূর করি দাও দাও।
রত রাখো কল্যাণে, নীরবে নিরভিমানে,
মগ্ন করো আনন্দরসধারে ॥

২৯

তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ, লহো।
এবার তুমি ফিরো না হে—
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহো॥
যেদিন গেছে তোমা বিনা তারে আর ফিরে চাহি না,
যাক সে ধুলাতে।
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে যেন জাগি অহরহ॥
কী আবেশে, কিসের কথায় ফিরেছি হে যথায় তথায়
পথে প্রান্তরে,
এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে তোমার আপন বাণী কহো।
কত কলুষ কত ফাঁকি এখনো-যে আছে বাকি
মনের গোপনে,
আমায় তার লাগি আর ফিরায়ো না,
তারে আগুন দিয়ে দহো॥

৩০

হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই।
সংসারে যা দিবে মানিব তাই।
হৃদয়ে দয়া যেন পাই।
তব দয়া জাগিবে স্মরণে
নিশিদিন জীবনে মরণে,
দুঃখে সুখে সম্পদে বিপদে
তোমারি দয়া-পানে চাই,
তোমারি দয়া যেন পাই॥
তব দয়া শান্তিনীরে
অন্তরে নামিবে ধীরে।
তব দয়া মঙ্গল-আলো
জীবন-আঁধারে জ্বালো—

প্রেমভক্তি মম   সকল শক্তি মম
তোমারি দয়ারূপে পাই,
আমার ব'লে কিছু নাই ॥

৩১

ভুবনেশ্বর হে,
মোচন কর' বন্ধন সব মোচন কর' হে ॥
প্রভু,   মোচন কর' ভয়,
সব   দৈন্য করহ লয়,
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত কর' নিঃসংশয়।
তিমিররাত্রি,   অন্ধ যাত্রী,
সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর' হে ॥
ভুবনেশ্বর হে,
মোচন কর' জড়বিষাদ মোচন কর' হে।
প্রভু,   তব প্রসন্ন মুখ
সব   দুঃখ করুক সুখ,
ধূলিপতিত দুর্বল চিত করহ জাগরূক।
তিমিররাত্রি,   অন্ধ যাত্রী,
সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর' হে ॥
ভুবনেশ্বর হে,
মোচন কর' স্বার্থপাশ মোচন কর' হে।
প্রভু,   বিরস বিকল প্রাণ,
কর'   প্রেমসলিল দান,
ক্ষতিপীড়িত শঙ্কিত চিত কর' সম্পদবান।
তিমিররাত্রি,   অন্ধ যাত্রী,
সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর' হে ॥

৩২

আমার   সত্য মিথ্যা সকলি ভুলায়ে দাও,
আমায়   আনন্দে ভাসাও ॥

না চাহি তর্ক, না চাহি যুক্তি, না জানি বন্ধ, না জানি মুক্তি,
তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগাও ॥
সকল বিশ্ব ডুবিয়া যাক শান্তিপাথারে,
সব সুখ দুখ থামিয়া যাক্ হৃদয়-মাঝারে।
সকল বাক্য, সকল শব্দ, সকল চেষ্টা, হউক স্তব্ধ—
তোমার চিত্তজয়িনী বাণী আমার অন্তরে শুনাও ॥

৩৩

ভয় হতে তব অভয়-মাঝে নূতন জনম দাও হে।
দীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্যসদনে,
জড়তা হতে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে ॥
আমার ইচ্ছা হইতে, প্রভু, তোমার ইচ্ছা-মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে, প্রভু, তব মঙ্গলকাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে, সুখদুখ হতে শান্তিক্রোড়ে,
আমা হতে, নাথ, তোমাতে মোরে নূতন জনম দাও হে ॥

৩৪

পাদপ্রান্তে রাখ' সেবকে,
শান্তিসদন সাধনধন দেবদেব হে ॥
সর্বলোক-পরমশরণ, সকল-মোহ-কলুষহরণ,
দুঃখতাপবিঘ্নতরণ শোকশান্তস্নিগ্ধচরণ ॥
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে,
দেব-মনুজ-বন্দিত-পদ বিশ্বভূপ হে ॥
হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু,
যাচে তৃষিত অমিয়বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু ॥
প্রেমনেত্রে চাহ' সেবকে,
বিকশিতদল চিত্তকমল হৃদয়দেব হে ॥
পুণ্যজ্যোতিপূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধমুদিত পবন, ধ্বনিতগীত হৃদয়ভবন ॥

এস' এস' শূন্য জীবনে,
মিটাও আশ সব তিয়াষ অমৃতপ্লাবনে ॥
দেহ' জ্ঞান, প্রেম দেহ', শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্নেহ,
ধন্য হোক হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক সকল গেহ ॥

৩৫

বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্ধ্বমুখে নরনারী ॥
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ,
না থাকে শোকপরিতাপ,
হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক,
বিঘ্ন দাও অপসারি ॥
কেন এ হিংসাদ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান-অভিমান।
বিতর' বিতর' প্রেম পাষাণহৃদয়ে,
জয় জয় হোক তোমারি ॥

৩৬

সার্থক কর' সাধন,
সান্ত্বন কর' ধরিত্রীর বিরহাতুর কাঁদন।
প্রাণভরণ দৈন্যহরণ
অক্ষয়করুণাধন ॥
বিকশিত কর' কলিকা,
চম্পকবন করুক রচন নব কুসুমাঞ্জলিকা।
কর' সুন্দর গীতমুখর
নীরব আরাধন।
অক্ষয়করুণাধন ॥

চরণপরশহরষে
লজ্জিত বনবীথি ধূলিসজ্জিত তুমি কর' সে।
মোচন কর' অন্তরতর
হিমজড়িমা-বাঁধন।
অক্ষয়করুণাধন ॥

১

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে ॥
কত কালের সকালসাঁঝে তোমার চরণধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয়-মাঝে গেছে আমায় ডেকে ॥
ওগো পথিক, আজকে আমার সকল পরান ব্যেপে
থেকে থেকে হরষ যেন উঠছে কেঁপে কেঁপে।
যেন সময় এসেছে আজ, ফুরালো মোর যা ছিল কাজ,
বাতাস আসে, হে মহারাজ, তোমার গন্ধ মেখে ॥

২

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো ॥
রয়েছে দীপ না আছে শিখা এই কি ভালে ছিল রে লিখা,
ইহার চেয়ে মরণ সে-যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো ॥
বেদনাদূতী গাহিছে, "ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।"

পূজা

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি পরান মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি॥
বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে,
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।
জানি না কোথা অনেক দূরে বাজিল গান গভীর সুরে,
সকল প্রাণ টানিছে পথ-পানে।
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে॥
কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া, সময় গেলে হবে না যাওয়া,
নিবিড় নিশা নিকষঘন কালো।
পরান দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো॥

৬

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
ঐ-যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী
সে যে আসে, আসে, আসে॥
গেয়েছি গান যখন যত আপন মনে খ্যাপার মতো
সকল সুরে বেজেছে তার আগমনী—
সে যে আসে, আসে, আসে॥
কত কালের ফাগুনদিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে॥

দুখের পরে পরম দুখে তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয় পরশমণি।
সে যে আসে, আসে, আসে॥

৪

হে অন্তরের ধন,
তুমি-যে বিরহী, তোমার শূন্য এ ভবন॥
আমার ঘরে তোমায় আমি একা রেখে দিলাম, স্বামী—
কোথায়-যে বাহিরে আমি ঘুরি সকল ক্ষণ॥
হে অন্তরের ধন,
এই বিরহে কাঁদে আমার নিখিল ভুবন।
তোমার বাঁশি নানা সুরে আমায় খুঁজে বেড়ায় দূরে,
পাগল হল বসন্তের এই দখিনসমীরণ॥

৫

তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।
বুঝতে নারি কখন্ তুমি দাও-যে ফাঁকি॥
ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁয়ার
পিছন হতে পাই নে সুযোগ চরণ ছোঁয়ার,
স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি॥
দেখব ব'লে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি,
আছে তো মোর তৃষা-কাতর আপন আঁখি।
কাজ কী আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়—
পাতব আসন আপন মনের একটি কোণায়,
সরল প্রাণে নীরব হয়ে তোমায় ডাকি॥

৬

নীরবে আছ কেন বাহিরদুয়ারে—
আঁধার লাগে চোখে, দেখি না তুহারে॥

সময় হল জানি, নিকটে লবে টানি,
আমার তরীখানি ভাসাবে জুয়ারে ॥
সফল হোক প্রাণ এ শুভলগনে,
সকল তারা তাই গাহুক গগনে।
করো গো সচকিত আলোকে পুলকিত
স্বপননিমীলিত হৃদয়গুহারে ॥

৭

তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে।
তবু যে পরান-মাঝে গোপনে বেদনা বাজে,
এবার সেবার কাজে ডেকে লও সন্ধ্যাকালে ॥
বিশ্ব হতে থাকি দূরে অন্তরের অন্তঃপুরে,
চেতনা জড়ায়ে রহে ভাবনার স্বপ্নজালে ॥
দুঃখ সুখ আপনারি সে বোঝা হয়েছে ভারি,
যেন সে সঁপিতে পারি চরম পূজার থালে ॥

৮

নিশা-অবসানে কে দিল গোপনে আনি
তোমার বিরহ-বেদনা-মানিকখানি।
সে ব্যথার দান রাখিব পরান-মাঝে
হারায় না যেন জটিল দিনের কাজে,
বুকে যেন দোলে সকল ভাবনা হানি ॥
চিরদুখ মম চিরসম্পদ হবে,
চরমপূজায় হবে সার্থক কবে।
স্বপনগহন নিবিড় তিমিরতলে
বিহ্বলরাতে সে যেন গোপনে জ্বলে,
সেই তো নীরব তব আহ্বানবাণী ॥

৯

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার,
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝংকার ॥
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে, উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি, পাই নে দেখা তার ॥
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া প্রাণ উঠিল পূরে,
জানি নে কোন্ বিপুল বাণী বাজে ব্যাকুল সুরে।
কোন্ বেদনায় বুঝি না রে হৃদয় ভরা অশ্রুভারে,
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে আপন কণ্ঠহার ॥

১০

যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই,
আমি ছিলেম অন্যমনে।
আমার সাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই,
সে-যে রইল সংগোপনে ॥
মাঝে মাঝে হিয়া আকুলপ্রায়
স্বপন দেখে চমকে উঠে চায়,
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হায়
কোথায় দখিন সমীরণে ॥
ওগো সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে।
যেন সন্ধানে তার উঠে নিশ্বাসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূরে তো নেই সে,
আমারি গো আমারি সেই যে,
এ মাধুরী ফুটেছে হায় রে
আমার হৃদয়-উপবনে ॥

১১

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে।
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে॥
ধুলাতে বসিয়া দ্বারে ভিখারি হৃদয় হা রে
তোমারি করুণা মাগে;
কৃপা নাই পাই
শুধু চাই,
সেও মনে ভালো লাগে॥
আজি এ জগত-মাঝে কত সুখে কত কাজে
চলে গেল সবে আগে;
সাথি নাই পাই
তোমায় চাই,
সেও মনে ভালো লাগে॥
চারিদিকে সুধাভরা ব্যাকুল শ্যামল ধরা
কাঁদায় রে অনুরাগে;
দেখা নাই পাই
ব্যথা পাই,
সেও মনে ভালো লাগে॥

১২

যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু, এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাই নি যেন সে-কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে॥
এ সংসারের হাটে
আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দু হাত ভরে উঠে ধনে,

তবু   কিছুই আমি পাই নি যেন   সে-কথা রয় মনে।
যেন   ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে॥
যদি আলসভরে
আমি   বসি পথের 'পরে,
যদি   ধুলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন   সকল পথই বাকি আছে সে-কথা রয় মনে।
যেন   ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে॥
যতই উঠে হাসি,
ঘরে   যতই বাজে বাঁশি,
ওগো   যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন   তোমায় ঘরে হয় নি আনা   সে-কথা রয় মনে।
যেন   ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে॥

১৩

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে,
কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে আকাশে সাগরে সাজে হে॥
সারা নিশি ধরি তারায় তারায়   অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
পল্লবদলে শ্রাবণধারায় তোমার বিরহ বাজে হে॥
ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায়   তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়,
কত প্রেমে হায়, কত বাসনায়, কত সুখে দুখে কাজে হে।
সকল জীবন উদাস করিয়া   কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমার বিরহ উঠিছে ভরিয়া আমার বিরহ-মাঝে হে॥

১৪

আমার   গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে গোধূলিলগন রে।
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে সোনার গগন রে॥
শেষ ক'রে দিল পাখি গান-গাওয়া,   নদীর উপরে পড়ে এল হাওয়া;
ওপারের তীর, ভাঙা মন্দির আঁধারে মগন রে।
আসিছে মধুর ঝিল্লিনূপুরে গোধূলিলগন রে॥

আমার দিন কেটে গেছে কখনো খেলায়, কখনো কত কী কাজে।
এখন কী শুনি পুরবীর সুরে কোন্ দূরে বাঁশি বাজে।
বুঝি দেরি নাই, আসে বুঝি আসে, আলোকের আভা লেগেছে আকাশে—
বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে নবমিলনের সাজে।
সারা হল কাজ, মিছে কেন আজ ডাক মোরে আর কাজে॥
আমি জানি যে আমার হয়ে গেছে গনা গোধূলিলগন রে।
ধূসর আলোকে মুদিবে নয়ন অস্তগগন রে।
তখন এ ঘরে কে খুলিবে দ্বার, কে লইবে টানি বাহুটি আমার,
আমায় কে জানে কী মন্ত্রে গানে করিবে মগন রে—
সব গান সেরে আসিবে যখন গোধূলিলগন রে॥

১৫

নাই বা ডাক, রইব তোমার দ্বারে ;
মুখ ফিরালে ফিরব না এইবারে॥
বসব তোমার পথের ধুলার 'পরে,
এড়িয়ে আমায় চলবে কেমন করে।
তোমার তরে যে-জন গাঁথে মালা
গানের কুসুম জুগিয়ে দেব তারে॥
রইব তোমার ফসলখেতের কাছে
যেথায় তোমার পায়ের চিহ্ন আছে।
জেগে রব গভীর উপবাসে
অন্ন তোমার আপনি যেথায় আসে।
যেথায় তুমি লুকিয়ে প্রদীপ জ্বাল
বসে রব সেথায় অন্ধকারে॥

১৬

সকাল সাঁজে
ধায় যে ওরা নানা কাজে।
আমি কেবল বসে আছি, আপন-মনে কাঁটা বাছি

পথের মাঝে
সকাল সাঁজে ॥
এ পথ বেয়ে
সে আসে, তাই আছি চেয়ে।
কতই কাঁটা বাজে পায়ে, কতই ধুলা লাগে গায়ে,
মরি লাজে
সকাল সাঁজে ॥

১৭

জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে,
সে-গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া-মাঝে ॥
বাতাস জল আকাশ আলো সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে ॥
নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরান হবে খুশি,
যে-পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি।
রয়েছ তুমি, এ কথা কবে জীবন-মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে ॥

১৮

কোন্ শুভখনে উদিবে নয়নে অপরূপ রূপ-ইন্দু,
চিত্তকুসুমে ভরিয়া উঠিবে মধুময় রসবিন্দু ॥
নব-নন্দনতানে চিরবন্দনগানে
উৎসববীণা মন্দমধুর ঝংকৃত হবে প্রাণে—
নিখিলের পানে উথলি উঠিবে উতলা চেতনাসিন্ধু ॥
জাগিয়া রহিবে রাত্রি নিবিড়মিলনদাত্রী,
মুখরিয়া দিক চলিবে পথিক অমৃতসভার যাত্রী—
গগনে ধ্বনিবে "নাথ, নাথ, বন্ধু, বন্ধু, বন্ধু" ॥

১৯

আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে ॥

যাব না গো যাব না-যে, থাকব পড়ে ঘরের মাঝে,
এই নিরালায় রব আপন কোণে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে॥
আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে
ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।
আমারে-যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে॥

২০

তুমি এপার ওপার কর কে গো ওগো খেয়ার নেয়ে।
আমি ঘরের দ্বারে বসে বসে দেখি-যে সব চেয়ে॥
ভাঙিলে হাট দলে দলে সবাই যবে ঘরে চলে
আমি তখন মনে ভাবি, আমিও যাই ধেয়ে॥
দেখি সন্ধ্যাবেলা ওপার-পানে তরণী যাও বেয়ে;
দেখে মন আমার কেমন করে, ওঠে-যে গান গেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।
কালো জলের কলকলে, আঁখি আমার ছলছলে,
ওপার হতে সোনার আভা পরান ফেলে ছেয়ে॥
দেখি তোমার মুখে কথাটি নাই ওগো খেয়ার নেয়ে;
কী-যে তোমার চোখে লেখা আছে দেখি-যে সব চেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।
আমার মুখে ক্ষণতরে, যদি তোমার আঁখি পড়ে
আমি তখন মনে ভাবি, আমিও যাই ধেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে॥

২১

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার ক'রে লও খেয়ার নেয়ে॥

ভেঙে এলেম খেলার বাঁশি, চুকিয়ে এলেম কান্না হাসি,
সন্ধ্যাবায়ে শ্রান্তকায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে॥
ওপারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিল রে,
আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির-'পরে।
এসো এসো শ্রান্তিহরা, এসো শান্তি-সুপ্তি-ভরা,
এসো এসো তুমি এসো, এসো তোমার তরী বেয়ে॥

২২

মোর ভিতরে জাগিয়া কে যে,
তারে বাঁধনে রাখিলি বাঁধি।
হায় আলোর পিয়াসি সে যে
তাই গুমরি উঠিছে কাঁদি॥
যদি বাতাসে বহিল প্রাণ
কেন বীণায় বাজে না গান,
যদি গগনে জাগিল আলো
কেন নয়নে লাগিল আঁধি॥
পাখি নব প্রভাতের বাণী
দিল কাননে কাননে আনি,
ফুলে নবজীবনের আশা
কত রঙে রঙে পায় ভাষা।
হোথা ফুরায়ে গিয়েছে রাতি,
হেথা জ্বলে নিশীথের বাতি,
তোর ভবনে ভুবনে কেন
কেন হয়ে গেল আধা আধি॥

২৩

তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া।
তাই ভয়ে ঘোরায় দিক্‌বিদিকে,
শেষে অন্তরে পাই সাড়া॥

যখন হারাই বন্ধ-ঘরের তালা—
যখন অন্ধ নয়ন, শ্রবণ কালা,
তখন অন্ধকারে লুকিয়ে দ্বারে
শিকলে দাও নাড়া ॥

যত দুঃখ আমার দুঃস্বপনে,
সে-যে ঘুমের ঘোরেই আসে মনে—
ঠেলা দিয়ে মায়ার আবেশ
কর গো দেশছাড়া ॥

আমি আপন মনের মারেই মরি,
শেষে দশজনারে দোষী করি—
আমি চোখ বুজে পথ পাই নে ব'লে
কেঁদে ভাসাই পাড়া ॥

২৪

এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা।
এখনো মরণব্রত জীবনে হল না সাধা ॥
কবে যে দুঃখজ্বালা হবে রে বিজয়মালা,
ঝলিবে অরুণরাগে নিশীথরাতের কাঁদা ॥
এখনো নিজেরি ছায়া রচিছে কত-যে মায়া।
এখনো কেন-যে মিছে চাহিছে কেবলি পিছে,
চকিতে বিজলি-আলো চোখেতে লাগালো ধাঁদা ॥

২৫

লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই।
দেখ্ রে চেয়ে আপন-পানে, পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই ॥
ফিরছে কেঁদে প্রভাতবাতাস, আলোক-যে তার ম্লান হতাশ,
মুখে চেয়ে আকাশ তোরে শুধায় আজি নীরবে তাই ॥
কত গোপন আশা নিয়ে কোন্ সে গহন রাত্রিশেষে
অগাধ জলের তলা হতে অমল কুঁড়ি উঠল ভেসে।

হল না তার ফুটে ওঠা, কখন ভেঙে পড়ল বোঁটা,
মর্ত্য-কাছে স্বর্গ যা চায় সেই মাধুরী কোথা রে পাই॥

২৬

যেতে যেতে চায় না যেতে, ফিরে ফিরে চায়—
সবাই মিলে পথে চলা হল আমার দায়॥
দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, দেয় না সাড়া হাজার ডাকে;
বাঁধন এদের সাধনধন, ছিঁড়তে যে ভয় পায়॥
আবেশভরে ধুলায় পড়ে কতই করে ছল,
যখনি বেলা যাবে চলে ফেলবে আঁখিজল।
নাই ভরসা, নাই যে সাহস, চিত্ত অবশ, চরণ অলস,
লতার মতো জড়িয়ে ধরে আপন বেদনায়॥

২৭

বেসুর বাজে রে,
আর কোথা নয়, কেবল তোরি আপন মাঝে রে।
মেলে না সুর এই প্রভাতে আনন্দিত আলোর সাথে,
সবারে সে আড়াল করে, মরি লাজে রে॥
থামা রে ঝংকার।
নীরব হয়ে দেখ্ রে চেয়ে, দেখ্ রে চারিধার।
তোরি হৃদয় ফুটে আছে মধুর হয়ে ফুলের গাছে,
নদীর ধারা ছুটেছে ঐ তোরি কাজে রে॥

২৮

আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে,
তখন হৃদয় কোথায় থাকে।
যখন হৃদয় আসে ফিরে আপন নীরব নীড়ে
আমার জীবন তখন কোন্ গহনে বেড়ায় কিসের পাকে॥
যখন মোহ আমায় ডাকে
তখন লজ্জা কোথায় থাকে।

যখন আনেন তমোহারী আলোক-তরবারি
তখন পরান আমার কোন্ কোণে-যে লজ্জাতে মুখ ঢাকে ॥

২৯

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করি নে।
পিতা ব'লে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু ব'লে দু হাত ধরি নে ॥
আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
আমার হয়ে এলে যেথায় নেমে
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধ'রে
সঙ্গী ব'লে তোমায় বরি নে ॥
ভাই তুমি-যে ভাইয়ের মাঝে, প্রভু—
তাদের পানে তাকাই না যে তবু,
ভাইয়ের সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন
তোমার মুঠা কেন ভরি নে ॥
ছুটে এসে সবার সুখে দুখে
দাঁড়াই নে তো তোমারি সম্মুখে,
সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে
প্রাণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি নে ॥

৩০

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো, প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু ॥
এই-যে হিয়া থরথর কাঁপে আজি এমনতরো
এই বেদনা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, প্রভু ॥
এই দীনতা ক্ষমা করো, প্রভু,
পিছন-পানে তাকাই যদি কভু।
দিনের তাপে রৌদ্রজ্বালায় শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, প্রভু ॥

৩১

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে।
আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে॥
তেমনি ক'রে আপন হাতে ছুঁলে আমার বেদনাতে,
নূতন সৃষ্টি জাগল বুঝি জীবন-'পরে॥
বাজে ব'লেই বাজাও তুমি সেই গরবে
ওগো প্রভু, আমার প্রাণে সকল সবে।
বিষম তোমার বহ্নিঘাতে বারে বারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা ব্যথায় ভ'রে॥

৩২

পথ চেয়ে-যে কেটে গেল কত দিনে রাতে।
আজ ধুলার আসন ধন্য ক'রে বসবে কি মোর সাথে॥
বচনে তোমার মুখের ছায়া চোখের জলে মধুর মায়া,
নীরব হয়ে তোমার পানে চাইব গো জোড়হাতে॥
এরা সবাই কী বলে-যে লাগে না মন আর,
আমার হৃদয় ভেঙে দিল কী মাধুরীর ভার।
বাহুর ঘেরে তুমি মোরে রাখবে না কি আড়াল করে,
তোমার আঁখি চাইবে না কি আমার বেদনাতে॥

৩৩

সন্ধ্যা হল গো— ও মা, সন্ধ্যা হল বুকে ধরো।
অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো॥
ফিরিয়ে নে, মা, ফিরিয়ে নে গো, সব-যে কোথায় হারিয়েছে গো,
ছড়ানো এই জীবন, তোমার আঁধার-মাঝে হোক-না জড়ো॥
আর আমারে বাইরে তোমার কোথাও যেন না যায় দেখা।
তোমার রাতে মিলাক আমার জীবনসাঁঝের রশ্মিরেখা।
আমায় ঘিরি আমায় চুমি কেবল তুমি, কেবল তুমি।
আমার ব'লে যা আছে, মা, তোমার ক'রে সকল হরো॥

৩৪

তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না,
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না ॥
ফিরি আমি উদাসপ্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতন এমন টানে কেউ তো টানে না ॥
বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর কেউ তো হানে না।
আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো আনে না ॥

৩৫

এ-যে মোর আবরণ
ঘুচাতে কতক্ষণ।
নিশ্বাসবায় উড়ে চলে যায়
তুমি কর যদি মন ॥
যদি পড়ে থাকি ভূমে
ধুলার ধরণী চুমে,
তুমি তারি লাগি দ্বারে রবে জাগি
এ কেমন তব পণ ॥
রথের চাকার রবে
জাগাও জাগাও সবে,
আপনার ঘরে এসো বলভরে
এসো এসো গৌরবে।
ঘুম টুটে যাক চলে,
চিনি যেন প্রভু ব'লে ;
ছুটে এসে দ্বারে করি আপনারে
চরণে সমর্পণ ॥

৩৬

সকল জনম ভ'রে ও মোর দরদিয়া।
কাঁদি কাঁদাই তোরে, ও মোর দরদিয়া॥
আছ হৃদয়-মাঝে,
সেথা কতই ব্যথা বাজে;
ওগো এ কি তোমায় সাজে,
ও মোর দরদিয়া॥

এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে
কভু আঁধার নাহি সরে,
তবু আছ তারি 'পরে,
ও মোর দরদিয়া॥
সেথা আসন হয় নি পাতা,
সেথা মালা হয় নি গাঁথা,
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা,
ও মোর দরদিয়া॥

৩৭

আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাকো তারে॥
বাহুপাশের কাঙাল সে-যে, চলেছে তাই সকল ত্যেজে,
কাঁটার পথে ধায় সে তোমার অভিসারে॥
আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায়, বাজি সুরে—
সেই গানের টানে পার' না আর রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে-গান মম ঝড়ের রাতের পাখি-সম,
বাহির হয়ে এস তুমি অন্ধকারে॥

৩৮

যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে॥

যে-লতাটি আছে শুকায়েছে মূল— কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল,

আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে ॥

পূজাগৌরব পুণ্যবিভব কিছু নাহি, নাহি লেশ,

এ তব পূজারি পরিয়া এসেছে লজ্জার দীন বেশ।

উৎসবে তার আসে নাই কেহ, বাজে নাই বাঁশি, সাজে নাই গেহ,

কাঁদিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া ভাঙামন্দিরদ্বারে ॥

৩৯

আবার এরা ঘিরেছে মোর মন।

আবার চোখে নামে যে আবরণ ॥

আবার এ-যে নানা কথাই জমে, চিত্ত আমার নানা দিকেই ভ্রমে,

দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে, আবার এ-যে হারাই শ্রীচরণ ॥

তব নীরব বাণী হৃদয়তলে

ডোবে না যেন লোকের কোলাহলে।

সবার মাঝে আমার সাথে থাকো, আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাকো,

নিয়ত মোর চেতনা-'পরে রাখো আলোকে-ভরা উদার ত্রিভুবন ॥

৪০

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।

এসো গন্ধে, বরনে, এসো গানে ॥

এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে,

এসো চিত্তে সুধাময় হরষে,

এসো মুগ্ধ মুদিত দু নয়ানে ॥

এসো নির্মল উজ্জ্বল কান্ত,

এসো সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,

এসো এসো হে বিচিত্র বিধানে ॥

এসো দুঃখে সুখে, এসো মর্মে,

এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে;

এসো সকল কর্ম-অবসানে ॥

৪১

হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে
এসো হে আনন্দময়, এসো চিরসুন্দর ॥
দেখাও তব প্রেমমুখ, পাসরি সর্ব দুখ,
বিরহকাতর তপ্ত চিত্ত-মাঝে বিহরো ॥
শুভদিন শুভরজনী আনো আনো এ জীবনে,
ব্যর্থ এ নরজনম সফল করো প্রিয়তম।
মধুর চিরসংগীতে ধ্বনিত করো অন্তর,
ঝরিবে জীবনে মনে দিবানিশা সুধানির্ঝর ॥

৪২

বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
কবে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানি ॥
কবে প্রাণ জাগিবে, তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে,
নরনারীমন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি ॥
কেহ শুনে না গান, জাগে না প্রাণ,
বিফলে গীত-অবসান—
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।
তুমি না কহিলে কেমনে কব প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি।
তব নামে আমি সবারে ডাকিব, হৃদয়ে লইব টানি ॥

৪৩

ডাকিছ শুনি জাগিনু, প্রভু, আসিনু তব পাশে।
আঁখি ফুটিল, চাহি উঠিল চরণদরশ-আশে ॥
খুলিল দ্বার, তিমিরভার দূর হইল ত্রাসে।
হেরিল পথ বিশ্বজগত, ধাইল নিজ বাসে ॥

বিমলকিরণ প্রেম-আঁখি সুন্দর পরকাশে।
নিখিল তায় অভয় পায়, সকল জগত হাসে॥
কানন সব ফুল্ল আজি, সৌরভ তব ভাসে।
মুগ্ধ হৃদয় মত্ত মধুপ প্রেমকুসুমবাসে॥
উজ্জ্বল যত ভকতহৃদয়. মোহতিমির নাশে।
দাও, নাথ, প্রেম-অমৃত বঞ্চিত তব দাসে॥

৪৪

আমি কারে ডাকি গো,
আমার বাঁধন দাও গো টুটে॥
আমি হাত বাড়িয়ে আছি,
আমায় লও কেড়ে লও লুটে॥
তুমি ডাকো এমনি ডাকে
যেন লজ্জাভয় না থাকে,
যেন সব ফেলে যাই, সব ঠেলে যাই,
যাই ধেয়ে, যাই ছুটে॥
আমি স্বপন দিয়ে বাঁধা—
কেবল ঘুমের ঘোরের বাধা,
সে-যে জড়িয়ে আছে প্রাণের কাছে
মুদিয়ে আঁখিপুটে।
ওগো দিনের পরে দিন
আমার কোথায় হল লীন,
কেবল ভাষাহারা অশ্রুধারায়
পরান কেঁদে উঠে॥

৪৫

আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে,
সেই জনমে মরণে নিত্যসঙ্গী
নিশিদিন সুখে শোকে,

সেই চির-আনন্দ, বিমল চিরসুধা,
যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়তশরণ।
পরাশান্তি, পরমপ্রেম,
পরামুক্তি, পরমক্ষেম,
সেই অন্তরতম চিরসুন্দর প্রভু, চিত্তসখা,
ধর্ম-অর্থকামভরণ রাজা হৃদয়হরণ॥

৪৬

মন তুমি, নাথ, লবে হ'রে,
বসে আছি সেই আশা ধরে॥
নীলাকাশে ওই তারা ভাসে,
নীরব নিশীথে শশী হাসে—
নানা দিকে দিকে, নানা কালে,
নানা সুরে সুরে, নানা তালে,
নানা মতে তুমি লবে মোরে॥

৪৭

ঘাটে বসে আছি আনমনা, যেতেছে বহিয়া সুসময়:
সে-বাতাসে তরী ভাসাব না যাহা তোমা পানে নাহি বয়॥
দিন যায় ওগো দিন যায়, দিনমণি যায় অস্তে;
নিশার তিমিরে দশদিক ঘিরে, জাগিয়া উঠিছে শত ভয়॥
ঘরের ঠিকানা হল না গো, মন করে তবু যাই-যাই;
ধ্রুবতারা তুমি যেথা জাগ সে-দিকের পথ চিনি নাই।
এতদিন তরী বাহিলাম যে-সুদূর পথ বাহিয়া—
শত বার তরী ডুবুডুবু করি সে-পথে ভরসা নাহি পাই॥
তীর সাথে হেরো শত ডোরে বাঁধা আছে মোর তরীখান—
রসি খুলে দেবে কবে মোরে, ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।
কবে অকুলের খোলা হাওয়া দিবে সব জ্বালা জুড়ায়ে,
শুনা যাবে কবে ঘনঘোর রবে মহাসাগরের কলগান॥

পূজা

১

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে, হবে গো এইবার
আমার এই মলিন অহংকার॥
দিনের কাজে ধুলা লাগি অনেক দাগে হল দাগি,
এমনি তপ্ত হয়ে আছে সহ্য করা ভার
আমার এই মলিন অহংকার॥
এখন তো কাজ সাঙ্গ হল দিনের অবসানে;
হল রে তাঁর আসার সময়, আশা এল প্রাণে।
স্নান ক'রে আয় এখন তবে, প্রেমের বসন পরতে হবে,
সন্ধ্যাবনের কুসুম তুলে গাঁথতে হবে হার।
ওরে আয় সময় নেই-যে আর॥

২

নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা।
মন রে মোর, পাথারে হোস নে দিশেহারা॥
বিষাদে হয়ে ম্রিয়মাণ বন্ধ না করিয়ো গান,
সফল করি তোলো প্রাণ টুটিয়া মোহকারা॥
রাখিয়ো বল জীবনে, রাখিয়ো চির-আশা,
শোভন এই ভুবনে রাখিয়ো ভালোবাসা।
সংসারের সুখে দুখে চলিয়া যেয়ো হাসিমুখে,
ভরিয়া সদা রেখো বুকে তাঁহারি সুধাধারা॥

৩

প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর,
তুমি দেহো মোরে কথা, তুমি দেহো মোরে সুর॥
তুমি যদি থাকো মনে বিকচ কমলাসনে,
তুমি যদি কর প্রাণ তব প্রেমে পরিপূর
প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর॥

তুমি শোন যদি গান আমার সমুখে থাকি,
সুধা যদি করে দান তোমার উদার আঁখি,
তুমি যদি দুখ-'পরে রাখ কর স্নেহভরে,
তুমি যদি সুখ হতে দম্ভ করহ দূর
প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর ॥

৪

নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে ওগো অন্তরযামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি,
ওগো অন্তরযামী ॥
জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে তোমার চরণে নমিয়া পুলকে
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম তোমারে সঁপিব, স্বামী,
ওগো অন্তরযামী ॥
দিনের কর্ম সাধিতে সাধিতে ভেবে রাখি মনে মনে,
কর্ম-অন্তে সন্ধ্যাবেলায় বসিব তোমারি সনে।
দিন-অবসানে ভাবি বসে ঘরে তোমার নিশীথ-বিরামসাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা নীরবে যাইবে নামি,
ওগো অন্তরযামী ॥

৫

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥
তোমার অপার আকাশের তলে বিজনে বিরলে হে—
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥
তোমার বিচিত্র এ ভবসংসারে কর্মপারাবারপারে হে—
নিখিল ভুবন-লোকের মাঝারে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥
তোমার এ ভবে মম কর্ম যবে সমাপন হবে হে—
ওগো রাজরাজ, একাকী নীরবে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥

৬

জাগিতে হবে রে,
মোহনিদ্রা কভু না রবে চিরদিন,
ত্যজিতে হইবে সুখশয়ন অশনিঘোষণে ॥
জাগে তাঁর ন্যায়দণ্ড সর্বভুবনে,
ফিরে তাঁর কালচক্র অসীম গগনে ,
জ্বলে তাঁর রুদ্রনেত্র পাপতিমিরে ॥

৭

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারি নি তোমারে, নাথ—
আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান, সুখ দুখ ভাবনা ।
মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত, কত মত—
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাই হে মনের বেদনা ॥
যাহা রেখেছি তাহে কী সুখ—
তাহে কেঁদে মরি, তাহে ভেবে মরি ।
তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই কেন তা দিতে পারি না—
আমার জগতের সব তোমারে দেব, দিয়ে তোমারে নেব, বাসনা ॥

৮

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে ।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই,
চাহিতে গেলে মরি লাজে ॥
জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,
এমন ধন আর নাহি-যে তোমা-সম,
তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা
ফেলিয়া দিতে পারি না-যে ॥

তোমারে আবরিয়া ধুলাতে ঢাকে হিয়া,
মরণ আনে রাশি রাশি—
আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি
তবুও তাই ভালোবাসি।
এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি,
কত-যে বিফলতা, কত-যে ঢাকাঢাকি,
আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই
ভয়-যে আসে মনো-মাঝে॥

৯

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ-যে তিনি, ঐ-যে বাহির পথে॥
আয় রে ছুটে, টানতে হবে রশি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি।
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে
ঠাঁই ক'রে তুই নে রে কোনোমতে॥
কোথায় কী তোর আছে ঘরের কাজ,
সে-সব কথা ভুলতে হবে আজ।
টান্ রে দিয়ে সকল চিত্তকায়া,
টান্ রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
চল রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর গ্রামে অরণ্যে পর্বতে॥
ঐ-যে চাকা ঘুরছে ঝনঝনি,
বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি।
রক্তে তোমার দুলছে না কি প্রাণ।
গাইছে না মন মরণজয়ী গান?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মতো
ছুটছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে॥

১০

আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ আপনারি আবরণ—
খুলে দেখ্ দ্বার, অন্তরে তার আনন্দনিকেতন।
মুক্তি আজিকে নাই কোনোধারে, আকাশ সেও যে বাঁধে কারাগারে,
বিষনিশ্বাসে তাই ভরে আসে নিরুদ্ধ সমীরণ॥
ঠেলে দে আড়াল, ঘুচিবে আঁধার ; আপনারে ফেল্ দূরে,
সহজে তখনি জীবন তোমার অমৃতে উঠিবে পুরে।
শূন্য করিয়া রাখ্ তোর বাঁশি, বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি—
ভিক্ষা না নিবি, তখনি জানিবি, ভরা আছে তোর ধন॥

১১

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে,
ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে॥
যাঁহার হাতের বিজয়মালা
রুদ্রদাহের বহ্নিজ্বালা
নমি নমি নমি সে-ভৈরবে॥
কালসমুদ্রে আলোর যাত্রী
শূন্যে যে ধায় দিবসরাত্রি।
ডাক এল তার তরঙ্গেরি,
বাজুক বক্ষে বজ্রভেরী
অকূল প্রাণের সে উৎসবে॥

১২

আমায় মুক্তি যদি দাও বাঁধন খুলে
আমি তোমার বাঁধন নেব তুলে॥
যে-পথে ধাই নিরবধি সে-পথ আমার ঘোচে যদি
যাব তোমার মাঝে পথের ভুলে॥
যদি নেবাও ঘরের আলো
তোমার কালো আঁধার বাসব ভালো।

তীর যদি আর না যায় দেখা তোমার আমি হব একা
দিশাহারা সেই অকূলে ॥

১৩

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ, কেমনে দিই ফাঁকি।
আধেক ধরা পড়েছি গো, আধেক আছে বাকি ॥
কেন জানি আপনা ভুলে বারেক হৃদয় যায় যে খুলে,
বারেক তারে ঢাকি ॥
বাহির আমার শুক্তি যেন কঠিন আবরণ—
অন্তরে মোর তোমার লাগি একটি কান্না-ধন।
হৃদয় বলে তোমার দিকে রইবে চেয়ে অনিমিখে,
চায় না কেন আঁখি ॥

১৪

এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
এ দেহমন ভূমানন্দময় হবে ॥
চোখে আমার মায়ার ছায়া টুটবে গো,
বিশ্বকমল প্রাণে আমার ফুটবে গো,
এ জীবনে তোমারি, নাথ, জয় হবে ॥
রক্ত আমার বিশ্বতালে নাচবে-যে,
হৃদয় আমার বিপুল প্রাণে বাঁচবে-যে।
কাঁপবে তোমার আলো-বীণার তারে সে,
দুলবে তোমার তারামণির হারে সে,
বাসনা তার ছড়িয়ে গিয়ে লয় হবে ॥

১৫

সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন, সহজ হবি—
কাছের জিনিস দূরে রাখে, তার থেকে তুই দূরে রবি ॥

কেন রে তোর দু হাত পাতা, দান তো না চাই, চাই-যে দাতা—
সহজে তুই দিবি যখন সহজে তুই সকল লবি ॥
সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন, সহজ হবি—
আপন বচন-রচন হতে বাহির হয়ে আয় রে কবি।
সকল কথার বাহিরেতে ভুবন আছে হৃদয় পেতে,
নীরব ফুলের নয়ন-পানে চেয়ে আছে প্রভাতরবি ॥

১৬

এই কথাটা ধরে রাখিস, মুক্তি তোরে পেতেই হবে।
যে-পথ গেছে পারের পানে সে-পথে তোর যেতেই হবে।
অভয়মনে কণ্ঠ ছাড়ি গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি,
খুশি হয়ে ঝড়ের হাওয়ায় ঢেউ-যে তোরে খেতেই হবে।
পাকের ঘোরে ঘোরায় যদি ছুটি তোরে পেতেই হবে।
চলার পথে কাঁটা থাকে দ'লে তোমায় যেতেই হবে।
সুখের আশা আঁকড়ে লয়ে মরিস নে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভরে নিতে মরণ-আঘাত খেতেই হবে।

১৭

সেই তো আমি চাই—
সাধনা-যে শেষ হবে মোর সে-ভাবনা তো নাই।
ফলের তরে নয় তো খোঁজা, কে বইবে সে বিষম বোঝা—
যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে আবার ফুল ফুটাই।
এমনি ক'রে মোর জীবনে অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্যনূতন সাধনাতে নিত্যনূতন ব্যথা।
পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি, আবার আমি দু হাত মেলি—
নিত্য দেওয়া ফুরায় না-যে, নিত্য নেওয়া তাই ॥

১

আর রেখো না আঁধারে আমায় দেখতে দাও।
তোমার মাঝে আমার আপনারে আমায় দেখতে দাও॥
কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার, সুখের গ্লানি সয় না যে আর,
যাক-না ধুয়ে নয়ন আমার অশ্রুধারে,
আমায় দেখতে দাও॥
জানি না তো কোন্ কালো এই ছায়া,
আপন ব'লে ভুলায় যখন ঘনায় বিষম মায়া।
স্বপ্নভারে জমল বোঝা, চিরজীবন শূন্য খোঁজা,
যে মোর আলো লুকিয়ে আছে রাতের পারে
আমায় দেখতে দাও॥

২

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক
তবে তাই হোক।
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক
তবে তাই হোক॥
পূজার প্রদীপে তব জ্বলে যদি মম দীপ্ত শোক
তবে তাই হোক।
অশ্রু-আঁখি-'পরে যদি ফুটে ওঠে তব স্নেহচোখ
তবে তাই হোক॥

৩

আমার আঁধার ভালো, আলোর কাছে বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে।
আলোরে যে লোপ ক'রে খায় সেই কুয়াশা সর্বনেশে॥
অবুঝ শিশু মায়ের ঘরে সহজ মনে বিহার করে,
অভিমানী জ্ঞানী তোমার বাহির দ্বারে ঠেকে এসে॥

তোমার পথ আপনায় আপনি দেখায় তাই বেয়ে, মা, চলব সোজা।
যারা পথ দেখাবার ভিড় করে গো তারা কেবল বাড়ায় খোঁজা॥
ওরা ডাকে আমায় পূজার ছলে, এসে দেখি দেউলতলে,
আপন মনের বিকারটারে সাজিয়ে রাখে ছদ্মবেশে॥

৪

এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হল-যে পার হল।
তোমার পায়ে এসে ঠেকল শেষে, সকল সুখের সার হল
এতদিন নয়নধারা বয়েছে বাঁধনহারা,
কেন বয় পাই নি যে তার কূলকিনারা,
আজ গাঁথল কে সেই অশ্রুমালা, তোমার গলার হার হল॥
তোমার সাঁঝের তারা ডাকল আমায় যখন অন্ধকার হল।
বিরহের ব্যথাখানি খুঁজে তো পায় নি বাণী,
এতদিন নীরব ছিল শরম মানি।
আজ পরশ পেয়ে উঠল গেয়ে, তোমার বীণার তার হল।

৫

বারে নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে দুঃখধারার ভরাস্রোতে
তারে ডাক দিলে আজ কোন্ খেয়ালে আবার তোমার ওপার হতে॥
শ্রাবণরাতে বাদলধারে উদাস ক'রে কাঁদাও যারে
আবার তারে ফিরিয়ে আন ফুল-ফোটানো ফাগুনরাতে॥
এপার হতে ওপার ক'রে বাটে বাটে ঘোরাও মোরে।
কুড়িয়ে আনা, ছড়িয়ে ফেলা, এই কি তোমার একই খেলা-
লাগাও ধাঁধা বারে বারে এই আঁধারে এই আলোতে॥

৬

আমায় দাও গো ব'লে
সে কি তুমি আমায় দাও দোলা অশান্তিদোলে।

দেখতে না পাই পিছে থেকে আঘাত দিয়ে হৃদয়ে কে
ঢেউ-যে তোলে ॥
মুখ দেখি নে তাই লাগে ভয়— জানি না-যে, এ কিছু নয়।
মুছব আঁখি, উঠব হেসে— দোলা যে দেয় যখন এসে
ধরবে কোলে ॥

৭

তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।
তোর মারে মরম মরবে না ॥
তাঁর আপন হাতের ছাড়চিঠি সেই-যে,
আমার মনের ভিতর রয়েছে এই-যে,
তোদের ধরা আমায় ধরবে না ॥
যে-পথ দিয়ে আমার চলাচল
তোর প্রহরী তার খোঁজ পাবে কী বল্‌।
আমি তাঁর দুয়ারে পৌঁছে গেছি রে,
মোরে তোর দুয়ারে ঠেকাবে কি রে।
তোর ডরে পরান ডরবে না ॥

৮

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়ভাঙা এই নায়ে।
মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে
তোমার ঐ পারেতেই যাবে তরী ছায়াবটের ছায়ে ॥
পথ আমারে সেই দেখাবে যে আমারে চায়—
আমি অভয়মনে ছাড়ব তরী, এই শুধু মোর দায়।
দিন ফুরালে, জানি জানি, পৌঁছে ঘাটে দেব আনি
আমার দুঃখদিনের রক্তকমল তোমার করুণ পায়ে ॥

৯

বাহিরে ভুল হানবে যখন অন্তরে ভুল ভাঙবে কি।
বিষাদবিষে জ্বলে শেষে তোমার প্রসাদ মাগবে কি॥
রৌদ্রদাহ হলে সারা নামবে কি ওর বর্ষাধারা।
লাজের রাঙা মিটলে, হৃদয় প্রেমের রঙে রাঙবে কি॥
যতই যাবে দূরের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হয়ে টানবে না কি ব্যথার টানে।
অভিমানের কালো মেঘে বাদলহাওয়া লাগবে বেগে,
নয়নজলের আবেগ তখন কোনোই বাধা মানবে কি॥

১০

আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন—
আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন।
যখন বেলা-শেষের ছায়ায় পাখিরা যায় আপন কুলায়-মাঝে,
সন্ধ্যাপূজার ঘণ্টা যখন বাজে,
তখন আপন শেষ শিখাটি জ্বালবে এ জীবন—
ব্যথার পূজা হবে সমাপন॥
অনেক দিনের অনেক কথা, ব্যাকুলতা, বাঁধা বেদন-ডোরে,
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভরে।
যখন পূজার হোমানলে উঠবে জ্বলে একে একে তারা
আকাশ-পানে ছুটবে বাঁধন-হারা,
অস্তরবির ছবির সাথে মিলবে আয়োজন—
ব্যথার পূজা হবে সমাপন॥

১১

আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে আসবে যদি শূন্য হাতে
আমি তাইতে কি ভয় মানি।
জানি জানি, বন্ধু, জানি—
তোমার আছে তো হাতখানি॥

চাওয়া-পাওয়ার পথে পথে দিন কেটেছে কোনোমতে,
এখন সময় হল তোমার কাছে আপনাকে দিই আনি ॥
আঁধার থাকুক দিকে দিকে আকাশ-অন্ধ-করা,
তোমার পরশ থাকুক আমার-হৃদয়-ভরা।
জীবনদোলায় দুলে দুলে আপনারে ছিলেম ভুলে,
এখন জীবন মরণ দুই দিক দিয়ে নেবে আমায় টানি ॥

১২

যখন তোমায় আঘাত করি তখন চিনি।
শত্রু হয়ে দাঁড়াই যখন লও-যে জিনি ॥
এ প্রাণ যত নিজের তরে তোমারি ধন হরণ করে
ততই শুধু তোমার কাছে হয় সে ঋণী ॥
উজিয়ে যেতে চাই যতবার গর্বসুখে
তোমার স্রোতের প্রবল পরশ পাই-যে বুকে।
আলো যখন আলসভরে নিবিয়ে ফেলি আপন ঘরে
লক্ষ তারা জ্বালায় তোমার নিশীথিনী ॥

১৩

দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে।
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে দহন করে মারতে হবে ॥
জ্বলতে দে তোর আগুনটারে, ভয় কিছু না করিস তারে,
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন জ্বলবে না আর কভু তবে ॥
এড়িয়ে তাঁরে পালাস না রে, ধরা দিতে হোস না কাতর।
দীর্ঘ পথে ছুটে কেবল দীর্ঘ করিস দুঃখটা তোর।
মরতে মরতে মরণটারে শেষ ক'রে দে একেবারে,
তার পরে সেই জীবন এসে আপন আসন আপনি লবে।

১৪

যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি।
ঝড় এসেছে, ওরে, এবার ঝড়কে পেলেম সাথি ॥

আকাশকোণে সর্বনেশে   ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে,

প্রলয় আমার কেশে বেশে করছে মাতামাতি ॥

যে-পথ দিয়ে যেতেছিলেম ভুলিয়ে দিল তারে,

আবার কোথা চলতে হবে গভীর অন্ধকারে।

বুঝি বা এই বজ্ররবে   নূতন পথের বার্তা কবে,

কোন্ পুরীতে গিয়ে তবে প্রভাত হবে রাতি ॥

১৫

না বাঁচাবে আমায় যদি মারবে কেন তবে,

কিসের তরে এই আয়োজন এমন কলরবে ॥

অগ্নিবাণে তূণ-যে ভরা,   চরণভরে কাঁপে ধরা,

জীবনদাতা মেতেছ-যে মরণমহোৎসবে ॥

বক্ষ আমার এমন ক'রে বিদীর্ণ-যে কর

উৎস যদি না বাহিরায় হবে কেমনতরো।

এই-যে আমার ব্যথার খনি   জোগাবে ঐ মুকুট-মণি—

মরণদুখে জাগাব মোর জীবনবল্লভে ॥

১৬

মোর   মরণে তোমার হবে জয়।

মোর   জীবনে তোমার পরিচয় ॥

মোর   দুঃখ-যে রাঙা শতদল

আজ   ঘিরিল তোমার পদতল,

মোর   আনন্দ সে-যে মণিহার

মুকুটে তোমার বাঁধা রয় ॥

মোর   ত্যাগে-যে তোমার হবে জয়।

মোর   প্রেমে-যে তোমার পরিচয়।

মোর   ধৈর্য তোমার রাজপথ

সে-যে   লঙ্ঘিবে বনপর্বত,

মোর   বীর্য তোমার জয়রথ

তোমারি পতাকা শিরে বয় ॥

১৭

হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে ॥
বেদনবাঁশি উঠল বেজে বাতাসে বাতাসে ॥
এই-যে আলোর আকুলতা আমারি এ আপন কথা,
উদাস হয়ে প্রাণে আমার আবার ফিরে আসে ॥
বাইরে তুমি নানা বেশে ফের নানান ছলে ;
জানি নে তো আমার মালা দিয়েছি কার গলে ॥
আজ কী দেখি পরান-মাঝে, তোমার গলায় সব মালা-যে,
সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে গভীর সর্বনাশে ।
সেই কথা আজ প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে ॥

১৮

যখন তুমি বাঁধছিলে তার সে-যে বিষম ব্যথা—
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও সকল দুখের কথা ॥
এতদিন যা সংগোপনে ছিল তোমার মনে মনে
আজকে আমার তারে তারে শুনাও সে বারতা ॥
আর বিলম্ব কোরো না গো, ঐ যে নেবে বাতি ।
দুয়ারে মোর নিশীথিনী রয়েছে কান পাতি
বাঁধলে যে-সুর তারায় তারায় অন্তবিহীন অগ্নিধারায়,
সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে তোমার ব্যাকুলতা ॥

১৯

এই যে কালো মাটির বাসা শ্যামল সুখের ধরা—
এইখানেতে আঁধার-আলোয় স্বপন-মাঝে চরা ॥
এরি গোপন হৃদয়-'পরে ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে-আলো-করা ॥
বিরহী তোর সেইখানে-যে একলা বসে থাকে—
হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে নামটি তোমার ডাকে ।

দুঃখে যখন মিলন হবে আনন্দলোক মিলবে তবে
সুধায় সুধায় ভরা॥

২০

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে, আর-এক হাতে হার।
ও-যে ভেঙেছে তোর দ্বার॥
আসে নি ও ভিক্ষা নিতে, লড়াই করে নেবে জিতে
পরানটি তোমার॥
মরণেরি পথ দিয়ে ঐ আসছে জীবন-মাঝে,
ও-যে আসছে বীরের সাজে।
আধেক নিয়ে ফিরবে না রে, যা আছে সব একেবারে
করবে অধিকার॥

২১

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে॥
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো,
নিশিদিন আলোকশিখা জ্বলুক গানে।
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো,
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব-পানে॥

২২

ঘুম কেন নেই তোরি চোখে।
কে রে এমন জাগায় তোকে॥

চেয়ে আছিস আপন-মনে— ঐ-যে দূরে গগনকোণে
রাত্রি মেলে রাঙা নয়ন রুদ্রদেবের দীপ্তালোকে ॥
রক্তশতদলের সাজি
সাজিয়ে কেন রাখিস আজি।
কোন্ সাহসে একেবারে শিকল খুলে দিলি দ্বারে ;
জোড়হাতে তুই ডাকিস কারে, প্রলয়-যে তোর ঘরে ঢোকে ॥

২৩

আঘাত করে নিলে জিনে,
কাড়িলে মন দিনে দিনে ॥
সুখের বাধা ভেঙে ফেলে তবে আমার প্রাণে এলে,
বারে বারে মরার মুখে অনেক দুখে নিলেম চিনে ॥
তুফান দেখে ঝড়ের রাতে
ছেড়েছি হাল তোমার হাতে।
বাটের মাঝে, হাটের মাঝে, কোথাও আমার ছাড়লে না-যে,
যখন আমার সব বিকালো তখন আমায় নিলে কিনে ॥

২৪

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন ক'রে করেছে নিষ্ঠুর ॥
তুমি বসে থাকতে দেবে না-যে, দিবানিশি তাই তো বাজে
পরান-মাঝে এমন কঠিন সুর ॥
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি দুঃখ আমার হয় যেন মধুর।
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে, তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর ॥

২৫

সুখে আমায় রাখবে কেন, রাখো তোমার কোলে ;
যাক-না গো সুখ জ্বলে।

যাক-না পায়ের তলার মাটি, তুমি তখন ধরবে আঁটি,
তুলে নিয়ে দুলাবে ঐ বাহুদোলার দোলে॥
যেখানে ঘর বাঁধব আমি আসে আসুক বান—
তুমি যদি ভাসাও মোরে চাই নে পরিত্রাণ।
হার মেনেছি, মিটেছে ভয়— তোমার জয় তো আমারি জয় ;
ধরা দেব, তোমায় আমি ধরব-যে তাই হলে॥

২৬

ও নিঠুর, আরো কি বাণ তোমার তূণে আছে।
তুমি মর্মে আমায় মারবে হিয়ার কাছে॥
আমি পালিয়ে থাকি, মুদি আঁখি, আঁচল দিয়ে মুখ-যে ঢাকি,
কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে॥
মারকে তোমার ভয় করেছি ব'লে
তাই তো এমন হৃদয় ওঠে জ্বলে।
যেদিন সে-ভয় ঘুচে যাবে সেদিন তোমার বাণ ফুরাবে :
মরণকে প্রাণ বরণ করে বাঁচে॥

২৭

আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি, সেথায় চরণ পড়ে,
তোমার সেথায় চরণ পড়ে।
তাই তো আমার সকল পরান কাঁপছে ব্যথার ভরে গো
কাঁপছে থরথরে॥
ব্যথাপথের পথিক তুমি, চরণ চলে ব্যথা চুমি,
কাঁদন দিয়ে সাধন আমার চিরদিনের তরে গো
চিরজীবন ধ'রে॥
নয়নজলের বন্যা দেখে ভয় করি নে আর,
আমি ভয় করি নে আর।
মরণ-টানে টেনে আমায় করিয়ে দেবে পার,
আমি তরব পারাবার।

ঝড়ের হাওয়া আকুল গানে বইছে আজি তোমার পানে,
ডুবিয়ে তরী ঝাঁপিয়ে পড়ি ঠেকব চরণ-'পরে,
আমি বাঁচব চরণ ধরে ॥

২৮

তোমার কাছে শান্তি চাব না
থাক্-না আমার দুঃখ ভাবনা ॥
অশান্তির এই দোলার 'পরে বোসো বোসো লীলার ভরে,
দোলা দিব এ মোর কামনা ॥
নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে—
ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে,
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে তোমার চরণ-পরশনে
অন্ধকারে আমার সাধনা ॥

২৯

সে-রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে।
সব-যে হয়ে গেল কালো, নিবে গেল দীপের আলো,
আকাশ-পানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে ॥
অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি।
ঝড়-যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি।
সকালবেলায় চেয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কি
ঘর-ভরা মোর শূন্যতারি বুকের 'পরে ॥

৩০

ভয়েরে মোর আঘাত করো ভীষণ, হে ভীষণ।
কঠিন করে চরণ-'পরে প্রণত করো মন ॥
বেঁধেছে মোরে নিত্য কাজে প্রাচীরে-ঘেরা ঘরের মাঝে,
নিত্য মোরে বেঁধেছে সাজে সাজের আভরণ ॥

এসো হে, ওহে আকস্মিক, ঘিরিয়া ফেলো সকল দিক,
মুক্ত পথে উড়ায়ে নিক নিমেষে এ জীবন।
তাহার 'পরে প্রকাশ হোক উদার তব সহাস চোখ,
তব অভয় শান্তিময় স্বরূপ পুরাতন॥

৩১

বজ্রে তোমার বাজে বাশি, সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে, সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যু-মাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ॥
সে-ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্তবীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত নাচাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান॥

৩২

এই করেছ ভালো, নিঠুর, এই করেছ ভালো।
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো॥
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো॥
যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার
আঘাত সে-যে পরশ তব, সেই তো পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন ক'রে আমার যত কালো॥

৩৩

আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝংকারো॥

যে-রাগ জাগাও আমার প্রাণে বাজে নি তা চরমতানে,
নিঠুর মূর্ছনায় সে-গানে মূর্তি সঞ্চারো॥
লাগে না গো কেবল যেন কোমল করুণা,
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ কোরো না।
জ্ব'লে উঠুক সকল হুতাশ, গর্জি উঠুক সকল বাতাস,
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ পূর্ণতা বিস্তারো॥

৩৪

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভ'রে॥
না চাহিতে মোরে যা করেছ দান— আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায় সে মহা দানেরই যোগ্য ক'রে
অতি-ইচ্ছার সংকট হতে বাঁচায়ে মোরে॥
আমি কখনো বা ভুলি, কখনো বা চলি, তোমার পথের লক্ষ্য ধ'রে ;
তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে যাও যে সরে॥
এ যে তব দয়া, জানি জানি হায়, নিতে চাও ব'লে ফিরাও আমায়—
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন তব মিলনেরই যোগ্য ক'রে
আধা-ইচ্ছার সংকট হতে বাঁচায়ে মোরে॥

৩৫

প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এ কী দুর্দিন—
দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনিতর্জন॥
ঘন ঘন দামিনী-ভুজঙ্গ-ক্ষত যামিনী,
অম্বর করিছে অন্ধ নয়নে অশ্রু-বরিষন॥
ছাড়ো রে শঙ্কা, জাগো ভীরু অলস,
আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি।
অকুণ্ঠ আঁখি মেলি হেরো প্রশান্ত বিরাজিত,
মহাভয়-মহাসনে অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়রূপে ভয়হরণ॥

৩৬

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়॥
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে—
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়॥
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা—
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়॥
নম্রশিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে—
দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়॥

৩৭

আরো আরো, প্রভু, আরো আরো।
এমনি ক'রে আমায় মারো॥
লুকিয়ে থাকি, আমি পালিয়ে বেড়াই—
ধরা পড়ে গেছি, আর কি এড়াই।
যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো॥
এবার যা করবার তা সারো সারো,
আমি হারি কিম্বা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা,
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা—
দেখি, কেমনে কাঁদাতে পার॥

৩৮

তোমার   সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার গলার মুক্তাহার
চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে   মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার   বুকে শোভা পাবে আমার দুখের অলংকার॥
ধন ধান্য তোমারি ধন কী করবে তা কও।
দিতে চাও তো দিয়ো আমায় নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,   খাঁটি রতন তুই তো চিনিস—
তোর   প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস, এ মোর অহংকার॥

৩৯

দুখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় ক'রে ধরিব হে॥
আঁধারে মুখ ঢাকিলে, স্বামী,   তোমারে তবু চিনিব আমি—
মরণরূপে আসিলে, প্রভু, চরণ ধরি মরিব হে।
যেমন ক'রে দাও-না দেখা তোমারে নাহি ডরিব হে॥
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে।
বাজিছে বুকে বাজুক তব কঠিন বাহু-বাঁধনে হে।
তুমি-যে আছ বক্ষে ধ'রে   বেদনা তাহা জানাক মোরে—
চাব না কিছু, কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে॥

৪০

তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি॥
আমি তাই চাই ভরিয়া পরান   দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মম মাথার ভূষণ সাথে দাও যদি ভকতি॥
যত দিতে চাও কাজ দিয়ো যদি তোমারে না দাও ভুলিতে,
অন্তর যদি জড়াতে না দাও জালজঞ্জালগুলিতে।

বাঁধিয়ো আমায় যত খুশি ডোরে, মুক্ত রাখিয়ো তোমা-পানে মোরে,
ধুলায় রাখিয়ো পবিত্র ক'রে তোমার চরণধুলিতে ;
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে, তোমারে দিয়ো না ভুলিতে ॥
যে-পথে ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরিব, যাই যেন তব চরণে ;
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে সকল শ্রান্তিহরণে।
দুর্গম পথ এ ভবগহন— কত ত্যাগ শোক বিরহদহন—
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে—
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায় নিখিলশরণ চরণে ॥

৪১

দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই, কেন গো একেলা ফেলে রাখ।
ডেকে নিলে ছিল যারা কাছে, তুমি তবে কাছে কাছে থাকো ॥
প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়, রবি শশী দেখা নাহি যায়,
এ পথে চলে যে অসহায়— তারে তুমি ডাকো, প্রভু, ডাকো ॥
সংসারের আলো নিভাইলে, বিষাদের আঁধার ঘনায়,
দেখাও তোমার বাতায়নে চির-আলো জ্বলিছে কোথায়।
শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই, পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই—
অসীম প্রেমের উৎস কই, আমারে তৃষিত রেখো নাকো ॥

৪২

হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র, হে ভয়ঙ্কর,
ওহে শঙ্কর, হে প্রলয়ঙ্কর।
হোক জটানিঃসৃত অগ্নিভুজঙ্গম-দংশনে জর্জর স্থাবর জঙ্গম,
ঘন ঘন ঝনঝন, ঝননন ঝননন পিনাক টঙ্কারো ॥

৪৩

সব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও ভক্ত-পানে চাহো ॥
দূর করো মহারুদ্র, যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ ॥

দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত,
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে নির্ঝরিয়া গলিবে-যে,
প্রস্তরশৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ॥

৪৪

নয় এ মধুর খেলা—
তোমায় আমায় সারাজীবন সকাল-সন্ধ্যাবেলা
নয় এ মধুর খেলা॥
কতবার-যে নিবল বাতি, গর্জে এল ঝড়ের রাতি—
সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরি ঠেলা॥
বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে।
দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে এই কথাটি বাজল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইকো অবহেলা॥

৪৫

জাগো, হে রুদ্র, জাগো,
সুপ্তিজড়িত তিমিরজাল সহে না, সহে না গো।
এসো নিরুদ্ধ দ্বারে, বিমুক্ত করো তারে,
তনুমনপ্রাণ ধনজনমান হে মহাভিক্ষু, মাগো॥

৪৬

পিনাকেতে লাগে টঙ্কার—
বসুন্ধরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শঙ্কার॥
আকাশেতে ঘোরে ঘূর্ণি সৃষ্টির বাঁধ চূর্ণি,
বজ্রভীষণ গর্জনরব প্রলয়ের জয়ডঙ্কার॥
স্বর্গ উঠিছে ক্রন্দি, সুরপরিষদ বন্দী—
তিমিরগহন দুঃসহ রাতে উঠে শৃঙ্খলঝঙ্কার।

দানবদন্ত তর্জি রুদ্র উঠিল গর্জি—
লণ্ডভণ্ড লুটিল ধুলায় অভ্রভেদী অহংকার॥

৪৭

প্রাণে গান নাই, মিছে তাই ফিরিনু-যে
বাঁশিতে সে গান খুঁজে।
প্রেমেরে বিদায় ক'রে দেশান্তরে
বেলা যায় কারে পূজে॥
বনে তোর লাগাস আগুন, তবে ফাগুন কিসের তরে,
বৃথা তার ভস্ম-'পরে মরিস যুঝে।
ওরে তোর নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
কী লাগি ফিরিস পথে দিবারাতি,
যে আলো শত ধারায় আঁখিতারায় পড়ে ঝ'রে
তাহারে কে পায় ওরে নয়ন বুজে॥

৪৮

যা হারিয়ে যায় তা আগলে ব'সে রইব কত আর।
আর পারি নে রাত জাগতে, হে নাথ, ভাবতে অনিবার॥
আছি রাত্রি দিবস ধ'রে দুয়ার আমার বন্ধ ক'রে,
আসতে যে চায় সন্দেহে তায় তাড়াই বারে বার॥
তাই তো কারো হয় না আসা আমার একা ঘরে।
আনন্দময় ভুবন তোমার বাইরে খেলা করে॥
তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও, এসে এসে ফিরিয়া যাও—
রাখতে যা চাই রয় না তাও, ধুলায় একাকার॥

৪৯

আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি,
তুমি হে মহাসুন্দর, জীবননাথ॥

শোকে দুখে তোমারি বাণী জাগরণ দিবে আনি,
নাশিবে দারুণ অবসাদ ॥
চিত্ত মন অর্পিনু তব পদপ্রান্তে
শুভ্র শান্তিশতদল-পুণ্যমধু-পানে ;
চাহি আছে সেবক, তব সুদৃষ্টিপাতে
কবে হবে এ দুখরাত প্রভাত ॥

১

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার ॥
তুফান যদি এসে থাকে তোমার কিসের দায়—
চেয়ে দেখো ঢেউয়ের খেলা, কাজ কী ভাবনায়।
আসুক নাকো গহন রাতি, হোক-না অন্ধকার—
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার ॥
পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস, মেঘে আকাশ ডোবা ;
আনন্দে তুই পুবের দিকে দেখ-না তারার শোভা।
সাথি যারা আছে তারা তোমার আপন ব'লে
ভাব কি তাই রক্ষা পাবে তোমারি ঐ কোলে।
উঠবে রে ঝড়, দুলবে রে বুক, জাগবে হাহাকার—
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার ॥

২

আলো-যে যায় রে দেখা—
হৃদয়ের পুব-গগনে সোনার রেখা ;
এবারে ঘুচল কি ভয় এবারে হবে কি জয়।
আকাশে হল কি ক্ষয় কালির লেখা ॥—

কারে ঐ যায় গো দেখা,
হৃদয়ের সাগরতীরে দাঁড়ায় একা।
ওরে তুই সকল ভুলে চেয়ে থাক্ নয়ন তুলে—
নীরবে চরণমূলে মাথা ঠেকা॥

৩

তোমার দ্বারে কেন আসি ভুলেই যে যাই, কতই কী চাই—
দিনের শেষে ঘরে এসে লজ্জা যে পাই॥
সে-সব চাওয়া সুখে দুখে ভেসে বেড়ায় কেবল মুখে,
গভীর বুকে
যে-চাওয়াটি গোপন তাহার কথা যে নাই॥
বাসনা সব বাঁধন যেন কুঁড়ির গায়ে—
ফেটে যাবে, ঝরে যাবে দখিনবায়ে।
একটি চাওয়া ভিতর হতে ফুটবে তোমার ভোর-আলোতে,
প্রাণের-স্রোতে—
অন্তরে সেই গভীর আশা বয়ে বেড়াই॥

৪

তুমি জান ওগো অন্তর্যামী,
পথে পথেই মন ফিরালেম আমি।
ভাবনা আমার বাঁধল নাকো বাসা,
কেবল তাদের স্রোতের 'পরেই ভাসা—
তবু আমার মনে আছে আশা,
তোমার পায়ে ঠেকবে তারা, স্বামী॥
টেনেছিল কতই কান্নাহাসি,
বারে বারেই ছিন্ন হল ফাঁসি।
শুধায় সবাই হতভাগ্য ব'লে,
"মাথা কোথায় রাখবি সন্ধ্যা হলে।"
জানি জানি নামবে তোমার কোলে
আপনি যেথায় পড়বে মাথা নামি॥

৫

তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি ঐ গো বাজে হৃদয়-মাঝে।
তোমার ঘরে নিশি ভোরে আগল যদি গেল সরে
আমার ঘরে রইব তবে কিসের লাজে॥
অনেক বলা বলেছি, সে মিথ্যা বলা।
অনেক চলা চলেছি, সে মিথ্যা চলা।
আজ যেন সব পথের শেষে তোমার দ্বারে দাঁড়াই এসে,
ভুলিয়ে যেন নেয় না মোরে আপন কাজে॥

৬

আমার যে আসে কাছে, যে যায় চলে দূরে,
কভু পাই বা কভু না পাই যে-বন্ধুরে,
যেন এই কথাটি বাজে মনের সুরে—
তুমি আমার কাছে এসেছ॥
কভু মধুর রসে ভরে হৃদয়খানি,
কভু নিঠুর বাজে প্রিয়মুখের বাণী,
তবু নিত্য যেন এই কথাটি জানি—
তুমি স্নেহের হাসি হেসেছ।
ওগো কভু সুখের কভু দুখের দোলে
মোর জীবন জুড়ে কত তুফান তোলে,
যেন চিত্ত আমার এই কথা না ভোলে—
তুমি আমায় ভালোবেসেছ।
যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে,
যবে পরিচিতের কোল হতে সে কাড়ে,
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছ॥

৭

হার-মানা হার পরাব তোমার গলে—
দূরে রব কত আপন বলের ছলে ॥
জানি আমি জানি, ভেসে যাবে অভিমান-
নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,
শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,
পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে ॥
শতদলদল খুলে যাবে থরে থরে,
লুকানো রবে না মধু চিরদিন-তরে।
আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আঁখি,
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি,
কিছুই সেদিন কিছুই রবে না বাকি—
পরম মরণ লভিব চরণতলে ॥

৮

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে ॥
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে ॥
তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে।
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ—
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে ॥

৯

অন্তরে জাগিছ, অন্তরযামী।
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি ॥
সংসারসুখ করেছি বরণ,
তবু তুমি মম জীবনস্বামী ॥

না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে
আপন গরবে অসীম জগতে।
তবু স্নেহনেত্র জাগে ধ্রুবতারা,
তব শুভ আশিস আসিছে নামি॥

১০

দীর্ঘ জীবনপথ, কত দুঃখতাপ, কত শোকদহন—
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান।
খুলে রেখেছেন তাঁর অমৃতভবনদ্বার—
শ্রান্তি ঘুচিবে, অশ্রু মুছিবে, এ পথের হবে অবসান॥
অনন্তের পানে চাহি আনন্দের গান গাহি—
ক্ষুদ্র শোকতাপ নাহি নাহি রে।
অনন্ত আলয় যার কিসের ভাবনা তার—
নিমেষের তুচ্ছ ভারে হব না রে ম্রিয়মাণ॥

১১

আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে কোন্ জনে করে বঞ্চিত,
তব চরণকমল-রতনরেণুকা অন্তরে আছে সঞ্চিত॥
কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে, মর্ম মাঝারে শল্য বরষে,
তবু প্রাণ মন পীযূষপরশে পলে পলে পুলকাঙ্কিত॥
আজি কিসের পিপাসা মিটিল না, ওগো পরম পরানবল্লভ।
চিতে চিরসুধা করে সঞ্চার তব সকরুণ করপল্লব।
হেথা কত দিনে রাতে অপমানঘাতে আছি নতশির গঞ্জিত।
তবু চিত্তললাট তোমারি স্ব-করে রয়েছে তিলকরঞ্জিত।
হেথা কে আমার কানে কঠিন বচনে বাজায় বিরোধঝঞ্ঝনা।
প্রাণে দিবসরজনী উঠিতেছে ধ্বনি তোমারি বীণার গুঞ্জনা।
নাথ, যার যাহা আছে তার তাই থাক্, আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত—
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে থাকো থাকো চিরবাঞ্ছিত॥

১২

কে যায় অমৃতধামযাত্রী।
আজি এ গহন তিমিররাত্রি,
কাঁপে নভ জয়গানে॥
আনন্দরব শ্রবণে লাগে, সুপ্ত হৃদয় চমকি জাগে,
চাহি দেখে পথ-পানে॥
ওগো রহো রহো, মোরে ডাকি লহো, কহো আশ্বাসবাণী।
যাব অহরহ সাথে সাথে সুখে দুখে শোকে দিবসে রাতে
অপরাজিত প্রাণে॥

১

চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহি রে॥
ধরায় যখন দাও না ধরা হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
এখন তোমার আপন আলোয় তোমায় চাহি রে॥
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম খেলার ঘরেতে।
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয়ঝড়েতে।
থাক্ তবে সেই কেবল খেলা, হোক-না এখন প্রাণের মেলা—
তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-বীণায় গাহি রে॥

২

এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার মুখর কবিরে।
তার হৃদয়বাঁশি আপনি কেড়ে বাজাও গভীরে॥
নিশীথরাতের নিবিড় সুরে বাঁশিতে তান দাও হে পূরে—
যে-তান দিয়ে অবাক কর গ্রহশশীরে॥

যা-কিছু মোর ছড়িয়ে আছে জীবনমরণে
গানের টানে মিলুক এসে তোমার চরণে।
বহুদিনের বাক্যরাশি এক নিমেষে যাবে ভাসি—
একলা বসে শুনব বাঁশি অকূল তিমিরে॥

৩

একমনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা—
ফুলবনে তোর একটি কুসুম, তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা॥
যেখানে তোর সীমা সেথায় আনন্দে তুই থামিস এসে,
যে-কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া সেই কড়ি তুই নিস রে হেসে।
লোকের কথা নিস নে কানে, ফিরিস নে আর হাজার টানে,
যেন রে তোর হৃদয় জানে হৃদয়ে তোর আছেন রাজা—
একতারাতে একটি যে তার আপন-মনে সেইটি বাজা॥

৪

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে, আর কোলাহল নাই।
রহি রহি শুধু সুদূর সিন্ধুর ধ্বনি শুনিবারে পাই॥
সকল বাসনা চিত্তে এল ফিরে, নিবিড় আঁধার ঘনালো বাহিরে,
প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে জ্বলিতেছে এক ঠাঁই॥
অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী, খেলা হল সমাধান;
চপল চঞ্চল লহরীলীলা পারাবারে অবসান।
নীরব মন্ত্রে হৃদয়-মাঝে শান্তি শান্তি শান্তি বাজে,
অরূপ কান্তি নিরখি অন্তরে মুদিতলোচনে চাই॥

৫

ভুবন হইতে ভুবনবাসী এসো আপন হৃদয়ে।
হৃদয়-মাঝে হৃদয়নাথ আছে নিত্য সাথ সাথ—
কোথা ফিরিছ দিবারাত, হেরো তাঁহারে অভয়ে॥
হেথা চির-আনন্দধাম, হেথা বাজিছে অভয় নাম,
হেথা পুরিবে সকল কাম নিভৃত অমৃত-আলয়ে॥

৬

জীবন যখন ছিল ফুলের মতো
পাপড়ি তাহার ছিল শত শত ॥
বসন্তে সে হত যখন দাতা
ঝরিয়ে দিত দু-চারটে তার পাতা,
তবুও যে তার বাকি রইত কত ॥
আজ বুঝি তার ফল ধরেছে, তাই
হাতে তাহার অধিক কিছু নাই।
হেমন্তে তার সময় [illegible]
পূর্ণ ক'রে আপনা[illegible]
রসের ভারে [illegible]
[illegible]

১

বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে ॥
লুঠ-করা ধন ক'রে জড়ো কে হতে চাস সবার বড়ো—
এক নিমেষে পথের ধুলায় পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় নড়তে হবে ॥
নিচে ব'সে আছিস কে রে, কাঁদিস কেন।
লজ্জাডোরে আপনাকে রে বাঁধিস কেন।
ধনী যে তুই দুঃখধনে সেই কথাটি রাখিস মনে—
ধুলার 'পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে।
বিনা অস্ত্র, বিনা সহায়, লড়তে হবে ॥

২

কেবল থাকিস সরে সরে ;
পাস নে কিছুই হৃদয় ভরে।
আনন্দভাণ্ডারের থেকে দূত যে তোরে গেল ডেকে—
কোণে বসে দিস নে সাড়া, সব খোয়ালি এমনি ক'রে॥
জীবনকে আজ তোল্ জাগিয়ে,
মাঝে সবার আয় আগিয়ে।
চলিস [illegible] মেপে মেপে, আপনাকে দে নিখিল ব্যেপে—
সেটুকু দি[illegible] [illegible] পুটাস নে তা ঘুমের ঘোরে॥

[illegible]

দাঁড়াও, মন, অনন্ত [illegible] মাঝে আনন্দসভাভবনে আজ।
বিপুল মহিমাময়, গ[illegible] [illegible]নে বিরাজ করে বিশ্বরাজ॥
সিন্ধু শৈল তটিনী [illegible] জলধরমালা
তপন চন্দ্র তারা গ[illegible]ীর ম[illegible]ন্দ্রে গাহিছে শুন গান।
এই বিশ্বমহোৎসব দেখি [illegible] সুখে কবিচিত্ত
ভুলি গেল সব কা[illegible]॥

৪

নদীপারের এই আষাঢ়ের প্রভাতখানি.
নে রে, ও মন, নে রে আপন প্রাণে টানি॥
সবুজ নীলে সোনায় মিলে যে-সুধা এই ছড়িয়ে দিলে,
জাগিয়ে দিলে আকাশতলে গভীর বাণী,
নে রে, ও মন, নে রে আপন প্রাণে টানি॥
এমনি ক'রে চলতে পথে ভবের কূলে
দুই ধারে যা ফুল ফুটে সব নিস রে তুলে।
সেগুলি তোর চেতনাতে গেঁথে তুলিস দিবসরাতে,
প্রতি দিনটি যতন ক'রে ভাগ্য মানি—
নে রে, ও মন, নে রে আপন প্রাণে টানি॥

৫

শান্ত হ রে মম চিত্ত নিরাকুল, শান্ত হ রে ওরে দীন।
হেরো চিদম্বরে মঙ্গলে সুন্দরে সর্বচরাচর লীন॥
শুন রে নিখিলহৃদয়নিস্যন্দিত শূন্যতলে উথলে জয়সংগীত,
হেরো বিশ্ব চিরপ্রাণতরঙ্গিত, নন্দিত নিত্যনবীন॥
নাহি বিনাশ বিকার বিশোচন, নাহি দুঃখ সুখ তাপ;
নির্মল নিষ্কল নির্ভয় অক্ষয়, নাহি জরা জর পাপ।
চির আনন্দ, বিরাম চিরন্তন, প্রেম নিরন্তর জ্যোতি নিরঞ্জন
শান্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন, সান্ত্বন অন্তবিহীন॥

৬

শুভ্র নব শঙ্খ তব গগন ভরি বাজে,
ধ্বনিল শুভ জাগরণগীত।
অরুণরুচি আসনে চরণ তব রাজে,
মম হৃদয়কমল বিকশিত॥
গ্রহণ কর' তারে তিমিরপরপারে,
বিমলতর পুণ্যকরপরশ-হরষিত॥

৭

পূর্বগগনভাগে দীপ্ত হইল সুপ্রভাত
তরুণারুণরাগে।
শুভ্র শুভ মুহূর্ত আজি সার্থক কর' রে,
অমৃতে ভর' রে—
অমিত পুণ্যভাগী কে জাগে, কে জাগে॥

৩

মন, জাগ' মঙ্গললোকে অমল অমৃতময় নব আলোকে
জ্যোতিবিভাসিত চোখে।
হের' গগন ভরি জাগে সুন্দর, জাগে তরঙ্গে জীবনসাগর,
নির্মল প্রাতে বিশ্বের সাথে জাগ' অভয় অশোকে॥

৪

ভোরের বেলায় কখন এসে
পরশ করে গেছ হেসে।
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে কে সেই খবর দিল মেলে;
জেগে দেখি, আমার আঁখি আঁখির জলে গেছে ভেসে॥
মনে হল, আকাশ যেন কইল কথা কানে কানে।
মনে হল, সকল দেহ পূর্ণ হল গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশিরনত ফুটল পূজার ফুলের মতো;
জীবননদী কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে॥

৫

এখনো ঘোর ভাঙে না তোর-যে, মেলে না তোর আঁখি—
কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে রে জানিস নে তুই তা কি।
ওরে অলস, জানিস নে তুই তা কি॥
জাগো এবার জাগো, বেলা কাটাস না গো।
কঠিন পথের শেষে কোথায় অগম বিজন দেশে
ও সেই বন্ধু আমার একলা আছে গো, দিস নে তারে ফাঁকি॥
প্রখর রবির তাপে নাহয় শুষ্ক গগন কাঁপে,
নাহয় দগ্ধ বালু তপ্ত আঁচলে দিক চারিদিক ঢাকি।
পিপাসাতে দিক চারিদিক ঢাকি।
মনের মাঝে চাহি দেখ্ রে আনন্দ কি নাহি।
পথে পায়ে পায়ে দুখের বাঁশরি বাজবে তোরে ডাকি।
মধুর সুরে বাজবে তোরে ডাকি॥

৬

আজি নিভৃতনিদ্রিত ভুবনে জাগে, কে জাগে।
ঘন সৌরভ-মন্থর-পবনে জাগে, কে জাগে॥
কত নীরব বিহঙ্গকুলায়ে
মোহন অঙ্গুলি বুলায়ে— জাগে, কে জাগে।
কত অস্ফুট পুষ্পের গোপনে জাগে, কে জাগে॥
এই অপার অম্বরপাথারে
স্তম্ভিত গম্ভীর আঁধারে— জাগে, কে জাগে।
মম গভীর অন্তর-বেদনে জাগে, কে জাগে॥

৭

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।
শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরি গান॥
ধন্য হলি ওরে পান্থ, রজনীজাগর-ক্লান্ত,
ধন্য হল মরি মরি ধুলায় ধূসর প্রাণ॥
বনের কোলের কাছে সমীরণ জাগিয়াছে;
মধুভিক্ষু সারে সারে আগত কুঞ্জের দ্বারে।
হল তব যাত্রা সারা, মোছো মোছো অশ্রুধারা—
লজ্জা ভয় গেল ঝরি, ঘুচিল রে অভিমান॥

৮

নিশার স্বপন ছুটল রে এই ছুটল রে,
টুটল বাঁধন টুটল রে॥
রইল না আর আড়াল প্রাণে, বেরিয়ে এলেম জগৎ-পানে—
হৃদয়শতদলের সকল দলগুলি এই ফুটল রে এই ফুটল রে॥
দুয়ার আমার ভেঙে শেষে দাঁড়ালে যেই আপনি এসে
নয়নজলে ভেসে হৃদয় চরণতলে লুটল রে॥
আকাশ হতে প্রভাত-আলো আমার পানে হাত বাড়ালো,
ভাঙা কারার দ্বারে আমার জয়ধ্বনি উঠল রে এই উঠল রে॥

৯

অনেক দিনের শূন্যতা মোর ভরতে হবে—
মৌনবীণার তন্ত্র আমার জাগাও সুধারবে ॥
বসন্তসমীরে তোমার ফুল-ফুটানো বাণী
দিক্ পরানে আনি—
ডাকো তোমার নিখিল-উৎসবে ॥
মিলনশতদলে
তোমার প্রেমের অরূপ মূর্তি দেখাও ভুবনতলে।
সবার সাথে মিলাও আমায়, ভুলাও অহংকার,
খুলাও রুদ্ধদ্বার—
পূর্ণ করো প্রণতিগৌরবে।

১০

হে চিরনূতন, আজি এ দিনের প্রথম গানে
জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার পানে ॥
তোমার বাণীতে সীমাহীন আশা, চিরদিবসের প্রাণময়ী ভাষা—
ক্ষয়হীন ধন ভরি দেয় মন তোমার হাতের দানে ।
এ শুভলগনে জাগুক গগনে অমৃতবায়ু,
আনুক জীবনে নবজনমের অমল আয়ু।
জীর্ণ যা কিছু, যাহা কিছু ক্ষীণ নবীনের মাঝে হোক তা বিলীন—
ধুয়ে যাক যত পুরানো মলিন নব-আলোকের স্নানে।

১১

প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে,
অলস রে, ওরে জাগো জাগো।
শোনো রে চিত্তভবনে অনাদি শঙ্খ বাজিছে—
অলস রে, ওরে জাগো জাগো ॥

১২

জাগো নির্মল নেত্রে রাত্রির পরপারে,
জাগো অন্তরক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে ॥
জাগো ভক্তির তীর্থে পূজাপুষ্পের ঘ্রাণে,
জাগো উন্মুখচিত্তে, জাগো অম্লানপ্রাণে,
জাগো নন্দননৃত্যে সুধাসিন্ধুর ধারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে প্রেমমন্দিরদ্বারে ॥
জাগো উজ্জ্বল পুণ্যে, জাগো নিশ্চল আশে,
জাগো নিঃসীম শূন্যে পূর্ণের বাহুপাশে।
জাগো নির্ভয়ধামে, জাগো সংগ্রামসাজে,
জাগো ব্রহ্মের নামে, জাগো কল্যাণকাজে,
জাগো দুর্গমযাত্রী দুঃখের অভিসারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে প্রেমমন্দিরদ্বারে ॥

১৩

স্বপন যদি ভাঙিলে রজনীপ্রভাতে
পূর্ণ করো হিয়া মঙ্গলকিরণে।
রাখো মোরে তব কাজে,
নবীন করো এ জীবন হে।
খুলি মোর গৃহদ্বার
ডাকো তোমারি ভবনে হে ॥

১৪

বাজাও তুমি কবি, তোমার সংগীত সুমধুর
গম্ভীরতর তানে প্রাণে মম,
দ্রব জীবন ঝরিবে ঝর ঝর নির্ঝর তব পায়ে ॥
বিসরিব সব সুখ-দুখ, চিন্তা, অতৃপ্ত বাসনা—
বিচরিবে বিমুক্ত হৃদয় বিপুল বিশ্ব-মাঝে
অনুখন আনন্দবায়ে ॥

১৫

মনোমোহন, গহন যামিনীশেষে

দিলে আমারে জাগায়ে।

মেলি দিলে শুভপ্রাতে সুপ্ত এ আঁখি

শুভ্র আলোক লাগায়ে॥

মিথ্যা স্বপনরাজি কোথা মিলাইল,

আঁধার গেল মিলায়ে;

শান্তিসরসী-মাঝে চিত্তকমল

ফুটিল আনন্দবায়ে॥

১৬

পান্থ, এখনো কেন অলসিত অঙ্গ

হেরো, পুষ্পবনে জাগে বিহঙ্গ।

গগন মগন নন্দন-আলোক-উল্লাসে,

লোকে লোকে উঠে প্রাণতরঙ্গ॥

রুদ্ধ ভবনকক্ষ তিমিরে

কেন আত্মসুখদুঃখে শয়ান—

জাগো জাগো, চলো মঙ্গলপথে,

যাত্রীদলে মিলি লহো বিশ্বের সঙ্গ॥

১৭

দুঃখরাতে, হে নাথ, কে ডাকিলে—

জাগি হেরিনু তব প্রেমমুখছবি॥

হেরিনু উষালোকে বিশ্ব তব কোলে,

জাগে তব নয়নে প্রাতে শুভ্র রবি॥

শুনিনু বনে উপবনে আনন্দগাথা,

আশা হৃদয়ে বহি নিত্য গাহে কবি॥

১৮

ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে।
নিদ্রামগন যবে বিশ্বজগত,
হৃদয়ে আসিয়ে নীরবে ডাকো হে,
তোমারি অমৃতে॥
জ্বালো তব দীপ এ অন্তরতিমিরে,
বারবার ডাকো মম অচেত চিতে॥

১৯

হরষে জাগো আজি, জাগো রে তাঁহার সাথে
প্রীতিযোগে তাঁর সাথে একাকী।
গগনে গগনে হেরো দিব্য নয়নে
কোন্ মহাপুরুষ জাগে মহাযোগাসনে
নিখিল কালে জড়ে জীবে জগতে
দেহে প্রাণে হৃদয়ে।

২০

বিমল আনন্দে জাগো রে।
মগন হও সুধাসাগরে।
হৃদয়-উদয়াচলে দেখো রে চাহি
প্রথম পরম জ্যোতিরাগ রে।

২১

সবে আনন্দ করো
প্রিয়তম নাথে লয়ে যতনে হৃদয়ধামে।
সংগীতধ্বনি জাগাও জগতে প্রভাতে,
স্তব্ধ গগন পূর্ণ করো ব্রহ্মনামে॥

২২

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধাপরশে—
হৃদয়নাথ, তিমিররজনী-অবসানে হেরি তোমারে।
ধীরে ধীরে বিকাশো হৃদয়গগনে বিমল তব মুখভাতি॥

২৩

নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব করো দূর নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে।

২৪

শোনো তাঁর সুধাবাণী শুভমুহূর্তে শান্তপ্রাণে—
ছাড়ো ছাড়ো কোলাহল, ছাড়ো রে আপন কথা।
আকাশে দিবানিশি উথলে সংগীতধ্বনি তাঁহার,
কে শুনে সে-মধুবীণারব—
অধীর বিশ্ব শূন্যপথে হল বাহির॥

২৫

নিশিদিন চাহো রে তাঁর পানে।
বিকশিবে প্রাণ তাঁর গুণগানে॥
হেরো রে অন্তরে সে-মুখ সুন্দর,
ভোলো দুঃখ তাঁর প্রেমমধুপানে॥

২৬

ওঠো ওঠো রে— বিফলে প্রভাত বহে যায়-যে।
মেলো আঁখি, জাগো জাগো, থেকো না রে অচেতন॥
সকলেই তাঁর কাজে ধাইল জগত-মাঝে,
জাগিল প্রভাতবায়ু, ভানু ধাইল আকাশপথে॥

একে একে নাম ধরে ডাকিছেন বুঝি প্রভু—
একে একে ফুলগুলি তাই ফুটিয়া উঠিছে বনে।
শুন সে আহ্বানবাণী, চাহো সেই মুখ-পানে—
তাঁহার আশিস লয়ে চলো রে যাই সবে তাঁর কাছে॥

১

ওদের কথায় ধাঁধা লাগে, তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবি সোজাসুজি॥
হৃদয়কুসুম আপনি ফোটে, জীবন আমার ভরে ওঠে—
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি হাতের কাছে সকল পুঁজি॥
সকাল সাঁজে সুর-যে বাজে ভুবনজোড়া তোমার নাটে,
আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার তরী আসে আমার ঘাটে।
শুনব কী আর বুঝব কী বা, এই তো দেখি রাত্রিদিবা
ঘরেই তোমার আনাগোনা, পথে কি আর তোমায় খুঁজি॥

২

জানি নাই গো সাধন তোমার বলে কারে।
আমি ধুলায় বসে খেলেছি এই তোমার দ্বারে॥
অবোধ আমি ছিলেম বলে যেমন খুশি এলেম চলে,
ভয় করি নি তোমায় আমি অন্ধকারে॥
তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন তিরস্কারে,
"পথ দিয়ে তুই আসিস নি-যে, ফিরে যা রে।"
ফেরার পন্থা বন্ধ ক'রে আপনি বাঁধ বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে বারে বারে॥

৩

আমায় ভুলতে দিতে নাইকো তোমার ভয়।

আমার ভোলার আছে অন্ত, তোমার প্রেমের তো নাই ক্ষয়॥

দূরে গিয়ে বাড়াই-যে ঘুর, সে-দূর শুধু আমারি দূর—

তোমার কাছে দূর কভু দূর নয়॥

আমার প্রাণের কুঁড়ি পাপড়ি নাহি খোলে,

তোমার বসন্তবায় নাই কি গো তাই ব'লে।

এই খেলাতে আমার সনে হার মান যে ক্ষণে ক্ষণে,

হারের মাঝে আছে তোমার জয়॥

৪

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।

আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে॥

আমার অনেকদিনের আকাশ-চাওয়া আসবে ছুটে দখিন-হাওয়া,

হৃদয় আমার আকুল ক'রে সুগন্ধধন লুটবে॥

আমার লজ্জা যাবে যখন পাব দেবার মতো ধন।

যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে প্রাণের আরাধন।

আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে পরশ তারে করবে এসে,

ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব চরণে তার লুটবে॥

৫

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর,

তুমি তাই এসেছ নিচে।

আমার নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,

তোমার প্রেম হত যে মিছে॥

আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,

আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,

মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধ'রে

তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে॥

তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
   তবু   আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে,
   প্রভু,   নিত্য আছ জাগি।
তাই তো, প্রভু, যেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে,
মূর্তি তোমার যুগলসম্মিলনে
   সেথায়   পূর্ণ প্রকাশিছে॥

৬

তব   সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে—
মোর   বিজন ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়ালে, নাথ, থেমে॥
একলা বসে আপন-মনে গাইতেছিলেম গান,
তোমার কানে গেল সে-সুর, এলে তুমি নেমে—
মোর   বিজন ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়ালে, নাথ, থেমে॥
তোমার সভায় কত-না গান, কতই আছেন গুণী,
গুণহীনের গানখানি আজ বাজল তোমার প্রেমে।
লাগল বিশ্বতানের মাঝে একটি করুণ সুর,
হাতে লয়ে বরণমালা এলে তুমি নেমে—
মোর   বিজন ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়ালে, নাথ, থেমে॥

৭

জীবনে যত পূজা হল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।
যে-ফুল না ফুটিতে   ঝরেছে ধরণীতে
যে-নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা॥
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে,
জানি হে জানি তাও হয় নি মিছে।

আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা—
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা ॥

৮

জানি জানি কোন্ আদি কাল হতে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে—
সহসা, হে প্রিয়, কত গৃহে পথে
রেখে গেছ প্রাণে কত হরষণ ॥
কতবার তুমি মেঘের আড়ালে
এমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,
অরুণকিরণে চরণ বাড়ালে,
ললাটে রাখিলে শুভ পরশন
সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপদরশন ॥
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরানে
কত সুখে দুখে কত প্রেমে গানে
অমৃতের কত রসবরষন ॥

৯

তুমি-যে আমারে চাও আমি সে জানি।
কেন-যে মোরে কাঁদাও আমি সে জানি ॥
এ আলোকে এ আঁধারে কেন তুমি আপনারে
ছায়াখানি দিয়ে ছাও আমি সে জানি ॥
সারাদিন নানা কাজে কেন তুমি নানা সাজে
কত সুরে ডাক দাও আমি সে জানি।

সারা হলে দেয়া-নেয়া দিনান্তের শেষ খেয়া
কোন্‌দিক-পানে যাও আমি সে জানি ॥

১০

জানি হে যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা-তরণী
লইবে মোরে ভবসাগর-কিনারে।
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁড়াব আসি তব অমৃতদুয়ারে ॥
জানি হে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে ;
জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে,
জীবন হতে নিয়েছ নব জীবনে।
জানি, হে নাথ, পুণ্যপাপে হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়নসমুখে।
আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিনরজনী,
সকল পথে-বিপথে সুখে-অসুখে।
জানি হে জানি, জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি বিনাশ-ভয়-পাথারে—
এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মতো তুলিয়া লবে তাহারে ॥

১

নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোলো দ্বার, আজ লব তাঁর দেখা ॥
সারাদিন শুধু বাহিরে ঘুরে ঘুরে কারে চাহি রে,
সন্ধ্যাবেলার আরতি হয় নি আমার শেখা ॥

তব জীবনের আলোতে জীবনপ্রদীপ জ্বালি
হে পূজারি, আজ নিভৃতে সাজাব আমার থালি।
যেথা নিখিলের সাধনা পূজালোক করে রচনা
সেথায় আমিও ধরিব একটি জ্যোতির রেখা॥

২

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবন সমর্পণ,
ওরে দীন, তুই জোড়কর করি কর্‌ তাহা দরশন॥
মিলনের ধারা পড়িতেছে ঝরি, বহিয়া যেতেছে অমৃতলহরী,
ভূতলে মাথাটি রাখিয়া লহো রে শুভাশিস-বরিষন॥
ওই যে আলোক পড়েছে তাঁহার উদার ললাটদেশে,
সেথা হতে তারি একটি রশ্মি পড়ুক মাথায় এসে।
চারি দিকে তাঁর শান্তিসাগর স্থির হয়ে আছে ভরি চরাচর—
ক্ষণকাল তরে দাঁড়াও রে তীরে, শান্ত করো রে মন॥

১

এসেছে সকলে কত আশে, দেখো চেয়ে,
হে প্রাণেশ, ডাকে সবে ঐ তোমারে।
এসো হে মাঝে এসো, কাছে এসো,
তোমায় ঘিরিব চারি ধারে॥
উৎসবে মাতিব হে তোমায় লয়ে,
ডুবিব আনন্দ-পারাবারে॥

২

ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত-অম্বর-মাঝে
দিকে দিগন্তরে ভুবনমন্দিরে শান্তিসংগীত বাজে।
হেরো গো অন্তরে অরূপ-সুন্দরে, নিখিল সংসারে পরমবন্ধুরে,
এসো আনন্দিত মিলন-অঙ্গনে শোভন মঙ্গল সাজে॥

কলুষ কল্মষ বিরোধ বিদ্বেষ হউক নির্মল, হউক নিঃশেষ-

চিত্তে হোক যত বিঘ্ন অপগত নিত্য কল্যাণকাজে।

স্বর তরঙ্গিয়া গাও, বিহঙ্গম, পূর্ব-পশ্চিম-বন্ধুসংগম—

মৈত্রীবন্ধন-পুণ্য-মন্ত্র পবিত্র বিশ্বসমাজে॥

কী গাব আমি, কী শুনাব, আজি আনন্দধামে।

পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে তোমার অমৃতনামে॥

কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা, কেমনে রটিব তোমার করুণা,

কেমনে গলাব হৃদয় প্রাণ তোমার মধুর প্রেমে॥

তব নাম লয়ে চন্দ্র তারা অসীম শূন্যে ধাইছে—

রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে।

অসীম আকাশ নীলশতদল, তোমার কিরণে সদা ঢলঢল,

তোমার অমৃতসাগর-মাঝারে ভাসিছে অবিরামে॥

৪

সফল করো, হে প্রভু, আজি সভা, এ রজনী হোক মহোৎসবা॥

বাহির অন্তর ভুবনচরাচর মঙ্গলডোরে বাঁধি এক করো—

শুষ্ক হৃদয় করো প্রেমে সরসতর, শূন্য নয়নে আনো পুণ্যপ্রভা॥

অভয়দ্বার তব করো হে অবারিত, অমৃত-উৎস তব করো উৎসারিত,

গগনে গগনে করো প্রসারিত অতি বিচিত্র তব নিত্যশোভা।

সব ভকতে তব আনো এ পরিষদে, বিমুখ চিত্ত যত করো নত তব পদে,

রাজ-অধীশ্বর তব চিরসম্পদে সব সম্পদ করো হতগরবা॥

৫

হৃদিমন্দিরদ্বারে বাজে সুমঙ্গল শঙ্খ।

শত মঙ্গলশিখা করে ভবন আলো;

উঠে নির্মল ফুলগন্ধ॥

৬

ঐ পোহাইল তিমিররাতি।
পূর্বগগনে দেখা দিল নব প্রভাতছটা,
জীবনে-যৌবনে হৃদয়ে-বাহিরে
প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি॥
কে পাঠালে এ শুভদিন নিদ্রা-মাঝে,
মহা মহোল্লাসে জাগাইলে চরাচর,
সুমঙ্গল আশীর্বাদ বরষিলে
করি প্রচার সুখ-বারতা—
তুমি চির সাথের সাথি॥

৭

আজি বহিছে বসন্তপবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে।
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান, চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে॥
জলে তোমার আলোক দ্যুলোকভূলোকে গগন-উৎসবপ্রাঙ্গনে—
চিরজ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা, আঁখি পাইছে অন্ধ হে॥
তব মধুরমুখভাতি-বিহসিত প্রেমবিকশিত অন্তরে—
কত ভকত ডাকিছে, "নাথ, যাচি দিবসরজনী তব সঙ্গ হে।"
উঠে সজনে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে যশোগাথা কত ছন্দে হে—
ঐ ভবশরণ, প্রভু, অভয় পদ তব সুর মানব মুনি বন্দে হে॥

১

আনন্দগান উঠুক তবে বাজি
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।
অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পরে আজি
পারের তরী থাকুক ভাসিতে॥
যাবার হাওয়া ঐ-যে উঠেছে, ওগো, ঐ-যে উঠেছে,
সারারাত্রি চক্ষে আমার ঘুম-যে ছুটেছে।

হৃদয় আমার উঠছে দুলে দুলে
অকূল জলের অট্টহাসিতে ;
কে গো তুমি দাও দেখি তান তুলে
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে ॥
হে অজানা, অজানা সুর নব
বাজাও আমার ব্যথার বাঁশিতে,
হঠাৎ এবার উজান হাওয়ায় তব
পারের তরী থাক্‌-না ভাসিতে।
কোনো কালে হয় নি যারে দেখা, ওগো তারি বিরহে
এমন করে ডাক দিয়েছে, ঘরে কে রহে।
বাসার আশা গিয়েছে মোর ঘুরে,
ঝাঁপ দিয়েছি আকাশরাশিতে ,
পাগল, তোমার সৃষ্টিছাড়া সুরে
তান দিয়ো মোর ব্যথার বাঁশিতে।

২

এ দিন আজি কোন্‌ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার ॥
কাহার অভিষেকের তরে সোনার ঘটে আলোক ভরে,
উষা কাহার আশিস বহি হল আঁধার পার।
বনে বনে ফুল ফুটেছে, দোলে নবীন পাতা,
কার হৃদয়ের মাঝে হল তাদের মালা গাঁথা।
বহু যুগের উপহারে বরণ করি নিল কারে,
কার জীবনে প্রভাত আজি ঘোচায় অন্ধকার ॥

৩

ঐ অমল হাতে রজনী প্রাতে আপনি জ্বালো
এই তো আলো— এই তো আলো।

এই তো প্রভাত, এই তো আকাশ এই তো পূজার পুষ্পবিকাশ,
এই তো বিমল, এই তো মধুর, এই তো ভালো—
এই তো আলো— এই তো আলো॥
আঁধার মেঘের বক্ষে জেগে আপনি আলো
এই তো আলো— এই তো আলো।
এই তো ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা, এই তো দুখের অগ্নিমালা,
এই তো মুক্তি, এই তো দীপ্তি, এই তো ভালো—
এই তো আলো— এই তো আলো॥

৪

তার অন্ত নাই গো যে-আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই॥
তারে মোহনমন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ,
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই॥
আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন,
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হল মগ্ন,
ও তার অন্ত নাই গো নাই॥
কত শুকতারা-যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ,
কত বসন্ত-যে ঢেলেছে তায় অকারণের হর্ষ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই॥
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান ক'রে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য—
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য,
ও তার অন্ত নাই গো নাই॥
সে যে সঙ্গিনী মোর আমারে সে দিয়েছে বরমালা।
আমি ধন্য সে মোর অঙ্গনে-যে কত প্রদীপ জ্বালা—
ও তার অন্ত নাই গো নাই॥

৫

তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে এল এল এল গো। ওগো পুরবাসী,
বুকের আঁচলখানি ধুলায় পেতে আঙিনাতে মেলো গো॥
পথে সেচন কোরো গন্ধবারি মলিন না হয় চরণ তারি,
তোমার সুন্দর ঐ এল দ্বারে এল এল এল গো॥
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো॥
তোমার সকল ধন-যে ধন্য হল হল গো।
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দুয়ার খোলো গো।
হেরো রাঙা হল সকল গগন, চিত্ত হল পুলকমগন,
তোমার নিত্য আলো এল দ্বারে এল এল এল গো।
তোমার পরানপ্রদীপ তুলে ধোরো, ঐ আলোতে জ্বেলো গো॥

৬

প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে।
ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে॥
দুঃখকে আজ কঠিন ব'লে জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে
উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে॥
হেথায় কারো ঠাঁই হবে না মনে ছিল এই ভাবনা,
দুয়ার ভেঙে সবাই জুটেছে।
যতন ক'রে আপনাকে-যে রেখেছিলেম ধুয়ে মেজে,
আনন্দে সে ধুলায় লুটেছে॥

৭

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে
খসে যাবার, ভেসে যাবার, ভাঙবারই আনন্দে রে॥
পাতিয়া কান শুনিস না-রে দিকে দিকে গগন-মাঝে
মরণবীণায় কী সুর বাজে তপন-তারা-চন্দ্রে রে
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে জ্বলবারই আনন্দে রে॥

পাগল-করা গানের তানে ধায়-যে কোথা কেই বা জানে,
চায় না ফিরে পিছন-পানে, রয় না বাঁধা বন্ধে রে—
লুটে যাবার, ছুটে যাবার, চলবারই আনন্দে রে॥
সেই আনন্দ-চরণপাতে ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বয়ে যায় ধরাতে বরন-গীতে গন্ধে রে—
ফেলে দেবার, ছেড়ে দেবার, মরবারই আনন্দে রে॥

৮

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া॥
চেতনা আমার কল্যাণরসসরসে
শতদলসম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়প্রান্তে
উদার উষার উদয়-অরুণকান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া॥

৯

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন॥
নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন॥
তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশি—
গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি।

এখন সময় হয়েছে কি। সভায় গিয়ে তোমায় দেখি
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব, এ মোর নিবেদন ॥

১০

গায়ে আমার পুলক লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর—
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখীর ডোর ॥
আজিকে এই আকাশতলে জলে স্থলে ফুলে ফলে
কেমন ক'রে, মনোহরণ, ছড়ালে মন মোর ॥
কেমন খেলা হল আমার আজি তোমার সনে।
পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই ভেবে না পাই মনে।
আনন্দ আজ কিসের ছলে কাঁদিতে চায় নয়নজলে,
বিরহ আজ মধুর হয়ে করেছে প্রাণ ভোর ॥

১১

আলোয় আলোকময় ক'রে হে এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে আঁধার মিলালো মিলালো।
সকল আকাশ সকল ধরা আনন্দে হাসিতে ভরা,
যে-দিক পানে নয়ন মেলি ভালো সবই ভালো ॥
তোমার আলো গাছের পাতায় নাচিয়ে তোলে প্রাণ।
তোমার আলো পাখির বাসায় জাগিয়ে তোলে গান।
তোমার আলো ভালোবেসে পড়েছে মোর গায়ে এসে,
হৃদয়ে মোর নির্মল হাত বুলালো বুলালো ॥

১২

আজি এ আনন্দসন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে, আহা—
মন্দ পবনে আজি ভাসে আকাশে
বিধুর ব্যাকুল মধুমাধুরী, আহা ॥
স্তব্ধ গগনে গ্রহতারা নীরবে
কিরণসংগীতে সুধা বরষে, আহা।

প্রাণ মন মম ধীরে ধীরে প্রসাদরসে আসে ভরি,
দেহ পুলকিত উদার হরষে, আহা ॥

১৩

বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে—
অমল কমল-মাঝে, জ্যোৎস্নারজনী-মাঝে,
কাজলঘন-মাঝে, নিশি-আঁধার-মাঝে,
কুসুমসুরভি-মাঝে বীণরণন শুনি-যে
প্রেমে প্রেমে বাজে ॥
নাচে নাচে রম্য তালে নাচে—
তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,
জন্ম মরণ নাচে, যুগ যুগান্ত নাচে,
ভকতহৃদয় নাচে বিশ্বছন্দে মাতিয়ে
প্রেমে প্রেমে নাচে ॥
সাজে সাজে রম্য বেশে সাজে—
নীল অম্বর সাজে, উষা সন্ধ্যা সাজে,
ধরণীধূলি সাজে, দীন দুঃখী সাজে,
প্রণত চিত্ত সাজে বিশ্বশোভায় লুটায়ে
প্রেমে প্রেমে সাজে ॥

১৪

বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তরঙ্গ রে।
সব গগন উদ্বেলিয়া, মগন করি অতীত অনাগত
আলোকে উজ্জ্বল, জীবনে চঞ্চল, এ কী আনন্দ-তরঙ্গ ॥
তাই, দুলিছে দিনকর চন্দ্র তারা,
চমকি কম্পিছে চেতনাধারা,
আকুল চঞ্চল নাচে সংসার, কুহরে হৃদয়বিহঙ্গ ॥

১৫

সদা থাকো আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্মল প্রাণে ॥
জাগো প্রাতে আনন্দে, করো কর্ম আনন্দে,
সন্ধ্যায় গৃহে চলো হে আনন্দগানে ॥
সংকটে সম্পদে থাকো কল্যাণে,
থাকো আনন্দে নিন্দা-অপমানে।
সবারে ক্ষমা করি থাকো আনন্দে,
চির-অমৃতনির্ঝরে শান্তিরসপানে ॥

১৬

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।
বাজে অসীম নভ-মাঝে অনাদি রব,
জাগে অগণ্য রবিচন্দ্রতারা ॥
একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যে
পরম এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে
বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত,
লক্ষ শত ভক্তচিত বাক্যহারা ॥

১৭

অমল কমল সহজে জলের কোলে আনন্দে রহে ফুটিয়া,
ফিরে না সে কভু 'আলয় কোথায়' ব'লে ধুলায় ধুলায় লুটিয়া ॥
তেমনি সহজে আনন্দে হরষিত
তোমার মাঝারে রব নিমগ্নচিত,
পূজাশতদল আপনি-সে বিকশিত সব সংশয় টুটিয়া ॥
কোথা আছ তুমি পথ না খুঁজিব কভু, শুধাব না কোনো পথিকে-
তোমারি মাঝারে ভ্রমিব ফিরিব, প্রভু, যখন ফিরিব যে-দিকে।
চলিব যখন তোমার আকাশগেহে
তোমার অমৃতপ্রবাহ লাগিবে দেহে,
তোমার পবন সখার মতন স্নেহে বক্ষে আসিবে ছুটিয়া ॥

১৮

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে॥
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া,
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি,
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে॥
বসিয়া আছ কেন আপন-মনে,
স্বার্থনিমগন কী কারণে।
চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি,
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি,
প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে॥

১৯

নব আনন্দে জাগো আজি নব রবিকিরণে,
শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্মল জীবনে।
উৎসারিত নব জীবননির্ঝর, উচ্ছ্বাসিত আশাগীতি,
অমৃত পুষ্পগন্ধ বহে আজি এই শান্তিপবনে॥

২০

হেরি তব বিমল মুখভাতি দূর হল গহন দুখরাতি।
ফুটিল মন-প্রাণ মম তব চরণলালসে, দিনু হৃদয়কমলদল পাতি॥
তব নয়নজ্যোতিকণা লাগি তরুণ রবিকিরণ উঠে জাগি।
নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি চাহিল তব দরশপরশসুখ মাগি॥
গগনতল মগন হল শুভ্র তব হাসিতে,
উঠিল ফুটি কত কুসুমপাতি— হেরি তব বিমল মুখভাতি॥
ধ্বনিত বন বিহগকলতানে, গীত সব ধায় তব পানে।
পূর্বগগনে জগত জাগি উঠি গাহিল, পূর্ণ সব তব রচিত গানে।
প্রেমরস পান করি— গান করি কাননে
উঠিল মন প্রাণ মম মাতি— হেরি তব বিমল মুখভাতি॥

২১

এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়,
জগতপুরবাসী সবে কোথায় ধায়।
কোন্ অমৃতধনের পেয়েছে সন্ধান,
কোন্ সুধা করে পান।
কোন্ আলোকে আঁধার দূরে যায়॥

২২

আঁধার রজনী পোহালো, জগৎ পুরিল পুলকে,
বিমল প্রভাতকিরণে মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে॥
জগত নয়ন তুলিয়া হৃদয়দুয়ার খুলিয়া
হেরিছে হৃদয়নাথেরে আপন হৃদয়-আলোকে॥
প্রেমমুখহাসি তাঁহারি পড়িছে ধরার আননে,
কুসুম বিকশি উঠিছে সমীর বহিছে কাননে।
সুধীরে আঁধার টুটিছে, দশদিক ফুটে উঠিছে,
জননীর কোলে যেন রে জাগিছে বালিকা বালকে॥
জগৎ যেদিকে চাহিছে সেদিকে দেখিনু চাহিয়া,
হেরি সে-অসীম মাধুরী হৃদয় উঠিছে গাহিয়া।
নবীন আলোকে ভাতিছে, নবীন আশায় মাতিছে,
নবীন জীবন লভিয়া জয়-জয় উঠে ত্রিলোকে॥

২৩

হৃদয়বাসনা পূর্ণ হল আজি মম পূর্ণ হল
শুন সবে জগতজনে।
কী হেরিনু শোভা, নিখিল ভুবননাথ
চিত্ত-মাঝে বসি স্থির আসনে॥

২৪

ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে,
নিমেষের কুশাঙ্কুর পড়ে রবে নিচে॥

কী হল না, কী পেলে না, কে তব শোধে নি দেনা,
সে সকলি মরীচিকা মিলাইবে পিছে ॥
এই যে হেরিলে চোখে অপরূপ ছবি
অরুণ গগনতলে প্রভাতের রবি—
এই তো পরম দান সফল করিল প্রাণ,
সত্যের আনন্দরূপ এই তো জাগিছে ॥

২৫

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে-মন নিয়েছ।
আমি সুখ ব'লে দুখ চেয়েছিনু, তুমি দুখ ব'লে সুখ দিয়েছ ॥
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল শত স্বার্থের সাধনে
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে, বাঁধিলে ভক্তিবাঁধনে ॥
সুখ সুখ ক'রে দ্বারে দ্বারে মোরে কত দিকে কত খোঁজালে ;
তুমি-যে আমার কত আপনার, এবার সে-কথা বোঝালে ॥
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে, এনেছ তোমারি দুয়ারে ॥

১

আজিকে এই সকালবেলাতে
বসে আছি আমার প্রাণের সুরটি মেলাতে।
আকাশে ঐ অরুণ রাগে মধুর তান করুণ লাগে,
বাতাস মাতে আলোছায়ার মায়ার খেলাতে ॥
নীলিমা এই নিলীন হল আমার চেতনায়।
সোনার আভা জড়িয়ে গেল মনের কামনায় ॥
লোকান্তরের ওপার হতে কে উদাসি বায়ুর স্রোতে
ভেসে বেড়ায় দিগন্তে ঐ মেঘের ভেলাতে ॥

২

যে-ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তাই জীবনগানে।
গগনে তব বিমল নীল, হৃদয়ে লব তাহারি মিল
শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে॥
বাজায় উষা নিশীথকূলে যে গীতভাষা
সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর নবীন আশা।
ফুলের মতো সহজ সুরে প্রভাত মম উঠিবে পুরে,
সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন মরিতে জানে॥

৩

ওরে তোরা যারা শুনবি না
তোদের তরে আকাশ-'পরে নিত্য বাজে কোন্ বীণা।
দূরের শঙ্খ উঠল বেজে, পথে বাহির হল সে যে,
দুয়ারে তোর আসবে কবে তার লাগি দিন গুণবি না?
রাতগুলো যায় হায় রে বৃথায়, দিনগুলো যায় ভেসে—
মনে আশা রাখবি না কি মিলন হবে শেষে।
হয়তো দিনের দেরি আছে, হয়তো সেদিন আসন কাছে—
মিলনরাতে ফুটবে যে ফুল তার কি রে বীজ বুনবি না॥

৪

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।
তুমি আছ, বিশ্বনাথ, অসীম রহস্য-মাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমানিলয়ে॥
অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি— আমি চাহি তোমা-পানে।
স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর—
এক তুমি, তোমা-মাঝে আমি একা নির্ভয়ে॥

৫

আছ আপন মহিমা লয়ে মোর গগনে রবি,
আঁকিছ মোর মেঘের পটে তব রঙেরই ছবি।
তাপস, তুমি ধেয়ানে তব কী দেখ মোরে কেমনে কব—
তোমারি জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী॥
তোমারি সোনা বোঝাই হল আমি তো তার ভেলা।
নিজেরে তুমি ভোলাবে ব'লে আমারে নিয়ে খেলা।
কণ্ঠে মম কী কথা শোন অর্থ আমি বুঝি না কোনো—
বীণাতে মোর কাঁদিয়া ওঠে তোমারি ভৈরবী॥

৬

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে॥
দেহমনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে,
গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে॥
আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখবিপদ-তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে।
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা, আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা—
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি-আশে॥

৭

আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা-আপন সে কি,
অন্ধকারে হঠাৎ তারে দেখি।
যবে দুর্দম ঝড়ে আগল খুলে পড়ে,
কার সে নয়ন-'পরে নয়ন যায় গো ঠেকি॥
যখন আসে পরমলগন তখন গগন-মাঝে
তাহারি ভেরী বাজে।
বিদ্যুৎ-উদ্ভাসে বেদনারি দূত আসে,
আমন্ত্রণের বাণী যায় হৃদয়ে লেখি॥

৮

আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে।
মম পল্লবে পল্লবে, হিল্লোলে হিল্লোলে
থরথর কম্পন লাগিল রে॥
কোন্ ভিখারি, হায় রে এল আমারি এ অঙ্গনদ্বারে,
বুঝি সব মন ধন মম মাগিল রে॥
হৃদয় বুঝি তারে জানে,
কুসুম ফোটায় তারি গানে।
আজি মম অন্তর-মাঝে সেই পথিকেরি পদধ্বনি বাজে,
তাই চকিতে চকিতে ঘুম ভাঙিল রে॥

৯

প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বেজে যেই
নীড়বিবাগি হৃদয় আমার উধাও হল সেই।
নীল অতলের কোথা থেকে উদাস তারে করল যে কে
গোপনবাসী সেই উদাসির ঠিক-ঠিকানা নেই॥
'সুপ্তিশয়ন আয় ছেড়ে আয়' জাগে যে তার ভাষা,
সে বলে 'চল্ আছে যেথায় সাগরপারের বাসা।'
দেশবিদেশের সকল ধারা সেইখানে হয় বাঁধনহারা,
কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা জ্যোতিঃসমুদ্রেই॥

১০

তোমার হাতের রাখীখানি বাঁধো আমার দখিনহাতে
সূর্য যেমন ধরার করে আলোকরাখী জড়ায় প্রাতে॥
তোমার আশিস আমার কাজে সফল হবে বিশ্ব-মাঝে
জ্বলবে তোমার দীপ্ত শিখা আমার সকল বেদনাতে॥
কর্ম করি যে-হাত লয়ে কর্মবাঁধন তারে বাঁধে।
ফলের আশা শিকল হয়ে জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে।

তোমার রাখী বাঁধো আঁটি— সকল বাঁধন যাবে কাটি,
কর্ম তখন বীণার মতো বাজবে মধুর মূর্ছনাতে ॥

১১

বুঝেছি কি বুঝি নাই বা সে-তর্কে কাজ নাই,
ভালো আমার লেগেছে-যে রইল সেই কথাই ॥
ভোরের আলোয় নয়ন ভরে নিত্যকে পাই নূতন করে,
কাহার মুখে চাই ॥
প্রতিদিনের কাজের পথে করতে আনাগোনা
কানে আমার লেগেছে গান, করেছে আনমনা।
হৃদয়ে মোর কখন জানি পড়ল পায়ের চিহ্নখানি
চেয়ে দেখি তাই ॥

১২

ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে, ও অবোধ।
যে তার দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে, ও অবোধ ॥
ও যে কোন্‌ রতন তা দেখ্‌-না ভাবি ওর 'পরে কি ধুলোর দাবি।
ও হারিয়ে গেলে তাঁরি গলার হার গাঁথা-যে ব্যর্থ হবে ॥
ওর খোঁজ পড়েছে জানিস নে তা ?
তাই দূত বেরোল হেথা সেথা।
যারে করলি হেলা সবাই মিলি আদর-যে তার বাড়িয়ে দিলি—
যারে দরদ দিলি তার ব্যথা কি সেই দরদির প্রাণে সবে ॥

১৩

দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া তোমায় আমায়
জনম জনম এই চলেছে, মরণ কভু তারে থামায় ?
যখন তোমার গানে আমি জাগি আকাশে চাই তোমার লাগি,
আবার একতারাতে আমার গানে মাটির পানে তোমায় নামায় ॥

ওগো তোমার সোনার আলোর ধারা, তার ধারি ধার—
আমার কালো মাটির ফুল ফুটিয়ে শোধ করি তার।
আমার শরৎরাতের শেফালিবন সৌরভেতে মাতে যখন
তখন পালটা সে-তান লাগে তব শ্রাবণরাতের প্রেমবরিষায় ॥

১৪

অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
সে-বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয়-মাঝে ॥
ভুবন আমার ভরিল সুরে, ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে,
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে ॥
হাতে-পাওয়ার চোখে-চাওয়ার সকল বাঁধন
গেল কেটে আজ, সফল হল সকল কাঁদন।
সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া সেই তো দেখা, সেই তো পাওয়া—
বিরহ মিলন মিলে গেল আজ সমান সাজে ॥

১৫

আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি,
আমি শুনব বসে আঁধার-ভরা গভীর বাণী ॥
আমার এ দেহ মন মিলায়ে যাক নিশীথরাতে,
আমার লুকিয়ে-ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে
থাক্-না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি ॥
আমার সকল হৃদয় উধাও হবে তারার মাঝে
যেখানে ঐ আঁধারবীণায় আলো বাজে।
আমার সকল দিনের পথ-খোঁজা এই হল সারা,
এখন দিক্-বিদিকের শেষে এসে দিশাহারা
কিসের আশায় বসে আছি অভয় মানি ॥

১৬

আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই তখন যাহা পাই
সে-যে আমি হারাই বারে বারে।

তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আসেন আমার দ্বারে
বন্ধ তালা ভেঙে দেখি আপন-মাঝে গোপন রতনভার,
হারায় না সে আর ॥
প্রভাত আসে তাঁহার কাছে আলোক ভিক্ষা নিতে,
সে আলো তার লুটায় ধরণীতে।
তিনি যখন সন্ধ্যা-কাছে দাঁড়ান ঊর্ধ্বকরে তখন স্তরে স্তরে
ফুটে ওঠে অন্ধকারের আপন প্রাণের ধন,
মুকুটে তাঁর পরেন সে-রতন ॥

১৭

আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে তোমারি নাম সকল তারার মাঝে।
সে-নামখানি নেমে এল ভুঁয়ে, কখন্ আমার ললাট দিল ছুঁয়ে,
শান্তিধারায় বেদন গেল ধুয়ে— আপন আমার আপনি মরে লাজে ॥
মন মিলে যায় আজ ঐ নীরব রাতে তারায় ভরা ঐ গগনের সাথে।
অমনি ক'রে আমার এ হৃদয় তোমার নামে হোক-না নামময়।
আঁধারে মোর তোমার আলোর জয় গভীর হয়ে থাক্ জীবনের কাজে ॥

১৮

অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন ডাক
তখন আমি ছিলেম শয়ন পাতি।
বিশ্ব তখন তারার আলোয় দাঁড়ায়ে নির্বাক্,
ধরায় তখন তিমিরগহন রাতি ॥
ঘরের লোকে কেঁদে কইল মোরে,
"আঁধারে পথ চিনবে কেমন ক'রে।"
আমি কইনু, "চলব আমি নিজের আলো ধরে,
হাতে আমার এই-যে আছে বাতি।"
বাতি যতই উচ্চ শিখায় জ্বলে আপন তেজে
চোখে ততই লাগে আলোর বাধা,

ছায়ায় মিশে চারিদিকে মায়া ছড়ায় সে-যে,
আধেক-দেখা করে আমায় আঁধা।
গর্বভরে যতই চলি বেগে
আকাশ তত ঢাকে ধুলার মেঘে,
শিখা আমার কেঁপে ওঠে অধীর হাওয়া লেগে,
পায়ে পায়ে সৃজন করে ধাঁধা॥
হঠাৎ শিরে লাগল আঘাত বনের শাখাজালে,
হঠাৎ হাতে নিবল আমার বাতি।
চেয়ে দেখি, পথ হারিয়ে ফেলেছি কোন্ কালে;
চেয়ে দেখি, তিমিরগহন রাতি।
কেঁদে বলি মাথা ক'রে নিচু,
"শক্তি আমার রইল না আর কিছু।"
সেই নিমেষে হঠাৎ দেখি, কখন পিছুপিছু
এসেছে মোর চিরপথের সাথি॥

১৯

তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি
হৃদয়-মাঝে বিছাও আনি।
রাতের তারা, দিনের রবি, আঁধার-আলোর সকল ছবি,
তোমার আকাশ-ভরা সকল বাণী হৃদয়-মাঝে বিছাও আনি।
তোমার ভুবনবীণার সকল সুরে
হৃদয় পরান দাও-না পুরে।
দুঃখসুখের সকল হরষ, ফুলের পরশ, ঝড়ের পরশ
তোমার করুণ শুভ উদার পাণি হৃদয়-মাঝে দিক্-না আনি॥

২০

ডাকে বারবার ডাকে,
শোনো রে, দুয়ারে দুয়ারে আঁধারে আলোকে।

কত সুখদুঃখশোকে, কত মরণে জীবনলোকে,

ডাকে বজ্রভয়ংকর রবে,

সুধাসংগীতে ডাকে দ্যুলোকে ভূলোকে॥

২১

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো

সেই তো তোমার আলো।

সকলদ্বন্দ্ববিরোধ-মাঝে জাগ্রত যে-ভালো

সেই তো তোমার ভালো॥

পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ

সেই তো তোমার গেহ।

সমরঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ

সেই তো তোমার স্নেহ।

সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান

সেই তো তোমার দান।

মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ

সেই তো তোমার প্রাণ।

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে-ভূমি

সেই তো স্বর্গভূমি।

সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি

সেই তো আমার তুমি॥

২২

সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ

তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ॥

মেঘের কলস ভ'রে ভ'রে প্রসাদবারি পড়ে ঝ'রে,

সকল দেহে প্রভাতবায়ু ঘুচায় অবসাদ—

তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ॥

তৃণ-যে এই ধুলার 'পরে পাতে আঁচলখানি,
এই-যে আকাশ চিরনীরব অমৃতময় বাণী,
ফুল-যে আসে দিনে দিনে   বিনা রেখার পথটি চিনে,
এই-যে ভুবন দিকে দিকে পুরায় কত সাধ—
তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ॥

২৩

আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া,
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া॥
এই-যে বিপুল ঢেউ লেগেছে   তোর মাঝেতে উঠুক নেচে,
সকল পরান দিক্-না নাড়া॥
বোস-না ভ্রমর এই নীলিমায় আসন লয়ে
অরুণ-আলোর স্বর্ণরেণু-মাখা হয়ে।
যেখানেতে অগাধ ছুটি   মেল্ সেথা তোর ডানাদুটি,
সবার মাঝে পাবি ছাড়া॥

২৪

যে থাকে থাক্-না দ্বারে,
যে যাবি যা-না পারে।
যদি ঐ ভোরের পাখি   তোরি নাম যায় রে ডাকি
একা তুই চলে যা রে॥
কুঁড়ি চায়, আঁধার রাতে   শিশিরের রসে মাতে।
ফোটা ফুল চায় না নিশা,   প্রাণে তার আলোর তৃষা,
কাঁদে সে অন্ধকারে॥

২৫

আকাশে   দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে।
সে-সুধা   গড়িয়ে গেল লোকে লোকে॥
গাছেরা   ভরে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী   ধরে নিল আপন মাথায়।

ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে,
পাখিরা পাখায় তারে নিল এঁকে।
ছেলেরা কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে,
মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে।
সে-যে ঐ দুঃখশিখায় উঠল জ্বলে,
সে-যে ঐ অশ্রুধারায় পড়ল গ'লে॥
সে-যে ঐ বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে
বহিল মরণরূপী জীবনস্রোতে।
সে-যে ঐ ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে॥

২৬

নিত্য তোমার যে-ফুল ফোটে ফুলবনে
তারি মধু কেন মনমধুপে খাওয়াও না।
নিত্যসভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে,
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না।
বিশ্বকমল ফুটে চরণচুম্বনে,
সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে,
আমার চিত্ত-কমলটিরে সেই রসে
কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না॥
আকাশে ধায় রবি-তারা-ইন্দুতে,
তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,
তেমনি ক'রে সুধাসাগর-সন্ধানে
আমার জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না॥
পাখির কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ,
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ,
তেমনি ক'রে আমার হৃদয়ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্যপ্রসাদ পাওয়াও না॥

২৭

এমনি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে,
আর তো গতি নাহি রে মোর নাহি রে।
যে-পথে তব রথের রেখা ধরিয়া
আপনা হতে কুসুম উঠে ভরিয়া,
চন্দ্র ছুটে, সূর্য ছুটে, সে-পথতলে পড়িব লুটে—
সবার পানে রহিব শুধু চাহি রে॥
তোমার ছায়া পড়ে যে-সরোবরে গো
কমল সেথা ধরে না, নাহি ধরে গো।
জলের ঢেউ তরল তানে সে-ছায়া লয়ে মাতিল গানে,
ঘিরিয়া তারে ফিরিব তরী বাহি রে॥
যে-বাঁশিখানি বাজিছে তব ভবনে
সহসা তাহা শুনিব মধু পবনে।
তাকায়ে রব দ্বারের পানে, সে-তানখানি লইয়া কানে
বাজায়ে বীণা বেড়াব গান গাহি রে॥

২৮

কোলাহল তো বারণ হল, এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ কেবলমাত্র গানে গানে॥
রাজার পথে লোক ছুটেছে, বেচাকেনার হাঁক উঠেছে,
আমার ছুটি অবেলাতেই দিনদুপুরের মধ্যখানে—
কাজের মাঝে ডাক পড়েছে কেন যে তা কেই বা জানে॥
মোর কাননে অকালে ফুল উঠুক তবে মুঞ্জরিয়া।
মধ্যদিনে মৌমাছিরা বেড়াক মৃদু গুঞ্জরিয়া।
মন্দভালোর দ্বন্দ্বে খেটে গেছে তো দিন অনেক কেটে,
অলস বেলার খেলার সাথি এবার আমার হৃদয় টানে।
বিনা কাজের ডাক পড়েছে কেন যে তা কেই বা জানে॥

২৯

যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে ॥
সোনার ঘটে সূর্য তারা নিচ্ছে তুলে আলোর ধারা,
অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে ॥
যেথায় তুমি বস দানের আসনে
চিত্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে।
নিত্য নূতন রসে ঢেলে আপনাকে যে দিচ্ছ মেলে,
সেথা কি ডাক পড়বে না গো জীবনে ॥

৩০

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার'
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয়কো আমার আপন মনে—
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেথায় আপন আমারো ॥
সবার পানে যেথায় বাহু পসার'
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো।
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে—
সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়, আনন্দ সেই আমারো ॥

৩১

প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত রেখো না ঢাকি।
এসেছি তোমারে, হে নাথ, পরাতে রাখী ॥
যদি বাঁধি তোমার হাতে পড়ব বাঁধা সবার সাথে,
যেখানে যে আছে কেহই রবে না বাকি ॥
আজি যেন ভেদ নাহি রয় আপনা পরে,
আমায় যেন এক দেখি হে বাহিরে ঘরে।
তোমার সাথে যে-বিচ্ছেদে ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে
ক্ষণেকতরে ঘুচাতে তাই তোমারে ডাকি ॥

৩২

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।
এবার হৃদয়-মাঝে লুকিয়ে বোসো, কেউ জানবে না, কেউ বলবে না।
বিশ্বে তোমার লুকোচুরি, দেশবিদেশে কতই ঘুরি—
এবার বলো, আমার মনের কোণে দেবে ধরা, ছলবে না।
জানি, আমার কঠিন হৃদয় চরণ রাখার যোগ্য সে নয়—
সখা, তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায় তবু কি প্রাণ গলবে না।
নাহয় আমার নাই সাধনা— ঝরলে তোমার কৃপার কণা
তখন নিমেষে কি ফুটবে না ফুল, চকিতে ফল ফলবে না॥

৩৩

কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই॥
পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে মনে ভেবে মরি, কী জানি কী হবে—
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন, সে কথা যে ভুলে যাই॥
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে যখনি যেখানে লবে
চিরজনমের পরিচিত ওহে তুমিই চিনাবে সবে।
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর, নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর—
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ, দেখা যেন সদা পাই॥

৩৪

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥
শুধু আপনার মনে নয়, আপন ঘরের কোণে নয়,
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে; তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে,
সেই সবা-মাঝে তোমারে স্বীকার করিব হে।
দ্যুলোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥
সকলি তেয়াগি তোমারে স্বীকার করিব হে।
সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে বরিব হে॥

কেবলি তোমার স্তবে নয়, শুধু সংগীতরবে নয়,
শুধু নির্জনে ধ্যানের আসনে নহে ; তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে,
কর্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে।
প্রিয়ে অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥
জানি না বলিয়া তোমারে স্বীকার করিব হে।
জানি ব'লে, নাথ, তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥
শুধু জীবনের সুখে নয়, শুধু প্রফুল্লমুখে নয়,
শুধু সুদিনের সহজ সুযোগে নহে, দুখশোক যেথা আঁধার করিয়া রহে
নত হয়ে সেথা তোমারে স্বীকার করিব হে।
নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥

৩৫

মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে
আজি এ মঙ্গলপ্রভাতে॥
উদয়গিরি হতে উচ্চে কহো মোরে, "তিমির লয় হল দীপ্তিসাগরে—
স্বার্থ হতে জাগো, দৈন্য হতে জাগো, সব জড়তা হতে জাগো জাগো রে
সতেজ উন্নত শোভাতে।"
বাহির করো তব পথের মাঝে, বরণ করো মোরে তোমার কাজে।
নিবিড় আবরণ করো বিমোচন, মুক্ত করো সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত করো মম মুগ্ধ লোচন তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন
নবীন নির্মল বিভাতে॥

৩৬

যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক্, তারা তো পারে না জানিতে—
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ আমার হৃদয়খানিতে॥
যারা কথা বলে তাহারা বলুক, আমি করিব না কারেও বিমুখ—
তারা নাহি জানে, ভরা আছে প্রাণ তব অকথিত বাণীতে।
নীরবে নিয়ত রয়েছ আমার নীরব হৃদয়খানিতে॥

তোমার লাগিয়া কারেও, হে প্রভু, পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কভু,
যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে তোমা-পানে রবে টানিতে—
সকলের প্রেমে রবে তব প্রেম আমার হৃদয়খানিতে।
সবার সহিতে তোমার বাঁধন হেরি যেন সদা, এ মোর সাধন—
সবার সঙ্গ পারে যেন মনে তব আরাধনা আনিতে।
সবার মিলনে তোমার মিলন জাগিবে হৃদয়খানিতে॥

৩৭

জাগ্রত বিশ্বকোলাহল-মাঝে
তুমি গম্ভীর, স্তব্ধ, শান্ত, নির্বিকার,
পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান।
তোমা পানে ধায় প্রাণ সব কোলাহল ছাড়ি,
চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে॥

৩৮

শান্তিসমুদ্র তুমি গভীর অতি অগাধ আনন্দরাশি।
তোমাতে সব দুঃখ জ্বালা করি নির্বাণ ভুলিব সংসার,
অসীম সুখসাগরে ডুবে যাব॥

৩৯

ডুবি অমৃতপাথারে— যাই ভুলে চরাচর,
মিলায় রবি শশী।
নাহি দেশ, নাহি কাল, নাহি হেরি সীমা,
প্রেমমুরতি হৃদয়ে জাগে, আনন্দ নাহি ধরে॥

১

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়॥
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে, বন্ধন হোক ক্ষয়॥
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়, তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়, তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে—
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্ত-মাঝে, মৃত্যুর হোক লয়॥

২

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ, জয়ী রে আনন্দগান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম, জয়ী জ্যোতির্ময় রে॥
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ, অবসাদ দূর হোক,
আশার অরুণালোক হোক অভ্যুদয় রে॥

৩

জয় হোক, জয় হোক নব অরুণোদয়।
পূর্বদিগঞ্চল হোক জ্যোতির্ময়।
এসো অপরাজিত বাণী অসত্য হানি—
অপহত শঙ্কা, অপগত সংশয়॥
এসো নবজাগ্রত প্রাণ, চিরযৌবনজয়গান।

এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা জড়ত্বনাশা—
ক্রন্দন দূর হোক, বন্ধন হোক ক্ষয়॥

৪

জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি,
জয় তোমার করুণা।
জয় তব ভীষণ সব-কলুষ-নাশন রুদ্রতা।
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব,
জয় শোক তব, জয় সান্ত্বনা॥
জয় পূর্ণজাগ্রত জ্যোতি তব,
জয় তিমিরনিবিড় নিশীথিনী ভয়দায়িনী
জয় প্রেমমধুময় মিলন তব,
জয় অসহ বিচ্ছেদবেদনা॥

৫

সকল-কলুষ-তামস-হর, জয় হোক, তব জয়,
অমৃতবারি সিঞ্চন কর' নিখিল ভুবনময়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম, মহাপুণ্য, মহাপ্রেম।
জ্ঞানসূর্য-উদয়-ভাতি ধ্বংস করুক তিমিররাশি।
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি অপগত কর' ভয়।
মোহমলিন অতি-দুর্দিন-শঙ্কিত-চিত্ত পান্থ
জটিল-গহন-পথসংকট-সংশয়-উদ্‌ভ্রান্ত।
করুণাময়, মাগি শরণ— দুর্গতিভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখবন্ধতরণ মুক্তির পরিচয়॥

৬

রাখো রাখো রে জীবনে জীবনবল্লভে,
প্রাণমনে ধরি রাখো নিবিড় আনন্দবন্ধনে।
আলো জ্বালো হৃদয়দীপে অতিনিভৃত অন্তর-মাঝে,
আকুলিয়া দাও প্রাণ গন্ধচন্দনে॥

৭

হৃদয়মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে।

অমৃতসৌরভে আকুল প্রাণ হায়

ভ্রমিয়া জগতে না পায় সন্ধান—

কে পারে পশিতে আনন্দভবনে

তোমার করুণা-কিরণ বিহনে॥

৮

ঐ শুনি যেন চরণধ্বনি রে,

শুনি আপন-মনে।

বুঝি আমার মনোহরণ আসে গোপনে॥

পাবার আগে কিসের আভাস পাই,

চোখের জলের বাঁধ ভেঙেছে তাই,

মালার গন্ধ এল যারে জানি স্বপনে॥

ফুলের মালা হাতে ফাগুন চেয়ে আছে ঐ যে-

তার চলার পথের কাছে ঐ যে।

দিগঙ্গনার অঙ্গনে যে আজি

ক্ষণে ক্ষণে শঙ্খ ওঠে বাজি,

আশার হাওয়া লাগে ঐ নিখিল গগনে॥

৯

বেঁধেছ প্রেমের পাশে, ওহে প্রেমময়।

তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি ব্যাকুলহৃদয়॥

তব প্রেমে কুসুম হাসে, তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,

প্রেমহাসি তব উষা নব নব,

প্রেমে-নিমগন নিখিল নীরব,

তব প্রেম-তরে ফিরে হা হা ক'রে উদাসি মলয়॥

আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে,

ভুলেছে তোমারি রূপে নয়ন আমারি॥

জলে স্থলে গগনতলে তব সুধাবাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরান শান্তি না মানে,
ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে,
আকুল হৃদয় খোঁজে বিশ্বময় ও প্রেম-আলয় ॥

১০

দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও।
আমার দিকে ও মুখ ফিরাও ॥
পাশে থেকে চিনতে নারি, কোন্ দিকে-যে কী নেহারি,
তুমি আমার হৃদ্‌বিহারী হৃদয়-পানে হাসিয়া চাও ॥
বলো আমায় বলো কথা, গায়ে আমার পরশ করো।
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমায় তুমি তুলে ধরো।
যা বুঝি সব ভুল বুঝি হে, যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে—
হাসি মিছে, কান্না মিছে, সামনে এসে এ ভুল ঘুচাও ॥

১১

আর নহে, আর নয়,
আমি করি নে আর ভয় ॥
আমার ঘুচল কাঁদন, ফলল সাধন, হল বাঁধন ক্ষয় ॥
ঐ আকাশে ঐ ডাকে,
আমায় আর কে ধ'রে রাখে—
আমি সকল দুয়ার খুলেছি, আজ যাব সকলময় ॥
ওরা ব'সে ব'সে মিছে
শুধু মায়াজাল গাঁথিছে—
ওরা কী-যে গোনে ঘরের কোণে, আমায় ডাকে পিছে।
আমার অস্ত্র হল গড়া,
আমার বর্ম হল পরা—
এবার ছুটবে ঘোড়া পবনবেগে, করবে ভুবন জয় ॥

১২

আরো চাই যে, আরো চাই গো— আরো-যে চাই।
ভাণ্ডারী-যে সুধা আমায় বিতরে নাই॥
সকালবেলার আলোয় ভরা এই-যে আকাশ বসুন্ধরা
এরে আমার জীবন-মাঝে কুড়ানো চাই—
সকল ধন-যে বাইরে আমার ভিতরে নাই॥
প্রাণের বীণায় আরো আঘাত, আরো-যে চাই।
গুণীর পরশ পেয়ে সে-যে শিহরে নাই।
দিনরজনীর বাঁশি পুরে যে-গান বাজে অসীম সুরে,
তারে আমার প্রাণের তারে বাজানো চাই।
আপন গান-যে দূরে তাহার নিয়ড়ে নাই॥

১৩

নয়ন ছেড়ে গেলে চলে, এলে সকল-মাঝে,
তোমায় আমি হারাই যদি তবু হারাও না যে।
ফুরায় যবে মিলনরাতি তবু নিত্য সাথের সাথি
লাগে তোমার পাওয়ার হাওয়া, এস স্বপনসাজে।
তোমার সুধারসের ধারা মর্মপথে এসে
ব্যথারে মোর উছল করি নয়নে যায় ভেসে।
শ্রবণে মোর নব নব শুনিয়েছিলে যে-সুর তব
বীণা থেকে বিদায় নিয়ে চিত্তে আমার বাজে॥

১৪

আরামভাঙা উদাস সুরে
আমার বাঁশির শূন্য হৃদয় কে দিল আজ ব্যথায় পুরে।
বিরামহারা ঘরছাড়াকে ব্যাকুল বাঁশি আপনি ডাকে—
ডাকে স্বপন জাগরণে, কাছের থেকে ডাকে দূরে॥
আমার প্রাণের কোন্ নিভৃতে লুকিয়ে কাঁদায় গোধূলিতে।

মন আজো তার নাম জানে না, রূপ আজো তার নয়কো চেনা—
কেবল যে সে ছায়ার বেশে স্বপ্নে আমার বেড়ায় ঘুরে ॥

১৫

আসা-যাওয়ার মাঝখানে
একলা আছ চেয়ে কাহার পথ-পানে।
আকাশে ঐ কালোয় সোনায় শ্রাবণমেঘের কোণায় কোণায়
আঁধার-আলোয় কোন্ খেলা-যে কে জানে
আসা-যাওয়ার মাঝখানে ॥
শুকনো পাতা ধুলায় ঝরে, নবীন পাতায় শাখা ভরে।
মাঝে তুমি আপনহারা, পায়ের কাছে জলের ধারা
যায় চলে ঐ অশ্রুভরা কোন্ গানে
আসা-যাওয়ার মাঝখানে ॥

১৬

বারে বারে পেয়েছি-যে তারে
চেনায় চেনায় অচেনারে।
যারে দেখা গেল তারি মাঝে না-দেখারি কোন্ বাঁশি বাজে,
যে আছে বুকের কাছে কাছে চলেছি তাহারি অভিসারে।
অপরূপ সে-যে রূপে রূপে কী খেলা খেলিছে চুপেচুপে।
কানে কানে কথা উঠে পূরে কোন্ সুদূরের সুরে সুরে,
চোখে-চোখে-চাওয়া নিয়ে চলে কোন অজানারি পথপারে।

১৭

এ পথ গেছে কোনখানে গো কোনখানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিক-পানে—
তা কে জানে তা কে জানে ॥

এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্‌খানে

তা কে জানে তা কে জানে ॥

কেমন-যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,

যায় সে কাহার সন্ধানে—

তা কে জানে তা কে জানে ॥

১৮

নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়

পরিপূর্ণ জ্ঞানময়,

কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত-আকাশে ॥

রয়েছি বসি দীর্ঘনিশি চাহিয়া উদয়দিশি

ঊর্ধ্বমুখে করপুটে—

নবসুখ-নবপ্রাণ-নবদিবা-আশে ॥

কী দেখিব, কী জানিব, না জানি সে কী আনন্দ—

নূতন আলোক আপন মন-মাঝে।

সে আলোকে মহাসুখে আপন আলয়মুখে

চলে যাব গান গাহি—

কে রহিবে আর দূর পরবাসে ॥

১৯

[illegible] ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই চঞ্চল-অন্তর

[illegible] দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে, দয়া কোরো, ঈশ্বর ॥

ওহে অপাপপুরুষ, দীনহীন আমি এসেছি পাপের কূলে,

প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে, দয়া করে লও তুলে ॥

আমি জলের মাঝারে বাস করি তবু তৃষায় শুকায়ে মরি—

প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া করে দাও হৃদয় সুধায় ভরি ॥

২০

তুমি আমাদের পিতা,
তোমায় পিতা ব'লে যেন জানি,
তোমায় নত হয়ে যেন মানি,
তুমি কোরো না কোরো না রোষ।
হে পিতা, হে দেব, দূর করে দাও যত পাপ, যত দোষ—
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের, যাহাতে তোমার তোষ॥
তোমা হতে সব সুখ হে পিতা, তোমা হতে সব ভালো,
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা, তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে তুমিই ভালো, সকল ভালোর সার—
তোমারে নমস্কার হে পিতা, তোমারে নমস্কার॥

২১

প্রেমানন্দে রাখো পূর্ণ আমারে দিবসরাত।
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে,
চন্দ্র-সূর্য-কিরণে তোমার করুণ নয়নপাত॥
সুখসম্পদে করি হে পান তব প্রসাদবারি,
দুখসংকটে পরশ পাই তব মঙ্গলহাত॥
জীবনে জ্বালো অমর দীপ তব অনন্ত আশা,
মরণ-অন্তে হউক তোমারি চরণে সুপ্রভাত॥
লহো লহো মম সব আনন্দ, সকল প্রীতি গীতি—
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ॥

২২

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না॥
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে
হারাই হারাই সদা হয় ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে।

কী করিলে বলো পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে।
এত প্রেম আমি কোথা পাব, নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে॥
আর কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ—
তুমি যদি বল, এখনি করিব বিষয়বাসনা বিসর্জন॥

২৩

তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না, করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল॥
আপনি কেটেছে আপনার মূল— না জানে সাঁতার, নাহি পায় কূল,
স্রোতে যায় ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে, করে দিবানিশি টলমল॥
আমি কোথা যাব, কাহারে শুধাব, নিয়ে যায় সবে টানিয়া।
একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে অকূল পাথারে আনিয়া।
সুহৃদের তরে চাই চারি ধারে, আঁখি করিতেছে ছলছল।
আপনার ভারে মরি-যে আপনি, কাঁপিছে হৃদয় হীনবল॥

২৪

কেন বাণী তব নাহি শুনি, নাথ হে।
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
বিরহে তব কাটে দিনরাত হে॥
স্বপ্নসম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা—
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চিরমরমবেদনা,
আপন-পানে চাহি শুধু নয়নজলপাত হে॥
পরশে তব জীবন নব সহসা যদি জাগিল
কেন জীবন বিফল কর— মরণশরঘাত হে॥
অহংকার চূর্ণ করো, প্রেমে মন পূর্ণ করো,
হৃদয়মন হরণ করি রাখো তব সাথ হে॥

২৫

তুমি ছেড়ে ছিলে, ভুলে ছিলে ব'লে হেরো গো কী দশা হয়েছে।
মলিন বদন, মলিন হৃদয়, শোকে প্রাণ ডুবে রয়েছে॥

বিরহীর বেশে এসেছি হেথায় জানাতে বিরহবেদনা ;
দরশন নেব তবে চ'লে যাব, অনেক দিনের বাসনা।
'নাথ নাথ' ব'লে ডাকিব তোমারে, চাহিব হৃদয়ে রাখিতে ;
কাতর প্রাণের রোদন শুনিলে আর কি পারিবে থাকিতে।
ও অমৃতরূপ দেখিব যখন মুছিব নয়নবারি হে,
আর উঠিব না, পড়িয়া রহিব চরণতলে তোমারি হে॥

২৬

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ,
কত চন্দ্র তপন ফিরিছে বিচিত্র আলোক জ্বালায়ে—
তুমি কোথায়, তুমি কোথায়॥
হায় সকলই অন্ধকার— চন্দ্র, সূর্য, সকল কিরণ,
আঁধার নিখিল বিশ্বজগৎ।
তোমার প্রকাশ হৃদয়-মাঝে সুন্দর মোর নাথ,
মধুর প্রেম-আলোকে তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে॥

২৭

চরণধ্বনি শুনি তব, নাথ, জীবনতীরে,
কত নীরব নির্জনে, কত মধুসমীরে।
গগনে গ্রহতারাচয় অনিমেষে চাহি রয়,
ভাবনাস্রোত হৃদয়ে বয় ধীরে একান্ত ধীরে।
চাহিয়া রহে আঁখি মম তৃষ্ণাতুর পাখিসম,
শ্রবণ রয়েছি মেলি চিত্তগভীরে ;
কোন্ শুভপ্রাতে দাঁড়াবে হৃদি-মাঝে,
ভুলিব সব দুঃখ সুখ ডুবিয়া আনন্দনীরে॥

২৮

শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ, পথে পথে,
ফিরি হে দ্বারে দ্বারে—
চিরভিখারি হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে॥

চিত্ত না শান্তি জানে, তৃষ্ণা না তৃপ্তি মানে,
যাহা পাই তাই হারাই, ভাসি অশ্রুধারে॥
সকল যাত্রী চলি গেল, বহি গেল সব বেলা,
আসে তিমিরযামিনী, ভাঙিয়া গেল মেলা—
কত পথ আছে বাকি, যাব চলে ভিক্ষা রাখি,
কোথা জ্বলে গৃহপ্রদীপ কোন্ সিন্ধুপারে॥

২৯

হৃদয়বেদনা বহিয়া, প্রভু, এসেছি তব দ্বারে।
তুমি অন্তর্যামী হৃদয়স্বামী, সকলই জানিছ হে—
যত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সংকট আর জানাইব কারে॥
অপরাধ কত করেছি, নাথ, মোহপাশে প'ড়ে।
তুমি ছাড়া, প্রভু, মার্জনা কেহ করিবে না সংসারে।
সব বাসনা দিব বিসর্জন তোমার প্রেমপাথারে।
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব, তব মিলন-অমৃতধারে
আর আপন ভাবনা পারি না ভাবিতে, তুমি লহো মোর ভার;
পরিশ্রান্ত জনে, প্রভু, লয়ে যাও সংসারসাগরপারে

৩০

কেন জাগে না জাগে না অবশ পরান
নিশিদিন অচেতন ধূলিশয়ান॥
জাগিছে তারা নিশীথ-আকাশে,
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান।
বিহগ গাহে বনে, ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি;
তব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে,
কেন হেরি না তব প্রেমবয়ান॥
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ;
ভাইভগিনী মিলি মধুময় গেহ;

কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে,
কেন করি তোমা হতে দূরে প্রয়াণ॥

৩১

যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি তারা তো চাহে না আমারে;
তারা আসে তারা চলে যায় দূরে, ফেলে যায় মরু-মাঝারে॥
দুদিনের হাসি দুদিনে ফুরায়, দীপ নিভে যায় আঁধারে;
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন, ডেকে ডেকে মরি কাহারে।
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই আপনার মন ভুলাতে;
শেষে দেখি হায়, ভেঙে সব যায়, ধুলা হয়ে যায় ধুলাতে।
সুখের আশায় মরি পিপাসায়, ডুবে মরি দুখপাথারে;
রবি শশী তারা কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে॥

৩১

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, দিবস কাটে বৃথায় হে।
আমি যেতে চাই তব পথ-পানে, কত বাধা পায় পায় হে।
চারিদিকে হেরো ঘিরিছে কারা, শত বাঁধনে জড়ায় হে।
আমি ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো, ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে।
দাও ভেঙে দাও এ ভবের সুখ, কাজ নেই এ খেলায় হে।
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মতো বেলা বহে তত যায় হে।
হানো তব বাজ হৃদয়গহনে, দুখানল জ্বালো তায় হে।
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে, সে জল দাও মুছায়ে হে।
শূন্য করে দাও হৃদয় আমার, আসন পাতো সেথায় হে—
তুমি এসো এসো, নাথ হয়ে বসো, ভুলো না আর আমায় হে॥

৩৩

নয়ান ভাসিল জলে—
শূন্য হিয়াতলে ঘনাইল নিবিড় সজল ঘন প্রসাদপবনে,
জাগিল রজনী হরষে হরষে রে।
তাপহরণ তৃষিতশরণ জয় তাঁর দয়া গাও রে

জাগো রে আনন্দে চিত্তচাতক জাগো—
গুরু গুরু গরজনে মেঘ বরষে বরষে রে॥

৩৪

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব ;
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী ;
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য॥
এস, দানবীর, দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা।
মহাভিক্ষু, লও সবার অহংকারভিক্ষা।
লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন কর' মোহ,
উজ্জ্বল হোক জ্ঞানসূর্য-উদয়সমারোহ—
প্রাণ লভুক সকল ভুবন, নয়ন লভুক অন্ধ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য
ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয় তাপদহনদীপ্ত
বিষয়-বিষ-বিকার-জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন' তব দক্ষিণপাণি—
তব শুভসংগীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।

৩৫

অনেক দিয়েছ, নাথ,
আমার বাসনা তবু পুরিল না—

দীনদশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না, মিটিল না ॥
দিয়েছ জীবন মন, প্রাণপ্রিয় পরিজন,
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর,
শ্যামশোভা ধরণী।
এত যদি দিলে, সখা, আরও দিতে হবে হে-
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না, ফিরিব না ॥

৩৬

তব অমল পরশরস, তব শীতল শান্ত পুণ্যকর, অন্তরে দাও।
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি হৃদয়-মাঝে মম চাও।
তব মধুময় প্রেমরস-সুন্দর-সুগন্ধে জীবন ছাও।
জ্ঞান ধ্যান তব, ভক্তি-অমৃত তব, শ্রী আনন্দ জাগাও।

৩৭

বীণা বাজাও হে মম অন্তরে
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে—
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে।

৩৮

শান্তি করো বরিষন নীরব ধারে, নাথ, চিত্ত-মাঝে
সুখে দুখে সব কাজে, নির্জনে জনসমাজে।
উদিত রাখো, নাথ, তোমার প্রেমচন্দ্র
অনিমেষ মম লোচনে গভীর তিমির-মাঝে ॥

৩৯

হে সখা, মম হৃদয়ে রহো।
সংসারের সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহো ॥
নাথ, তুমি এসো ধীরে সুখ-দুখ-হাসি-নয়ননীরে,
লহো আমার জীবন ঘিরে—
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহো ॥

৪০

লহো লহো তুলি লও হে ভূমিতল হতে ধূলিম্লান এ পরান—
রাখো তব কৃপাচোখে, রাখো তব স্নেহকরতলে।
রাখো তারে আলোকে, রাখো তারে অমৃতে,
রাখো তারে নিয়ত কল্যাণে, রাখো তারে কৃপাচোখে,
রাখো তারে স্নেহকরতলে॥

৪১

হে সখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।
এ সংসারগহনে নিভয়নির্ভর, নির্জনসজনে সঙ্গে রহো।
অধনের হও ধন, অনাথের নাথ হও হে, অবলের বল।
জরাভারাতুরে নবীন করো, ওহে সুধাসাগর॥

৪২

স্বামী, তুমি এসো আজ অন্ধকার হৃদয়-মাঝ—
পাপে ম্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে।
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে।
ধিক্ ধিক্ জনম মম, বিফল বিষয়শ্রম,
বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়া যায় বারবার।
সন্তাপে হৃদয় দহে, নয়নে অশ্রুবারি বহে,
বাড়িছে বিষয়পিপাসা বিষম বিষবিকারে॥

৪৩

হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা।
সকলে গিয়েছে হে, তুমি যেয়ো না—
চাহো প্রসন্ন নয়নে, প্রভু, দীন অধীন জনে।
চারি দিকে চাই, হেরি না কাহারে—
কেন গেলে ফেলে একেলা আঁধারে,
হেরো হে শূন্য ভুবন মম॥

৪৪

আর কত দূরে আছে সে-আনন্দধাম।
আমি শ্রান্ত, আমি অন্ধ, আমি পথ নাহি জানি॥
রবি যায় অস্তাচলে আঁধারে ঢাকে ধরণী,
করো কৃপা অনাথে হে বিশ্বজনজননী॥
অতৃপ্ত বাসনা লাগি ফিরিয়াছি পথে পথে,
বৃথা খেলা, বৃথা মেলা, বৃথা বেলা গেল বহে।
আজি সন্ধ্যাসমীরণে লহো শান্তিনিকেতনে,
স্নেহকরপরশনে চিরশান্তি দেহো আনি॥

৪৫

কামনা করি একান্তে,
হউক বরষিত নিখিল বিশ্বে সুখ শান্তি।
পাপতাপ হিংসা শোক পাসরে সকল লোক,
সকল প্রাণী পায় কূল
সেই তব তাপিতশরণ অভয়চরণপ্রান্তে॥

৪৬

নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও।
মাঝে কিছু রেখো না, রেখো না—
থেকো না, থেকো না দূরে।
নির্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে
নিত্য তোমারে হেরিব॥

৪৭

পূর্ণ-আনন্দ পূর্ণমঙ্গলরূপে হৃদয়ে এসো,
এসো মনোরঞ্জন।
আলোকে আঁধার হউক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু করো পূর্ণ,
করো গভীর দারিদ্র্য ভঞ্জন।

সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি :
জ্যোতির্ময় তোমার প্রকাশে শশী তপন পায় লাজ,
সকলের তুমি গর্বগঞ্জন ॥

৪৮

সংশয়তিমির-মাঝে না হেরি গতি হে।
প্রেম-আলোকে প্রকাশো, জগপতি হে ॥
বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে, সতত বিরাজো হৃদয়পুরে—
তোমা বিনে অনাথ আমি অতি হে ॥
মিছে আশা লয়ে সতত ভ্রান্ত, তাই প্রতিদিন হতেছি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে—
নিবারো নিবারো প্রাণের ক্রন্দন, কাটো হে কাটো হে এ মায়াবন্ধন,
রাখো রাখো চরণে, এ মিনতি হে ॥

৪৯

নিশিদিন মোর পরানে প্রিয়তম মম
কত-না বেদনা দিয়ে বারতা পাঠালে।
ভরিলে চিত্ত মম নিত্য তুমি প্রেমে প্রাণে গানে হায়
থাকি আড়ালে ॥

আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি।
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে।
অকূলের কূল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে ॥
আনন্দঘন বিভু, তুমি যার স্বামী
সে কেন ফিরে পথে দ্বারে দ্বারে ॥

৫১

এ মোহ-আবরণ খুলে দাও, দাও হে ॥
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি,
চাও হৃদয়-মাঝে চাও হে ॥

৫২

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে তাপহরণ স্নেহকোলে
নয়নসলিলে ফুটেছে হাসি,
ডাক শুনে সবে ছুটে চলে তাপহরণ স্নেহকোলে।
ফিরিছে যারা পথে পথে, ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে,
শুনেছে তাহারা তব করুণা—
দুখী জনে তুমি নেবে তুলে তাপহরণ স্নেহকোলে।

৫৩

আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে।
তোমার ভবনতলে হেরি প্রদীপ জ্বলে,
দূরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি জোড়হাতে।
ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে,
রজনী মূর্ছাগত বিদ্যুৎঘাতে।
দ্বার খোলো হে দ্বার খোলো—
প্রভু, করো দয়া, দেহো দেখা দুখরাতে।

৫৪

তিমিরবিভাবরী কাটে কেমনে
জীর্ণ ভবনে, শূন্য জীবনে—
হৃদয় শুকাইল প্রেম বিহনে।
গহন আঁধার হবে পুলকে পূর্ণ হবে,
ওহে আনন্দময়, তোমার বীণারবে—
পশিবে পরানে তব সুগন্ধ বসন্তপবনে॥

৫৫

অমৃতের সাগরে আমি যাব যাব রে,
তৃষ্ণা জ্বলিছে মোর প্রাণে।
কোথা পথ বলো হে বলো, ব্যথার ব্যথী হে,
কোথা হতে কলধ্বনি আসিছে কানে॥

৫৬

কার মিলন চাও, বিরহী—
তাঁহারে কোথা খুঁজিছ ভব-অরণ্যে
কুটিল জটিল গহনে, শান্তিহীন ওরে মন।
দেখো দেখো রে চিত্তকমলে চরণপদ্ম রাজে, হায়
অমৃতজ্যোতি কিবা সুন্দর, ওরে মন॥

৫৭

তোমা লাগি, নাথ, জাগি জাগি হে—
সুখ নাই জীবনে তোমা বিনা।
সকলে চলে যায় ফেলে, চিরশরণ হে—
তুমি কাছে থাকো সুখে দুখে, নাথ,
পাপে তাপে আর কেহ নাহি॥

৫৮

মোরে বারে বারে ফিরালে।
পূজাফুল না ফুটিল, দুখনিশা না ছুটিল,
না টুটিল আবরণ।
জীবন ভরি মাধুরী কী শুভলগনে জাগিবে।
নাথ, ওহে নাথ, কবে লবে তনু মন ধন॥

৫৯

কোথা হতে বাজে প্রেমবেদনা রে।
ধীরে ধীরে বুঝি অন্ধকারঘন
হৃদয়-অঙ্গনে আসে সখা মম॥

সকল দৈন্য তব দূর করো, ওরে,
জাগো সুখে, ওরে প্রাণ।
সকল প্রদীপ তব জ্বালো রে, জ্বালো রে,
ডাকো আকুল স্বরে "এসো হে প্রিয়তম" ॥

৬০

নিকটে দেখিব তোমারে বাসনা করেছি মনে।
চাহিব না হে, চাহিব না হে দূরদূরান্তর গগনে ॥
দেখিব তোমারে গৃহ-মাঝারে জননীস্নেহে, ভ্রাতৃপ্রেমে,
শত সহস্র মঙ্গলবন্ধনে ॥
হেরিব উৎসব-মাঝে, মঙ্গলকাজে,
প্রতিদিন হেরিব জীবনে ॥
হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্তি তব শোকে দুঃখে মরণে।
হেরিব সজনে নরনারী মুখে, হেরিব বিজনে বিরলে হে
গভীর অন্তর-আসনে।

৬১

তোমার দেখা পাব ব'লে এসেছি-যে, সখা
শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে—
তব গোপন বিজন গৃহে লয়ে যাও
দেহো গো সরায়ে তপন তারকা,
আবরণ সব দূর করো হে, মোচন করো তিমির
জগত-আড়ালে থেকো না বিরলে,
লুকায়ো না আপনারি মহিমা-মাঝে—
তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও ॥

৬২

ঘোর দুঃখে জাগিনু, ঘনঘোরা যামিনী,
একেলা, হায় রে— তোমার আশা হারায়ে।

ভোর হল নিশা, জাগে দশদিশা,
আছি দ্বারে দাঁড়ায়ে
উদয়পথ-পানে দুই বাহু বাড়ায়ে ॥

৬৩

এ পরবাসে রবে কে হায়।
কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে ॥
হেথা কে রাখিবে দুখভয়সংকটে—
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে হায় রে ॥

৬৪

এখনো আঁধার রয়েছে, হে নাথ—
এ প্রাণ দীন মলিন, চিত্ত অধীর,
সব শূন্যময়।
চারি দিকে চাহি পথ নাহি নাহি,
শান্তি কোথা, কোথা আলয়।
কোথা তাপহারী পিপাসার বারি—
হৃদয়ের চির-আশ্রয় ॥

৬৫

ব্যাকুল প্রাণ কোথা সুদূরে ফিরে,
ডাকি লহো, প্রভু, তব ভবন-মাঝে
ভবপারে সুধাসিন্ধুতীরে ॥

৬৬

শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা, "প্রাণেশ্বর,
দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু,
প্রেমবিন্দু কাতরে করো দান।

কোরো না, সখা, কোরো না
চিরনিষ্ফল এই জীবন।
প্রভু, জনমে মরণে তুমি গতি,
চরণে দাও স্থান।”

৬৭

সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে
ভ্রমিছ দীনপ্রাণে।
সতত হায় ভাবনা শত শত, নিয়ত ভীত পীড়িত,
শির নত কত অপমানে॥
জানো না রে অধো-ঊর্ধ্বে বাহির-অন্তরে
ঘেরি তোরে নিত্য রাজে সেই অভয় আশ্রয়।
তোলো আনত শির, ত্যজো রে ভয়ভার,
সতত সরল চিতে চাহো তাঁরি প্রেমমুখ-পানে॥

৬৮

দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে।
যে-বাঁশিতে বাতাস কাঁদে সেই বাঁশিটির সুরে সুরে।
যে-পথ সকল দেশ পারায়ে উদাস হয়ে যায় হারায়ে,
সে-পথ বেয়ে কাঙাল পরান যেতে চায় কোন্ অচিন পুরে।

৬৯

পিপাসা হায় নাহি মিটিল, নাহি মিটিল।
গরলরসপানে জরজর-পরানে
মিনতি করি হে করজোড়ে,
জুড়াও সংসারদাহ তব প্রেমের অমৃতে॥

৭০

দিন যায় রে দিন যায় বিষাদে—
স্বার্থকোলাহলে, ছলনায়, বিফলা বাসনায়॥

এসেছ ক্ষণতরে, ক্ষণপরে যাইবে চলে,
জনম কাটে বৃথায় বাদবিবাদে কুমন্ত্রণায় ॥

৭১

তোমা-হীন কাটে দিবস হে প্রভু,
হায় তোমা-হীন মোর স্বপ্নজাগরণ—
কবে আসিবে হিয়া-মাঝারে ॥

৭২

বর্ষ গেল, বৃথা গেল কিছুই করি নি হায়,
আপন শূন্যতা লয়ে জীবন বহিয়া যায়।
তবু তো আমার কাছে নব রবি উদিয়াছে,
তবু তো জীবন ঢালি বহিছে নবীন বায় ॥
বহিছে বিমল উষা তোমার আশিসবাণী,
তোমার করুণাসুধা হৃদয়ে দিতেছে আনি।
রেখেছ জগতপুরে, মোরে তো ফেল নি দূরে,
অসীম আশ্বাসে তাই পুলকে শিহরে কায় ॥

৭৩

কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে।
কেমনে জীবন কাটে চির-অন্ধকারে ॥
মহান জগতে থাকি বিস্ময়বিহীন আঁখি,
বারেক না দেখো তাঁরে এ বিশ্ব-মাঝারে ॥
সজনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্যলোক,
তুমি কেন নিভায়েছ আত্মার আলোক।
তাঁহার আহ্বানরবে আনন্দে চলিছে সবে,
তুমি কেন বসে আছ এ ক্ষুদ্র সংসারে ॥

৭৪

কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু,
জাগাইলে অনুপম সুন্দর শোভা, হে হৃদয়েশ্বর।

সহসা ফুটিল ফুলমঞ্জরী শুকানো তরুতে,
পাষাণে বহে সুধাধারা ॥

৭৫

অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চলেছে।
অমৃতভবন কোথা আছে তাহা কে জানে ॥
হেরো আপন হৃদয়-মাঝে ডুবিয়ে, এ কী শোভা।
অমৃতময় দেবতা সতত
বিরাজে এই মন্দিরে, এই সুধানিকেতনে ॥

৭৬

ইচ্ছা যবে হবে লইয়ো পারে,
পূজাকুসুমে রচিয়া অঞ্জলি
আছি ব'সে ভবসিন্ধু-কিনারে।
যত দিন বাখ তোমা-মুখ চাহি
ফুল্লমনে রব এ সংসারে ॥
ডাকিবে যখনি তোমার সেবকে
দ্রুত চলি যাইব ছাড়ি সবারে।

৭৭

শুভ্র আসনে বিরাজো অরুণছটা-মাঝে,
নীলাম্বরে ধরণী-'পরে কিবা মহিমা তব বিকাশিল।
দীপ্ত সূর্য তব মুকুটোপরি,
চরণে কোটি তারা মিলাইল,
আলোকে প্রেমে আনন্দে
সকল জগৎ বিভাসিল ॥

৭৮

পেয়েছি অভয়পদ, আর ভয় কারে,
আনন্দে চলেছি ভবপারাবারপারে।

মধুর শীতল ছায় শোক তাপ দূরে যায়,

করুণাকিরণ তাঁর অরুণ বিকাশে।

জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তাঁরে॥

৭৯

শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন—

এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন॥

কাঁদে যারা নিরাশায় আঁখি যেন মুছে যায়,

যেন গো অভয় পায় ত্রাসে-কম্পিত মন॥

কত শত আছে দীন অভাগা আলয়হীন,

শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন।

পাপে যারা ডুবিয়াছে যাবে তারা কার কাছে—

কোথা হায় পথ আছে, দাও তারে দরশন॥

৮০

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।

তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ দুখজ্বালা সেই পাসরে—

সব দুখজ্বালা সেই পাসরে॥

তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে তব নামে কত মাধুরী

যেই ভকত সেই জানে,

তুমি জানাও যারে সেই জানে।

ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে॥

৮১

চির বন্ধু, চির নির্ভর, চির শান্তি

তুমি হে প্রভু—

তুমি চিরমঙ্গল, সখা হে, তোমার জগতে

চিরসঙ্গী চিরজীবনে॥

চির প্রীতিসুধানির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ।

তব জয়সংগীত ধ্বনিছে তোমার জগতে
চিরদিবা চিররজনী ॥

৮২

বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি—
বলো, ভাই, ধন্য হরি।
ধন্য হরি ভবের নাটে, ধন্য হরি রাজ্যপাটে,
ধন্য হরি শ্মশানঘাটে, ধন্য হরি, ধন্য হরি ॥
সুধা দিয়ে মাতান যখন ধন্য হরি, ধন্য হরি।
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন ধন্য হরি, ধন্য হরি।
আত্মজনের কোলে বুকে ধন্য হরি হাসিমুখে,
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে ধন্য হরি, ধন্য হরি ॥
আপনি কাছে আসেন হেসে ধন্য হরি, ধন্য হরি
ফিরিয়ে বেড়ান দেশে দেশে ধন্য হরি, ধন্য হরি
ধন্য হরি স্থলে জলে, ধন্য হরি ফুলে ফলে,
ধন্য হৃদয়পদ্মদলে চরণ-আলোয় ধন্য করি ॥

৮৩

সংসারে কোনো ভয় নাহি নাহি :
ওরে ভয়চঞ্চল প্রাণ, জীবনে মরণে সবে
রয়েছি তাঁহারি দ্বারে।
অভয়শঙ্খ বাজে নিখিল অম্বরে সুগম্ভীর,
দিশিদিশি দিবানিশি সুখে শোকে
লোক-লোকান্তরে ॥

৮৪

শক্তিরূপ হেরো তাঁর,
আনন্দিত, অতন্দ্রিত,
ভূর্লোকে ভুবর্লোকে,

বিশ্বকাজে, চিত্ত-মাঝে
দিনে রাতে ॥
জাগো রে জাগো জাগো,
উৎসাহে উল্লাসে—
পরান বাঁধো রে মরণহরণ
পরমশক্তি-সাথে ॥
শ্রান্তি আলস বিষাদ
বিলাস দ্বিধা বিবাদ
দূর করো রে ॥
চলো রে— চলো রে কল্যাণে,
চলো রে অভয়ে, চলো রে আলোকে,
চলো বলে।
দুখ শোক পরিহরি
মিলো রে নিখিলে নিখিলনাথে ॥

৮৫

শ্রান্ত কেন, ওহে পান্থ, পথপ্রান্তে বসে এ কী খেলা।
আজি বহে অমৃত-সমীরণ, চলো চলো এইবেলা ॥
তাঁর দ্বারে হেরো ত্রিভুবন দাঁড়ায়ে,
সেথা অনন্ত উৎসব জাগে,
সকল শোভা গন্ধ সংগীত আনন্দের মেলা ॥

৮৬

গাও বীণা, বীণা গাও রে।
অমৃতমধুর তাঁর প্রেমগান মানব-সবে শুনাও রে।
মধুর তানে নীরস প্রাণে মধুর প্রেম জাগাও রে ॥
ব্যথিয়ো না কারে, ব্যথিতের তরে পাষাণ প্রাণ কাঁদাও রে।
নিরাশেরে কহো আশার কাহিনী, প্রাণে নব বল দাও রে।

আনন্দময়ের আনন্দ-আলয় নব নব তানে ছাও রে।
পড়ে থাকো সদা বিভুর চরণে, আপনারে ভুলে যাও রে॥

৮৭

কে রে ওই ডাকিছে,
স্নেহের রব উঠিছে জগতে জগতে—
তোরা আয়, আয়, আয়, আয়।
তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গাহে
প্রভাতে সে সুধাস্বর প্রচারে।
বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে,
শোককাতর আকুল কেন আঁখি।
কেন নিরানন্দ, চলো সবে যাই—
পূর্ণ হবে আশা॥

৮৮

মন্দিরে মম কে আসিলে হে।
সকল গগন অমৃতমগন,
দিশিদিশি গেল মিশি অমানিশি দূরে দূরে।
সকল দুয়ার আপনি খুলিল,
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে॥

৮৯

একি করুণা, করুণাময়।
হৃদয়শতদল উঠিল ফুটি অমল কিরণে তব পদতলে॥
অন্তরে বাহিরে হেরিনু তোমারে লোকে লোকে লোকান্তরে।
আঁধারে আলোকে, সুখে দুখে, হেরিনু হে
স্নেহে প্রেমে জগতময় চিন্ময়॥

৯০

পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যামী, অন্তরে দেখেছি তোমারে।
চকিতে চপল আলোকে, হৃদয়শতদল-মাঝে,
হেরিনু একি অপরূপ রূপ॥
কোথা ফিরিতেছিলাম পথে পথে দ্বারে দ্বারে
মাতিয়া কলরবে;
সহসা কোলাহল-মাঝে শুনেছি তব আহ্বান,
নিভৃত হৃদয়-মাঝে
মধুর গভীর শান্ত বাণী॥

৯১

আমার হৃদয়সমুদ্রতীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে।
কাতর পরান ধায় বাহু বাড়ায়ে॥
হৃদয়ে উথলে তরঙ্গ চরণপরশের তরে,
তারা চরণকিরণ লয়ে কাড়াকাড়ি করে॥
মেতেছে হৃদয় আমার, ধৈরজ না মানে—
তোমারে ঘেরিতে চায়, নাচে সঘনে॥
সখা, ঐখেনেতে থাকো তুমি, যেয়ো না চলে—
আজি হৃদয়সাগরের বাঁধ ভাঙি সবলে।
কোথা হতে আজি প্রেমের পবন ছুটেছে,
আমার হৃদয়তরঙ্গ কত নেচে উঠেছে।
তুমি দাঁড়াও, তুমি যেয়ো না—
আমার হৃদয়তরঙ্গ আজি নেচে উঠেছে॥

৯২

জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণকিরণরূপে।
জননী, তোমার মরণহরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপেচুপে।

তোমারে নমি হে সকল ভুবন-মাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবনকাজে,
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে।
জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণকিরণরূপে॥

৯৩

তিমিরদুয়ার খোলো— এসো, এসো নীরবচরণে।
জননী আমার, দাঁড়াও এই নবীন অরুণকিরণে॥
পুণ্যপরশপুলকে সব আলস যাক দূরে।
গগনে বাজুক বীণা জগৎজাগানো সুরে।
জননী, জীবন জুড়াও তব প্রসাদসুধাসমীরণে।
জননী আমার, দাঁড়াও মম জ্যোতিবিভাসিত নয়নে॥

৯৪

তুমি জাগিছ কে।
তব আঁখিজ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন
তিমিররাতি॥
চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়নে,
সংশয়চপল প্রাণ কম্পিত ত্রাসে।
কোথা লুকাব তোমা হতে, স্বামী
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ, জানিছ
প্রভু, ক্ষমা করো হে।
তব পদপ্রান্তে বসি একান্তে দাও কাঁদিতে আমায়,
আর কোথায় যাই॥

৯৫

আজি শুভ শুভ্র প্রাতে কিবা শোভা দেখালে
শান্তিলোক জ্যোতির্লোক প্রকাশি।

নিখিল নীল অম্বর বিদারিয়া দিক্‌দিগন্তে,
আবরিয়া রবি শশী তারা—
পুণ্যমহিমা উঠে বিভাসি ॥

৯৬

ভক্তহৃদ্‌বিকাশ প্রাণবিমোহন,
নব নব তব প্রকাশ, নিত্য নিত্য চিত্তগগনে, হৃদীশ্বর।
কভু মোহবিনাশ মহারুদ্রজ্বালা,
কভু বিরাজ ভয়হর শান্তিসুধাকর ॥
চঞ্চল হর্ষশোকসংকুল কল্লোল-'পরে
স্থির বিরাজে চিরদিন মঙ্গল তব রূপ।
প্রেমমূর্তি নিরুপম প্রকাশ করো, নাথ হে,
ধ্যাননয়নে পরিপূর্ণ রূপ তব সুন্দর ॥

৯৭

বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে লোকে লোকে,
তব বাণী গ্রহচন্দ্র দীপ্ত তপনতারা।
সুখদুখ তব বাণী, জনমমরণ বাণী তোমার,
নিভৃত গভীর তব বাণী ভক্তহৃদয়ে শান্তিধারা ॥

৯৮

প্রথম আদি তব শক্তি
আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি তোমারি হে
গগনে গগনে।
তোমার আদি বাণী বহিছে তব আনন্দ,
জাগিছে নব নব রসে হৃদয়ে মনে ॥
তোমার চিদাকাশে ভাতে সুরয চন্দ্র তারা
প্রাণতরঙ্গ উঠে পবনে।
তুমি আদিকবি, কবিগুরু তুমি হে,
মন্ত্র তোমার মন্ত্রিত সব ভুবনে ॥

৯৯

শীতল তব পদছায়া, তাপহরণ তব সুধা,
অগাধ গভীর তোমার শান্তি,
অভয় অশোক তব প্রেমমুখ।
অসীম করুণা তব, নব নব তব মাধুরী,
অমৃত তোমার বাণী॥

১০০

হে মহাপ্রবল বলী,
কত অসংখ্য গ্রহতারা তপনচন্দ্র
ধারণ করে তোমার বাহু,
নরপতি ভূমাপতি হে দেববন্দ্য।
ধন্য ধন্য তুমি মহেশ, ধন্য, গাহে সর্ব দেশ-
স্বর্গে মর্তে বিশ্বলোকে এক ইন্দ্র।
অন্ত নাহি জানে মহাকাল মহাকাশ
গীতছন্দে করে প্রদক্ষিণ।
তব অভয়চরণে শরণাগত দীনহীন,
হে রাজা বিশ্ববন্ধু॥

১০১

জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ—
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণরূপ॥
নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণপ্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্ত লোক॥
নিভৃত হৃদয়-মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি,
প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি।
ভকতহৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত করো অভয় দান।

১০২

তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম,
ধন্য তোমার জগতরচনা ॥
একি অমৃতরসে চন্দ্র বিকাশিলে,
এ সমীরণ পূরিলে প্রাণহিল্লোলে ॥
একি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে,
কুসুমবন ছাইলে শ্যাম পল্লবে ॥
একি গভীর বাণী শিখালে সাগরে,
কী মধুগীতি তুলিলে নদীকল্লোলে।
একি ঢালিছ সুধা মানবহৃদয়ে,
তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে ॥

১০৩

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগতমন্দিরে ॥
অনাদি কাল অনন্ত গগন সেই অসীম-মহিমা-মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ-নন্দ-নন্দ রে ॥
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি—
কতই বরন, কতই গন্ধ, কত গীত, কত ছন্দ রে ॥
বিহগগীত গগন ছায়; জলদ গায়, জলধি গায়;
মহাপবন হরষে ধায়, গাহে গিরিকন্দরে।
কত কত শত ভকতপ্রাণ হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান;
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহবন্ধ রে ॥

১০৪

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ', সত্যসুন্দর ॥
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন-মাঝে,
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে ॥
গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে
করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে ॥

ধরণী-'পর ঝরে নির্ঝর, মোহন মধু শোভা
ফুলপল্লব-গীতগন্ধ-সুন্দর-বরনে॥
বহে জীবন রজনীদিন চিরনূতন ধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে॥
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ ;
কত সান্ত্বন কর বর্ষণ সন্তাপহরণে॥
জগতে তব কী মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে॥

১০৫

ঐ রে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে॥
সামনে যখন যাবি ওরে থাক্-না পিছন পিছে প'ড়ে—
পিঠে তারে বইতে গেলি, একলা প'ড়ে রইলি কূলে॥
ঘরের বোঝা টেনে টেনে পারের ঘাটে রাখলি এনে ;
তাই-যে তোরে বারে বারে ফিরতে হল, গেলি ভুলে॥
ডাক্ রে আবার মাঝিরে ডাক্, বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক-
জীবনখানি উজাড় ক'রে সঁপে দে তার চরণমূলে॥

১০৬

আমি কী ব'লে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণমন॥
চিত্তে আসি দয়া করি নিজে লহো অপহরি,
করো তারে আপনারি ধন—
আমার হৃদয় প্রাণমন॥
শুধু ধূলি, শুধু ছাই, মূল্য যার কিছু নাই,
মূল্য তারে করো সমর্পণ—
স্পর্শে তব পরশরতন।

তোমারি গৌরবে যবে আমার গৌরব হবে
সব তবে দিব বিসর্জন—
আমার হৃদয় প্রাণমন॥

১০৭

সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ,
তখনো হে নাথ, প্রণমি তোমায় গাহি ব'সে তব গান॥
অন্তরযামী, ক্ষমো সে আমার শূন্য মনের বৃথা উপহার—
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন, ভক্তিবিহীন তান॥
ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে, আশা করি প্রাণপণে—
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
এই ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান॥

১০৮

ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনদুর্লভ,
আমি মর্মের কথা অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব—
শুধু জীবন মন চরণে দিনু, বুঝিয়া লহো সব।
আমি কী আর কব॥
এই সংসারপথসংকট অতি কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে প্রেমমুরতি তব।
আমি কী আর কব॥
সুখ দুখ সব তুচ্ছ করিনু, প্রিয় অপ্রিয় হে—
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব।
আমি কী আর কব॥
অপরাধ যদি ক'রে থাকি পদে, না কর যদি ক্ষমা,
তবে পরানপ্রিয়, দিয়ো হে দিয়ো বেদনা নব নব।

তবু ফেলো না দূরে, দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে—
তুমি ছাড়া আর কী আছে আমার, মৃত্যু-আঁধার ভব।
আমি কী আর কব ॥

১০৯

সবাই যারে সব দিতেছে তার কাছে সব দিয়ে ফেলি।
কবার আগে চাবার আগে আপনি আমায় দেব মেলি ॥
নেবার বেলা হলেম ঋণী, ভিড় করেছি ভয় করি নি—
এখনো ভয় করব না রে, দেবার খেলা এবার খেলি ॥
প্রভাত তারি সোনা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নেচেকুঁদে।
সন্ধ্যা তারে প্রণাম ক'রে সব সোনা তার দেয় রে শুধে।
ফোটা ফুলের আনন্দ রে ঝরা ফুলেই ফলে ধরে—
আপনাকে, ভাই, ফুরিয়ে-দেওয়া চুকিয়ে দে তুই বেলাবেলি ॥

১১০

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি—
আমার যত বিত্ত, প্রভু, আমার যত বাণী,
আমার চোখের চেয়ে-দেখা, আমার কানের শোনা
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা।
সব দিতে হবে ॥
আমার প্রভাত, আমার সন্ধ্যা, হৃদয়পত্রপুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠবে ফুটে ফুটে।
এখন সে যে আমার বীণা, হতেছে তার বাঁধা—
বাজবে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা।
সব দিতে হবে ॥
তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভ'রে
আমার ক'রে নিয়ে তবে নাও-যে তোমার ক'রে।

আমার ব'লে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার ক'রে দেব তখন তারা আমার হবে।
সব দিতে হবে॥

১১১

আমি দীন, অতি দীন—
কেমনে শুধিব, নাথ হে, তব করুণাঋণ।
তব স্নেহ শত ধারে ডুবাইছে সংসারে,
তাপিত হৃদয়-মাঝে ঝরিছে নিশিদিন॥
হৃদয়ে যা আছে দিব তব কাছে,
তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে—
চিরদিন তব কাজে রহিব জগত-মাঝে,
জীবন করেছি তোমার চরণতলে লীন॥

১১২

কী ভয় অভয়ধামে, তুমি মহারাজা,
ভয় যায় তব নামে।
নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায় হে,
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে॥
তব বলে কর বলী যারে, কৃপাময়,
লোকভয় বিপদ মৃত্যুভয় দূর হয় তার।
আশা বিকাশে, সব বন্ধন ঘুচে,
নিত্য অমৃতরস পায় হে॥

১১৩

আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার
তুমি সদা নিকটে আছ ব'লে।
স্তব্ধ অবাক নীলাম্বরে রবি শশী তারা
গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণমালা॥

বিশ্বপরিবার তোমার ফেরে সুখে আকাশে,
তোমার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে।
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে,
তব স্নেহমুখ-পানে চাহি চিরদিন ॥

১১৪

সকল ভয়ের ভয় যে তারে কোন্ বিপদে কাড়বে।
প্রাণের সঙ্গে যে-প্রাণ গাঁথা কোন্ কালে সে ছাড়বে ॥
নাহয় গেল সবই ভেসে রইবে তো সেই সর্বনেশে,
যে-লাভ সকল ক্ষতির শেষে সে-লাভ কেবল বাড়বে ॥
সুখ নিয়ে, ভাই, ভয়ে থাকি, আছে আছে দেয় সে ফাঁকি-
দুঃখে যে-সুখ থাকে বাকি কেই বা সে সুখ নাড়বে।
যে পড়েছে পড়ার শেষে ঠাঁই পেয়েছে তলায় এসে,
ভয় মিটিয়ে বেঁচেছে সে— তারে কে আর পারবে ॥

১১৫

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে ॥
বাসনার বশে মন অবিরত ধায় দশদিশে পাগলের মতো,
স্থির-আঁখি তুমি মরমে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে ॥
সবাই ছেড়েছে, নাই যার কেহ, তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ;
নিরাশ্রয় জন, পথ যার গেহ, সেও আছে তব ভবনে।
তুমি ছাড়া কেহ সাথি নাহি আর, সমুখে অনন্ত জীবনবিস্তার—
কালপারাবার করিতেছ পার, কেহ নাহি জানে কেমনে ॥
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি, যত জানি তত জানি নে।
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর লোকলোকান্তরে যুগযুগান্তর—
তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই, কোনো বাধা নাই ভুবনে ॥

১১৬

দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে॥
তোমায় দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালি,
পরান আমার পারি নে তাই পায়ে থুতে॥
এতদিন তো ছিল না মোর কোনো ব্যথা,
সব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা।
আজ ঐ শুভ্র কোলের তরে ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে—
দিয়ো না গো দিয়ো না আর ধুলায় শুতে॥

১১৭

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে—
পরতে গেলে লাগে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে।
কণ্ঠ-যে রোধ করে, সুর তো নাহি সরে;
ঐ দিকে-যে মন প'ড়ে রয়, মন লাগে না কাজে॥
তাই তো ব'সে আছি।
এ হার তোমায় পরাই যদি তবেই আমি বাঁচি॥
ফুলমালার ডোরে বরিয়া লও মোরে;
তোমার কাছে দেখাই নে মুখ মণিমালার লাজে॥

১১৮

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে-যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে॥

অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফেরো
রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র সাজে—
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে।
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না-যে
সবার পিছে, সবার নিচে সবহারাদের মাঝে॥

১১৯

আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব,
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব॥
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ।
চিরজনম এমন ক'রে ভুলিয়ো নাকো।
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব॥
আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে,
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নিচে।
প্রসাদ লাগি কত লোকে আসে ধেয়ে,
আমি কিছুই চাইব না তো রইব চেয়ে—
সবার শেষে বাকি যা রয় তাহাই লব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব॥

১২০

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে॥
নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলই করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে॥

আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে ;
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবন-মাঝে ॥
যাচি হে তোমার চরম শান্তি, পরানে তোমার পরম কান্তি—
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়পদ্মদলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে ॥

১২১

গরব মম হরেছ, প্রভু, দিয়েছ বহু লাজ।
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ ॥
তোমারে আমি পেয়েছি বলি মনে মনে যে মনেরে ছলি,
ধরা পড়িনু সংসারেতে করিতে তব কাজ—
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ ॥
জানি নে, নাথ, আমার ঘরে ঠাঁই কোথা-যে তোমারি তরে—
নিজেরে তব চরণ-'পরে সঁপিনু, রাজরাজ।
তোমারে চেয়ে দিবসযামী আমারি পানে তাকাই আমি,
তোমারে চোখে দেখি নে, স্বামী, তব মহিমা-মাঝ—
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ ॥

১২২

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি আমারে করি প্রচার হে।
মোহবশে পাছে ঘিরে আমায় তব নামগান-অহংকার হে।
তোমার কাছে কিছু নাহি তো লুকানো, অন্তরের কথা তুমি সব জান,
আমি কত দীন, আমি কত হীন, কেহ নাহি জানে আর হে ॥
ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম—
তাই আমার পাছে জাগে অভিমান, গ্রাসে আমায় আঁধার হে,
পাছে প্রতারণা করি আপনারে, তোমার আসনে বসাই আমারে—
রাখো মোহ হতে, রাখো তম হতে, রাখো রাখো বারবার হে ॥

১২৩

আজি প্রণমি তোমারে চলিব, নাথ, সংসারকাজে।
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তর-মাঝে॥
হৃদয়দেবতা রয়েছ প্রাণে, মন যেন তাহা নিয়ত জানে,
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি দুঃসহ লাজে॥
সব কলরবে সারা দিনমান শুনি অনাদি সংগীতগান,
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে।
নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে, সকল কর্মে সকল মননে,
সকল হৃদয়তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে॥

১২৪

যে-কেহ মোরে দিয়েছ সুখ দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যে-কেহ মোরে দিয়েছ দুখ দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি॥
যে-কেহ মোরে বেসেছ ভালো জ্বেলেছ ঘরে তাঁহারি আলো,
তাঁহারি মাঝে সবারি আজি পেয়েছি আমি পরিচয়,
সবারে আমি নমি॥
যা-কিছু কাছে এসেছে, আছে, এনেছে তাঁরে প্রাণে,
সবারে আমি নমি।
যা-কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে টেনেছে তাঁরি পানে,
সবারে আমি নমি।
জানি বা আমি নাহি বা জানি, মানি বা আমি নাহি বা মানি,
নয়ন মেলি নিখিলে আমি পেয়েছি তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি॥

১২৫

কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে, ছিলাম নিদ্রামগন।
সংসার মোরে মহামোহঘোরে ছিল সদা ঘিরে সঘন॥

আপনার হাতে দিবে যে বেদনা, ভাসাবে নয়নজলে,
কে জানিত হবে আমার এমন শুভদিন শুভলগন ॥
জানি না কখন করুণা-অরুণ উঠিল উদয়াচলে ;
দেখিতে দেখিতে কিরণে পূরিল আমার হৃদয়গগন ॥
তোমার অমৃতসাগর হইতে বন্যা আসিল কবে ;
হৃদয়ে বাহিরে যত বাঁধ ছিল কখন হইল ভগন ॥
সুবাতাস তুমি আপনি দিয়েছ, পরানে দিয়েছ আশা—
আমার জীবন-তরণী হইবে তোমার চরণে মগন ॥

১২৬

জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি দিবস-রাত
সবার মাঝারে আজিকে তোমারে স্মরিব, জীবননাথ ॥
যেদিন তোমার জগত নিরখি হরষে পরান উঠেছে পুলকি
সেদিন আমার নয়নে হয়েছে তোমারি নয়নপাত ॥
বারে বারে তুমি আপনার হাতে স্বাদে সৌরভে গানে
বাহির হইতে পরশ করেছ অন্তর-মাঝখানে।
পিতা মাতা ভ্রাতা সব পরিবার, মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে প্রবেশি হৃদয়ে তুমি আছ মোর সাথ ॥

১২৭

আঁখিজল মুছাইলে, জননী—
অসীম স্নেহ তব, ধন্য তুমি গো,
ধন্য ধন্য তব করুণা ॥
অনাথ যে তারে তুমি মুখ তুলে চাহিলে,
মলিন যে তারে তুমি বসাইলে পাশে,
তোমার দুয়ার হতে কেহ নাহি ফিরে
যে আসে অমৃতপিয়াসে ॥

দেখেছি আজি তব প্রেমমুখহাসি,
পেয়েছি চরণচ্ছায়া,
চাহি না আর কিছু— পুরেছে কামনা,
ঘুচেছে হৃদয়বেদনা ॥

১২৮

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান, তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননীক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয়ডোরে, তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন করেছ আমার নয়নলোভন—
নদী গিরি বন সরস শোভন, তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥
হৃদয়ে-বাহিরে স্বদেশে-বিদেশে যুগে-যুগান্তে নিমেষে-নিমেষে
জনমে-মরণে শোকে-আনন্দে তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥

১২৯

হৃদয়ে হৃদয় আসি মিলে যায় যেথা,
হে বন্ধু আমার,
সে পুণ্যতীর্থের যিনি জাগ্রত দেবতা
তাঁরে নমস্কার ॥
বিশ্বলোক নিত্য যাঁর শাশ্বত শাসনে
মরণ উত্তীর্ণ হয় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
আবর্জনা দূরে যায় জরাজীর্ণতার,
তাঁরে নমস্কার ॥
যুগান্তের রুদ্রস্নানে যুগান্তরদিন
নির্মল করেন যিনি, করেন নবীন,
ক্ষয়শেষে পরিপূর্ণ করেন সংসার,
তাঁরে নমস্কার ॥

পথযাত্রী জীবনের দুঃখে সুখে ভরি
অজানা উদ্দেশ-পানে চলে কালতরী,
ক্লান্তি তার দূর করি করিছেন পার,
তাঁরে নমস্কার ॥

১৩০

ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির 'পরে,
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে ॥
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে দয়া করে দাও ভুলিতে,
নাই ধূলি মোর অন্তরে ॥
নয়ন তোমার নত করো,
দলগুলি কাঁপে থরোথরো।
চরণপরশ দিয়ো দিয়ো, ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়—
ধরার প্রণাম আমি তোমার তরে ॥

১৩১

নমি নমি চরণে
নমি কলুষহরণে।
সুধারসনির্ঝর হে,
নমি নমি চরণে ॥
নমি চিরনির্ভর হে
মোহ-গহন-তরণে ॥
নমি চিরমঙ্গল হে
নমি চিরসম্বল হে।
উদিল তপন গেল রাত্রি,
(নমি নমি চরণে)
জাগিল অমৃতপথযাত্রী—
নমি চিরপথসঙ্গী,
নমি নিখিলশরণে ॥

নমি সুখে দুঃখে ভয়ে,
নমি জয়পরাজয়ে।
অসীম বিশ্বতলে
(নমি নমি চরণে)
নমি চিত্তকমলদলে
নিবিড় নিভৃত নিলয়ে,
নমি জীবনে মরণে॥

১৩১

একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে॥
ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক্ তব ভবনদ্বারে॥
নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে॥
হংস যেমন মানসযাত্রী তেমনি সারা দিবসরাত্রি
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ-পারে॥

১৩৩

তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণ্যপ্রভাতে আজি,
তোমারি নামে খুলিল হৃদয়-শতদল-দলরাজি।
তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে ফুটিল কনকলেখা,
তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণবীণা বাজি॥
তোমারি নামে পূর্বতোরণে খুলিল সিংহদ্বার,
বাহিরিল রবি নবীন আলোকে দীপ্ত মুকুট মাজি॥

তোমারি নামে জীবনসাগরে জাগিল লহরীলীলা,
তোমারি নামে নিখিল ভুবন বাহিরে আসিল সাজি ॥

১৩৪

অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে
যে আঁখি জগত-পানে চেয়ে রয়েছে ॥
রবি শশী গ্রহ তারা হয় নাকো দিশাহারা,
সেই আঁখি-'পরে তারা আঁখি রেখেছে ॥
তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই,
হৃদয়-আকাশ-পানে কেন না তাকাই।
ধ্রুবজ্যোতি সে-নয়ন জাগে সেথা অনুক্ষণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে ॥

১৩৫

মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাসে,
সুগন্ধ ভাসে আনন্দরাতে।
খুলে দাও দুয়ার সব,
সবারে ডাকো ডাকো,
নাহি রেখো কোথাও কোনো বাধা—
অহো, আজি সংগীতে মনপ্রাণ মাতে ॥

১৩৬

আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে
ঘন রজনী নীরবে নিবিড় গম্ভীরে।
জাগো আজি জাগো, জাগো রে তাঁরে লয়ে
প্রেমঘন হৃদয়মন্দিরে ॥

১৩৭

কেমনে রাখিবি তোরা তাঁরে লুকায়ে
চন্দ্রমা তপন তারা আপন আলোকছায়ে ॥

হে বিপুল সংসার, সুখে দুঃখে আঁধার,
কত কাল রাখিবি ঢাকি তাঁহারে কুহেলিকায় ॥
আত্মবিহারী তিনি, হৃদয়ে উদয় তাঁর—
নব নব মহিমা জাগে, নব নব কিরণ ভায় ॥

১৩৮

হে নিখিলভারধারণ বিশ্ববিধাতা,
হে বলদাতা মহাকালরথসারথি।
তব নামজপমালা গাঁথে রবি শশী তারা,
অনন্ত দেশ কাল জপে দিবারাতি ॥

১৩৯

দেবাদিদেব মহাদেব।
অসীম সম্পদ, অসীম মহিমা ॥
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে।
কোটি কণ্ঠ গাহে, জয় জয় জয় হে ॥

১৪০

দিন ফুরালো হে সংসারী,
ডাকো তাঁরে ডাকো যিনি শ্রান্তিহারী।
ভোলো সব ভাবনা,
হৃদয়ে লও হে শান্তিবারি ॥

১৪১

জরজর প্রাণে, নাথ, বরিষন করো তব প্রেমসুধা—
নিবারো এ হৃদয়দহন।
করো হে মোচন করো সব পাপ মোহ
দূর করো বিষয়বাসনা ॥

১৪২

কোথায় তুমি, আমি কোথায়,
জীবন কোন্ পথে চলিছে নাহি জানি।
নিশিদিন হেনভাবে আর কতকাল যাবে,
দীননাথ, পদতলে লহো টানি॥

১৪৩

সকল গর্ব দূর করি দিব,
তোমার গর্ব ছাড়িব না।
সবারে ডাকিয়া কহিব, যেদিন
পাব তব পদরেণুকণা॥
তব আহ্বান আসিবে যখন
সে-কথা কেমনে করিব গোপন।
সকল বাক্যে সকল কর্মে
প্রকাশিবে তব আরাধনা।
যত মান আমি পেয়েছি যে কাজে
সেদিন সকলি যাবে দূরে;
শুধু তব মান দেহে মনে মোর
বাজিয়া উঠিবে এক সুরে।
পথের পথিক সেও দেখে যাবে
তোমার বারতা মোর মুখভাবে
ভবসংসার-বাতায়নতলে
ব'সে রব যবে আনমনা॥

১

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর, হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর॥
আলোকে মোর চক্ষুদুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর হে, সুন্দর॥
এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলনসুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি লও-যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর॥

২

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত--
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি, বর্ণে বর্ণে রচিত।
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে,
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে যেন গো অস্ত-আকাশে।
জীবনশেষের শেষজাগরণ-সম ঝলসিছে মহাবেদনা—
নিমেষে দহিয়া যাহা কিছু আছে মম তীব্র ভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত—
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি, চরম শোভায় রচিত॥

৩

আলো-যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো।
কে এল মোর অঙ্গনে, কে জানে গো॥
হৃদয় আমার উদাস ক'রে কেড়ে নিল আকাশ মোরে,
বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো॥
দিগন্তের ঐ নীল নয়নের ছায়াতে
কুসুম যেন বিকাশে মোর কায়াতে।

মোর হৃদয়ের সুগন্ধ-যে বাহির হল কাহার খোঁজে,
সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো ॥

৪

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার ॥
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার ॥
এই নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে
তোমায় করি গো নমস্কার ।
এই শান্ত সুধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসে
তোমায় করি গো নমস্কার ।
এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল-আসনে
তোমায় করি গো নমস্কার ॥
এই স্তব্ধ তারার মৌনমন্ত্রভাষণে
তোমায় করি গো নমস্কার
এই কর্ম-অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার ।
এই গন্ধগহন-সন্ধ্যাকুসুম-মালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার ॥

৫

এই তো তোমার আলোকধেনু সূর্যতারা দলে দলে ,
কোথায় ব'সে বাজাও বেণু , চরাও মহাগগনতলে ।
তৃণের সারি তুলছে মাথা, তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চরা ধেনু এরা ভিড় করেছে ফুলে ফলে ॥
সকালবেলা দূরে দূরে উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে,
আঁধার হলে সাঁঝের সুরে ফিরিয়ে আন আপন গোঠে ।

আশা তৃষা আমার যত ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত—
মোর জীবনের রাখাল ওগো, ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে ॥

৬

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে।
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা জানায় কানে কানে ॥
যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া চায় এ মুখের পানে।
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার হৃদয় পাগল-হেন,
তরী সেই সাগরে ভাসায় যাহার কূল সে নাহি জানে ॥

৭

মহারাজ, একি সাজে এলে হৃদয়পুর-মাঝে।
চরণতলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে ॥
গর্ব সব টুটিয়া মূর্ছি পড়ে লুটিয়া,
সকল মম দেহমন বীণাসম বাজে ॥
একি পুলক বেদনা বহিছে মধুবায়ে।
কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে ॥
পলক নাহি নয়নে, হেরি না কিছু ভুবনে,
নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে ॥

৮

হৃদয়শশী হৃদিগগনে উদিল মঙ্গললগনে,
নিখিল সুন্দর ভুবনে একি এ মহামধুরিমা।
ডুবিল কোথা দুখ সুখ রে অপার শান্তির সাগরে,
বাহিরে অন্তরে জাগে রে শুধুই সুধাপূরনিমা ॥

গভীর সংগীত দ্যুলোকে ধ্বনিছে গম্ভীর পুলকে,
গগন-অঙ্গন-আলোকে উদার দীপদীপ্তিমা।
চিত্ত-মাঝে কোন্ যন্ত্রে কী গান মধুময় মন্ত্রে
বাজে রে অপরূপ তন্ত্রে, প্রেমের কোথা পরিসীমা॥

৯

আমারে দিই তোমার হাতে
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে।
দিনে দিনেই ফুল-যে ফোটে, তেমনি করেই ফুটে ওঠে
জীবন তোমার আঙিনাতে
নূতন করে নূতন প্রাতে॥
বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে
মিলন ওঠে নবীন হয়ে।
আলো-অন্ধকারের তীরে হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে
নূতন করে নূতন প্রাতে॥

১০

কে গো অন্তরতর সে।
আমার চেতনা আমার বেদনা তারি সুগভীর পরশে॥
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র, বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ কত সুখে দুখে হরষে॥
সোনালি রুপালি সবুজে সুনীলে সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে—
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে, ডুবালে সে সুধা-সরসে।
কত দিন আসে, কত যুগ যায়, গোপনে গোপনে পরান ভুলায়,
নানা পরিচয়ে নানা নাম ল'য়ে নিতি নিতি রস বরষে॥

১১

এই-যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ।
এই-যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরন॥

এই-যে মধুর আলসভরে মেঘ ভেসে ধায় আকাশ-'পরে,
এই-যে বাতাস দেহে করে অমৃতক্ষরণ ॥
প্রভাত-আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে।
এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ঐ নুয়েছে, মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ ॥

১২

তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন—
মুগ্ধ নয়ন মম, পুলকিত মোহিত মন।
তরুণ অরুণ নবীনভাতি, পূর্ণিমাপ্রসন্ন রাতি,
রূপরাশি-বিকশিত-তনু কুসুমবন ॥
তোমা-পানে চাহি সকলে সুন্দর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর তোমার প্রেম চাহি।
উঠে সংগীত তোমার পানে, গগন পূর্ণ প্রেমগানে,
তোমার চরণ করেছে বরণ নিখিলজন ॥

১৩

লহো লহো, তুলে লহো নীরব বীণাখানি।
তোমার নন্দননিকুঞ্জ হইতে সুর দেহো তায় আনি,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর ॥
আমি আঁধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে
তোমারি আশ্বাসে;
তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোকভরা বাণী,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর ॥
পাষাণ আমার কঠিন দুঃখে তোমায় কেঁদে বলে,
"পরশ দিয়ে সরস করো, ভাসাও অশ্রুজলে,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর।"

শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে
আমার চিত্ত-মাঝে,
শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহো টানি,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর ॥

১৪

ডাকিল মোরে জাগার সাথি।
প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে, প্রভাত হল আঁধার রাতি ॥
বাজায় বাঁশি তন্দ্রাভাঙা, ছড়ায় তারি বসন রাঙা—
ফুলের বাসে এই বাতাসে কী মায়াখানি দিয়েছে গাঁথি ॥
গোপনতম অন্তরে কী লেখনরেখা দিয়েছে লেখি।
মন তো তারি নাম জানে না, রূপ আজিও নয় যে চেনা,
বেদনা মম বিছায়ে দিয়ে রেখেছি তারি আসন পাতি ॥

১৫

ওহে সুন্দর, মরি মরি,
তোমায় কী দিয়ে বরণ করি।
তব ফাল্গুন যেন আসে
আজি মোর পরানের পাশে,
দেয় সুধারসধারে-ধারে
মম অঞ্জলি ভরি ভরি ॥
মধু সমীর দিগঞ্চলে
আনে পুলক-পূজাঞ্জলি ;
মম হৃদয়ের পথতলে
যেন চঞ্চল আসে চলি।
মম মনের বনের শাখে
যেন নিখিল কোকিল ডাকে,
যেন মঞ্জরীদীপশিখা
নীল অম্বরে রাখে ধরি ॥

১৬

তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে, সুন্দর হে।
জমল ধুলা প্রাণের বীণার তারে তারে, সুন্দর হে॥
নাই যে কুসুম, মালা গাঁথব কিসে ; কান্নার গান বীণায় এনেছি সে,
দূর হতে তাই শুনতে পাবে অন্ধকারে, সুন্দর হে॥
দিনের পরে দিন কেটে যায়, সুন্দর হে।
মরে হৃদয় কোন্ পিপাসায়, সুন্দর হে।
শূন্য ঘাটে আমি কী যে করি— রঙিন পালে কবে আসবে তরী,
পাড়ি দেব কবে সুধারসের পারাবারে, সুন্দর হে॥

১৭

তুমি সুন্দর, যৌবনঘন রসময় তব মূর্তি,
দৈন্যভরণ বৈভব তব অপচয়পরিপূর্তি॥
নৃত্য গীত কাব্য ছন্দ কলগুঞ্জন বর্ণ গন্ধ—
মরণহীন চিরনবীন তব মহিমাস্ফূর্তি॥

১৮

ঐ মরণের সাগরপারে চুপে চুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপনরূপে॥
কান্না আমার সারা প্রহর তোমায় ডেকে
ঘুরেছিল চারিদিকের বাধায় ঠেকে,
বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে—
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে॥
আজ কী দেখি কালো চুলের আঁধার ঢালা,
তারি স্তরে স্তরে সন্ধ্যাতারার মানিক জ্বালা।
আকাশ আজি গানের ব্যথায় ভরে আছে,
ঝিল্লিরবে কাঁপে তোমার পায়ের কাছে,
বন্দনা তোর পুষ্পবনের গন্ধধূপে—
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে॥

১৯

ওগো সুন্দর, একদা কী জানি কোন্ পুণ্যের ফলে
আমি বনফুল তোমার মালায় ছিলাম তোমার গলে।
তখন প্রভাতে প্রথম তরুণ আলো
ঘুমভাঙা চোখে ধরার লেগেছে ভালো,
বিভাসে ললিতে নবীনের বীণা জেগেছে জলে স্থলে॥
আজি এ ক্লান্ত দিবসের অবসানে
লুপ্ত আলোর, পাখির সুপ্ত গানে,
শ্রান্তি-আবেশে যদি অবশেষে ঝরে ফুল ধরাতলে—
সন্ধ্যাবাতাসে অন্ধকারের পারে
পিছে পিছে তব উড়ায়ে চলুক তারে,
ধুলায় ধুলায় দীর্ণ জীর্ণ না হোক সে পলে পলে॥

২০

রুদ্রবেশে কেমন খেলা, কালো মেঘের ভ্রূকুটি।
সন্ধ্যাকাশের বক্ষ যে ঐ বজ্রবাণে যায় টুটি॥
সুন্দর হে, তোমায় চেয়ে ফুল ছিল সব শাখা ছেয়ে,
ঝড়ের বেগে আঘাত লেগে ধুলায় তারা যায় লুটি॥
মিলনদিনে হঠাৎ কেন লুকাও তোমার মাধুরী।
ভীরুকে ভয় দেখাতে চাও, এ কী দারুণ চাতুরী।
যদি তোমার কঠিন ঘায়ে বাঁধন দিতে চাও ঘুচায়ে,
কঠোর বলে টেনে নিয়ে বক্ষে তোমার দাও ছুটি॥

২১

জাগে নাথ জ্যোৎস্নারাতে—
জাগো, রে অন্তর, জাগো।
তাঁহারি পানে চাহো মুগ্ধপ্রাণে
নিমেষহারা আঁখিপাতে॥

নীরব চন্দ্রমা, নীরব তারা, নীরব গীতরসে হল হারা ;
জাগে বসুন্ধরা, অম্বর জাগে রে—
জাগে রে সুন্দর সাথে ॥

২২

সুন্দর বহে আনন্দ-মন্দানিল,
সমুদিত প্রেমচন্দ্র, অন্তর পুলকাকুল।
কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিছে বসন্ত পুণ্যগন্ধ,
শূন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণাধ্বনি।
অচল বিরাজ করে—
শশীতারামণ্ডিত সুমহান সিংহাসনে ত্রিভুবনেশ্বর।
পদতলে বিশ্বলোক রোমাঞ্চিত,
জয় জয় গীত গাহে সুরনর ॥

২৩

চিরদিবস নব মাধুরী, নব শোভা তব বিশ্বে—
নব কুসুমপল্লব, নব গীত, নব আনন্দ ॥
নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকাশিত,
নব প্রীতিপ্রবাহ হিল্লোলে ॥
চারিদিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য,
তব প্রেমনয়নছটা।
হৃদয়স্বামী, তুমি চিরপ্রবীণ,
তুমি চিরনবীন, চিরমঙ্গল, চিরসুন্দর ॥

২৪

এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে,
আনন্দবসন্তসমাগমে।
বিকশিত প্রীতিকুসুম হে
পুলকিত চিতকাননে।

জীবনলতা অবনতা তব চরণে।

হরষগীত উচ্ছ্বসিত হে

কিরণমগন গগনে॥

২৫

আজি হেরি সংসার অমৃতময়।

মধুর পবন, বিমল কিরণ, ফুল্ল বন,

মধুর বিহগকলধ্বনি॥

কোথা হতে বহিল সহসা প্রাণভরা প্রেমহিল্লোল, আহা,

হৃদয়কুসুম উঠিল ফুটি পুলকভরে॥

অতি আশ্চর্য দেখো সবে, দীনহীন ক্ষুদ্র হৃদয়-মাঝে

অসীম জগতস্বামী বিরাজে সুন্দর শোভন।

ধন্য এই মানবজীবন, ধন্য বিশ্বজগত,

ধন্য তাঁর প্রেম, তিনি ধন্য ধন্য॥

২৬

প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুমগন্ধে

বিহঙ্গমগীতছন্দে তোমার আভাস পাই॥

জাগে বিশ্ব তব ভবনে প্রতিদিন নব জীবনে,

অগাধ শূন্য পূরে কিরণে,

খচিত নিখিল বিচিত্র বরনে—

বিরল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাহি॥

চারি দিকে করে খেলা বরন-কিরণ-জীবন-মেলা,

কোথা তুমি অন্তরালে।

অন্ত কোথায়, অন্ত কোথায়—

অন্ত তোমার নাহি নাহি॥

২৭

এ কী সুগন্ধহিল্লোল বহিল,

আজি প্রভাতে, জগৎ মাতিল তায়।

হৃদয়মধুকর ধাইছে দিশি দিশি
পাগলপ্রায় ॥
বরন-বরন পুষ্পরাজি হৃদয় খুলিয়াছে আজি
সেই সুরভিসুধা করিছে পান
পূরিয়া প্রাণ, সে-সুধা করিছে দান—
সে-সুধা অনিলে উথলি যায় ॥

২৮

এ কী এ সুন্দর শোভা। কী মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ,
প্রেমউৎস উথলিল আজি।
বলো হে প্রেমময়, হৃদয়ের স্বামী,
কী ধন তোমারে দিব উপহার।
হৃদয় প্রাণ লহো লহো তুমি, কী বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলই লও হে নাথ ॥

২৯

মধুর রূপে বিরাজো হে বিশ্বরাজ,
শোভন সভা নিরখি মনপ্রাণ ভুলে।
নীরব নিশি সুন্দর, বিমল নীলাম্বর,
শুচিরুচির চন্দ্রকলা চরণমূলে ॥

৩০

রহি রহি আনন্দতরঙ্গ জাগে—
রহি রহি, প্রভু, তব পরশমাধুরী
হৃদয়-মাঝে আসি লাগে।
রহি রহি শুনি তব চরণপাত হে
মম পথের আগে আগে।
রহি রহি মম মন-গগন ভাতিল
তব প্রসাদরবিরাগে ॥

১

আমি কান পেতে রই আমার আপন হৃদয়গহন-দ্বারে ;
কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে ॥
ভ্রমর সেথা হয় বিবাগি নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে,
কোন্ রাতের পাখি গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে ॥
কে সে মোর কেই বা জানে, কিছু তার দেখি আভা।
কিছু পাই অনুমানে, কিছু তার বুঝি না বা।
মাঝে মাঝে তার বারতা আমার ভাষায় পায় কী কথা রে,
ও সে আমায় জানি পাঠায় বাণী গানের তানে লুকিয়ে তারে ॥

২

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।
সে আছে ব'লে
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে ॥
সে আছে ব'লে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়।
সে মোর সঙ্গে থাকে ব'লে
আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায় দখিন সমীরণে ॥
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পূরে,
আনমনা কোন্ তানের মাঝে আমার গানের সুরে।
দুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়,
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে আমারে কাজ ভোলায়।
সে মোর চিরদিনের ব'লে
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে ॥

৩

সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে রাখিস নয়নদ্বারে।
ডাক্ না রে তোর বুকের ভিতর, নয়ন ভাসুক নয়নধারে ॥

যখন নিভবে আলো, আসবে রাতি, হৃদয়ে দিস আসন পাতি,—
আসবে সে যে সংগোপনে বিচ্ছেদেরই অন্ধকারে॥
তার আসা-যাওয়ার গোপন পথে
সে আসবে যাবে আপন মতে।
তারে বাঁধবে ব'লে যেই কর পণ সে থাকে না, থাকে বাঁধন—
সেই বাঁধনে মনে মনে বাঁধিস কেবল আপনারে॥

৪

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকলখানে॥
আছে সে নয়নতারায় আলোকধারায়, তাই না হারায়,
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যে দিক-পানে॥
আমি তার মুখের কথা শুনব ব'লে গেলাম কোথা,
শোনা হল না, শোনা হল না,
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে এই-যে শুনি,
শুনি তাহার বাণী আপন গানে॥
কে তোরা খুঁজিস তারে কাঙাল বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না, মেলে না—
ও তোরা আয় রে ধেয়ে দেখ্ রে চেয়ে আমার বুকে—
ওরে দেখ্ রে আমার দুই নয়নে॥

৫

ও আমার মন যখন জাগলি না রে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে ভাঙল রে ঘুম—
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে॥
মাটির 'পরে আঁচল পাতি একলা কাটে নিশীথরাতি,
তার বাঁশি বাজে আঁধার-মাঝে দেখি না যে চক্ষে তারে॥

ওরে তুই যাহারে দিলি ফাঁকি খুঁজে তারে পায় কি আঁখি।
এখন পথে ফিরে পাবি কি রে ঘরের বাহির করলি যারে॥

৬

আমি তারেই জানি তারেই জানি আমায় যে জন আপন জানে—
তারি দানে দাবি আমার যার অধিকার আমার দানে॥
যে আমারে চিনতে পারে সেই চেনাতে চিনি তারে,
একই আলো চেনার পথে তার প্রাণে আর আমার প্রাণে॥
আপন মনের অন্ধকারে ঢাকল যারা
আমি তাদের মধ্যে আপনহারা।
ছুঁইয়ে দিল সোনার কাঠি, ঘুমের ঢাক গেল কাটি,
নয়ন আমার ছুটেছে তার আলো-করা মুখের পানে॥

৭

জানি তোমার প্রেমে সকল প্রেমের বাণী মেশে,
আমি সেইখানেতেই মুক্তি খুঁজি দিনের শেষে।
সেথায় প্রেমের চরম সাধন, যায় খসে তার সকল বাঁধন—
মোর হৃদয়পাখির গগন তোমার হৃদয়দেশে॥
ওগো জানি, আমার শ্রান্ত দিনের সকল ধারা
তোমার গভীর রাতের শান্তি-মাঝে ক্লান্তিহারা।
আমার দেহে ধরার পরশ তোমার সুধায় হল সরস—
আমার ধুলারই ধন তোমার মাঝে নূতন বেশে॥

৮

তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে টুকরো করে কাছি
ডুবতে রাজি আছি আমি ডুবতে রাজি আছি।
সকাল আমার গেল মিছে, বিকেল-যে যায় তারি পিছে;
রেখো না আর, বেঁধো না আর কূলের কাছাকাছি॥

মাঝির লাগি আছি জাগি সকল রাত্রিবেলা,
ঢেউগুলো-যে আমায় নিয়ে করে কেবল খেলা।
ঝড়কে আমি করব মিতে, ডরব না তার ভ্রূকুটিতে :
দাও ছেড়ে দাও, ওগো, আমি তুফান পেলে বাঁচি ॥

৯

আমি যখন ছিলেম অন্ধ,
সুখের খেলায় বেলা গেছে পাই নি তো আনন্দ।
খেলাঘরের দেয়াল গেঁথে খেয়াল নিয়ে ছিলেম মেতে,
ভিত ভেঙে যেই এলে ঘরে ঘুচল আমার বন্ধ।
সুখের খেলা আর রোচে না, পেয়েছি আনন্দ ॥
ভীষণ আমার, রুদ্র আমার, নিদ্রা গেল ক্ষুদ্র আমার—
উগ্র ব্যথায় নূতন করে বাঁধলে আমার ছন্দ।
যেদিন তুমি অগ্নিবেশে সব কিছু মোর নিলে এসে
সেদিন আমি পূর্ণ হলেম, ঘুচল আমার দ্বন্দ্ব।
দুঃখসুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ ॥

১০

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন্ খ্যাপা সে।
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে কী-যে বাজে কোন্ বাতাসে ॥
গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা—
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা।
তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি, কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে ॥

১১

মন রে ওরে মন, তুমি কোন্ সাধনার ধন।
পাই নে তোমায় পাই নে, শুধু খুঁজি সারাক্ষণ ॥
রাতের তারা চোখ না বোজে, অন্ধকারে তোমায় খোঁজে,
দিকে দিকে বেড়ায় ডেকে দখিন সমীরণ ॥

সাগর যেমন জাগায় ধ্বনি, খোঁজে নিজের রতনমণি,
তেমনি করে আকাশ ছেয়ে অরুণ আলো যায়-যে চেয়ে—
নাম ধ'রে তোর বাজায় বাঁশি কোন্ অজানা জন ॥

১২

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো, ধরায় আস ॥
এই অকূল সংসারে,
দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝংকারে।
ঘোর বিপদ-মাঝে
কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস ॥
তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে
এমন ব্যাকুল ক'রে
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাস ॥
তোমার ভাবনা কিছু নাই—
কে-যে তোমার সাথের সাথি ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে
কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস ॥

১৩

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সঙ্গে তোদের নিয়ে যা রে ॥
তোরা কোন্ রূপের হাটে চলেছিস ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে,
তোদের ঐ হাসিখুশি দিবানিশি দেখে মন কেমন করে ॥
আমার এই বাধা টুটে নিয়ে যা লুটেপুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে।
যেমন ঐ এক নিমেষে বন্যা এসে ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে ॥

এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা,

কে আছে নাম ধরে মোর ডাকতে পারে।

যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে, চিনতে পারি দেখে তারে॥

১

আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।

খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত॥

কারা এই সমুখ দিয়ে আসে যায় খবর নিয়ে,

খুশি রই আপন-মনে, বাতাস বহে সুমন্দ॥

সারাদিন আঁখি মেলে দুয়ারে রব একা

শুভখন হঠাৎ এলে তখনি পাব দেখা;

ততখন ক্ষণে ক্ষণে হাসি গাই মনে মনে,

ততখন রহি রহি ভেসে আসে সুগন্ধ॥

২

হাওয়া লাগে গানের পালে,

মাঝি আমার, বোসো হালে॥

এবার ছাড়া পেলে বাঁচে, জীবনতরী ঢেউয়ে নাচে

এই বাতাসের তালে তালে॥

দিন গিয়েছে, এল রাত্রি,

নাই কেহ মোর ঘাটের সাথি।

কাটো বাঁধন, দাও গো ছাড়ি— তারার আলোয় দেব পাড়ি,

সুর জেগেছে যাবার কালে॥

৩

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়॥
পথের হাওয়ায় কী সুর বাজে, বাজে আমার বুকের মাঝে
বাজে বেদনায়॥
পূর্ণিমাতে সাগর হতে ছুটে এল বান,
আমার লাগল প্রাণে টান।
আপন-মনে মেলে আঁখি আর কেন বা পড়ে থাকি
কিসের ভাবনায়॥

৪

এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে আমার বাড়ি।
কেউ বা আসে এ পারে, কেউ পারের ঘাটে দেয় রে পাড়ি॥
পথিকেরা বাঁশি ভরে যে সুর আনে সঙ্গে করে
তাই-যে আমার দিবানিশি সকল পরান লয় রে কাড়ি॥
কার কথা-যে জানায় তারা জানি নে তা।
হেথা হতে কী নিয়ে বা যায় রে সেথা।
সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী দুই পারের এই কানাকানি,
তাই শুনে-যে উদাস হিয়া চায় রে যেতে বাসা ছাড়ি॥

৫

আমার আর হবে না দেরি—
আমি শুনেছি ঐ বাজে তোমার ভেরী।
তুমি কি, নাথ, দাঁড়িয়ে আছ আমার যাবার পথে।
মনে হয়-যে ক্ষণে ক্ষণে মোর বাতায়ন হতে
তোমায় যেন হেরি,
আমার আর হবে না দেরি॥

আমার কাজ হয়েছে সারা,
এখন প্রাণে বাঁশি বাজায় সন্ধ্যাতারা।
দেবার মতো যা ছিল মোর নাই কিছু আর হাতে,
তোমার আশীর্বাদের মালা নেব কেবল মাথে
আমার ললাট ঘেরি—
এখন আর হবে না দেরি॥

৬

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া॥
চায় না সে-জন পিছন পানে ফিরে,
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে,
তুফান তারে ডাকে অকুল নীরে
যার পরানে লাগল তোমার হাওয়া॥
পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথিকচিত্তে তোমার তরী বাওয়া।
দুয়ার খুলে সমুখ-পানে যে চাহে
তার চাওয়া-যে তোমার পানে চাওয়া।
বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
রয় না পড়ে কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি মন তারি উদাসে—
যাওয়া সে-যে তোমার পানে যাওয়া॥

৭

পথের সাথি, নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহো নমস্কার॥

ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি,   ওগো দিনশেষের পতি,
ভাঙা বাসার লহো নমস্কার ॥
ওগো নব প্রভাতজ্যোতি,   ওগো চিরদিনের গতি,
নূতন আশার লহো নমস্কার।
জীবনরথের হে সারথি,   আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার ॥

৮

অশ্রুনদীর সুদূর পারে
ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।
নিজের হাতে নিজে বাঁধা,   ঘরে আধা, বাইরে আধা—
এবার ভাসাই সন্ধ্যাহাওয়ায় আপনারে ॥
কাটল বেলা হাটের দিনে
লোকের কথার বোঝা কিনে।
কথার সে-ভার নামা রে মন,   নীরব হয়ে শোন্ দেখি শোন্
পারের হাওয়ায় গান বাজে কোন্ বীণার তারে ॥

৯

পথিক হে,   ঐ-যে চলে, ঐ-যে চলে
সঙ্গী তোমার দলে দলে।
অন্যমনে থাকি কোণে,   চমক লাগে ক্ষণে ক্ষণে—
হঠাৎ শুনি জলে স্থলে পায়ের ধ্বনি আকাশতলে ॥
পথিক হে, পথিক হে,   যেতে যেতে পথের থেকে
আমায় তুমি যেয়ো ডেকে।
যুগে যুগে বারে বারে   এসেছিলে আমার দ্বারে—
হঠাৎ-যে তাই জানিতে পাই, তোমার চলা হৃদয়তলে ॥

১০

এবার   রঙিয়ে গেল হৃদয়গগন সাঁঝের রঙে।
আমার   সকল বাণী হল মগন সাঁঝের রঙে ॥

মনে লাগে দিনের পরে পথিক এবার আসবে ঘরে ;
আমার পূর্ণ হবে পুণ্য লগন সাঁঝের রঙে ॥
অস্তাচলের সাগরকূলের এই বাতাসে
ক্ষণে ক্ষণে চক্ষে আমার তন্দ্রা আসে।
সন্ধ্যাযূথীর গন্ধভারে পান্থ যখন আসবে দ্বারে
আমার আপনি হবে নিদ্রাভগন সাঁঝের রঙে ॥

১১

হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান।
ক্ষীণ হাতে জ্বালা ম্লান দীপের থালা
হল খান্ খান্।
এবার তবে জ্বালো আপন তারার আলো,
রঙিন ছায়ার এই গোধূলি হোক অবসান ॥
এসো পারের সাথি,
বইল পথের হাওয়া, নিবল ঘরের বাতি।
আজি বিজন বাটে অন্ধকারের ঘাটে
সব-হারানো নাটে এনেছি এই গান ॥

১২

আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো।
তাই তো তোমার বাণী বাজে ঝরনা-ঝরানো ॥
আমার বাঁশি তোমার হাতে ফুটোর পরে ফুটো তাতে,
তাই শুনি সুর এমন মধুর পরান-ভরানো ॥
তোমার হাওয়া যখন জাগে আমার পালে বাধা লাগে,
এমন করে গায়ে প'ড়ে সাগর-তরানো ॥
ছাড়া পেলে একেবারে রথ কি তোমার চলতে পারে,
তোমার হাতে আমার ঘোড়া লাগাম-পরানো ॥

১৩

হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন—
তাই হঠাৎ-পাওয়ায় চমকে ওঠে মন ॥
গোপন পথে আপন-মনে বাহির হও যে কোন্ লগনে,
হঠাৎ-গন্ধে মাতাও সমীরণ ॥
নিত্য যেথায় আনাগোনা হয় না সেথায় চেনাশোনা,
উড়িয়ে ধুলো আসছে কতই জন।
কখন পথের বাহির থেকে হঠাৎ-বাঁশি যায় যে ডেকে,
পথহারাকে করে সচেতন ॥

১৪

পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোনখানে
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে—
কী অচেনা কুসুমের গন্ধে, কী গোপন আপন আনন্দে,
কোন্ পথিকের কোন্ গানে ॥
সহসা দারুণ দুঃখতাপে সকল ভুবন যবে কাঁপে,
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন সকল বাঁধন যবে ছিন্ন,
মৃত্যু-আঘাত লাগে প্রাণে—
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে ॥

১৫

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন।
তারি গলার মালা হতে পাপড়ি হোথা লুটায় ছিন্ন ॥
এল যখন সাড়াটি নাই, গেল চলে জানালো তাই,
এমন করে আমারে হায় কে বা কাঁদায় সে জন ভিন্ন ॥
তখন তরুণ ছিল অরুণ আলো, পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ।
বসন্ত-যে রঙিন বেশে ধরায় সেদিন অবতীর্ণ।
সেদিন খবর মিলল না-যে, রইনু বসে ঘরের মাঝে,
আজকে পথে বাহির হব বহি আমার জীবন জীর্ণ ॥

১৬

পাতার ভেলা ভাসাই নীরে,
পিছন-পানে চাই নে ফিরে॥
কর্ম আমার বোঝাই ফেলা, খেলা আমার চলার খেলা,
হয় নি আমার আসন মেলা, ঘর বাঁধি নি স্রোতের তীরে॥
বাঁধন যখন বাঁধতে আসে
ভাগ্য আমার তখন হাসে।
ধুলা-ওড়া হাওয়ার ডাকে পথ যে টেনে লয় আমাকে,
নতুন নতুন বাঁকে বাঁকে গান দিয়ে যাই ধরিত্রীরে॥

১৭

আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে
কোথায় লুকিয়ে থাকে রে॥
ছুটল বেগে ফাগুনহাওয়া কোন্ খ্যাপামির নেশায় পাওয়া,
ঘূর্ণা হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্যতারাকে॥
কোন্ খ্যাপামির তালে নাচে পাগল সাগরনীর।
সেই তালে-যে পা ফেলে যাই, রইতে নারি স্থির।
চল্ রে সোজা, ফেল্ রে বোঝা, রেখে দে তোর রাস্তা-খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে॥

১৮

চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো গগনতলে॥
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি, ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙিন বসন উড়িয়ে চলি জলে স্থলে॥
পথিক ভুবন ভালোবাসে পথিকজনে রে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে ক্ষণে ক্ষণে রে॥
চলার পথের আগে আগে ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণঘায়ে মরণ মরে পলে পলে॥

১৯

এখন আমার সময় হল
যাবার দুয়ার খোলো খোলো।
হল দেখা, হল মেলা, আলোছায়ায় হল খেলা,
স্বপন-যে সে ভোলো ভোলো॥
আকাশ ভরে দূরের গানে,
অলখ দেশে হৃদয় টানে।
ওগো সুদূর, ওগো মধুর, পথ বলে দাও পরানবঁধুর,
সব আবরণ তোলো তোলো॥

২০

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ড মিলন পূর্ণ হবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে॥
তাণ্ডবে ঐ তপ্ত হাওয়ায় ঘূর্ণি লাগায়,
মত্ত ঈশান বাজায় বিষাণ, শঙ্কা জাগায়,
ঝংকারিয়া উঠল আকাশ ঝঞ্ঝারবে॥
ভাঙন-ধরার ছিন্ন করার রুদ্র নাটে
যখন সকল ছন্দ বিকল, বন্ধ কাটে,
মুক্তিপাগল বৈরাগীদের চিত্ততলে
প্রেমসাধনার হোমহুতাশন জ্বলবে তবে।
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
সব আশাজাল যায় রে যখন উড়ে পুড়ে
আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে,
স্তব্ধ বাণী নীরব সুরে কথা কবে॥
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে॥

২১

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার, করুণ রঙিন পথ।
এসেছে এসেছে অঙ্গনে, মোর দুয়ারে লেগেছে রথ ॥
সে-যে সাগরপারের বাণী মোর পরানে দিয়েছে আনি,
তার আঁখির তারায় যেন গান গায় অরণ্য পর্বত ॥
দুঃখসুখের এপারে ওপারে দোলায় আমার মন,
কেন অকারণ অশ্রুসলিলে ভরে যায় দু নয়ন।
ওগো নিদারুণ পথ, জানি, জানি, পুন নিয়ে যাবে টানি
তারে, চিরদিন মোর যে দিল ভরিয়া, যাবে সে স্বপনবৎ ॥

২২

ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী একা একা করি খেলা,
আনমনা যেন দিক্‌বালিকার ভাসানো মেঘের ভেলা ॥
যেমন হেলায় অলস ছন্দে কোন খেয়ালির কোন্ আনন্দে
সকালে-ধরানো আমের মুকুল ঝরানো বিকালবেলা ॥
যে বাতাস নেয় ফুলের গন্ধ, ভুলে যায় দিনশেষে,
তার হাতে দিই আমার ছন্দ— কোথা যায় কে জানে সে।
লক্ষ্যবিহীন স্রোতের ধারায় জেনো জেনো মোর সকলই হারায়,
চিরদিন আমি পথের নেশায় পাথেয় করেছি হেলা ॥

২৩

না রে না রে হবে না তোর স্বর্গসাধন—
সেখানে-যে মধুর বেশে ফাঁদ পেতে রয় সুখের বাঁধন।
ভেবেছিলি দিনের শেষে তপ্ত পথের প্রান্তে এসে
সোনার মেঘে মিলিয়ে যাবে সারাদিনের সকল কাঁদন ॥
না রে না রে হবে না তোর, হবে না তা—
সন্ধ্যাতারার হাসির নিচে হবে না তোর শয়ন পাতা।
পথিক বঁধু পাগল ক'রে পথে বাহির করবে তোরে,
হৃদয়-যে তোর ফেটে গিয়ে ফুটবে তবে তাঁর আরাধন ॥

২৪

আপনি আমার কোন্‌খানে
বেড়াই তারি সন্ধানে ॥
নানান রূপে নানান বেশে ফেরে যেজন ছায়ার দেশে
তার পরিচয় কেঁদে হেসে শেষ হবে কি, কে জানে ॥
আমার গানের গহন-মাঝে শুনেছিলাম যার ভাষা
খুঁজে না পাই তার বাসা।
বেলা কখন যায় গো বয়ে, আলো আসে মলিন হয়ে,
পথের বাঁশি যায় কী কয়ে বিকালবেলার মুলতানে ॥

২৫

পথ এখনো শেষ হল না, মিলিয়ে এল দিনের ভাতি।
তোমার আমার মাঝখানে হায় আসবে কখন আঁধার রাতি ॥
এবার তোমার শিখা আনি জ্বালাও আমার প্রদীপখানি,
আলোয় আলোয় মিলন হবে পথের মাঝে, পথের সাথি ॥
আলো করে মুখ যে তোমার যায় না দেখা, সুন্দর হে।
দীর্ঘ পথের দারুণ গ্লানি তাই তো আমার জড়িয়ে রহে।
ছায়ায়-ফেরা ধুলায়-চলা মনের কথা যায় না বলা,
শেষ কথাটি জ্বালবে এবার তোমার বাতি আমার বাতি ॥

১

যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে,
দু হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই শিশুর মতো হেসে ॥
যাবার বেলা সহজেরে যাই যেন মোর প্রণাম সেরে,
সকল পন্থা যেথায় মেলে সেথা দাঁড়াই এসে ॥

খুঁজতে যারে হয় না কোথাও চোখ যেন তায় দেখে,
সদাই যে রয় কাছে তারি পরশ যেন ঠেকে।
নিত্য যাহার থাকি কোলে তারেই যেন যাই গো ব'লে,
এই জীবনে ধন্য হলেম তোমায় ভালোবেসে॥

২

জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে, নমি নমি।
জয় জয় পরমা নির্বৃতি হে, নমি নমি॥
নমি নমি তোমারে, হে অকস্মাৎ
গ্রন্থিচ্ছেদন খর সংঘাত,
লুপ্তি, সুপ্তি, বিস্মৃতি হে, নমি নমি॥
অশ্রুশ্রাবণপ্লাবন হে, নমি নমি।
পাপক্ষালন পাবন হে, নমি নমি
সব ভয় ভ্রম ভাবনার
চরমা আবৃতি হে, নমি নমি॥

৩

আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে।
বলে শুধু, 'বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে॥
আমি-যে তোর আলোর ছেলে,
আমার সামনে দিলি আঁধার মেলে,
মুখ লুকালি, মরি আমি সেই খেদে॥
অন্ধকারে অস্তরবির লিপি লেখা,
আমারে তার অর্থ শেখা।
তোর প্রাণের বাঁশির তান সে নানা,
সেই আমারই ছিল জানা,
আজ মরণবীণার অজানা সুর নেব সেধে।'

৪

মরণের মুখে রেখে দূরে যাও দূরে যাও চলে
আবার ব্যথার টানে নিকটে ফিরাবে ব'লে ॥
আঁধার-আলোর পারে   খেয়া দিই বারে বারে,
নিজেরে হারায়ে খুঁজি, দুলি সেই দোলে দোলে ॥
সকল রাগিণী বুঝি বাজাবে আমার প্রাণে—
কভু ভয়ে, কভু জয়ে, কভু অপমানে মানে।
বিরহে ভরিবে সুরে   তাই রেখে দাও দূরে,
মিলনে বাজিবে বাঁশি তাই টেনে আন কোলে ॥

৫

রজনীর শেষ তারা, গোপনে আঁধারে আধো-ঘুমে
বাণী তব রেখে যাও প্রভাতের প্রথম কুসুমে।
সেইমতো যিনি এই জীবনের আনন্দরূপিণী
শেষক্ষণে দেন যেন তিনি
নবজীবনের মুখ চুমে ॥
এই নিশীথের স্বপ্নবাজি
নবজাগরণক্ষণে নব গানে উঠে যেন বাজি।
বিরহিণী যে ছিল রে মোর হৃদয়ের মর্ম-মাঝে
বধূবেশে সেই যেন সাজে
নবদিনে চন্দনে কুঙ্কুমে ॥

৬

কোন্ খেলা যে খেলব কখন ভাবি বসে সেই কথাটাই—
তোমার   আপন খেলার সাথি করো, তাহলে আর ভাবনা তো নাই ॥
শিশিরভেজা সকালবেলা   আজ কি তোমার ছুটির খেলা,
বর্ষণহীন মেঘের মেলা তার সনে মোর মনকে ভাসাই ॥
তোমার   নিঠুর খেলা খেলবে যেদিন বাজবে সেদিন ভীষণ ভেরী,
ঘনাবে মেঘ, আঁধার হবে, কাঁদবে হাওয়া আকাশ ঘেরি।

সেদিন যেন তোমার ডাকে ঘরের বাঁধন আর না থাকে,
অকাতরে পরানটাকে প্রলয়দোলায় দোলাতে চাই॥

৭

অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে।
অচেনাকেই চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে॥
জানি জানি, আমার চেনা কোনো কালেই ফুরাবে না,
চিহ্নহারা পথে আমায় টানবে অচিন ডোরে॥
ছিল আমার মা অচেনা, নিল আমায় কোলে।
সকল প্রেমই অচেনা গো, তাই তো হৃদয় দোলে।
অচেনা এই ভুবন-মাঝে কত সুরেই হৃদয় বাজে—
অচেনা এই জীবন আমার, বেড়াই তারি ঘোরে॥

৮

আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের ঢেউ-খেলানো এই সাগরের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা, ধুলার 'পরে করি খেলা,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে ভাসি নয়ননীরে।
কাঁটার পথে আঁধার রাতে আবার যাত্রা করি;
আঘাত খেয়ে বাঁচি কিম্বা আঘাত খেয়ে মরি।
আবার তুমি ছদ্মবেশে আমার সাথে খেলাও হেসে,
নূতন প্রেমে ভালোবাসি আবার ধরণীরে।

৯

পুষ্প দিয়ে মার' যারে চিনল না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে-যে ধরে তোমার চরণকে॥
সবার নিচে ধুলার 'পরে ফেল যারে মৃত্যুশরে
সে-যে তোমার কোলে পড়ে, ভয় কি বা তার পড়নকে॥

আরামে যার আঘাত ঢাকা, কলঙ্ক যার সুগন্ধ,
নয়ন মেলে দেখল না সে রুদ্র মুখের আনন্দ।
মজল না সে চোখের জলে, পৌঁছল না চরণতলে,
তিলে তিলে পলে পলে ম'ল যে-জন পালঙ্কে॥

১০

মেঘ বলেছে 'যাব যাব', রাত বলেছে 'যাই';
সাগর বলে 'কূল মিলেছে, আমি তো আর নাই'॥
দুঃখ বলে 'রইনু চুপে তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে';
আমি বলে 'মিলাই আমি আর কিছু না চাই'॥
ভুবন বলে 'তোমার তরে আছে বরণমালা'।
গগন বলে 'তোমার তরে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা'।
প্রেম বলে-যে 'যুগে যুগে তোমার লাগি আছি জেগে';
মরণ বলে 'আমি তোমার জীবনতরী বাই'॥

১১

জানি গো, দিন যাবে এ দিন যাবে।
একদা কোন্ বেলাশেষে মলিন রবি করুণ হেসে
শেষবিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে॥
পথের ধারে বাজবে বেণু, নদীর কূলে চরবে ধেনু,
আঙিনাতে খেলবে শিশু, পাখিরা গান গাবে।
তবুও দিন যাবে এ দিন যাবে॥
তোমার কাছে আমার এ মিনতি।
যাবার আগে জানি যেন, আমায় ডেকেছিল কেন
আকাশ-পানে নয়ন তুলে শ্যামল বসুমতী॥
কেন নিশার নীরবতা শুনিয়েছিল তারার কথা,
পরানে ঢেউ তুলেছিল কেন দিনের জ্যোতি॥
তোমার কাছে আমার এই মিনতি॥

সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে থামতে পারি শমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে ভরতে পারি ডালা।
এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায় আমার গলার মালা,
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা॥

১২

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে 'হায় হায়'॥
নদীতটসম কেবলই বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা যায়॥
যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে
তবে নাহি ক্ষয়, সবই জেগে রয় তব মহা মহিমায়॥
তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু, হারায় না কভু অণু পরমাণু,
আমারই ক্ষুদ্র হারাধনগুলি রবে না কি তব পায়॥

১৩

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই॥
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই॥
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে—
নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাঁদি তাই।
অন্তরগ্লানি সংসারভার পলক ফেলিতে কোথা একাকার
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই॥

১৪

আমি আছি তোমার সভার দুয়ারদেশে,
সময় হলেই বিদায় নেব কেঁদে হেসে॥

মালায় গেঁথে যে-ফুলগুলি দিয়েছিলে মাথায় তুলি
পাপড়ি তাহার পড়বে ঝরে দিনের শেষে ॥
উচ্চ আসন না যদি রয় নামব নিচে,
ছোটো ছোটো গানগুলি এই ছড়িয়ে পিছে।
কিছু তো তার রইবে বাকি তোমার পথের ধুলা ঢাকি,
সবগুলি কি সন্ধ্যা-হাওয়ায় যাবে ভেসে ॥

১৫

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো, ভাই—
সবারে আমি প্রণাম করে যাই ॥
ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি, রাখি না আর ঘরের দাবি—
সবার আজি প্রসাদবাণী চাই।
অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী,
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।
প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি, নিবিয়া গেল কোণের বাতি—
পড়েছে ডাক, চলেছি আমি তাই ॥

১৬

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর্।
ভোরের আকাশ রাঙা হল রে,
আমার পথ হল সুন্দর ॥
কী নিয়ে বা যাব সেথা ওগো তোরা ভাবিস নে তা,
শূন্য হাতেই চলব বহিয়ে
আমার ব্যাকুল অন্তর ॥
মালা প'রে যাব মিলনবেশে
আমার পথিকসজ্জা নয়।
বাধা বিপদ আছে মাঝের দেশে,
মনে রাখি নে সেই ভয়।

যাত্রা যখন হবে সারা উঠবে জ্বলে সন্ধ্যাতারা,
পূরবীতে করুণ বাঁশরি
দ্বারে বাজবে মধুর স্বর ॥

১৭

আঁধার এল ব'লে
তাই তো ঘরে উঠল আলো জ্বলে।
ভুলেছিলেম দিনে, রাতে নিলেম চিনে—
জেনেছি কার লীলা আমার বক্ষদোলার দোলে ॥
ঘুমহারা মোর বনে
বিহঙ্গগান জাগল ক্ষণে ক্ষণে।
যখন সকল শব্দ হয়েছে নিস্তব্ধ
বসন্তবায় মোরে জাগায় পল্লবকল্লোলে ॥

১৮

দিন যদি হল অবসান
নিখিলের অন্তরমন্দিরপ্রাঙ্গণে
ওই তব এল আহ্বান ॥
চেয়ে দেখো মঙ্গলরাতি জ্বালি দিল উৎসববাতি,
স্তব্ধ এ সংসারপ্রান্তে ধরো তব বন্দনগান ॥
কর্মের-কলরব-ক্লান্ত,
করো তব অন্তর শান্ত।
চিত্ত-আসন দাও মেলে, নাই যদি দর্শন পেলে
আঁধারে মিলিবে তাঁর স্পর্শ—
হর্ষে জাগায়ে দিবে প্রাণ ॥

১৯

তোমার হাতের অরুণলেখা পাবার লাগি রাতারাতি
স্তব্ধ আকাশ জাগে একা পুবের পানে বক্ষ পাতি ॥

তোমার রঙিন তুলির পাকে   নামাবলীর আঁকন আঁকে,

তাই নিয়ে তো ফুলের বনে হাওয়ায় হাওয়ায় মাতামাতি ॥

এই কামনা রইল মনে, গোপনে আজ তোমায় কব,

পড়বে আঁকা মোর জীবনে রেখায় রেখায় আখর তব।

দিনের শেষে আমায় যবে   বিদায় নিয়ে যেতেই হবে

তোমার হাতের লিখনমালা সুরের সুতোয় যাব গাঁথি ॥

২০

দিনের বেলায় বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে অনেক সুরে—

গানের পরশ প্রাণে এল, আপনি তুমি রইলে দূরে ॥

শুধাই যত পথের লোকে   'এই বাঁশিটি বাজালো কে'—

নানান নামে ভোলায় তারা, নানান দ্বারে বেড়াই ঘুরে ॥

এখন আকাশ ম্লান হল, ক্লান্ত দিবা চক্ষু বোজে—

পথে পথে ফেরাও যদি মরব তবে মিথ্যা খোঁজে।

বাহির ছেড়ে ভিতরেতে   আপনি লহো আসন পেতে—

তোমার বাঁশি বাজাও আসি আমার প্রাণের অন্তঃপুরে ॥

২১

মধুর, তোমার শেষ যে না পাই, প্রহর হল শেষ—

ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ-আবেশ ॥

দিনান্তের এই এক কোণাতে   সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে

মন-যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ ॥

সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার 'পরে

অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।

এই গোধূলির ধূসরিমায়   শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়

শুনি বনে বনান্তরে অসীম গানের রেশ ॥

২২

দিন অবসান হল।

আমার আঁখি হতে অস্তরবির

আলোর আড়াল তোলো॥

অন্ধকারের বুকের কাছে নিত্য-আলোর আসন আছে,

সেথায় তোমার দুয়ারখানি খোলো॥

সব কথা সব কথার শেষে

এক হয়ে যাক মিলিয়ে এসে।

স্তব্ধ বাণীর হৃদয়-মাঝে গভীর বাণী আপনি বাজে,

সেই বাণীটি আমার কানে বোলো॥

২৩

শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে।

আঘাত হয়ে দেখা দিল, আগুন হয়ে জ্বলবে॥

সাঙ্গ হলে মেঘের পালা শুরু হবে বৃষ্টি-ঢালা,

বরফ জমা সারা হলে নদী হয়ে গলবে॥

ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,

অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।

পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে,

জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে॥

২৪

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি,

ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী॥

সময় যেন হয় রে এবার ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,

সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে রব মরি॥

যে-গান কানে যায় না শোনা সে-গান যেথায় নিত্য বাজে

প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা-মাঝে।

চিরদিনের সুরটি বেঁধে শেষ গানে তার কান্না কেঁদে

নীরব যিনি তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি॥

২৫

কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়।
জয় অজানার জয়॥
এই দিকে তোর ভরসা যত ঐ দিকে তোর ভয়।
জয় অজানার জয়॥
জানাশোনার বাসা বেঁধে কাটল তো দিন হেসে কেঁদে,
এই কোণেতেই আনাগোনা নয় কিছুতেই নয়।
জয় অজানার জয়॥
মরণকে তুই পর করেছিস, ভাই,
জীবন-যে তোর তুচ্ছ হল তাই।
দু দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে তাইতে যদি এতই ধরে
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময়।
জয় অজানার জয়॥

২৬

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর।
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর, শঙ্কর শঙ্কর॥
জয় সংশয়ভেদন, জয় বন্ধনছেদন,
জয় সংকটসংহর শঙ্কর শঙ্কর।
তিমিরহৃদ্‌বিদারণ জলদগ্নিনিদারুণ,
মরুশ্মশানসঞ্চর শঙ্কর শঙ্কর।
বজ্রঘোষবাণী, রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধুসন্তর শঙ্কর শঙ্কর॥

২৭

আগুনে হল আগুনময়।
জয় আগুনের জয়॥
মিথ্যা যত হৃদয় জুড়ে এইবেলা সব যাক-না পুড়ে,
মরণ-মাঝে তোর জীবনের হোক রে পরিচয়॥

আগুন এবার চলল রে সন্ধানে
কলঙ্ক তোর কোন্‌খানে-যে লুকিয়ে আছে প্রাণে।
আড়াল তোমার যাক রে ঘুচে, লজ্জা তোমার যাক রে মুছে,
চিরদিনের মতো তোমার ছাই হয়ে যাক ভয়॥

২৮

ওরে আগুন আমার ভাই,
আমি তোমারই জয় গাই।
তোমার শিকলভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই॥
তুমি দু হাত তুলে আকাশ-পানে মেতেছ আজ কিসের গানে,
একি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই॥
যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরাবে, ভাই, আগল যাবে সরে—
সেদিন হাতের দড়ি, পায়ের বেড়ি, দিবি রে ছাই করে।
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে ঐ নাচনে নাচবে রঙ্গে,
সকল দাহ মিটবে দাহে, ঘুচবে সব বালাই॥

২৯

দুঃখ-যে তোর নয় রে চিরন্তন—
পার আছে রে এই সাগরের বিপুল ক্রন্দন।
এই জীবনের ব্যথা যত এইখানে সব হবে গত,
চিরপ্রাণের আলয়-মাঝে অনন্ত সান্ত্বন॥
মরণ-যে তোর নয় রে চিরন্তন—
দুয়ার তাহার পেরিয়ে যাবি, ছিঁড়বে রে বন্ধন।
এ বেলা তোর যদি ঝড়ে পূজার কুসুম ঝ'রে পড়ে,
যাবার বেলায় ভরবে থালায় মালা ও চন্দন॥

৩০

মরণসাগরপারে তোমরা অমর,
তোমাদের স্মরি।

নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর,
তোমাদের স্মরি ॥
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক
জয় হোক জয় হোক তারি জয় হোক,
তোমাদের স্মরি ॥
বন্দীরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা,
তোমাদের স্মরি।
সত্যের বরমালে সাজালে বসুধা,
তোমাদের স্মরি।
রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক,
জয় হোক জয় হোক তারি জয় হোক,
তোমাদের স্মরি ॥

৩১

যাব, যাব, যাব তবে,
যেতে যদি হয় হবে।
লেগেছিল কত ভালো এই-যে আঁধার আলো
খেলা করে সদা কালো উদার নভে ॥
গেল দিন ধরা-মাঝে কত ভাবে কত কাজে,
সুখে দুখে কভু লাজে, কভু গরবে।
প্রাণপণে কতদিন শুধেছি কঠিন ঋণ,
কখনো বা উদাসীন ভুলেছি সবে।
কভু ক'রে গেনু খেলা, স্রোতে ভাসাইনু ভেলা,
আনমনে কত বেলা কাটানু ভবে।
জীবন হয় নি ফাঁকি, ফলে ফুলে ছিল ঢাকি,
যদি কিছু রহে বাকি কে তাহা লবে।
দেওয়া-নেওয়া যাবে চুকে, বোঝা-খসে-যাওয়া বুকে
যাব চলে হাসিমুখে, যাব নীরবে ॥

৩২

পথের   শেষ কোথায়, শেষ কোথায়. কী আছে শেষে।

এত কামনা, এত সাধনা, কোথায় মেশে।

ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার,   সম্মুখে ঘন আঁধার,

পার আছে কোন্ দেশে॥

আজ ভাবি মনে মনে,

মরীচিকা-অন্বেষণে

বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই,   মনে ভয় লাগে সেই—

হালভাঙা পালছেঁড়া ব্যথা

চলেছে নিরুদ্দেশে॥

৩৩

যাত্রাবেলায় রুদ্র রবে

বন্ধনডোর ছিন্ন হবে।

ছিন্ন হবে, ছিন্ন হবে॥

মুক্ত আমি, রুদ্ধ দ্বারে

বন্দী করে কে আমারে।

যাই চলে যাই অন্ধকারে

ঘণ্টা বাজায় সন্ধ্যা যবে॥

৩৪

আজকে মোরে বোলো না কাজ করতে,

যাব আমি দেখাশোনার নেপথ্যে আজ সরতে

ক্ষণিক মরণ মরতে॥

অচিন কূলে পাড়ি দেব,   আলোকলোকে জন্ম নেব,

মরণরসে অলপঝোরায় প্রাণের কলস ভরতে॥

অনেককালের কান্নাহাসির ছায়া

ধরুক সাঁঝের রঙিন মেঘের মায়া।

আজকে নাহয় একটি বেলা   ছাড়ব মাটির দেহের খেলা,

গানের দেশে যাব উড়ে সুরের দেহ ধরতে॥

স্বদেশ

১

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,

মরি হায়, হায় রে—

ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা খেতে কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—

কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো

মরি হায়, হায় রে—

মা, তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়নজলে ভাসি ॥

তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে,

তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।

তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,

মরি হায়, হায় রে—

তখন খেলাধুলা সকল ফেলে তোমার কোলে ছুটে আসি ॥

ধেনুচরা তোমার মাঠে পারে যাবার খেয়াঘাটে,

সারাদিন পাখিডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,

তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,

মরি হায়, হায় রে—

ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই তোমার রাখাল তোমার চাষি ॥

ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে,

দে গো তোর পায়ের ধুলা সে-যে আমার মাথার মানিক হবে।

ও মা গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,

মরি হায়, হায় রে—

আমি পরের ঘরে কিনব না আর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি ॥

২

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামলবরন কোমলমূর্তি মর্মে গাঁথা॥
তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে।
তোমার 'পরেই খেলা আমার দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা॥
অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি, মা—
তবু জানি নে-যে কী বা তোমায় দিয়েছি, মা।
আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে—
ও মা, বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা॥

৩

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়—
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে॥
যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে॥

যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে ॥

৪

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফলবে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না ॥
আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই ব'লেই কি রইবি থেমে,
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি, হয়তো বাতি জ্বলবে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না ॥
শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ঘিরে বনের প্রাণী,
তবু হয়তো তোমার আপন ঘরে পাষাণ হিয়া গলবে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না ॥
বদ্ধ দুয়ার দেখলি ব'লে অমনি কি তুই আসবি চলে,
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে, হয়তো দুয়ার টলবে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না ॥

৫

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' ব'লে ভাসা তরী ॥
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে, ভাই, ডাক দে আজি;
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে, খুলে ফেল্‌ সব দড়াদড়ি ॥
দিনে দিনে বাড়ল দেনা, ও ভাই, করলি নে কেউ বেচা কেনা,
হাতে নাই রে কড়া কড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন ক'রে—
ওরে দে খুলে দে, পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি ॥

৬

নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস, সে পণ তোমার রবেই রবে॥
ওরে মন, হবেই হবে॥
পাষাণসমান আছে পড়ে, প্রাণ পেয়ে সে উঠবে ওরে,
আছে যারা বোবার মতন তারাও কথা কবেই কবে॥
সময় হল, সময় হল, যে যার আপন বোঝা তোলো;
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস সে-দুঃখ তোর সবেই সবে॥
ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে দেখবি সবাই আসবে সেজে;
একসাথে সব যাত্রী যত একই রাস্তা লবেই লবে॥

৭

আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না॥
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে:
তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি ধরব না॥
শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে,
সহজ পথে চলব ভেবে পাঁকের 'পরে পড়ব না॥
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে,
বিপদ যদি এসে পড়ে ঘরের কোণে সরব না॥

৮

আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে।
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না রে॥
করিস নে লাজ, করিস নে ভয়, আপনাকে তুই করে নে জয়,
সবাই তখন সাড়া দেবে ডাক দিবি তুই যারে॥
বাহির যদি হলি পথে ফিরিস নে তুই কোনোমতে,
থেকে থেকে পিছন-পানে চাস নে বারে বারে।

নেই-যে রে ভয় ত্রিভুবনে, ভয় শুধু তোর নিজের মনে,
অভয়চরণ শরণ ক'রে বাহির হয়ে যা রে ॥

৯

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে ॥
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় ব'লে ওই ডেকেছে কে,
সেই গভীর স্বরে উদাস করে— আর কে কারে ধরে রাখে ॥
যেথায় থাকি যে যেখানে বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে— সেই প্রাণের বেদন জানে না কে ॥
মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে—
নবীন আশে হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে ॥
কত দিনের সাধনফলে মিলেছি আজ দলে দলে—
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয় রে মাকে ॥

১০

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে ॥
রাজা সবারে দেন মান,
সে-মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো ক'রে রাখে নি কেউ কোনো অসত্যে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে ॥
আমরা চলব আপন মতে,
শেষে মিলব তাঁরি পথে,
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে ॥

১১

সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়,
আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়॥
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়,
নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়॥
ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে, নম্র হয়ে, পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়,
দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়॥

১২

নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার—
জানি জানি, তোর বন্ধনডোর ছিঁড়ে যাবে বারে-বার॥
খনে খনে তুই হারায়ে আপনা সুপ্তিনিশীথ করিস যাপনা,
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে বিশ্বের অধিকার॥
স্থলে জলে তোর আছে আহ্বান, আহ্বান লোকালয়ে;
চিরদিন তুই গাহিবি যে গান সুখে দুখে লাজে ভয়ে।
ফুল পল্লব নদী নির্ঝর সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর—
ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে আলোক অন্ধকার॥

১৩

আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার॥
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর,
তোমারে করি নমস্কার॥

আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গনি,
ওগো কর্ণধার।
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী দাও গো করি পার,
তোমারে করি নমস্কার॥
এখন রইল যারা আপন ঘরে চাব না পথ তাদের তরে,
ওগো কর্ণধার।
যখন তোমার সময় এল কাছে তখন কে বা কার,
তোমারে করি নমস্কার॥
আমার কে বা আপন, কে বা অপর, কোথায় বাহির, কোথা বা ঘর,
ওগো কর্ণধার।
চেয়ে তোমার মুখে, মনের সুখে, নেব সকল ভার,
তোমারে করি নমস্কার॥
আমরা নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধরো গো হাল,
ওগো কর্ণধার।
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কী বা তার,
তোমারে করি নমস্কার॥
আমরা সহায় খুঁজে দ্বারে দ্বারে ফিরব না আর বারে বারে,
ওগো কর্ণধার।
কেবল তুমিই আছ আমরা আছি, এই জেনেছি সার,
তোমারে করি নমস্কার॥

১৪

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী,
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরিভালে,
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

১৫

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হূন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন॥
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥
এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

১৬

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই।
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে।
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর', ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥

বিঘ্নবিপদ দুঃখ দহন তুচ্ছ করিল যারা,
মৃত্যুগহন পার হইল, টুটিল মোহকারা।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই।
নিশ্চল নির্বীর্যবাহু কর্মকীর্তিহীনে
ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে,
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥
নূতনযুগসূর্য উঠিল, ছুটিল তিমিররাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই।
গতগৌরব, হৃত-আসন, নতমস্তক লাজে—
গ্লানি তার মোচন কর' নরসমাজ-মাঝে।
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥
জনগণপথ তব জয়রথ-চক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই।
দৈন্যজীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।
কোটিমৌনকণ্ঠপূর্ণ বাণী কর' দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥
যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর-মাঝে
বর্জিল ভয়, অর্জিল জয়, সার্থক হল কাজে।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই।
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হান' অশনিপাতে।
ছায়াভয়চকিত মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥

১৭

মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর' মহোজ্জ্বল আজ হে,
বরপুত্রসঙ্ঘ বিরাজ' হে।
শুভশঙ্খ বাজহ বাজ' হে।
ঘন তিমিররাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর', লহ' জ্যোতিদীক্ষা,
যাত্রিদল সব সাজ' হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে।
বল' জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বীরাজ হে।
জয় হে, জয় হে, জয় হে॥

এস' বজ্রমহাসনে মাতৃ-আশীর্ভাষণে,
সকল সাধক এস' হে, ধন্য কর' এ দেশ হে।
সকল যোগী, সকল ত্যাগী, এস' দুঃসহদুঃখভাগী—
এস' দুর্জয়শক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।
এস' জ্ঞানী, এস' কর্মী, নাশ' ভারত-লাজ হে।
এস' মঙ্গল, এস' গৌরব,
এস' অক্ষয়-পুণ্য-সৌরভ,
এস' তেজঃসূর্য উজ্জ্বল কীর্তি-অম্বর-মাঝ হে।
বীরধর্মে পুণ্যকর্মে বিশ্বহৃদয়ে রাজ' হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে।
জয় জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বীরাজ হে।
জয় হে, জয় হে, জয় হে॥

১৮

আগে চল্, আগে চল্, ভাই।
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,

বেঁচে মরে কিবা ফল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই॥

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়, দিন ক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়—
'সময় সময়' ক'রে পাঁজি পুঁথি ধ'রে সময় কোথা পাবি, বল্ ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই॥

অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি, গভীর ঘুমের আয়োজন—
এ যে স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা, আর নাহি তাহে প্রয়োজন।
দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত, জীবনের পথে সংগ্রাম সতত—
চলিতে হইবে পুরুষের মতো হৃদয়ে বহিয়া বল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই॥

দেখো যাত্রী যায়, জয়গান গায় রাজপথে গলাগলি—
এ আনন্দস্বরে কে রয়েছে ঘরে, কোণে করে দলাদলি।
বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়, মহাবেগবান মানবহৃদয়—
যারা বসে আছে তারা বড়ো নয়, ছাড়ো ছাড়ো মিছে ছল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই॥

পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও, নিয়ে যাও সাথে করে—
কেহ নাহি আসে, একা চলে যাও মহত্ত্বের পথ ধরে।
পিছু হতে ডাকে মায়ার কাঁদন, ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন—
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন, মিছে নয়নের জল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই॥

চিরদিন আছি ভিখারির মতো জগতের পথপাশে—
যারা চলে যায় কৃপাচক্ষে চায়, পদধুলা উড়ে আসে।
ধূলিশয্যা ছাড়ি উঠো উঠো সবে, মানবের সাথে যোগ দিতে হবে—
তা যদি না পার চেয়ে দেখো তবে, ওই আছে রসাতল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই॥

১৯

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।
কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া,
বলো 'উঠ উঠ' সঘনে গভীরনিদ্রামগনে॥
দেখো তিমিররজনী যায় ওই, হাসে উষা নব জ্যোতির্ময়ী—
নব আনন্দে, নব জীবনে,
ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকলকূজনে॥
হেরো আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয়-অচলপথে,
কিরণকিরীটে তরুণতপন উঠিছে অরুণরথে।
চলো যাই কাজে মানবসমাজে, চলো বাহিরিয়া জগতের মাঝে—
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে॥
যায় লাজ ত্রাস, আলস বিলাস কুহক মোহ যায়।
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপনপ্রায়।
ফেলো জীর্ণ চীর, পরো নব সাজ; আরম্ভ করো জীবনের কাজ—
সরল সবল আনন্দমনে, অমল অটল জীবনে॥

২০

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান।
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।

২১

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে, জননী।

ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরন।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে, রৌদ্রবসনী।
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥
যখন অনাদরে চাই নি মুখে ভেবেছিলেম, দুঃখিনী মা
আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, দুখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি।
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ঐ চরণের দীপ্তিরাশি।
আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী।
তোমার অভয় বাজে হৃদয়-মাঝে, হৃদয়হরণী।
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥

২২

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা, ছলনা॥
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস, কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে গভীর মরমবেদনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা, ছলনা॥
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি—
মিছে কথা কয়ে, মিছে যশ লয়ে, মিছে কাজে নিশিযাপনা।

কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ, কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ—
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে সকল প্রাণের কামনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা, ছলনা॥

২৩

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননীজননী॥
নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণতল, অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল, শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী॥
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী॥

২৪

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে॥
জানি নে তোর ধনরতন আছে কি না রানীর মতন,
শুধু জানি, আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে॥
কোন্ বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে॥

২৫

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না, মা।
আমি তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারব না, মা॥
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতনরাশি—
জানি গো তোর মূল্য জানি, পরের আদর কাড়ব না, মা॥

মানের আশে দেশবিদেশে যে মরে সে মরুক ঘুরে—
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা, ভুলতে সে-যে পারব না, মা।
ধনে মানে লোকের টানে ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়—
ও মা, ভয়-যে জাগে শিয়র-বাগে, কারো কাছে হারব না, মা॥

২৬

যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু।
আজকে তোরে কেমন ভেবে অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে
কাল সে প্রাতে মালা হাতে আসবে রে তোর পিছু পিছু॥
আজকে আপন মানের ভরে থাক্ সে বসে গদির 'পরে,
কালকে প্রেমে আসবে নেমে, করবে সে তার মাথা নিচু॥

২৭

ওরে তোরা নেই বা কথা বললি।
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগালি পল্লী॥
মরিস মিথ্যে ব'কে ঝ'কে, দেখে কেবল হাসে লোকে,
নাহয় নিয়ে আপন মনের আগুন মনে মনেই জ্বললি॥
অন্তরে তোর আছে কী-যে নেই রটালি নিজে নিজে,
নাহয় বাদ্যগুলো বন্ধ রেখে চুপেচাপেই চললি॥
কাজ থাকে তো কর্ গে না কাজ, লাজ থাকে তো ঘুচা গে লাজ,
ওরে, কে-যে তোরে কী বলেছে নেই বা তাতে টললি॥

২৮

যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না।
তবে তুই ফিরে যা না।
যদি তোর ভয় থাকে তো করি মানা॥
যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে ভুলবি-যে পথ পায়ে পায়ে,
যদি তোর হাত কাঁপে তো নিবিয়ে আলো সবায় করবি কানা?
যদি তোর ছাড়তে কিছু না চাহে মন, করিস ভারি বোঝা আপন,
তবে তুই সইতে কভু পারবি নে রে বিষম পথের টানা॥

যদি তোর আপন হতে অকারণে সুখ সদা না জাগে মনে
তবে কেবল তর্ক করে সকল কথা করবি নানাখানা ॥

২৯

মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে।
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে ॥
করেছি মাথা নিচু, চলেছি যাহার পিছু
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে,—
তবু কি এমনি করে ফিরব ওরে আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে ॥
কিছু মোর নেই ক্ষমতা, সে-যে ঘোর মিথ্যে কথা,
এখনো হয় নি মরণ শক্তিশেলে—
আমাদের আপন শক্তি, আপন ভক্তি, চরণে তোর দেব মেলে ॥
নেব গো মেগে পেতে যা আছে তোর ঘরেতে,
দে গো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে—
আমাদের সেইখেনে মান, সেইখেনে প্রাণ, সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে ॥

৩০

ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি।
এবার কঠিন হয়ে থাক্-না ওরে বক্ষদুয়ার আঁটি—
জোরে বক্ষদুয়ার আঁটি ॥
পরানটাকে গলিয়ে ফেলে দিস নে রে ভাই, পথেই ঢেলে
মিথ্যে অকাজে।
ওরে নিয়ে তারে চলবি পারে কতই বাধা কাটি—
পথের কতই বাধা কাটি ॥
দেখলে ও তোর জলের ধারা ঘরে পরে হাসবে যারা
তারা চারিদিকে—
তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস, যায় না কি বুক ফাটি—
লাজে যায় না কি বুক ফাটি ॥

দিনের বেলায় জগৎ-মাঝে সবাই যখন চলছে কাজে
আপন গরবে—
তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে করিস ঘাঁটাঘাঁটি—
কেবল করিস ঘাঁটাঘাঁটি ॥

৩১

ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে— ওরে ভাই,
বাইরে মুখ আঁধার দেখে টলিস নে— ওরে ভাই ॥
যা তোমার আছে মনে সাধো তাই পরানপণে,
শুধু তাই দশজনারে বলিস নে— ওরে ভাই ॥
একই পথ আছে ওরে, চল্ সেই রাস্তা ধরে,
যে আসে তারি পিছে চলিস নে— ওরে ভাই।
থাক্-না আপন কাজে, যা খুশি বলুক না যে,
তা নিয়ে গায়ের জ্বালায় জ্বলিস নে— ওরে ভাই।

৩২

এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা হাতে হাতে ধর গো,
আজ আপন পথে ফিরতে হবে, সামনে মিলনস্বর্গ।
ওরে ঐ উঠেছে শঙ্খ বেজে, খুলল দুয়ার মন্দিরে যে—
লগ্ন বয়ে যায় পাছে, ভাই, কোথায় পূজার অর্ঘ্য।
এখন যার যা কিছু আছে ঘরে সাজা পূজার থালার 'পরে,
আত্মদানের উৎসধারায় মঙ্গলঘট ভর গো ॥
আজ নিতেও হবে, দিতেও হবে, দেরি কেন করিস তবে—
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে, মরতে হয় তো মর গো ॥

৩৩

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে, ভাই।
শুধু তুই ভেবে ভেবেই হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস নে, ভাই ॥
একটা কিছু করে নে ঠিক, ভেসে ফেরা মরার অধিক—
বারেক এ দিক বারেক ও দিক, এ খেলা আর খেলিস নে, ভাই ॥

মেলে কি না মেলে রতন, করতে তবু হবে যতন—
না যদি হয় মনের মতন চোখের জলটা ফেলিস নে, ভাই॥
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা, করিস নে আর হেলাফেলা—
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা তখন আঁখি মেলিস নে, ভাই॥

৩৪

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে॥
বলব, জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা, কে দিবি প্রাণ—
তোদের মা ডেকেছে, কব বারে বারে॥
তোমার নামে প্রাণের সকল সুর
উঠবে আপনি বেজে সুধামধুর
মোদের হৃদয়যন্ত্রেরই তারে তারে।
বেলা গেলে শেষে তোমারই পায়ে,
এনে দেব সবার পূজা কুড়ায়ে,
তোমার সন্তানেরই দান ভারে ভারে॥

৩৫

এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ—
তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা॥
অনির্বাণ ধর্ম-আলো সবার ঊর্ধ্বে জ্বালো জ্বালো,
সংকটে দুর্দিনে হে,
রাখো তারে অরণ্যে তোমারই পথে॥
বক্ষে বাঁধি দাও তার বর্ম তব নির্বিকার,
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি জয় নিষ্ঠা তবুও রয়—
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে॥

৩৬

রইল বলে রাখলে কারে, হুকুম তোমার ফলবে কবে।

তোমার টানাটানি টিঁকবে না, ভাই, রবার যেটা সেটাই রবে॥

যা খুশি তাই করতে পার, গায়ের জোরে রাখ মার—

যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে তিনি যা সন সেটাই সবে॥

অনেক তোমার টাকা কড়ি, অনেক দড়া অনেক দড়ি,

অনেক অশ্ব অনেক করী— অনেক তোমার আছে ভবে।

ভাবছ, হবে তুমিই যা চাও, জগৎটাকে তুমিই নাচাও,

দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে, হয় না যেটা সেটাও হবে॥

জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে।

থেকো না থেকো না ওরে ভাই, মগন মিথ্যা কাজে॥

অর্ঘ্য ভরিয়া আনি ধরো গো পূজার থালি,

রতনপ্রদীপখানি যতনে আনো গো জ্বালি,

ভরি লয়ে দুই পাণি বহি আনো ফুলডালি,

মার আহ্বানবাণী রটাও ভুবন-মাঝে।

আজি প্রসন্ন পবনে নবীন জীবন ছুটিছে।

আজি প্রফুল্ল কুসুমে নব সুগন্ধ উঠিছে।

আজি উজ্জ্বল ভালে তোলো উন্নত মাথা,

নব সংগীততালে গাও গম্ভীর গাথা।

পরো মালা কপালে নবপল্লব-গাঁথা,

শুভ সুন্দর কালে সাজো সাজো নব সাজে॥

৩৮

আজি এ ভারত লজ্জিত হে।

হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে॥

নাহি পৌরুষ, নাহি বিচারণা, কঠিন তপস্যা, সত্য সাধনা;

অন্তরে বাহিরে ধর্মে কর্মে সকলই ব্রহ্মবিবর্জিত হে॥

ধিক্‌কৃত লাঞ্ছিত পৃথ্বী-'পরে, ধূলিবিলুণ্ঠিত সুপ্তিভরে ;
রুদ্র, তোমার নিদারুণ বজ্রে করো তারে সহসা তর্জিত হে॥
পর্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে,
পুণ্যে বীর্যে অভয়ে অমৃতে হইবে পুলকে সজ্জিত হে॥

৩৭

চলো যাই চলো, যাই চলো, যাই—
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে,
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে॥
চলো মুক্তিপথে,
চলো বিঘ্নবিপদজয়ী মনোরথে,
করো ছিন্ন, করো ছিন্ন, করো ছিন্ন—
স্বপ্নকুহক করো ছিন্ন।
থেকো না জড়িত অবরুদ্ধ
জড়তার জর্জর বন্ধে।
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়—
মুক্তির জয় বলো, ভাই।
চলো দুর্গম দূরপথযাত্রী
চলো দিবারাত্রি,
করো জয়যাত্রা,
চলো বহি নির্ভয় বীর্যের বার্তা,
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়—
সত্যের জয় বলো, ভাই॥
দূর করো সংশয়শঙ্কার ভার,
যাও চলি তিমিরদিগন্তের পার।
কেন যায় দিন হায় দুশ্চিন্তার দ্বন্দ্বে—
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে।
চলো জ্যোতির্লোকে
জাগ্রত চোখে,

বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়—
বলো নির্মল জ্যোতির জয় বলো, ভাই ॥
হও মৃত্যুতোরণ উত্তীর্ণ,
যাক, যাক ভেঙে যাক যাহা জীর্ণ।
চলো অভয় অমৃতময় লোকে,
অজর অশোকে,
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়—
অমৃতের জয় বলো, ভাই ॥

৪০

শুভ কর্মপথে ধর' নির্ভয় গান।
সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান ॥
চির শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে
লও সেই অভিষেক ললাট-'পরে।
তব জাগ্রত নির্মল নূতন প্রাণ
ত্যাগব্রতে নিক দীক্ষা,
বিঘ্ন হতে নিক শিক্ষা—
নিষ্ঠুর সংকট দিক সম্মান।
দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান ॥
চল' যাত্রী, চল' দিনরাত্রি—
কর' অমৃতলোক-পথ অনুসন্ধান।
জড়তাতামস হও উত্তীর্ণ,
ক্লান্তিজাল কর' দীর্ণ বিদীর্ণ—
দিন-অন্তে অপরাজিত চিত্তে
মৃত্যুতরণ তীর্থে কর' স্নান ॥

৪১

ওরে নূতন যুগের ভোরে
দিস নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে

কী রবে আর কী রবে না, কী হবে আর কী হবে না,
ওরে হিসাবি,
এ সংশয়ের মাঝে কি তোর ভাবনা মিশাবি।
যেমন করে ঝরনা নামে দুর্গম পর্বতে
নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড় অজানিতের পথে।
জাগবে ততই শক্তি যতই হানবে তোরে মানা,
অজানাকে বশ করে তুই করবি আপন জানা।
চলায় চলায় বাজবে জয়ের ভেরী—
পায়ের বেগেই পথ কেটে যায়, করিস নে আর দেরি॥

৪২

সার্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো॥
দুন্দুভিতে হল রে কার আঘাত শুরু,
বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরুগুরু,
পালায় ছুটে সুপ্তিরাতের স্বপ্নে-দেখা মন্দ ভালো॥
নিরুদ্দেশের পথিক আমায় ডাক দিলে কি—
দেখতে তোমায় না যদি পাই নাই বা দেখি।
ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া,
ভাবনাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া,
বজ্রশিখায় এক পলকে মিলিয়ে দিলে সাদা কালো॥

৪৩

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে॥
আজকে যে তোর কাজ করা চাই, স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই—
এখন ওরা যতই গর্জাবে, ভাই, তন্দ্রা ততই ছুটবে,
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে॥

ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা ততই যে ঢেউ উঠবে ॥
তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু, জেগে আছেন জগৎ-প্রভু—
ওরা ধর্ম যতই দলবে ততই ধুলায় ধ্বজা লুটবে,
ওদের ধুলায় ধ্বজা লুটবে ॥

৪২

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমনি শক্তিমান।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান—
তোমাদের এমনি অভিমান।
চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে—
এত বল নাই রে তোমার, সবে না সেই টান॥
শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও,
হও-না যতই বড়ো আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারি হলেই ডুববে তরীখান॥

৪৫

খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে।
যে আসে তোরই পাশে সবাই হাসে দেখে তোরে ॥
জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি।
তারা পায় না বুঝে তুই কী খুঁজে খেপে বেড়াস জনম ভ'রে ॥
তোর নাই অবসর, নাইকো দোসর ভবের মাঝে।
তোরে চিনতে যে চাই, সময় না পাই নানান কাজে ॥
ওরে তুই কী শুনাতে এত প্রাতে মরিস ডেকে।
এ যে বিষম জ্বালা ঝালাপালা, দিবি সবায় পাগল করে ॥
ওরে তুই কী এনেছিস, কী টেনেছিস ভাবের জালে।
তার কি মূল্য আছে কারো কাছে কোনো কালে ॥

আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোরে।
তুই কী সৃষ্টিছাড়া, নাইকো সাড়া, রয়েছিস কোন্ নেশার ঘোরে॥
এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চলে যাবে,
বসে তুই আরেক কোণে নিজের মনে নিজের ভাবে।
ওরে ভাই, ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে—
মিছে তুই তারই লাগি আছিস জাগি না জানি কোন্ আশার জোরে॥

৪৬

সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে।
খাঁটি জিনিস হয় রে মাটি নেশার পরমাদে॥
কথার তো শোধ হয় না দেনা, গায়ের জোরে জোড় মেলে না—
গোলেমালে ফল কি ফলে জোড়াতাড়ার ছাঁদে॥
কে বলো তো বিধাতারে তাড়া দিয়ে ভোলায়।
সৃষ্টিকরের ধন কি মেলে জাদুকরের ঝোলায়।
মস্ত-বড়োর লোভে শেষে মস্ত ফাঁকি জোটে এসে,
বাস্ত আশা জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশার ফাঁদে॥

প্রেম

১

চিত্ত পিপাসিত রে

গীতসুধার তরে।

তাপিত শুষ্কলতা বর্ষণ যাচে যথা

কাতর অন্তর মোর লুণ্ঠিত ধূলি-'পরে

গীতসুধার তরে॥

আজি বসন্তনিশা, আজি অনন্ত তৃষা,

আজি এ জাগ্রত প্রাণ তৃষিত চকোর-সমান

গীতসুধার তরে॥

চন্দ্র অতন্দ্র নভে জাগিছে সুপ্ত ভবে,

অন্তর বাহির আজি কাঁদে উদাস স্বরে

গীতসুধার তরে।

২

আমার মনের মাঝে যে-গান বাজে শুনতে কি পাও গো।

আমার চোখের 'পরে আভাস দিয়ে যখনি যাও গো।

রবির কিরণ নেয়-যে টানি ফুলের বুকের শিশিরখানি,

আমার প্রাণের সে-গান তুমি তেমনি কি নাও গো॥

আমার উদাস হৃদয় যখন আসে বাহির-পানে

আপনাকে-যে দেয় ধরা সে সকলখানে॥

কচিপাতা প্রথম প্রাতে কী কথা কয় আলোর সাথে

আমার মনের আপন কথা বলে-যে তাও গো॥

৩

কাহার গলায় পরাবি গানের রতনহার,

তাই কি বীণায় লাগালি যতনে নূতন তার॥

কানন পরেছে শ্যামল দুকূল, আমের শাখাতে নূতন মুকুল,

নবীনের মায়া করিল আকুল হিয়া তোমার॥

যে-কথা তোমার কোনোদিন আর হয় নি বলা
নাহি জানি কারে তাই বলিবারে করে উতলা।
দখিনপবনে বিহ্বলা ধরা কাকলীকূজনে হয়েছে মুখরা,
আজি নিখিলের বাণীমন্দিরে খুলেছে দ্বার॥

৪

যে-ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ
আজ সে মেনে নিল আমার গানেরই বন্ধন॥
আকাশে যার পরশ মিলায় শরৎ-মেঘের ক্ষণিক লীলায়
আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুরগুঞ্জন॥
অলস দিনের হাওয়ায়
গন্ধখানি মেলে যেত গোপন আসা-যাওয়ায়॥
আজ শরতের ছায়ানটে মোর রাগিণীর মিলন ঘটে,
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ॥

৫

গানগুলি মোর শৈবালেরই দল—
ওরা বন্যাধারায় পথ-যে হারায়
উদ্দাম চঞ্চল।
ওরা কেনই আসে যায় বা চলে, অকারণের হাওয়ায় দোলে,
চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে, পায় না কোনো ফল॥
ওদের সাধন তো নাই, কিছু সাধন তো নাই,
ওদের বাঁধন তো নাই, কোনো বাঁধন তো নাই।
উদাস ওরা উদাস করে গৃহহারা পথের স্বরে,
ভুলে-যাওয়ার স্রোতের 'পরে করে টলমল॥

৬

তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ,
ওগো ঘুমভাঙানিয়া।

বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক,

ওগো দুখজাগানিয়া ॥

এল আঁধার ঘিরে, পাখি এল নীড়ে,

তরী এল তীরে,

শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো,

ওগো দুখজাগানিয়া ॥

আমার কাজের মাঝে মাঝে

কান্নাহাসির দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।

আমায় পরশ ক'রে প্রাণ সুধায় ভ'রে

তুমি যাও যে সরে,

বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক,

ওগো দুখজাগানিয়া ॥

৭

গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে—

আয় গো তোরা, আয় গো তোরা, আয় গো চলে ॥

চাঁপার কলি চাঁপার গাছে সুরের আশায় চেয়ে আছে,

কান পেতেছে নতুন পাতা গাইবি ব'লে ॥

কমলবরন গগন-মাঝে

কমলচরণ ঐ বিরাজে।

ঐখানে তোর সুর ভেসে যাক, নবীন প্রাণের ঐ দেশে যাক

ঐ যেখানে সোনার আলোর দুয়ার খোলে ॥

৮

ওরে আমার হৃদয় আমার, কখন তোরে প্রভাতকালে

দীপের মতো গানের স্রোতে কে ভাসালে।

যেন রে তুই হঠাৎ বেঁকে শুকনো ডাঙায় যাস নে ঠেকে,

জড়াস নে শৈবালের জালে ॥

তীর-যে হোথায় স্থির রয়েছে, ঘরের প্রদীপ সেই জ্বালালো,
অচল রহে তাহার আলো।
গানের প্রদীপ তুই-যে, গানে চলবি ছুটে অকুল-পানে
চপল ঢেউয়ের আকুল তালে॥

৯

কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে,
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে॥
যে-কথাটি বলব তোমায় ব'লে কাটল জীবন নীরব চোখের জলে
সেই কথাটি সুরের হোমানলে উঠল জ্বলে একটি আঁধার ক্ষণে—
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে॥
ভেবেছিলেম আজকে সকাল হলে
সেই কথাটি তোমায় যাব বলে।
ফুলের উদাস সুবাস বেড়ায় ঘুরে, পাখির গানে আকাশ গেল পূরে;
সেই কথাটি লাগল না সেই সুরে যতই প্রয়াস করি পরানপণে—
যখন তুমি আছ আমার সনে॥

১০

মনে রবে কি না রবে আমারে সে আমার মনে নাই গো।
ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে, অকারণে গান গাই গো॥
চলে যায় দিন, যতখন আছি পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি
তোমার মুখের চকিত সুখের হাসি দেখিতে-যে চাই গো—
তাই অকারণে গান গাই গো॥
ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া ফাগুনের অবসানে।
ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া, আর কিছু নাহি জানে।
ফুরাইবে দিন, আলো হবে ক্ষীণ, গান সারা হবে, থেমে যাবে বীণ,
যতখন থাকি ভরে দিবে না কি এ খেলারই ভেলাটাই গো—
তাই অকারণে গান গাই গো॥

১১

আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া।
বাতাসে আজ কোন্ পরশের লাগে হাওয়া॥
অনেক দিনের বিদায়বেলার ব্যাকুল বাণী
আজ উদাসির বাঁশির সুরে কে দেয় আনি—
বনের ছায়ায় তরুণ চোখের করুণ চাওয়া॥
কোন্ ফাগুনে যে-ফুল ফোটা হল সারা
মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কাঁদে তারা।
বকুলতলায় কাজ-ভোলা সেই কোন্ দুপুরে
যে-সব কথা ভাসিয়ে দিলেম গানের সুরে
ব্যথায় ভরে ফিরে আসে সে গান গাওয়া॥

১২

নিদ্রাহারা রাতের এ গান বাঁধব আমি কেমন সুরে।
কোন্ রজনীগন্ধা হতে আনব সে-তান কণ্ঠে পূরে॥
সুরের কাঙাল আমার ব্যথা ছায়ার কাঙাল রৌদ্র বর্ষা
সাঁঝ-সকালে বনের পথে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে॥
ওগো সে কোন্ বিহান বেলায় এই পথে কার পায়ের তলে
নাম-না-জানা তৃণকুসুম শিউরেছিল শিশিরজলে।
অলকে তার একটি গুছি করবীফুল রক্তরুচি,
নয়ন করে কী ফুল চয়ন নীল গগনে দূরে দূরে॥

১৩

আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে,
সে যে বাসা বাঁধে নীরব মনের কুলায়ে।
মেঘের দিনে শ্রাবণমাসে যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে
আমার প্রাণে সে দেয় পাখার ছায়া বুলায়ে॥
যখন শরৎ কাঁপে শিউলিফুলের হরষে
নয়ন ভরে-যে সেই গোপন গানের পরশে।

গভীর রাতে কী সুর লাগায় আধো-ঘুমে আধো-জাগায়,
আমার স্বপন-মাঝে দেয়-যে কী দোল দুলায়ে ॥

১৪

যায় নিয়ে যায় আমায় আপন গানের টানে
ঘরছাড়া কোন্ পথের পানে ॥
নিত্যকালের গোপন কথা বিশ্বপ্রাণের ব্যাকুলতা
আমার বাঁশি দেয় এনে দেয় আমার কানে ॥
মনে-যে হয় আমার হৃদয় কুসুম হয়ে ফোটে,
আমার হিয়া উচ্ছলিয়া সাগরে ঢেউ ওঠে।
পরান আমার বাঁধন হারায় নিশীথরাতের তারায় তারায়,
আকাশ আমায় কয় কী-যে কয় কেই বা জানে ॥

১৫

দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি—
বরষ ফুরায়ে যাবে, ভুলে যাবে জানি।
তবু তো ফাল্গুনরাতে এ গানের বেদনাতে
আঁখি তব ছলছল, এই বহু মানি ॥
চাহি না রহিতে বসে ফুরাইলে বেলা,
তখনি চলিয়া যাব শেষ হলে খেলা।
আসিবে ফাল্গুন পুন, তখন আবার শুনো
নব পথিকেরই গানে নূতনের বাণী ॥

১৬

গান আমার যায় ভেসে যায়-
চাস্ নে ফিরে, দে তারে বিদায় ॥
সে যে দখিনহাওয়ায় মুকুল ঝরা, ধুলার আঁচল হেলায় ভরা,
সে যে শিশিরফোঁটার মালা গাঁথা বনের আঙিনায় ॥

কাঁদনহাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা—
মেঘের গায়ে রঙের মায়া, খেলার পরে খেলা।
ভুলে-যাওয়ার বোঝাই ভরি গেল চলে কতই তরী—
উজান বায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়॥

১৭

সময় কারো-যে নাই, ওরা চলে দলে দলে—
গান হায় ডুবে যায় কোন্ কোলাহলে।
পাষাণে রচিছে কত কীর্তি ওরা সবে বিপুল গরবে,
যায় আর বাঁশি-পানে চায় হাসিছলে॥
বিশ্বের কাজের মাঝে, জানি আমি জানি,
তুমি শোন মোর গানখানি।
আঁধার মগন করি যবে লও তুলি গ্রহতারাগুলি
শোন-যে নীরবে তব নীলাম্বরতলে॥

১৮

এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে, আপন মনে,
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥
দিনের পথিক মনে রেখো, আমি চলেছিলেম রাতে
সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে হাতে।
যখন আমায় ওপার থেকে গেল ডেকে ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়।
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥

১৯

আসা-যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন।
যাবার বেলায় দেব কারে বুকের কাছে বাজল যে-বীণা।

সুরগুলি তার নানা ভাগে   রেখে যাব পুষ্পরাগে,
মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণলেখায় করব বিলীন ॥
কিছু বা সে মিলনমালায় যুগলগলায় রইবে গাঁথা,
কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে দুই চাহনির চোখের পাতা।
কিছু বা কোন্ চৈত্রমাসে   বকুলঢাকা বনের ঘাসে
মনের কথার টুকরো আমার কুড়িয়ে পাবে কোন্ উদাসীন ॥

২০

গানের ভেলায় বেলা-অবেলায় প্রাণের আশা
ভোলা মনের স্রোতে ভাসা ॥
কোথায় জানি ধায় সে-বাণী,   দিনের শেষে
কোন্ ঘাটে যে ঠেকে এসে   চিরকালের কাঁদা-হাসা ॥
এমনি খেলার ঢেউয়ের দোলে
খেলার পারে যাবি চলে।
পালের হাওয়ার ভরসা তোমার— করিস্ নে ভয়
পথের কড়ি না যদি রয়,   সঙ্গে আছে বাঁধননাশা ॥

২১

অনেক দিনের আমার যে-গান আমার কাছে ফিরে আসে
তারে আমি শুধাই, তুমি ঘুরে বেড়াও কোন্ বাতাসে ॥
যে-ফুল গেছে সকল ফেলে   গন্ধ তাহার কোথায় পেলে,
যার আশা আজ শূন্য হল কী সুর জাগাও তাহার আশে ॥
সকল গৃহ হারালো যার তোমার তানে তারি বাসা,
যার বিরহের নাই অবসান তার মিলনের আনে ভাষা।
শুকালো যেই নয়নবারি   তোমার সুরে কাঁদন তারি,
ভোলা দিনের বাহন তুমি স্বপ্ন ভাসাও দূর আকাশে ॥

২২

পাখি আমার নীড়ের পাখি অধীর হল কেন জানি—
আকাশকোণে যায় শোনা কি ভোরের আলোর কানাকানি ॥

ডাক উঠেছে মেঘে মেঘে,   অলস পাখা উঠল জেগে—

লাগল তারে উদাসি ঐ নীল গগনের পরশখানি ॥

আমার নীড়ের পাখি এবার উধাও হল আকাশ-মাঝে।

যায় নি কারো সন্ধানে সে, যায় নি যে সে কোনো কাজে ॥

গানের ভরা উঠল ভরে,   চায় দিতে তাই উজাড় করে—

নীরব গানের সাগর-মাঝে আপন প্রাণের সকল বাণী ॥

২৩

ছুটির বাঁশি বাজল যে ঐ নীল গগনে—

আমি কেন একলা বসে এই বিজনে।

বাঁধন টুটে উঠবে ফুটে শিউলিগুলি,

তাই তো কুঁড়ি কানন জুড়ি উঠছে দুলি,

শিশির-ধোওয়া হাওয়ার ছোঁওয়া লাগল বনে—

সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই আপন-মনে ॥

বনের পথে কী মায়াজাল হয় যে বোনা,

সেইখানেতে আলোছায়ার চেনাশোনা।

ঝরে-পড়া মালতী তার গন্ধশ্বাসে

কান্না-আভাস দেয় মেলে ঐ ঘাসে ঘাসে,

আকাশ হাসে শুভ্র কাশের আন্দোলনে—

সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই আপন-মনে ॥

২৪

বাঁশি আমি বাজাই নি কি পথের ধারে ধারে।

গান গাওয়া কি হয় নি সারা তোমার বাহির-দ্বারে ॥

ঐ যে দ্বারের যবনিকা   নানা বর্ণে চিত্রে লিখা

নানা সুরের অর্ঘ্য হোথায় দিলেম বারে বারে ॥

আজ যেন কোন্ শেষের বাণী শুনি জলে স্থলে—

পথের বাঁধন ঘুচিয়ে ফেলো, এই কথা সেই বলে।

মিলন-ছোঁওয়া বিচ্ছেদেরই   অন্তবিহীন ফেরাফেরি

কাটিয়ে দিয়ে যাও গো নিয়ে আনাগোনার পারে ॥

২৫

তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে চলে এসেছি,
কেউ কি তা জানে॥
তোমার আছে গানে গানে গাওয়া, আমার কেবল চোখে চোখে চাওয়া—
মনে মনে মনের কথাখানি বলে এসেছি,
কেউ কি তা জানে॥
ওদের তখন নেশা ধরেছিল,
রঙিন রসে প্যালা ভরেছিল।
তখনো তো কতই আনাগোনা, নতুন লোকের নতুন চেনাশোনা—
আমি কেবল ফিরে-আসার আশা দ'লে এসেছি,
কেউ কি তা জানে॥

২৬

আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো ধরলি রে কে তুই।
আমার শেষ পেয়ালা চোখের জলে ভরলি রে কে তুই॥
দূরে পশ্চিমে ঐ দিনের পারে অস্তরবির পথের ধারে
রক্তরাগের ঘোমটা মাথায় পরলি রে কে তুই॥
সন্ধ্যাতারায় শেষ চাওয়া তোর রইল কি ঐ-যে।
সন্ধ্যা-হাওয়ায় শেষ বেদনা বইল কি ঐ যে।
তোর হঠাৎ-খসা প্রাণের মালা ভরল আমার শূন্য ডালা—
মরণপথের সাথি আমায় করলি রে কে তুই॥

২৭

পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়—
পাছে ছিন্ন তারের জয় হয়॥
পাছে উৎসবক্ষণ তন্দ্রালসে হয় নিমগন, পুণ্য লগন
হেলায় খেলায় ক্ষয় হয়—
পাছে বিনা গানেই মিলনবেলা ক্ষয় হয়॥

যখন তাণ্ডবে মোর ডাক পড়ে
পাছে তার তালে মোর তাল না মেলে সেই ঝড়ে।
যখন মরণ এসে ডাকবে শেষে বরণ-গানে, পাছে প্রাণে
মোর বাণী সব লয় হয়—
পাছে বিনা গানেই বিদায়বেলা লয় হয়॥

১

বিবশ দিন, বিরল কাজ, প্রবল বিদ্রোহে
এসেছ, প্রেম, এসেছ আজ কী মহা সমারোহে॥
একেলা রই অলসমন, নীরব এই ভবনকোণ,
ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ, অপরাজিত ওহে॥
কানন-'পর ছায়া বুলায়, ঘনায় ঘনঘটা।
গঙ্গা যেন হেসে দুলায় ধূর্জটির জটা।
যেথা যে রয় ছাড়িল পথ, ছুটালে ঐ বিজয়রথ,
আঁখি তোমার তড়িতবৎ ঘনঘুমের মোহে॥

২

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
আমার নিভৃত নব জীবন-'পরে।
প্রভাতকমলসম ফুটিল হৃদয় মম
কার দুটি নিরুপম চরণ-তরে॥
জেগে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী
পলকে পলকে হিয়া পুলকে পূরি।
কোথা হতে সমীরণ আনে নব জাগরণ,
পরানের আবরণ মোচন করে॥

লাগে বুকে সুখে দুখে কত-যে ব্যথা,
কেমনে বুঝায়ে কব না জানি কথা।
আমার বাসনা আজি ত্রিভুবনে উঠে বাজি,
কাঁপে নদী বনরাজি বেদনাভরে॥

৩

সবার সাথে চলতেছিল অজানা এই পথের অন্ধকারে,
কোন্ সকালের হঠাৎ-আলোয় পাশে আমার দেখতে পেলেম তারে।
এক নিমেষেই রাত্রি হল ভোর, চিরদিনের ধন যেন সে মোর,
পরিচয়ের অন্ত যেন কোনোখানেই নাইকো একেবারে—
চেনা কুসুম ফুটে আছে না-চেনা এই গহন বনের ধারে
অজানা এই পথের অন্ধকারে॥
জানি আমি দিনের শেষে সন্ধ্যাতিমির নামবে পথের মাঝে—
আবার কখন পড়বে আড়াল, দেখাশোনার বাঁধন রবে না যে।
তখন আমি পাব মনে মনে পরিচয়ের পরশ ক্ষণে ক্ষণে;
জানব, চিরদিনের পথে আঁধার-আলোয় চলছি সারে সারে—
হৃদয়-মাঝে দেখব খুঁজে একটি মিলন সব-হারানোর পারে
অজানা এই পথের অন্ধকারে॥

৪

আমার পরান লয়ে কী খেলা খেলাবে, ওগো
পরানপ্রিয়।
কোথা হতে ভেসে কূলে লেগেছে চরণমূলে
তুলে দেখিয়ো॥
এ নহে গো তৃণদল, ভেসে-আসা ফুলফল—
এ যে ব্যথাভরা মন, মনে রাখিয়ো॥
কেন আসে, কেন যায়, কেহ না জানে।
কে আসে কাহার পাশে কিসের টানে।
রাখ যদি ভালোবেসে চিরপ্রাণ পাইবে সে,
ফেলে যদি যাও তবে বাঁচিবে কি ও॥

৫

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দনফুলহার।
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার॥
নীল অম্বর চুম্বননত, চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সংগীত যত গুঞ্জরে শতবার॥
ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ, পুলকিছে ফুলগন্ধ—
চরণভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।
ছিঁড়ি মর্মের শত বন্ধন তোমা-পানে ধায় যত ক্রন্দন—
লহো হৃদয়ের ফুলচন্দন বন্দন-উপহার॥

৬

আমারে করো তোমার বীণা, লহো গো লহো তুলে।
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে॥
কোমল তব কমলকরে পরশ করো পরান-'পরে,
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণমূলে॥
কখনো সুখে কখনো দুখে কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে,
চরণে পড়ি রবে নীরবে রহিবে যবে ভুলে।
কেহ না জানে কী নব তানে উঠিবে গীত শূন্য-পানে,
আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কূলে॥

৭

ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখো— তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরানে যে-গান বাজিছে
তাহারই তালটি শিখো— তোমার
চরণমঞ্জীরে॥
ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখি— তোমার
প্রাসাদপ্রাঙ্গণে।

মনে ক'রে, সখী, বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখি— তোমার
কনককঙ্কণে ॥
আমার লতার একটি মুকুল
ভুলিয়া তুলিয়া রেখো— তোমার
অলকবন্ধনে।
আমার স্মরণ-শুভ-সিন্দূরে
একটি বিন্দু এঁকো— তোমার
ললাটচন্দনে।
আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিয়ো— তোমার
অঙ্গসৌরভে।
আমার আকুল জীবনমরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়ো— তোমার
অতুল গৌরবে ॥

৮

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরো কী তোমার চাই।
ওগো ভিখারি, আমার ভিখারি, চলেছ কী কাতর গান গাই' ॥
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে তুষিব তোমারে, সাধ ছিল মনে—
ভিখারি, আমার ভিখারি,
হায়, পলকে সকলই সঁপেছি চরণে, আর তো কিছুই নাই ॥
আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া তোমারে পরানু বাস।
আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি তোমার পূরাতে আশ।
মম প্রাণ মন যৌবন নব করপুটতলে পড়ে আছে তব—
ভিখারি, আমার ভিখারি,
হায়, আরো যদি চাও মোরে কিছু দাও, ফিরে আমি দিব তাই ॥

৯

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর, আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্যগগনবিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা—
তুমি আমারি-যে তুমি আমারি,
মম অসীমগগনবিহারী॥
মম হৃদয়রক্তরঞ্জনে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অয়ি সন্ধ্যাস্বপনবিহারী।
তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে মম সুখদুখ ভাঙিয়া—
তুমি আমারি-যে তুমি আমারি,
মম বিজনজীবনবিহারী॥
মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব নয়নে দিয়েছি পরায়ে,
অয়ি মুগ্ধনয়নবিহারী॥
মম সংগীত তব অঙ্গে অঙ্গে দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে—
তুমি আমারি-যে, তুমি আমারি,
মম জীবনমরণবিহারী॥

১০

কত কথা তারে ছিল বলিতে।
চোখে চোখে দেখা হল পথ চলিতে॥
বসে বসে দিবারাতি, বিজনে সে-কথা গাঁথি
কত-যে পূরবীরাগে কত ললিতে॥
সে-কথা ফুটিয়া উঠে কুসুমবনে,
সে-কথা ব্যাপিয়া যায় নীল গগনে।
সে-কথা লইয়া খেলি, হৃদয়ে বাহিরে মেলি,
মনে মনে গাহি কার মন ছলিতে॥

১১

সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।
এ কথা কভু আর পারে না ঘুচিতে,
আছে সে নিখিলের মাধুরীরুচিতে।
এ কথা শিখানু যে আমার বীণারে,
গানেতে চিনালেম সে চির-চিনারে॥
সে কথা সুরে সুরে ছড়াব পিছনে
স্বপনফসলের বিছনে বিছনে।
মধুপগুঞ্জে সে লহরী তুলিবে,
কুসুমকুঞ্জে সে পবনে দুলিবে,
ঝরিবে শ্রাবণের বাদলসিচনে॥
শরতে ক্ষীণ মেঘে ভাসিবে আকাশে
স্মরণবেদনার বরনে আঁকা সে।
চকিতে ক্ষণে ক্ষণে পাব যে তাহারে
ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে॥

১২

হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান করিয়ো ক্ষমা।
ঝরঝর ধারা আজি উতরোল, নদীকূলে-কূলে উঠে কল্লোল,
বনে বনে গাহে মর্মরস্বরে নবীন পাতা।
সজল পবন দিশে দিশে তোলে বাদলগাথা॥
হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।
তোমার দুখানি কালো আঁখি-'পরে বরষার কালো ছায়াখানি পড়ে,
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে যূথীর মালা।
তোমারই চরণে নববরষার বরণডালা॥

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।
এল বরষার সঘন দিবস, বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত কানন-'পরে।
নবকদম্ব মদির গন্ধে আকুল করে॥
হে নিরুপমা,
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ, করিয়ো ক্ষমা।
হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে বিজুলি চমকি ওঠে খনে খনে,
দ্রুত কৌতুকে তব বাতায়নে কী দেখে চেয়ে।
অধীর পবন কিসের লাগিয়া আসিছে ধেয়ে॥

১৩

অজানা খনির নূতন মণির গেঁথেছি হার,
ক্লান্তিবিহীনা নবীনা বীণায় বেঁধেছি তার।
যেমন নূতন বনের দুকূল, যেমন নূতন আমের মুকুল,
মাঘের অরুণে খোলে স্বর্গের নূতন দ্বার,
তেমনি আমার নবীন রাগের নব যৌবনে নব সোহাগের
রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়া বীণার তার॥
যে বাণী আমার কখনো কারেও হয় নি বলা
তাই দিয়ে গানে রচিব নূতন নৃত্যকলা।
আজি অকারণমুখর বাতাসে যুগান্তরের সুর ভেসে আসে,
মর্মরস্বরে বনের ঘুচিল মনের ভার।
যেমনি ভাঙিল বাণীর বন্ধ, উচ্ছ্বসি উঠে নূতন ছন্দ,
সুরের সাহসে আপনি চকিত বীণার তার॥

১৪

আজি এ নিরালা কুঞ্জে আমার অঙ্গ-মাঝে
বরণের ডালা সেজেছে আলোকমালার সাজে।
নব বসন্তে লতায় লতায় পাতায় ফুলে
বাণীহিল্লোল উঠে প্রভাতের স্বর্ণকূলে,

আমার দেহের বাণীতে সে গান উঠিছে দুলে,
এ বরণ-গান নাহি পেলে মান মরিব লাজে।
ওহে প্রিয়তম, দেহে মনে মম ছন্দ বাজে॥
অর্ঘ্য তোমার আনি নি ভরিয়া বাহির হতে,
ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের আপন স্রোতে।
মোর তনুময় উছলে হৃদয় বাঁধনহারা,
অধীরতা তারি মিলনে তোমারি হোক-না সারা।
ঘন যামিনীর আঁধারে যেমন জ্বলিছে তারা,
দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক তেমনি রাজে।
সচকিত আলো নেচে ওঠে মোর সকল কাজে॥

১৫

ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও বহিয়া বিফল বাসনা।
চিরদিন আছ দূরে, অজানার মতো নিভৃত অচেনা পুরে
কাছে আস তবু আস না,
বহিয়া বিফল বাসনা॥
পারি না তোমায় বুঝিতে—
ভিতরে কারে কি পেয়েছ, বাহিরে চাহ না খুঁজিতে।
না-বলা তোমার বেদনা যত
বিরহপ্রদীপে শিখারই মতো
নয়নে তোমার উঠিছে জ্বলিয়া
নীরব কী সম্ভাষণা॥

১৬

আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ॥

রজনীগন্ধা অগোচরে
যেমন রজনী স্বপনে ভরে সৌরভে,
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই, মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান ॥
বিদায় নেবার সময় এবার হল—
প্রসন্ন মুখ তোলো, মুখ তোলো, মুখ তোলো ;
মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া যাব প্রাণ চরণে।
যারে জান নাই, যারে জান নাই, যারে জান নাই
তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান ॥

১৭

জানি জানি, তুমি এসেছ এ পথে মনের ভুলে।
তাই হোক তবে, তাই হোক, দ্বার দিলেম খুলে ॥
এসেছ তুমি তো বিনা আভরণে, মুখর নূপুর বাজে না চরণে,
তাই হোক তবে, তাই হোক, এসো সহজ মনে ॥
ঐ তো মালতী ঝরে পড়ে যায় মোর আঙিনায়,
শিথিল কবরী সাজাতে তোমার লও-না তুলে।
কোনো আয়োজন নাই একেবারে, সুর বাঁধা নাই এ বীণার তারে,
তাই হোক তবে, এসো হৃদয়ের মৌনপারে ॥
ঝরঝর বারি ঝরে বন-মাঝে, আমারই মনের সুর ঐ বাজে,
উতলা হাওয়ার তালে তালে মন উঠিছে দুলে—

১৮

হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে তব নিশ্বাসপরশনে,
এসেছ অদেখা বন্ধু দক্ষিণসমীরণে ॥
কেন বঞ্চনা কর মোরে, কেন বাঁধ অদৃশ্য ডোরে—
দেখা দাও, দেখা দাও দেহ মন ভ'রে মম নিকুঞ্জবনে ॥

দেখা দাও চম্পকে রঙ্গনে, দেখা দাও কিংশুকে কাঞ্চনে।
কেন শুধু বাঁশরীর সুরে ভুলায়ে লয়ে যাও দূরে,
যৌবন-উৎসবে ধরা দাও দৃষ্টির বন্ধনে॥

১৯

যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম।
কে-যে আমায় কাঁদায় আমি কী জানি তার নাম॥
কোথায়-যে হাত বাড়াই মিছে, ফিরি আমি কাহার পিছে—
সব যেন মোর বিকিয়েছে, পাই নি তাহার দাম॥
এই বেদনার ধন সে কোথায় ভাবি জনম ধ'রে।
ভুবন ভরে আছে যেন, পাই নে জীবন ভরে।
সুখ যারে কয় সকল জনে বাজাই তারে ক্ষণে ক্ষণে—
গভীর সুরে 'চাই নে, চাই নে' বাজে অবিশ্রাম॥

২০

আমি যে আর সইতে পারি নে।
সুরে বাজে মনের মাঝে গো, কথা দিয়ে কইতে পারি নে॥
হৃদয়লতা নুয়ে পড়ে ব্যথাভরা ফুলের ভরে গো,
আমি সে আর বইতে পারি নে॥
আজি আমার নিবিড় অন্তরে
কী হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো পুলক-লাগা আকুল মর্মরে।
কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো,
ঘরে যে আর রইতে পারি নে॥

২১

আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়
মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে।
সেথায় কখন অগম গোপন গহন মায়ায়
পথ হারাইল ও যে॥

আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবেরে—
নিভৃত বাণীর সন্ধান নাই যে রে ;
অজানার মাঝে অবুঝের মতো ফেরে
অশ্রুধারায় মজে ॥
আমার হৃদয়ে যে কথা লুকানো তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে ?
দুয়ারে এঁকেছি রক্ত রেখায় পদ্ম-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে ?
তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে
বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে—
বাঁশি কী আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে
সে কি কেহ নাহি বোঝে ॥

২২

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা, প্রিয়ে ;
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়, তুমি আছ আমি আছি
উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গম পথ-মাঝে
দুর্দম বেগে দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব—
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব, তুমি আছ আমি আছি ॥
দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোঁহারে দেখেছি দোঁহে ;
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।

ছুটি নি মোহন মরীচিকা-পিছে-পিছে,
ভুলাই নি মন সত্যেরে করি মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী, প্রেয়সী, হোক মহীয়সী. তুমি আছ আমি আছি ॥

২৩

আরো কিছুখন নাহয় বসিয়ো পাশে,
আরো যদি কিছু কথা থাকে তাই বলো।
শরৎ-আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে,
বাষ্প-আভাসে দিগন্ত ছলোছলো ॥
জানি তুমি কিছু চেয়েছিলে দেখিবারে,
তাই তো প্রভাতে এসেছিলে মোর দ্বারে,
দিন না ফুরাতে দেখিতে পেলে কি তারে
হে পথিক, বলো বলো—
সে মোর অগম অন্তরপারাবারে
রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো ॥
দ্বিধাভরে আজো প্রবেশ কর নি ঘরে,
বাহির আঙনে করিলে সুরের খেলা।
জানি না কী নিয়ে যাবে যে দেশান্তরে,
হে অতিথি, আজি শেষ বিদায়ের বেলা।
প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে
যে গভীর বাণী শুনিবারে কাছে এলে
কোনোখানে কিছু ইশারা কি তার পেলে
হে পথিক, বলো বলো—
সে বাণী আপন গোপন প্রদীপ জ্বেলে
রক্ত আগুনে প্রাণে মোর জ্বলো জ্বলো ॥

২৪

এখনো কেন সময় নাহি হল, নাম-না-জানা অতিথি—
আঘাত হানিলে না দুয়ারে, কহিলে না 'দ্বার খোলো'।

হাজার লোকের মাঝে রয়েছি একেলা যে;
এসো আমার হঠাৎ-আলো, পরান চমকি তোলো॥
আঁধার বাধা আমার ঘরে, জানি না কাঁদি কাহার তরে।
চরণসেবার সাধনা আনো, সকল দেবার বেদনা আনো—
নবীন প্রাণের জাগরমন্ত্র কানে আমার বোলো॥

২৫

আজি গোধূলিলগনে এই বাদলগগনে
তার চরণধ্বনি আমি হৃদয়ে গনি—
'সে আসিবে' আমার মন বলে সারাবেলা।
অকারণ পুলকে আঁখি ভাসে জলে॥
অধীর পবনে তার উত্তরীয় দূরের পরশন দিল কি ও—
রজনীগন্ধার পরিমলে 'সে আসিবে' আমার মন বলে॥
উতলা হয়েছে মালতীর লতা, ফুরালো না তাহার মনের কথা।
বনে বনে আজি এ কী কানাকানি, কিসের বারতা ওরা পেয়েছে না জানি,
কাঁপন লাগে দিগঙ্গনার বুকের আঁচলে— 'সে আসিবে' আমার মন বলে॥

২৬

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা
তব নব প্রভাতের নবীন শিশির-ঢালা॥
শরমে-জড়িত কত-না গোলাপ, কত-না গরবি করবী,
কত-না কুসুম ফুটেছে তোমার মালঞ্চ করি আলা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা॥
অমল শরত-শীতল-সমীর বহিছে তোমার কেশে,
কিশোর অরুণ-কিরণ তোমার অধরে পড়েছে এসে।
অঞ্চল হতে বনপথে ফুল যেতেছে পড়িয়া ঝরিয়া—
অনেক কুন্দ অনেক শেফালি ভরেছে তোমার ডালা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা॥

২৭

ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি,
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।
দুখানি আঁখির পাতে কী রেখেছ ঢাকি,
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস॥
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী—
আঁখিতারকার দেশে করিবারে বাস।
ওই গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি—
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস॥

২৮

কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে, মোহন, মনোমোহন,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান॥
চাহিলে মুখ-পানে, কী গাহিলে নীরবে,
কিসে মোহিলে মন প্রাণ,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান॥
আমি শুনি দিবারজনী তারি ধ্বনি, তারি প্রতিধ্বনি।
তুমি কেমনে মরম পরশিলে মম,
কোথা হতে প্রাণ কেড়ে আন,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান॥

২৯

ওগো শোনো কে বাজায়।
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়॥
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।

কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।
যমুনারই কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ—
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়॥

৩০

বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে;
মন-যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে॥
তোমারে হৃদয়ে ক'রে আছি নিশিদিন ধ'রে;
চেয়ে থাকি আঁখি ভ'রে মুখের পানে॥
বড়ো আশা, বড়ো তৃষা, বড়ো আকিঞ্চন তোমারই লাগি।
বড়ো সুখে, বড়ো দুখে, বড়ো অনুরাগে রয়েছি জাগি।
এ জন্মের মতো আর হয়ে গেছে যা হবার,
ভেসে গেছে মন প্রাণ মরণ-টানে॥

৩১

আমার মন মানে না— দিনরজনী।
আমি কী কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া পুলক রাখিতে নারি।
ওগো কী ভাবিয়া মনে এ দুটি নয়নে উথলে নয়নবারি—
ওগো সজনি।
সে সুধাবচন, সে সুখপরশ, অঙ্গে বাজিছে বাঁশি।
তাই শুনিয়া শুনিয়া আপনার মনে হৃদয় হয় উদাসি—
কেন না জানি॥
ওগো বাতাসে কী কথা ভেসে চলে আসে, আকাশে কী মুখ জাগে।
ওগো বনমর্মরে নদীনির্ঝরে কী মধুর সুর লাগে।
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো জড়ায়ে ধরিছে গলে—
আমি এ কথা, এ ব্যথা, সুখ-ব্যাকুলতা কাহার চরণতলে
দিব নিছনি॥

৩২

মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।
ভেবেছিলেম ঘরে রব, কোথাও যাব না—
ঐ-যে বাহিরে বাজিল বাঁশি, বলো কী করি॥
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনাতীরে
সাঁঝের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে,
ওগো তোরা জানিস যদি পথ বলে দে॥
দেখি গে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আসি, তোমার বাঁশি
আমার প্রাণে বেজেছে॥

৩৩

এবার উজাড় করে লও হে আমার যা কিছু সম্বল।
ফিরে চাও, ফিরে চাও, ফিরে চাও, ওগো চঞ্চল॥
চৈত্ররাতের বেলায় নাহয় এক প্রহরের খেলায়
আমার স্বপনস্বরূপিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল॥
যদি এই ছিল গো মনে,
যদি পরম দিনের স্মরণ ঘুচাও চরম অযতনে,
তবে ভাঙা খেলার ঘরে নাহয় দাঁড়াও ক্ষণেক-তরে—
তবে সেথা ধুলায় ধুলায় ছড়াও হেলায় ছিন্ন ফুলের দল।

৩৪

সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে।
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে॥
যদি শুধায় কে দিল, কোন্ ফুলকাননে,
মোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে॥

সখী, সে আসি ধূলায় বসে যে-তরুর তলে
সেথা আসন বিছায়ে রাখিস বকুলদলে।
সে-যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে—
যেন কী বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে॥

৩৫

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমানিশীথিনী-সম॥
মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী-সম॥
জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি,
তব অঞ্চলছায়া মোরে রহিবে ঢাকি।
মম দুঃখবেদন মম সফল স্বপন
তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী-সম॥

৩৬

তোমার গোপন কথাটি, সখী, রেখো না মনে।
শুধু আমায়, বোলো আমায় গোপনে॥
ওগো ধীরমধুরহাসিনী, বোলো ধীরমধুর ভাষে—
আমি কানে না শুনিব গো, শুনিব প্রাণের শ্রবণে॥
যবে গভীর যামিনী, যবে নীরব মেদিনী,
যবে সুপ্তিমগন বিহগনীড় কুসুমকাননে,
বোলো অশ্রুজড়িত কণ্ঠে, বোলো কম্পিত স্মিত হাসে—
বোলো মধুর-বেদন-বিধুর হৃদয়ে শরমনমিত নয়নে॥

৩৭

এসো আমার ঘরে।
বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে॥
স্বপনদুয়ার খুলে এসো অরুণ-আলোকে
মুগ্ধ এ চোখে।

ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে
এসো আমার ঘরে ॥
দুঃখসুখের দোলে এসো, প্রাণের হিল্লোলে এসো।
ছিলে আশার অরূপ বাণী ফাগুনবাতাসে
বনের আকুল নিশ্বাসে—
এবার ফুলের প্রফুল্ল রূপ এসো বুকের 'পরে ॥

৩৮

ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন
তেমনি উঠে এসো এসো।
শমীশাখার বক্ষ হতে যেমন জ্বলে অগ্নি
তেমনি তুমি এসো এসো।
ঈশানকোণে কালো মেঘের নিষেধ বিদারি
যেমন আসে সহসা বিদ্যুৎ
তেমনি তুমি চমক হানি এসো হৃদয়তলে—
এসো তুমি, এসো তুমি, এসো এসো ॥
আঁধার যবে পাঠায় ডাক মৌন ইশারায়
যেমন আসে কালপুরুষ সন্ধ্যাকাশে
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো।
সুদূর হিমগিরির শিখরে
মন্ত্র যবে প্রেরণ করে তাপস বৈশাখ
প্রখর তাপে কঠিন ঘন তুষার গলায়ে,
বন্যাধারা যেমন নেমে আসে,
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো ॥

৩৯

মম রুদ্ধ মুকুলদলে এসো সৌরভ-অমৃতে,
মম অখ্যাত তিমিরতলে এসো গৌরবনিশীথে ॥
এই মূল্যহারা মম শুক্তি, এসো মুক্তাকণায় তুমি মুক্তি—
মম মৌনী বীণার তারে তারে এসো সংগীতে ॥

নব অরুণের এসো আহ্বান,
চিররজনীর হোক অবসান— এসো।
এসো শুভস্মিত শুকতারায়, এসো শিশির-অশ্রুধারায়,
সিন্দূর পরাও উষারে তব রশ্মিতে ॥

৪০

এসো এসো পুরুষোত্তম, এসো এসো বীর মম।
তোমার পথ চেয়ে আছে প্রদীপ জ্বালা।
আজি পরাবে বীরাঙ্গনার হাতে
দৃপ্ত ললাটে, সখা, বীরের বরণমালা ॥
ছিন্ন ক'রে দিবে সে তার শক্তির অভিমান,
তোমার চরণে করিবে দান আত্মনিবেদনের ডালা—
চরণে করিবে দান।
আজ পরাবে বীরাঙ্গনা তোমার দৃপ্ত ললাটে, সখা,
বীরের বরণমালা।

৪১

আমার নিশীথ রাতের বাদলধারা এসো হে গোপনে
আমার স্বপনলোকে দিশাহারা ॥
ওগো অন্ধকারের অন্তরধন দাও ঢেকে মোর পরান মন—
আমি চাই নে তপন, চাই নে তারা ॥
যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে নিয়ো গো, নিয়ো গো,
আমার ঘুম নিয়ো গো হরণ করে।
আমার একলা ঘরে চুপে চুপে এসো কেবল সুরের রূপে—
দিয়ো গো, দিয়ো গো,
আমার চোখের জলের দিয়ো সাড়া ॥

৪২

একলা ব'সে, হেরো, তোমার ছবি এঁকেছি আজ বসন্তী রঙ দিয়া।
খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী মৌমাছি ঐ গুঞ্জরে বন্দিয়া ॥

সম্মুখ-পানে বালুতটের তলে শীর্ণ নদী শ্রান্তধারায় চলে,
বেণুচ্ছায়া তোমার চেলাঞ্চলে উঠিছে স্পন্দিয়া॥
মগ্ন তোমার স্নিগ্ধ নয়ন দুটি ছায়ায় ছন্ন অরণ্য-অঙ্গনে
প্রজাপতির দল যেখানে জুটি রঙ ছড়ালো প্রফুল্ল রঙ্গনে।
তপ্ত হাওয়ায় শিথিলমঞ্জরী গোলকচাঁপা একটি দুটি করি
পায়ের কাছে পড়ছে ঝরি ঝরি তোমারে নন্দিয়া॥
ঘাটের ধারে কম্পিত ঝাউশাখে দোয়েল দোলে সংগীতে চঞ্চলি,
আকাশ ঢালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে তোমার কোলে সুবর্ণ অঞ্জলি।
বনের পথে কে যায় চলি দূরে— বাঁশির ব্যথা পিছন-ফেরা সুরে
তোমায় ঘিরে হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে ফিরিছে ক্রন্দিয়া॥

৪৩

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুমচয়নে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে॥
দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে কে দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে
নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোকে মোদের মিলিত নয়নে॥
বাহির-আকাশে মেঘ ঘিরে আসে, এল সব তারা ঢাকিতে।
হারানো সে আলো আসন বিছালো শুধু দুজনের আঁখিতে।
ভাষাহারা মম বিজন রোদনা প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা,
চিরজীবনেরই বাণীর বেদনা মিটিল দোঁহার নয়নে॥

৪৪

দে পড়ে দে আমায় তোরা কী কথা আজ লিখেছে সে।
তার দূরের বাণীর পরশমানিক লাগুক আমার প্রাণে এসে॥
শস্যখেতের গন্ধখানি একলা ঘরে দিক সে আনি,
ক্লান্তগমন পান্থ হাওয়া লাগুক আমার মুক্তকেশে॥
নীল আকাশের সুরটি নিয়ে বাজাক আমার বিজন মনে,
ধূসর পথের উদাস বরন মেলুক আমার বাতায়নে।
সূর্য ডোবার রাঙা বেলায় ছড়াব প্রাণ রঙের খেলায়,
আপন-মনে চোখের কোণে অশ্রু-আভাস উঠবে ভেসে॥

৪৫

রাতে রাতে আলোর শিখা রাখি জ্বেলে
ঘরের কোণে আসন মেলে।
বুঝি সময় হল এবার আমার প্রদীপ নিবিয়ে দেবার—
পূর্ণিমাচাঁদ, তুমি এলে॥
এতদিন সে ছিল তোমার পথের পাশে
তোমার দরশনের আশে।
আজ তারে যেই পরশিবে যাক সে নিবে, যাক সে নিবে—
যা আছে সব দিক সে ঢেলে॥

৪৬

অনেক কথা বলেছিলেম কবে তোমার কানে কানে
কত নিশীথ-অন্ধকারে, কত গোপন গানে গানে।
সে কি তোমার মনে আছে তাই শুধাতে এলেম কাছে—
রাতের বুকের মাঝে তারা মিলিয়ে আছে সকল খানে॥
ঘুম ভেঙে তাই শুনি যবে দীপ-নেভা মোর বাতায়নে
স্বপ্নে-পাওয়া বাদলহাওয়া ছুটে আসে ক্ষণে ক্ষণে—
বৃষ্টিধারার ঝরঝরে ঝাউবাগানের মরমরে
ভিজে মাটির গন্ধে হঠাৎ সেই কথা সব মনে আনে॥

৪৭

জানি তোমার অজানা নাহি গো কী আছে আমার মনে।
আমি গোপন করিতে চাহি গো, ধরা পড়ে দুনয়নে।
কী বলিতে পাছে কী বলি
তাই দূরে চলে যাই কেবলই,
পথপাশে দিন বাহি গো—
তুমি দেখে যাও আঁখিকোণে কী আছে আমার মনে।
চির নিশীথতিমিরগহনে আছে মোর পূজাবেদী—
তুমি চকিত হাসির দহনে সে তিমির দাও ভেদি।

বিজন দিবস-রাতিয়া
কাটে ধেয়ানের মালা গাঁথিয়া,
আনমনে গান গাহি গো—
তুমি শুনে যাও খনে খনে কী আছে আমার মনে ॥

৪৮

পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোণে অলস অন্যমনে
আপনারে আমি দিতে আসি যেই জেনো জেনো সেই শুভ নিমেষেই
জীর্ণ কিছুই নেই কিছু নেই, ফেলে দেই পুরাতনে ॥
আপনারে দেয় ঝরনা আপন ত্যাগরসে উচ্ছলি—
লহরে লহরে নূতন নূতন অর্ঘ্যের অঞ্জলি।
মাধবীকুঞ্জ বার বার করি বনলক্ষ্মীর ডালা দেয় ভরি—
বারবার তার দানমঞ্জরী নব নব ক্ষণে ক্ষণে ॥
তোমার প্রেমে যে লেগেছে আমায় চিরনূতনের সুর।
সব কাজে মোর সব ভাবনায় জাগে চিরসুমধুর।
মোর দানে নেই দীনতার লেশ, যত নেবে তুমি নাহি পাবে শেষ—
আমার দিনের সকল নিমেষ ভরা অশেষের ধনে ॥

৪৯

আমার যদিই বেলা যায় গো বয়ে, জেনো জেনো,
আমার মন রয়েছে তোমায় লয়ে।
পথের ধারে আসন পাতি, তোমায় দেবার মালা গাঁথি—
জেনো জেনো, তাইতে আছি মগন হয়ে ॥
চলে গেল যাত্রী সবে
নানান পথে কলরবে।
আমার চলা এমনি করে আপন হাতে সাজি ভরে—
জেনো জেনো, আপন মনে গোপন রয়ে ॥

৫০

চপল তব নবীন আঁখি দুটি
সহসা যত বাঁধন হতে আমারে দিল ছুটি।
হৃদয় মম আকাশে গেল খুলি,
সুদূর বনগন্ধ আসি করিল কোলাকুলি।
ঘাসের ছোঁওয়া নিভৃত তরুছায়ে
চুপিচুপি কী করুণ কথা কহিল সারা গায়ে।
আমের বোল, ঝাউয়ের দোল, ঢেউয়ের লুটোপুটি—
বুকের কাছে সবাই এল জুটি।

৫১

জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠো জয়রথে তব।
মোরা জয়মালা গেঁথে আশা চেয়ে বসে রব॥
আঁচল বিছায়ে রাখি পথধুলা দিব ঢাকি;
ফিরে এলে হে বিজয়ী, হৃদয়ে বরিয়া লব॥
আঁকিয়ো হাসির রেখা সজল আঁখির কোণে;
নব বসন্তশোভা এনো এ কুঞ্জবনে।
সোনার প্রদীপে জ্বালো আঁধার ঘরের আলো,
পরাও রাতের ভালে চাঁদের তিলক নব॥

৫২

বিজয়মালা এনো আমার লাগি।
দীর্ঘরাত্রি রইব আমি জাগি॥
চরণ যখন পড়বে তোমার মরণকূলে
বুকের মধ্যে উঠবে আমার পরান দুলে,
সব যদি যায় হব তোমার সর্বনাশের ভাগী॥

৫৩

আন্‌মনা, আন্‌মনা,

তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আনব না।

বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুঝবে কবে,

তোমারো মন জানব না,

আন্‌মনা, আন্‌মনা॥

লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌনমধুর সাঁঝে,

নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে,

দেব তোমায় শান্ত সুরের সান্ত্বনা॥

ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে

মন্দ মৃদুল তানে,

ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে

অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।

একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে

প্রান্তে বসে একমনে

এঁকে যাব আমার গানের আল্‌পনা,

আন্‌মনা, আন্‌মনা॥

৫৪

ওলো সই, ওলো সই,

আমার ইচ্ছা করে তোদের মতো মনের কথা কই॥

ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি কোণে বসে কানাকানি,

কভু হেসে কভু কেঁদে চেয়ে বসে রই॥

ওলো সই, ওলো সই,

তোদের আছে মনের কথা, আমার আছে কই।

আমি কী বলিব, কার কথা, কোন্ সুখ, কোন্ ব্যথা

নাই কথা, তবু সাধ, শত কথা কই॥

ওলো সই, ওলো সই,

তোদের এত কী বলিবার আছে, ভেবে অবাক হই।

আমি একা বসি সন্ধ্যা হলে, আপনি ভাসি নয়নজলে,
কারণ কেহ শুধাইলে নীরব হয়ে রই ॥

৫৫

হৃদয়ের এ কূল, ও কূল, দু কূল ভেসে যায়, হায় সজনি,
উথলে নয়নবারি।
যে-দিকে চেয়ে দেখি ওগো সখী,
কিছু আর চিনিতে না পারি ॥
পরানে পড়িয়াছে টান, ভরা নদীতে আসে বান,
আজিকে কী ঘোর তুফান সজনি গো,
বাঁধ আর বাঁধিতে নারি ॥
কেন এমন হল গো, আমার এই নব যৌবনে।
সহসা কী বহিল কোথাকার কোন্ পবনে।
হৃদয় আপনি উদাস, মরমে কিসের হুতাশ—
জানি না কী বাসনা, কী বেদনা গো—
আপনা কেমনে নিবারি ॥

৫৬

না বলে যেয়ো না চলে, মিনতি করি,
গোপনে জীবন মন লইয়া হরি।
সারানিশি জেগে থাকি, ঘুমে ঢুলে পড়ে আঁখি—
ঘুমালে হারাই পাছে সে-ভয়ে মরি ॥
চকিতে চমকি, বঁধু, তোমায় খুঁজি;
থেকে থেকে মনে হয়, স্বপন বুঝি।
নিশিদিন চাহে হিয়া পরান পসারি দিয়া
অধীর চরণ তব বাঁধিয়া ধরি ॥

৫৭

আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া ধরণীতে ;
এখন চল্ রে ঘাটে, কলসখানি ভরে নিতে ॥
জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যাগগন আকুল করে ;
ওরে ডাকে আমায় পথের 'পরে সেই ধ্বনিতে ॥
এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা যাওয়া ;
ওরে প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ, উতল হাওয়া ।
জানি নে আর ফিরব কিনা, কার সাথে আজ হবে চিনা—
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে ॥

৫৮

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ো হে নিয়ো ।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা, পিয়ো হে পিয়ো ॥
ভরা সে পাত্র তারে বুকে ক'রে বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধ'রে ;
লও তুলে লও আজি নিশিভোরে, প্রিয় হে প্রিয় ॥
বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন হল ।
করুণ তোমার অরুণ অধরে তোলো হে তোলো ।
এ রসে মিশাক তব নিশ্বাস নবীন উষার পুষ্পসুবাস—
এরি 'পরে তব আঁখির আভাস দিয়ো হে দিয়ো ॥

৫৯

আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী ।
তুমি থাক সিন্ধুপারে, ওগো বিদেশিনী ॥
তোমায় দেখেছি শারদপ্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবীরাতে ;
তোমায় দেখেছি হৃদি-মাঝারে, ওগো বিদেশিনী ॥
আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি শুনেছি তোমারি গান ;
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ, ওগো বিদেশিনী ।
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে, আমি এসেছি নূতন দেশে ;
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী ॥

৬০

যা ছিল কালো-ধলো তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।
যেমন রাঙাবরন তোমার চরণ তার সনে আর ভেদ না র'ল ॥
রাঙা হল বসন-ভূষণ, রাঙা হল শয়ন-স্বপন—
মন হল কেমন দেখ্‌ রে, যেমন রাঙা কমল টলমল ॥

৬১

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা, প্রিয় আমার, ওগো প্রিয়—
বড়ো উতলা আজ পরান আমার, খেলাতে হার মানবে কি ও।
কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে।
তুমি সাধ করে, নাথ, ধরা দিয়ে আমারো রঙ বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু রাঙাবে ঐ উত্তরীয় ॥

৬২

আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে-জন ভাসায় ॥
যে-জন দেয় না দেখা যায় যে দেখে, ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায় ॥

৬৩

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব;
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাব।
ভরাব না ভূষণভারে, সাজাব না ফুলের হারে;
সোহাগ আমার মালা ক'রে গলায় তোমার দোলাব ॥
জানবে না কেউ কোন্‌ তুফানে তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে;
চাঁদের মতন অলখ টানে জোয়ারে ঢেউ তোলাব ॥

৬৪

আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী।
আমি সকল দাগে হব দাগি ॥

তোমার　পথের কাঁটা করব চয়ন ;　　যেথা তোমার ধুলার শয়ন
সেথা আঁচল পাতব আমার, তোমার রাগে অনুরাগী ॥
আমি　শুচি-আসন টেনে টেনে　বেড়াব না বিধান মেনে ;
যে-পঙ্কে ঐ চরণ পড়ে তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি ॥

৬৫

আমার　নয়ন তোমার নয়নতলে মনের কথা খোঁজে ;
*সেথায়　কালো ছায়ার মায়ার ঘোরে পথ হারালো ও-যে।
নীরব দিঠে শুধায় যত　　পায় না সাড়া মনের মতো ;
অবুঝ হয়ে রয় সে চেয়ে অশ্রুধারায় ম'জে ॥
তুমি　আমার কথার আভাখানি পেয়েছ কি মনে।
এই যে আমি মালা আনি তার বাণী কেউ শোনে ?
পথ দিয়ে যাই, যেতে যেতে　হাওয়ায় ব্যথা দিই-যে পেতে ;
বাঁশি বিছায় বিষাদ-ছায়া,　তার ভাষা কেউ বোঝে ?

৬৬

ফুল তুলিতে ভুল করেছি প্রেমের সাধনে।
বঁধু, তোমায় বাঁধব কিসে মধুর বাঁধনে ॥
ভোলাব না মায়ার ছলে,　রইব তোমার চরণতলে ;
মোহের ছায়া ফেলব না মোর হাসি-কাঁদনে ॥
রইল শুধু বেদনভরা আশা,　রইল শুধু প্রাণের নীরব ভাষা।
নিরাভরণ যদি থাকি　চোখের কোণে চাইবে না কি—
যদি আঁখি নাই-বা ভোলাই রঙের ধাঁদনে ॥

৬৭

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো ॥
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে　ডাক পড়েছে কোথায় তারে—
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো ॥

নীল গগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন মেলেছে আজ পাখা।
পারিজাতের কেশর নিয়ে ধরায়, শশী, ছড়াও কী এ।
ইন্দ্রপুরীর কোন রমণী বাসরপ্রদীপ জ্বাল॥

৬৮

তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে
আমায় শুধু ক্ষণেক-তরে।
আজি হাতে আমার যা কিছু কাজ আছে
আমি সাঙ্গ করব পরে॥
না চাহিলে তোমার মুখ-পানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে;
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত
ফিরি কূলহারা সাগরে॥
বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে
এল আমার বাতায়নে।
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে,
ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে।
আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবন-সমর্পণের গান
গাব নীরব অবসরে॥

৬৯

ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্য দৃষ্টি
আমার সত্যরূপ প্রথম করেছ সৃষ্টি॥
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
তোমায় প্রণাম শতবার॥

আমি তরুণ অরুণলেখা,
আমি বিমল জ্যোতির রেখা,
আমি নবীন শ্যামল মেঘে
প্রথম প্রসাদবৃষ্টি।
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
তোমায় প্রণাম শতবার॥

৭০

হে নবীনা,
প্রতিদিনের পথের ধুলায় যায় না চিনা॥
শুনি বাণী ভাসে বসন্তবাতাসে,
প্রথম জাগরণে দেখি সোনার মেঘে লীনা॥
স্বপনে দাও ধরা কী কৌতুকে ভরা
কোন্ অলকার ফুলে মালা সাজাও চুলে,
কোন্ অজানা সুরে বিজনে বাজাও বীণা॥

৭১

ওগো শান্ত পাষাণমুরতি সুন্দরী,
চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লও বরি॥
কুঞ্জবনে এসো একা, নয়নে অশ্রু দিক দেখা,—
অরুণরাগে হোক রঞ্জিত বিকশিত বেদনার মঞ্জরী॥

৭২

তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে—
আমার মনের বনের ফুলের রাঙা রাগে॥
যেন আমার গানের তানে
তোমায় ভূষণ পরাই কানে,
যেন রক্তমণির হার গেঁথে দিই প্রাণের অনুরাগে॥

৭৩

অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন একটুখানি পাওয়া,
সেইটুকুতেই জাগায় দখিন হাওয়া।
দিনের পরে দিন চলে যায় যেন তারা পথের স্রোতেই ভাসা,
বাহির হতেই তাদের যাওয়া আসা;
কখন্ আসে একটি সকাল সে যেন মোর ঘরেই বাঁধে বাসা,
সে যেন মোর চিরদিনের চাওয়া॥
হারিয়ে-যাওয়া আলোর মাঝে কণা কণা কুড়িয়ে পেলেম যারে
রইল গাঁথা মোর জীবনের হারে;
সেই-যে আমার জোড়া-দেওয়া ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা
সেই নিয়ে আজ সাজাই আমার থালা—
এক পলকের পুলক যত, এক নিমেষের প্রদীপখানি জ্বালা,
একতারাতে আধখানা গান গাওয়া॥

৭৪

দিনশেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে।
সংগোপনে ফুটবে প্রেমের মঞ্জরীতে॥
মন্দবায়ে অন্ধকারে দুলবে তোমার পথের ধারে,
গন্ধ তাহার লাগবে তোমার আগমনীতে—
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে।
রাত যেন না বৃথা কাটে, প্রিয়তম হে—
এসো এসো প্রাণে মম, গানে মম হে।
এসো নিবিড় মিলনক্ষণে রজনীগন্ধার কাননে,
স্বপন হয়ে এসো আমার নিশীথিনীতে—
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে॥

৭৫

আছ আকাশ-পানে তুলে মাথা;
কোলে আধেকখানি মালা গাঁথা॥

ফাগুনবেলায় বহে আনে আলোর কথা ছায়ার কানে,
তোমার মনে তারি সনে ভাবনা যত ফেরে যা-তা ॥
কাছে থেকে রইলে দূরে,
কান্না মিলায় গানের সুরে।
হারিয়ে-যাওয়া হৃদয় তব মূর্তি ধরে নব নব—
পিয়ালবনে উড়ালো চুল, বকুলবনে আঁচল পাতা ॥

৭৬

না, না গো না,
কোরো না ভাবনা—
যদি বা নিশি যায় যাব না, যাব না ॥
যখনি চলে যাই আসিব ব'লে যাই ;
আলোছায়ার পথে করি আনাগোনা ॥
দোলাতে দোলে মন মিলনে বিরহে।
বারে বারেই জানি, তুমি তো চির হে।
ক্ষণিক আড়ালে বারেক দাঁড়ালে
মরি ভয়ে ভয়ে, পাব কি পাব না ॥

৭৭

চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা
ওগো ললিতা ॥
যদি বিজনে দিন বহে যায়, খর তপনে ঝরে পড়ে হায়,
অনাদরে হবে ধূলিদলিতা
ওগো ললিতা ॥
তোমার লাগিয়া আছি পথ চাহি ; বুঝি বেলা আর নাহি নাহি।
বনছায়াতে তারে দেখা দাও ; করুণ হাতে তুলে নিয়ে যাও—
কণ্ঠহারে করো সংকলিতা
ওগো ললিতা ॥

৭৮

নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি।
আমার মন কয়, চিনি চিনি॥
গন্ধ রেখে যায় মধুবায়ে মাধবীবিতানের ছায়ে ছায়ে,
ধরণী শিহরায় পায়ে পায়ে, কলসে কঙ্কণে কিনিকিনি॥
পারুল শুধাইল, কে তুমি গো, অজানা কাননের মায়ামৃগ।
কামিনী ফুলকুল বরষিছে, পবন এলোচুল পরশিছে,
আঁধারে তারাগুলি হরষিছে, ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনিঝিনি॥

৭৯

আরো একটু বসো তুমি, আরো একটু বলো,
পথিক কেন অথির হেন, নয়ন ছলছল।
আমার কী যে শুনতে এলে তার কিছু কি আভাস পেলে—
নীরব কথা বুকে আমার করে টলমল॥
যখন থাক দূরে
আমার মনের গোপন বাণী বাজে গভীর সুরে।
কাছে এলে, তোমার আঁখি সকল কথা দেয় যে ঢাকি—
সে-যে মৌন প্রাণের রাতে তারা জ্বলজ্বল॥

৮০

বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি তোমারি দ্বারে;
পথিকেরে লহো ডাকি তব মন্দিরের একধারে॥
বনপথ হতে, সুন্দরী, এনেছি মল্লিকামঞ্জরী;
তুমি লবে নিজ বেণীবন্ধে; মনে রেখেছি এ দুরাশারে॥
কোনো কথা নাহি ব'লে ধীরে ধীরে ফিরে যাব চলে।
ঝিল্লিঝংকৃত নিশীথে পথে যেতে বাঁশরিতে
শেষ গান পাঠাব তোমা-পানে শেষ উপহারে॥

৮১

মেঘছায়ে সজল বায়ে মন আমার
উতলা করে সারাবেলা কার লুপ্ত হাসি, সুপ্ত বেদনা হায় রে।
কোন্ বসন্তের নিশীথে যে বকুলমালাখানি পরালে
তার দলগুলি গেছে ঝরে, শুধু গন্ধ ভাসে প্রাণে॥
জানি, ফিরিবে না আর ফিরিবে না, পথ তব গেছে সুদূরে।
পারিলে না তবু পারিলে না চিরশূন্য করিতে এ ভুবন—
তুমি নিয়ে গেছ মোর বাঁশিখানি, দিয়ে গেছ তোমার গান॥

৮২

গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।
আমার যা কথা ছিল হয়ে গেল সারা॥
হয়তো সে তুমি শোন নাই, সহজে বিদায় দিলে তাই;
আকাশ মুখর ছিল যে তখন, ঝরঝর বারিধারা॥
চেয়েছিনু যবে, মুখে তোলো নাই আঁখি;
আঁধারে নীরব ব্যথা দিয়েছিল ঢাকি।
আর কি কখনো কবে এমন সন্ধ্যা হবে—
জনমের মতো হায় হয়ে গেল হারা॥

৮৩

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি—
হায়, বুঝি তার খবর পেলে না।
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কি—
হায়, বুঝি তার নাগাল মেলে না॥
প্রেমের বাদল নামল, তুমি জানো না হায় তাও কি।
মেঘের ডাকে তোমার মনের ময়ূরকে নাচাও কি।

আমি সেতারেতে তার বেঁধেছি, আমি সুরলোকের সুর সেধেছি,
তারি তানে তানে মনে প্রাণে মিলিয়ে গলা গাও কি—
হায়, আসরেতে বুঝি এলে না।
ডাক উঠেছে বারে বারে, তুমি সাড়া দাও কি।
আজ ঝুলনদিনে দোলন লাগে, তোমার পরান হেলে না॥

৮৪

তোমার মনের একটি কথা আমায় বলো।
তোমার নয়ন কেন এমন ছলছল॥
বনের 'পরে বৃষ্টি ঝরে ঝরঝর রবে।
সন্ধ্যা মুখরিত ঝিল্লিরবে নীপকুঞ্জতলে।
শালের বীথিকায় বারি বহে যায় কলকল॥
আজি দিগন্তসীমা
বৃষ্টি-আড়ালে হারালো নীলিমা—
ছায়া পড়ে তব মুখের 'পরে;
ছায়া ঘনায় তব মনে মনে, ক্ষণে ক্ষণে,
অশ্রুমন্থর বাতাসে বাতাসে তোমার হৃদয় টলটল॥

৮৫

উদাসিনী-বেশে বিদেশিনী কে সে. নাইবা তাহারে জানি,
রঙে রঙে লিখা আঁকি মরীচিকা মনে মনে ছবিখানি।
পুবের হাওয়ায় তরীখানি তার এই ভাঙা ঘাটে কবে হল পার
দূর নীলিমার বক্ষে তাহার উদ্ধত বেগ হানি॥
মুগ্ধ আলসে গনি একা বসে পলাতকা যত ঢেউ।
যারা চলে যায় ফেরে না তো হায় পিছু-পানে আর কেউ।
মনে জানি, কারো নাগাল পাব না— তবু যদি মোর উদাসি ভাবনা
কোনো বাসা পায় সেই দুরাশায় গাঁথি সাহানায় বাণী॥

৮৬

আমি যাব না গো অমনি চলে। মালা তোমার দেব গলে ॥
অনেক সুখে অনেক দুখে তোমার বাণী নিলেম বুকে ;
ফাগুনশেষে যাবার বেলা আমার বাণী যাব বলে ॥
কিছু হল, অনেক বাকি। ক্ষমা আমায় করবে না কি।
গান এসেছে সুর আসে নাই, হল না-যে শোনানো তাই—
সে-সুর আমার রইল ঢাকা নয়নজলে ॥

৮৭

খোলো খোলো দ্বার, রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও,
এসো দুই বাহু বাড়ায়ে ॥
কাজ হয়ে গেছে সারা, উঠেছে সন্ধ্যাতারা।
আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া
অস্তসাগর পারায়ে ॥
ভরি লয়ে ঝারি এনেছ কি বারি,
সেজেছ কি শুচি দুকূলে।
বেঁধেছ কি চুল, তুলেছ কি ফুল,
গেঁথেছ কি মালা মুকুলে।
ধেনু এল গোঠে ফিরে, পাখিরা এসেছে নীড়ে,
পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত
আঁধারে গিয়েছে হারায়ে ॥

৮৮

বাজিবে সখী, বাঁশি বাজিবে ;
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে ॥
বচন রাশি রাশি কোথা-যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজহাসি সাজিবে ॥

নয়নে আঁখিজল, করিবে ছলছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগ-রাজীবে॥

৮৯

কে বলেছে তোমায় বঁধু, এত দুঃখ সইতে।
আপনি কেন এলে বঁধু, আমার বোঝা বইতে॥
প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু, সুখের বন্ধু, দুখের বন্ধু—
তোমায় দেব না দুখ পাব না দুখ, হেরব তোমার প্রসন্ন মুখ,
আমি সুখে দুঃখে পারব বন্ধু, চিরানন্দে রইতে—
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে॥

৯০

সে আমার গোপন কথা শুনে যা, ও সখী!
ভেবে না পাই বলব কী॥
প্রাণ আমার বাঁশি শোনে নীল গগনে,
গান হয়ে যায় নিজের মনে যাহাই বকি॥
সে যেন আসবে, আমার মন বলেছে;
হাসির 'পরে তাই তো চোখের জল গলেছে।
দেখ্ লো তাই দেয় ইশারা তারায় তারা,
চাঁদ হেসে ঐ হল সারা তাহাই লখি॥

৯১

এ কী সুধারস আনে
আজি মম মনে প্রাণে।

সে-যে চিরদিবসেরই নূতন; তাহারে হেরি—
বাতাস সে-মুখ ঘেরি মাতে গুঞ্জনগানে ॥
পুরাতন বীণাখানি ফিরে পেল হারা বাণী।
নীলাকাশ শ্যামধরা পরশে তাহারই ভরা—
ধরা দিল অগোচরা নব নব সুরে তানে ॥

৯২

ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে, "না, না, না।"
যত বলি "নাই রাতি, মলিন হয়েছে বাতি"
মুখ-পানে চেয়ে বলে, "না, না, না।"
বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে
ফাগুন করিছে হা হা ফুলের বনে।
আমি যত বলি "তবে এবার-যে যেতে হবে"
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে, "না, না, না।"

৯৩

মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আয়—
তারে এগিয়ে নিয়ে আয় ॥
চোখের জলে মিশিয়ে হাসি ঢেলে দে তার পায়—
ওরে ঢেলে দে তার পায় ॥
আসছে পথে ছায়া পড়ে, আকাশ এল আঁধার করে,
শুষ্ক কুসুম পড়বে ঝরে, সময় বহে যায়—
ওরে সময় বহে যায় ॥

৯৪

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা ॥

যেথা আমি যাই নাকো তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়নজলে ঢালো গো কিরণধারা ॥
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল-কিনারা।
কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা ॥

১৫

যদি বারণ কর তবে গাহিব না।
যদি শরম লাগে, মুখে চাহিব না ॥
যদি বিরলে মালা গাঁথা সহসা পায় বাধা
তোমার ফুলবনে যাইব না ॥
যদি থমকি থেমে যাও পথমাঝে
আমি চমকি চলে যাব আন কাজে।
যদি তোমার নদীকূলে ভুলিয়া ঢেউ তুলে
আমার তরীখানি বাহিব না ॥

১৬

কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে।
ওগো ঘরে ফিরে চলো কনককলসে জল ভরে ॥
কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি কর খেলা।
কেন চাহ খনে খনে চকিত নয়নে কার তরে কত ছলভরে।
হেরো যমুনাবেলায় আলসে হেলায় গেল বেলা,
যত হাসিভরা ঢেউ করে কানাকানি কলস্বরে কত ছলভরে
হেরো নদী-পরপারে গগনকিনারে মেঘমেলা,
তারা হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি মুখ-'পরে কত ছলভরে ॥

৯৭

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন, বেলা হল মরি লাজে।

শরমে জড়িত চরণে কেমনে চলিব পথের মাঝে ॥

আলোকপরশে মরমে মরিয়া হেরো গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,

কোনোমতে আছে পরান ধরিয়া কামিনী শিথিল সাজে ॥

নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ উষার বাতাস লাগি ;

রজনীর শশী গগনের কোণে লুকায় শরণ মাগি।

পাখি ডাকি বলে "গেল বিভাবরী", বধূ চলে জলে লইয়া গাগরি।

আমি এ আকুল কবরী আবরি কেমনে যাইব কাজে ॥

৯৮

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া,

তোমার অনল দিয়া ॥

কবে যাবে তুমি সমুখের পথে দীপ্ত শিখাটি বাহি

আছি তাই পথ চাহি ॥

পুড়িবে বলিয়া রয়েছে আশায় আমার নীরব হিয়া

আপন আঁধার নিয়া ॥

৯৯

অলকে কুসুম না দিয়ো,

শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।

কাজলবিহীন সজল নয়নে হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ো ॥

আকুল-আঁচলে পথিকচরণে মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো ॥

না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ, নিদয়া, নীরবে সাধিয়ো ॥

এসো এসো বিনা ভূষণেই, দোষ নেই তাহে দোষ নেই ;

যে আসে আসুক ঐ তব রূপ অযতন-ছাঁদে ছাঁদিয়ো।

শুধু হাসিখানি আঁখিকোণে হানি উতলা হৃদয় ধাঁদিয়ো ॥

১০০

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে, কী জানি, কী জানি।

সে কি ঘুমে, সে কি জাগরণে কী জানি, কী জানি ॥

নানা কাজে নানা মতে ফিরি ঘরে, ফিরি পথে—
সে কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে, কী জানি, কী জানি॥
সে কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়, একি ভয়, একি জয়।
সে কথা কি কানে কানে বারে বারে কয়, "আর নয়, আর নয়।"
সে কথা কি নানাসুরে বলে মোরে "চলো দূরে"—
সে কি বাজে বুকে মম, বাজে কি গগনে, কী জানি, কী জানি॥

১০১

মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে।
লাগল পালে নেশার হাওয়া, পাগল পরান চলে গেয়ে॥
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা তোর দুলিয়ে দিয়ে না,
তোর সুদূর ঘাটে চল্‌ রে বেয়ে॥
আমার ভাবনা তো সব মিছে,
আমার সব পড়ে থাক্‌ পিছে।
তোমার ঘোমটা খুলে দাও, তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরান ছেয়ে॥

১০২

ভালোবাসি, ভালোবাসি—
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি॥
সেই সুরে সাগরকূলে বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে দুলে।
সেই সুরে বাজে মনে অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদন-হাসি॥

১০৩

এবার মিলনহাওয়ায়-হাওয়ায় হেলতে হবে।
ধরা দেবার খেলা এবার খেলতে হবে॥

ওগো পথিক পথের টানে চলেছিলে মরণ-পানে,
আঙিনাতে আসন এবার মেলতে হবে॥
মাধবিকার কুঁড়িগুলি আনো তুলে— মালতিকার মালা গাঁথো নবীন ফুলে।
স্বপ্নস্রোতে ভিড়বি পারে, বাঁধবি দুজন দুইজনারে,
সেই মায়াজাল হৃদয় ঘিরে ফেলতে হবে॥

১০৪

তোমার রঙিন পাতায় লিখব প্রাণের কোন্ বারতা।
রঙের তুলি পাব কোথা॥
সে-রঙ তো নেই চোখের জলে, আছে কেবল হৃদয়তলে,
প্রকাশ করি কিসের ছলে মনের কথা।
কইতে গেলে রইবে কি তার সরলতা॥
বন্ধু, তুমি বুঝবে কি মোর সহজ বলা, নাই-যে আমার ছলা কলা।
সুর যা ছিল বাহির ত্যেজে অন্তরেতে উঠল বেজে,
একলা কেবল জানে সে-যে মোর দেবতা।
কেমন করে করব বাহির মনের কথা॥

১০৫

আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে।
ওগো আমার প্রিয়, তোমার রঙিন উত্তরীয়
পরো পরো পরো তবে॥
মেঘ রঙে রঙে বোনা, আজ রবির রঙে সোনা,
আজ আলোর রঙ-যে বাজল পাখির রবে॥
আজ রঙ-সাগরে তুফান ওঠে মেতে।
যখন তারি হাওয়া লাগে তখন রঙের মাতন জাগে
কাঁচা সবুজ ধানের খেতে।
সেই রাতের স্বপন-ভাঙা আমার হৃদয় হোক-না রাঙা,
তোমার রঙেরি গৌরবে॥

১০৬

এই বুঝি মোর ভোরের তারা এল সাঁঝের তারার বেশে ?
অবাক-চোখে ঐ চেয়ে রয় চিরদিনের হাসি হেসে ॥
সকল বেলা পাই নি দেখা, পাড়ি দিল কখন একা,
নামল আলোকসাগরপারে অন্ধকারের ঘাটে এসে।
সকাল বেলা আমার হৃদয় ভরিয়ে ছিল পথের গানে,
সন্ধ্যাবেলা বাজায় বীণা কোন্ সুরে-যে কেই বা জানে।
পরিচয়ের রসের ধারা কিছুতে আর হয় না হারা,
বারে বারে নতুন করে চিত্ত আমার ভুলাবে সে ॥

১০৭

আমার দোসর যে-জন ওগো তারে কে জানে।
একতারা তার দেয় কি সাড়া আমার গানে, কে জানে ॥
আমার নদীর যে ঢেউ ওগো জানে কি কেউ
যায় বহে যায় কাহার পানে, কে জানে ॥
যখন বকুল ঝ'রে
আমার কাননতল যায় গো ভ'রে,
তখন কে আসে-যায় সেই বনছায়ায়,
কে সাজি তার ভরে আনে, কে জানে।

১০৮

আমার লতার প্রথম মুকুল চেয়ে আছে মোর পানে ;
শুধায় আমারে, "এসেছি এ কোন্‌খানে।"
এসেছ আমার জীবনলীলার রঙ্গে,
এসেছ আমার তরল ভাবের ভঙ্গে,
এসেছ আমার স্বরতরঙ্গ-গানে ॥
আমার লতার প্রথম মুকুল প্রভাত-আলোক-মাঝে
শুধায় আমারে, "এসেছি এ কোন্ কাজে।"

টুটিতে গ্রন্থি কাজের জটিল বন্ধে,
বিবশ চিত্ত ভরিতে অলস গন্ধে,
বাজাতে বাঁশরি প্রেমাতুর তুনয়ানে ॥

১০৯

তুঃখ দিয়ে মেটাব তুঃখ তোমার,
স্নান করাব অতলজলে বিপুল বেদনার ॥
মোর সংসার দিব যে জ্বালি, শোধন হবে এ মোহের কালি,
মরণব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার ॥

১১০

একদিন চিনে নেবে তারে,
তারে চিনে নেবে
অনাদরে যে রয়েছে কুণ্ঠিতা।
সরে যাবে নবারুণ-আলোকে এই কালো অবগুণ্ঠন—
ঢেকে রবে না রবে না মায়াকুহেলির মলিন আবরণ,
তারে চিনে নেবে ॥
আজ গাঁথুক মালা সে গাঁথুক মালা,
তার তুঃখরজনীর অশ্রুমালা।
কখন তুয়ারে অতিথি আসিবে,
লবে তুলি মালাখানি ললাটে,
আজি জ্বালুক প্রদীপ চির-অপরিচিতা
পূর্ণপ্রকাশের লগন-লাগি।—
তারে চিনে নেবে ॥

১১১

মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখী,—
সখি, জাগো জাগো।

মেলি রাগ-অলস আঁখি সখি, জাগো জাগো ॥
আজি চঞ্চল এ নিশীথে
জাগো ফাল্গুনগুণগীতে
অয়ি প্রথম-প্রণয়ভীতে,
মম নন্দন-অটবীতে
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি,— সখি, জাগো জাগো ॥
জাগো নবীন গৌরবে,
নব বকুলসৌরভে,
মৃদু মলয়বীজনে
জাগো নিভৃত নির্জনে।
জাগো আকুল ফুলসাজে,
জাগো মৃদুকম্পিত লাজে,
মম হৃদয়শয়ন-মাঝে,
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি থাকি,— সখি, জাগো জাগো ॥

১১২

আহা জাগি পোহাল বিভাবরী।
ক্লান্ত নয়ন তব, সুন্দরী ॥
ম্লান প্রদীপ উষানিলচঞ্চল, পাণ্ডুর শশধর গত-অস্তাচল,
মুছ আঁখিজল, চল' সখি, চল' অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্বরি ॥
শরত-প্রভাত নিরাময় নির্মল, শান্ত সমীরে কোমল পরিমল,
নির্জন বনতল শিশিরসুশীতল, পুলকাকুল তরুবল্লরী।
বিরহশয়নে ফেলি মলিন মালিকা এস নব ভুবনে এস গো বালিকা,
গাঁথি লহ অঞ্চলে নব শেফালিকা, অলকে নবীন ফুলমঞ্জরী ॥

১১৩

সে আসে ধীরে

যায় লাজে ফিরে।

রিনিকি রিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে,

রিনিঝিনি-ঝিল্লীরে॥

বিকচ নীপকুঞ্জে নিবিড় তিমিরপুঞ্জে,

কুন্তলফুল-গন্ধ আসে অন্তরমন্দিরে,

উন্মদ সমীরে॥

শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি, অঞ্চল উড়ে চঞ্চল।

পুষ্পিত তৃণবীথি, ঝংকৃত বনগীতি,

কোমল-পদপল্লবতল-চুম্বিত ধরণীরে

নিকুঞ্জ কুটীরে॥

১১৪

পুষ্পবনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে।

পরানে বসন্ত এল কার মন্তরে।

মুঞ্জরিল শুষ্ক শাখী, কুহরিল মৌন পাখি,

বহিল আনন্দধারা মরুপ্রান্তরে।

দুখেরে করি না ডর, বিরহে বেঁধেছি ঘর,

মনকুঞ্জে মধুকর তবু গুঞ্জরে।

হৃদয়ে সুখের বাসা, মরমে অমর আশা,

চিরবন্দী ভালোবাসা প্রাণপিঞ্জরে॥

১১৫

আমার পরান যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো।

তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো॥

তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও—

আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়-মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো॥

আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ-মাস।
যদি আর কারে ভালোবাস যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে, তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো॥

১১৬

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি অবসরমতো বাসিয়ো।
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো॥
আমি সারানিশি তোমা-লাগিয়া
রব বিরহশয়নে জাগিয়া—
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখ-পানে চেয়ে হাসিয়ো॥
তুমি চিরদিন মধুপবনে,
চির- বিকশিত বনভবনে
যেয়ো মনোমতো পথ ধরিয়া,
তুমি নিজ সুখস্রোতে ভাসিয়ো।
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া,
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কী—
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো॥

১১৭

সখী, ঐ বুঝি বাঁশি বাজে— বনমাঝে কি মনমাঝে॥
বসন্তবায় বহিছে কোথায়,
কোথায় ফুটেছে ফুল,
বলো গো সজনি এ সুখরজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে— বনমাঝে কি মনমাঝে॥

যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা,
মিছে মরি লোকলাজে।
কে জানে কোথা সে বিরহহুতাশে
ফিরে অভিসার-সাজে— বনমাঝে কি মনমাঝে॥

১১৮

ওরে কী শুনেছিস্ ঘুমের ঘোরে, তোর নয়ন এল জলে ভরে।
এতদিনে তোমায় বুঝি আঁধার ঘরে পেল খুঁজি,
পথের বঁধু দুয়ার ভেঙে পথের পথিক করবে তোরে॥
তোর দুখের শিখায় জ্বাল্ রে প্রদীপ জ্বাল্ রে।
তোর সকল দিয়ে ভরিস পূজার থাল রে।
যেন জীবন মরণ একটি ধারায় তাঁর চরণে আপনা হারায়,
সেই পরশে মোহের বাঁধন রূপ যেন পায় প্রেমের ডোরে॥

১১৯

কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন,
তাই কেমন হয়ে আছিস সারাক্ষণ।
হাসি যে তাই অশ্রুভারে নোওয়া,
ভাব্না যে তাই মৌন দিয়ে ছোঁওয়া,
ভাষায়-যে তোর সুরের আবরণ॥
তোর পরানে কোন্ পরশমণির খেলা,
তাই হৃদ্‌গগনে সোনার মেঘের মেলা।
দিনের স্রোতে তাই তো পলকগুলি
ঢেউ খেলে যায় সোনার ঝলক তুলি,
কালোয় আলোয় কাঁপে আঁখির কোণ॥

১২০

অনেক কথা যাও যে ব'লে কোনো কথা না বলি।
তোমার ভাবা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।
যে আছে মম গভীর প্রাণে ভেদিবে তারে হাসির বাণে,
চকিতে চাহ মুখের পানে তুমি যে কুতূহলী।
তোমারে তাই এড়াতে চাই, ফিরিয়া যাই চলি॥
আমার চোখে যে-চাওয়াখানি ধোওয়া সে আঁখিলোরে—
তোমারে আমি দেখিতে পাই, তুমি না পাও মোরে।
তোমার মনে কুয়াশা আছে, আপনি ঢাকা আপন-কাছে,—
নিজের অগোচরেই পাছে আমারে যাও ছলি
তোমারে তাই এড়াতে চাই, ফিরিয়া যাই চলি॥

১২১

না ব'লে যায় পাছে সে আঁখি মোর ঘুম না জানে।
কাছে তার রই, তবুও ব্যথা যে রয় পরানে॥
যে-পথিক পথের ভুলে এল মোর প্রাণের কূলে
পাছে তার ভুল ভেঙে যায়, চলে যায় কোন্ উজানে॥
এল যেই এল আমার আগল টুটে,
খোলা দ্বার দিয়ে আবার যাবে ছুটে।
খেয়ালের হাওয়া লেগে যে-খ্যাপা ওঠে জেগে
সে কি আর সেই অবেলায় মিনতির বাধা মানে॥

১২২

তবে শেষ করে দাও শেষ গান, তার পরে যাই চলে।
তুমি ভুলে যেয়ো এ রজনী, আজ রজনী ভোর হলে॥
বাহুডোরে বাঁধি কারে, স্বপ্ন কভু বাঁধা পড়ে?
বক্ষে শুধু বাজে ব্যথা, আঁখি ভাসে জলে॥

১২৩

সখী, আমারি দুয়ারে কেন আসিল
নিশিভোরে যোগী ভিখারি।
কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল।
আমি আসি যাই যতবার চোখে পড়ে মুখ তার,
তারে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবি লো॥
শ্রাবণে আঁধার দিশি, শরতে বিমল নিশি,
বসন্তে দখিন বায়ু, বিকশিত উপবন—
কত ভাবে কত গীতি গাহিতেছে নিতি নিতি,
মন নাহি লাগে কাজে, আঁখিজলে ভাসি লো॥

১২৪

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম-জালে॥
যদি থাকি কাছাকাছি,
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি—
তবু মনে রেখো॥
যদি জল আসে আঁখিপাতে,
একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে—
তবু মনে রেখো॥
যদি পড়িয়া মনে
ছলছল জল নাই দেখা দেয় নয়নকোণে—
তবু মনে রেখো॥

১২৫

তুমি যেয়ো না এখনি।
এখনো আছে রজনী।

পথ বিজন   তিমির সঘন,

কানন কণ্টকতরু-গহন, আঁধার ধরণী ॥

বড়ো সাধে জালিনু দীপ, গাঁথিনু মালা,

চিরদিনে, বঁধু, পাইনু হে তব দরশন।

আজি যাব অকূলের পারে,

ভাসাব প্রেমপারাবারে জীবনতরণী ॥

১২৬

আকুল কেশে আসে, চায় ম্লান নয়নে,

কে গো চিরবিরহিনী,

নিশিভোরে আঁখি জড়িত ঘুমঘোরে,

বিজন ভবনে, কুসুমসুরভি মৃদু পবনে,

সুখশয়নে, মম প্রভাতস্বপনে ॥

শিহরি চমকি জাগি তার লাগি।

চকিতে মিলায় ছায়াপ্রায়,   শুধু রেখে যায়

ব্যাকুল বাসনা কুসুমকাননে ॥

১২৭

কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে।

এ নিশীথকালে কে আসি দাঁড়ালে,   খুঁজিতে আসিলে কাহারে ॥

বহুকাল হল বসন্তদিন   এসেছিল এক অতিথি নবীন,

আকুল জীবন করিল মগন   অকূল পুলকপাথারে ॥

আজি এ বরষা নিবিড়তিমির,   ঝরঝর জল, জীর্ণ কুটীর,

বাদলের বায়ে প্রদীপ নিবায়ে   জেগে বসে আছি একা রে।

অতিথি অজানা, তব গীতসুর   লাগিতেছে কানে ভীষণ মধুর—

ভাবিতেছি মনে, যাব তব সনে   অচেনা অসীম আঁধারে ॥

১২৮

নাই বা এলে যদি সময় নাই,

ক্ষণেক এসে বোলো না গো "যাই যাই যাই" ॥

আমার প্রাণে আছে জানি সীমাবিহীন গভীর বাণী,
তোমায় চিরদিনের কথাখানি বলতে যেন পাই ॥
যখন দখিনহাওয়া কানন ঘিরে
এক কথা কয় ফিরে ফিরে,
পূর্ণিমাচাঁদ কারে চেয়ে একতানে দেয় আকাশ ছেয়ে,
যেন সময়হারা সেই সময়ে একটি সে গান গাই ॥

১২৯

জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম, হায় রে।
আশার আলোয় তবুও ভরসা পায় না,
মুখে হাসি তবু চোখে জল না শুকায় রে ॥
বিরহের দাহ আজি হল যদি সারা,
ঝরিল মিলনরসের শ্রাবণধারা,
তবুও এমন গোপন বেদনতাপে
অকারণ দুখে পরান কেন দুখায় রে।
যদিবা ভেঙেছে ক্ষণিক মোহের ভুল,
এখনো প্রাণে কি যাবে না মানের মূল।
যাহা খুঁজিবার সাঙ্গ হল তো খোঁজা,
যাহা বুঝিবার শেষ হয়ে গেল বোঝা,
তবু কেন হেন সংশয়ঘনছায়ে
মনের কথাটি নীরব মনে লুকায় রে।

১৩০

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে ॥
তোমার অভিসারে যাব অগম-পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে ॥

পরানে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা—
দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।
সকলি নিবে কেড়ে, দিবে না তবু ছেড়ে—
মন সরে না যেতে, ফেলিলে একি দায়ে॥

আমার মনের কোণের বাইরে
জানলা খুলে ক্ষণে ক্ষণে চাই রে।
কোন্ অনেক দূরে উদাস সুরে
আভাস-যে কার পাই রে
আছে আছে নাই রে॥
আমার দুই আঁখি হল হারা,
কোন্ গগনে খোঁজে কোন্ সন্ধ্যাতারা।
কার ছায়া আমায় ছুঁয়ে-যে যায়
কাঁপে হৃদয় তাই রে,
গুন্‌গুনিয়ে গাই রে॥

১৩২

মুখ-পানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে—
ফিরেছ কি ফের নাই, বুঝিব কেমনে॥
আসন দিয়েছি পাতি, মালিকা রেখেছি গাঁথি,
বিফল হল কি তাহা ভাবি খনে খনে॥
গোধূলিলগনে পাখি ফিরে আসে নীড়ে,
ধানে ভরা তরীখানি ঘাটে এসে ভিড়ে।
আজো কি খোঁজার শেষে ফের নি আপন দেশে।
বিরামবিহীন তৃষা জ্বলে-কি নয়নে॥

১৩৩

স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে, জাগার বেলা হল—
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো।

ফিরিয়া চেয়ে এমন কিছু দিয়ো

বেদনা হবে পরম রমণীয়—

আমার মনে রহিবে নিরবধি

বিদায়খনে খনেক-তরে যদি   সজল আঁখি তোল ॥

নিমেষহারা এ শুকতা[illegible] এ[illegible] উষাকালে

উঠিবে দূরে বিরহাকাশভালে।

রজনীশেষে এই যে শেষ কাঁদা

বীণার তারে পড়িল তাহা বাঁধা,

হারানো মণি স্বপনে গাঁথা রবে—

হে বিরহিণী, আপন হাতে তবে   বিদায়দ্বার খোলো ॥

১৩৪

মিলনরাতি পোহালো, বাতি নেভার বেলা এল—

ফুলের পালা ফুরালে ডালা উজাড় করে ফেলো ॥

স্মৃতির ছবি মিলাবে যবে   ব্যথার তাপ কিছু তো রবে,

তা নিয়ে মনে বিজনখনে বিরহদীপ জ্বেলো ॥

ফাল্গুনের মাধবীলীলা কুঞ্জ ছিল ঘিরে,

চৈত্রবনে বেদনা তারি মর্মরিয়া ফিরে।

হয়েছে শেষ, তবুও বাকি   কিছু তো গান গিয়েছি রাখি—

সেটুকু নিয়ে গুন্‌গুনিয়ে সুরের খেলা খেলো।

১৩৫

হে ক্ষণিকের অতিথি,

এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,

ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।

কোন্ অমরার বিরহিণীরে   চাহ নি ফিরে,

কার বিষাদের শিশিরনীরে   এলে নাহিয়া ॥

ওগো অকরুণ, কী মায়া জান,
মিলনছলে বিরহ আন।
চলেছ পথিক আলোকযানে আঁধার-পানে
মনভুলানো মোহন-তানে গান গাহিয়া॥

১৩৬

হায় অতিথি, এখনি কি হল তোমার যাবার বেলা।
দেখো আমার হৃদয়তলে সারারাতের আসন মেলা॥
এসেছিলে দ্বিধাভরে কিছু বুঝি চাবার তরে,
নীরব চোখে সন্ধ্যালোকে খেয়াল নিয়ে করলে খেলা॥
জানালে না গানের ভাষায় এনেছিলে যে-প্রত্যাশা।
শাখার আগায় বসল পাখি, ভুলে গেল বাঁধতে বাসা।
দেখা হল, হয় নি চেনা; প্রশ্ন ছিল, শুধালে না—
আপন মনের আকাঙ্ক্ষারে আপনি কেন করলে হেলা॥

১৩৭

মুখখানি কর মলিন বিধুর যাবার বেলা—
জানি আমি জানি, সে তব মধুর ছলের খেলা।
গোপন চিহ্ন এঁকে যাবে তব রথে—
জানি, তুমি তারে ভুলিবে না কোনোমতে
যার সাথে তব হল একদিন মিলনমেলা॥
জানি আমি, যবে আঁখিজল ভরে রসের স্নানে
মিলনের বীজ অঙ্কুর ধরে নবীন প্রাণে।
খনে খনে এই চিরবিরহের ভান,
খনে খনে এই ভয়রোমাঞ্চদান,
তোমার প্রণয়ে সত্য সোহাগে মিথ্যা হেলা।

১৩৮

ওকে বাঁধিবি কে রে, হবে যে ছেড়ে দিতে।
ওর পথ খোলে রে বিদায়রজনীতে॥
গগন তার মেঘদুয়ার ঝেঁপে বুকেরি ধন বুকেতে ছিল চেপে,
প্রভাতবায়ে গেল সে-দ্বার কেঁপে—
এল-যে ডাক ভোরের রাগিণীতে॥
শীতল হোক বিমল হোক প্রাণ,
হৃদয়ে শোক রাখুক তার দান।
যা ছিল ঘিরে শূন্যে সে মিলালো, সে-ফাঁক দিয়ে আসুক তবে আলো—
বিজনে বসি পূজাঞ্জলি ঢালো
শিশিরে-ভরা সেঁউতি-ঝরা গীতে॥

১৩৯

সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায়ব্যথার ভৈরবী—
আন্ বাঁশি তোর, আয়, কবি॥
শিশিরশিহর শরৎপ্রাতে শিউলিফুলের গন্ধ-সাথে
গান রেখে যাস আকুল হাওয়ায়, নাই যদি রোস নাই রবি॥
এমন উষা আসবে আবার সোনায় রঙিন দিগন্তে,
কুন্দের দুল সীমন্তে।
কপোতকূজন-করুণ ছায়ায় শ্যামল কোমল মধুর মায়ায়
তোমার গানের নূপুরমুখর জাগবে আবার এই ছবি॥

১৪০

শেষ বেলাকার শেষের গানে
ভোরের বেলার বেদন আনে॥
তরুণ মুখের করুণ হাসি গোধূলি-আলোয় উঠেছে ভাসি,
প্রথম ব্যথার প্রথম বাঁশি
বাজে দিগন্তে কী সন্ধানে শেষের গানে॥

আজি দিগন্তে মেঘের মায়া
সে আঁখিপাতায় ফেলেছে ছায়া।
খেলায় খেলায় যে-কথাখানি চোখে চোখে যেত বিজলি হানি
সেই প্রভাতের নবীন বাণী
চলেছে রাতের স্বপন-পানে শেষের গানে॥

১৪১

কাঁদার সময় অল্প ওরে, ভোলার সময় বড়ো।
যাবার দিনে শুকনো বকুল মিথ্যে করিস জড়ো॥
আগমনীর নাচের তালে নতুন মুকুল নামল ডালে,
নিঠুর হাওয়ায় পুরানো ফুল ঐ যে পড়ো-পড়ো॥
ছিন্নবাঁধন পান্থরা যায় ছায়ার পানে চলে,
কান্না তাদের রইল পড়ে শীর্ণ তৃণের কোলে।
জীর্ণ পাতা উড়িয়ে ফেলা খেল্‌, কবি, সেই শিশুর খেলা—
নতুন গানে কাঁচা সুরের প্রাণের বেদী গড়ো॥

১৪২

কেন রে এতই যাবার ত্বরা—
বসন্ত, তোর হয়েছে কি ভোর গানের ভরা॥
এখনি মাধবী ফুরালো কি সবি,
বনছায়া গায় শেষ ভৈরবী,
নিল কি বিদায় শিথিল করবী বৃন্তঝরা॥
এখনি তোমার পীত উত্তরী দিবে কি ফেলে
তপ্ত দিনের শুষ্ক তৃণের আসন মেলে।
বিদায়ের পথে হতাশ বকুল
কপোতকূজনে হল-যে আকুল,
চরণপূজনে ঝরাইছে ফুল বসুন্ধরা॥

১৪৩

জানি, হল যাবার আয়োজন—
তবু পথিক, থামো কিছুক্ষণ ॥
শ্রাবণগগন বারি-ঝরা, কাননবীথি ছায়ায় ভরা,
শুনি জলের ঝরঝরে যূথীবনের ফুলঝরা ক্রন্দন ॥
যেয়ো— যখন বাদলশেষের পাখি
পথে পথে উঠবে ডাকি।
শিউলিবনের মধুর স্তবে জাগবে শরৎলক্ষ্মী যবে,
শুভ্র আলোর শঙ্খরবে পরবে ভালে মঙ্গলচন্দন ॥

১৪৪

আমায় যাবার বেলায় পিছু ডাকে
ভোরের আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ॥
বাদলপ্রাতের উদাস পাখি ওঠে ডাকি
বনের গোপন শাখে শাখে, পিছু ডাকে ॥
ভরা নদী ছায়ার তলে ছুটে চলে—
খোঁজে কাকে, পিছু ডাকে।
আমার প্রাণের ভিতর সে কে থেকে থেকে
বিদায়প্রাতের উতলাকে পিছু ডাকে ॥

১৪৫

কে বলে "যাও যাও"— আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া।
টুটবে আগল বারে বারে তোমার দ্বারে,
লাগবে আমায় ফিরে ফিরে ফিরে-আসার হাওয়া ॥
ভাসাও আমায় ভাঁটার টানে অকূল-পানে,
আবার জোয়ারজলে তীরের তলে ফিরে তরী-বাওয়া ॥

পথিক আমি, পথেই বাসা—

আমার যেমন যাওয়া তেমনি আসা।

ভোরের আলোয় আমার তারা হোক-না হারা,

আবার জ্বলবে সাঁজে আঁধার-মাঝে তারি নীরব চাওয়া॥

১৪৬

কেন আমায় পাগল করে যাস ওরে চলে-যাওয়ার দল।

আকাশে বয় বাতাস উদাস, পরান টলমল্॥

প্রভাততারা দিশাহারা, শরতমেঘের ক্ষণিক ধারা,

সভা-ভাঙার শেষ বীণাতে তান লাগে চঞ্চল॥

নাগকেশরের ঝরা কেশর ধুলার সাথে মিতা।

গোধূলি সে রক্ত-আলোয় জ্বালে আপন চিতা।

শীতের হাওয়ায় ঝরায় পাতা, আমলকিবন মরণ-মাতা,

বিদায়বাঁশির সুরে বিধুর সাঁঝের দিগঞ্চল॥

১৪৭

যদি হল যাবার ক্ষণ

তবে যাও দিয়ে যাও শেষের পরশন॥

বারে বারে যেথায় আপন গানে স্বপন ভাসাই দূরের পানে,

মাঝে মাঝে দেখে যেয়ো শূন্য বাতায়ন—

সে মোর শূন্য বাতায়ন॥

বনের প্রান্তে ঐ মালতীলতা

করুণ গন্ধে কয় কী গোপন কথা।

ওরি ডালে আর-শ্রাবণের পাখি স্মরণখানি আনবে না কি,

আজ-শ্রাবণের সজল ছায়ায় বিরহমিলন—

আমাদের বিরহমিলন॥

১৪৮

ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী বাজে শেষের রাতে।
শুকনো ফুলের মালা এখন দাও তুলে মোর হাতে ॥
সুরখানি ঐ নিয়ে কানে   পাল তুলে দিই পারের পানে,
চৈত্ররাতের মলিন মালা রইবে আমার সাথে ॥
পথিক আমি এসেছিলেম তোমার বকুলতলে—
পথ আমারে ডাক দিয়েছে, এখন যাব চলে।
ঝরা যূথীর পাতায় ঢেকে   আমার বেদন গেলেম রেখে,
কোন্ ফাগুনে মিলবে সে-যে তোমার বেদনাতে ॥

১৪৯

কখন দিলে পরায়ে   স্বপনে বরণমালা,   ব্যথার মালা।
প্রভাতে দেখি জেগে   অরুণ মেঘে
বিদায়বাঁশরি বাজে অশ্রু-গালা ॥
গোপনে এসে গেলে,   দেখি নাই আঁখি মেলে।
আঁধারে দুঃখডোরে   বাঁধিলে মোরে,
ভূষণ পরালে বিরহবেদন-ঢালা ॥

১৫০

যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে,
কোন্‌খানে যে মন লুকানো দাও বলে ॥
চপল লীলা ছলনাভরে   বেদনখানি আড়াল করে,
যে-বাণী তব হয় নি বলা নাও বলে ॥
হাসির বাণে হেনেছ কত শ্লেষকথা,
নয়নজলে ভরো গো আজি শেষকথা।
হায় রে অভিমানিনী নারী,   বিরহ হল দ্বিগুণ ভারি
দানের ডালি ফিরায়ে নিতে চাও ব'লে ॥

১৫১

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার, জানি।
তবু মনে মনে প্রবোধ নাহি যে মানি॥
বিদায়লগনে ধরিয়া দুয়ার তাই তো তোমায় বলি বারবার
"ফিরে এসো, এসো, বন্ধু আমার", বাষ্পবিভল বাণী॥
যাবার বেলায় কিছু মোরে দিয়ো দিয়ো
গানের সুরেতে তব আশ্বাস, প্রিয়।
বনপথে যবে যাবে সে ক্ষণের হয়তো বা কিছু রবে স্মরণের,
তুলি লব সেই তব চরণের দলিত কুসুমখানি॥

১৫২

ভয় করব না রে বিদায়বেদনারে।
আপন সুধা দিয়ে ভরে দেব তারে॥
চোখের জলে সে-যে নবীন রবে, ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে,
পরব বুকের হারে॥
নয়ন হতে তুমি আসবে প্রাণে, মিলবে তোমার বাণী আমার গানে।
বিরহব্যথায় বিধুর দিনে দুখের আলোয় তোমায় নেব চিনে,
এ মোর সাধনা রে॥

১৫৩

তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে।
তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে॥
সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা, সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্টহেসে দেয় যে রঙিন করে॥
তোর সূর্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেছে অকাজেরই কাজে,
তবে আসুক-না সেই তিমিররাতি লুপ্তিনেশার চরম সাথি,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক সে ঢাকি দিক্-ভোলাবার ঘোরে॥

১৫৪

মরণ রে,   তুঁহুঁ মম শ্যামসমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,
রক্তকমলকর, রক্ত-অধরপুট,
তাপবিমোচন করুণ কোর তব
    মৃত্যু-অমৃত করে দান॥
        আকুল রাধা, রিঝ অতি জরজর,
        ঝরই নয়নদউ অনুখন ঝরঝর
        তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
            তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও,
            মরণ তু আও রে আও॥

ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু দেহ তু রোধয়ি,
কোর-উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
    নীদ ভরব সব দেহ॥
    তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি,
    রাধাহৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
    হিয়-হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন,
            অতুলন তোঁহার লেহ॥

গগন সঘন অব, তিমিরমগন ভব,
তড়িতচকিত অতি, ঘোর মেঘরব,
শালতাল-তরু সভয়-তবধ সব,
    পন্থ বিজন অতি ঘোর॥
    একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
    তুঁহুঁ মম প্রিয়তম কি ফল বিচারে,
    ভয়-বাধা সব অভয় মূর্তি ধরি
            পন্থ দেখায়ব মোর॥

ভানু ভনে, "অয়ি রাধা, ছিয়ে ছিয়ে
চঞ্চল চিত্ত তোহারি।
জীবনবল্লভ মরণ-অধিক সো,
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি।"

১৫৫

উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে।
দোলা লাগে দোলা লাগে
তোমার চঞ্চল ঐ নাচের লহরীতে॥
যদি কাটে রশি, হাল পড়ে খসি,
যদি ঢেউ ওঠে উচ্ছ্বসি,
সম্মুখেতে মরণ যদি জাগে,
করি নে ভয়— নেবই তারে, নেবই তারে জিতে॥

১৫৬

না না, ডাকব না, ডাকব না অমন করে বাইরে থেকে।
পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব, আনব ডেকে॥
দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে,
নেবার মানুষ জানি নে তো কোথায় চলে,
এই দেওয়া-নেওয়ার মিলন আমার ঘটাবে কে॥
মিলবে না কি মোর বেদনা তার বেদনাতে,
গঙ্গাধারা মিশবে নাকি কালো যমুনাতে।
আপনি কী সুর উঠল বেজে
আপনা হতে এসেছে যে,
গেল যখন আশার বচন গেছে রেখে॥

১৫৭

তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।
সেই মনোহরণ চপলচরণ সোনার হরিণ চাই॥

সে-যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, যায় না তারে বাঁধা।
তার নাগাল পেলে পালায় ঠেলে, লাগায় চোখে ধাঁদা।
তবু ছুটব পিছে মিছে-মিছে পাই বা নাহি পাই—
আমি আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই॥
তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস, রাখিস ঘরে ভরে—
যাহা যায় না পাওয়া তারি হাওয়া লাগল কেন মোরে।
আমার যা ছিল তা দিলেম কোথা, যা নেই তারি ঝোঁকে—
আমার ফুরোয় পুঁজি, ভাবিস বুঝি, মরি তাহার শোকে?
ওরে আছি সুখে হাস্যমুখে, দুঃখ আমার নাই।
আমি আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই॥

১৫৮

ও আমার ধ্যানেরই ধন,
তোমায় হৃদয়ে দোলায় যে হাসি রোদন॥
আসে বসন্ত, ফোটে বকুল, কুঞ্জে পূর্ণিমাচাঁদ হেসে আকুল—
তারা তোমায় খুঁজে না পায়,
প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্বপন॥
আঁখিরে ফাঁকি দাও, একি ধারা।
অশ্রুজলে তারে কর সারা।
গন্ধ আসে, কেন দেখি নে মালা। পায়ের ধ্বনি শুনি, পথ নিরালা।
বেলা-যে যায়, ফুল-যে শুকায়—
অনাথ হয়ে আছে আমার ভুবন॥

১৫৯

হায় রে ওরে যায় না কি জানা।
নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়, পায় না ঠিকানা॥
অলখ পথেই যাওয়া আসা, শুনি চরণধ্বনির ভাষা,
গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় রইল নিশানা॥

কেমন করে জানাই তারে
বসে আছি পথের ধারে।
প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা আলোয় ছায়ায় রঙিন খেলা,
ঝরে-পড়া বকুলদলে বিছায় বিছানা॥

১৬০

ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি।
রেখেছি কনকমন্দিরে কমলাসন পাতি।
তুমি এস হৃদে এস, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষন করুণ হাস্যভাতি॥
তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুলডালা—
আমি সকল কুঞ্জকানন ফিরি এনেছি যূথী জাতি।
তব পদতললীনা বাজাব স্বর্ণবীণা—
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানসসাথি॥

১৬১

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া, এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখ-পানে নয়ন তুলে॥
দেখি, ও নয়নে নিমেষের তরে সে-দিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতা-দুটি পড়ে কি ঢুলে।
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙায়ো না, এসেছি ভুলে॥
ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে পড়ে না মনে,
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসিমুখখানি, লাজে বাধো-বাধো সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয়-উছাস নয়নকূলে।
তুমি-যে ভুলেছ ভুলে গেছি, তাই এসেছি ভুলে॥
কাননের ফুল এরা তো ভোলে নি, আমরা ভুলি।
এই তো ফুটেছে পাতায় পাতায় কামিনীগুলি।

চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া অরুণকিরণ কোমল করিয়া,

বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায় কাহার চুলে।

কেহ ভোলে কেউ ভোলে না-যে, তাই এসেছি ভুলে॥

এমন করিয়া কেমনে কাটিবে মাধবীরাতি।

দখিন বাতাসে কেহ নাহি পাশে সাথের সাথি।

চারিদিক হতে বাঁশি শোনা যায়, সুখে আছে যারা তারা গান গায়—

আকুল বাতাসে, মদির সুবাসে, বিকচ ফুলে,

এখনো কি কেঁদে চাহিবে না কেউ আসিলে ভুলে॥

১৬২

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।

এই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে যেন জাগে মনে, ভুলো না॥

সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জান, আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো,

আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা॥

যেতে যেতে পথে পূর্ণিমারাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে।

দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে কী জানি কী মহা লগনে।

এখন আমার বেলা নাহি আর, বহিব একাকী বিরহের ভার—

বাঁধিনু যে রাখী পরানে তোমার সে রাখী খুলো না, খুলো না॥

১৬৩

সেই ভালো সেই ভালো, আমারে নাহয় না জান॥

দূরে গিয়ে নয় দুঃখ দেবে, কাছে কেন লাজে লাজানো॥

মোর বসন্তে লেগেছে তো সুর, বেণুবনছায়া হয়েছে মধুর,

থাক্-না এমনি গন্ধে-বিধুর মিলনকুঞ্জ সাজানো।

গোপনে দেখেছি তোমার ব্যাকুল নয়নে ভাবের খেলা।

উতল আঁচল, এলোথেলো চুল, দেখেছি ঝড়ের বেলা।

তোমাতে আমাতে হয় নি যে কথা মর্মে আমার আছে সে বারতা,

না-বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা আমার বাঁশিটি বাজানো॥

১৬৪

কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া।
চলে যবে গেল তারি লাগিল হাওয়া॥
যবে ঘাটে ছিল নেয়ে তারে দেখি নাই চেয়ে,
দূর হতে শুনি স্রোতে তরণী-বাওয়া॥
যেখানে হল না খেলা সে খেলাঘরে
আজি নিশিদিন মন কেমন করে।
হারানো দিনের ভাষা স্বপ্নে আজি বাঁধে বাসা,
আজ শুধু আঁখিজলে পিছনে চাওয়া॥

১৬৫

আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।
সে-যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে, ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত॥
সে চলে গেল, বলে গেল না, সে কোথায় গেল ফিরে এল না,
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল, কী যেন গেয়ে গেল,
তাই আপন-মনে বসে আছি কুসুমবনেতে॥
সে ঢেউয়ের মতো ভেসে গেছে, চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
যেখান দিয়ে হেসে গেছে হাসি তার রেখে গেছে রে—
মনে হল আঁখির কোণে, আমায় যেন ডেকে গেছে সে।
আমি কোথায় যাব, কোথায় যাব, ভাবতেছি তাই একলা বসে॥
সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল ঘুমের ঘোর।
সে প্রাণের কোথা দুলিয়ে গেল ফুলের ডোর।
সে কুসুমবনের উপর দিয়ে কী কথা-যে বলে গেল,
ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে সঙ্গে তারি চলে গেল।
হৃদয় আমার আকুল হল, নয়ন আমার মুদে এল—
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে॥

১৬৬

মনে রয়ে গেল মনের কথা—
শুধু চোখের জল, প্রাণের ব্যথা ॥
মনে করি দুটি কথা ব'লে যাই, কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই।
সে যদি চাহে মরি-যে তাহে, কেন মুদে আসে আঁখির পাতা ॥
ম্লানমুখে, সখী, সে-যে চলে যায়, ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়।
বুঝিল না সে-যে কেঁদে গেল, ধুলায় লুটাইল হৃদয়লতা ॥

১৬৭

ওগো আমার চির-অচেনা পরদেশী,
ক্ষণতরে এসেছিলে নির্জন নিকুঞ্জ হতে কিসের আহ্বানে।
যে কথা বলেছিলে ভাষা বুঝি নাই তার,
আভাস তারি হৃদয়ে বাজিছে সদা
যেন কাহার বাঁশির মনোমোহন সুরে ॥
প্রভাতে একা বসে গেঁথেছিনু মালা,
ছিল পড়ে তৃণতলে অশোকবনে।
দিনশেষে ফিরে এসে পাই নি তারে,
তুমিও কোথা গেছ চলে,
বেলা গেল, হল না আর দেখা ॥

১৬৮

কোথা হতে শুনতে যেন পাই—
আকাশে আকাশে বলে 'যাই'।
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে জেগে ওঠে দীর্ঘশ্বাসে,
'হায়, তারা নাই, তারা নাই।'
কতদিনের কত ব্যথা হাওয়ায় ছড়ায় ব্যাকুলতা।
চলে যাওয়ার পথ যে দিকে সে দিক-পানে অনিমিখে
আজ ফিরে চাই, ফিরে চাই ॥

১৬৯

পান্থপাখির রিক্ত কুলায় বনের গোপন ডালে
কান পেতে ঐ তাকিয়ে আছে পাতার অন্তরালে।
বাসায়-ফেরা ডানার শব্দ   নিঃশেষে সব হল স্তব্ধ,
সন্ধ্যাতারার জাগল মন্ত্র দিনের বিদায়কালে॥
চন্দ্র দিল রোমাঞ্চিয়া তরঙ্গ সিন্ধুর,
বনচ্ছায়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লাগল আলোর সুর।
সুপ্তিবিহীন শূন্যতা-যে   সারা প্রহর বক্ষে বাজে
রাতের হাওয়ায় মর্মরিত বেণুশাখার তালে॥

১৭০

বাজে করুণ সুরে   হায় দূরে
তব চরণতলচুম্বিত পন্থবীণা।
এ মম পান্থচিত চঞ্চল   হায়
জানি না কী উদ্দেশে॥
যূথীগন্ধ অশান্ত সমীরে
ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে,
তেমনি চিত্ত উদাসী রে   হায়
নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে॥

১৭১

জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা,
কোরো না হেলা,   হে গরবিনি।
বৃথাই কাটিবে বেলা,   সাঙ্গ হবে যে খেলা,
সুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি,   হে গরবিনি॥
মনের মানুষ লুকিয়ে আসে, দাঁড়ায় পাশে,   হায়
হেসে চলে যায় জোয়ারজলে ভাসিয়ে ভেলা—
দুর্লভ ধনে দুঃখের পণে লও গো জিনি, হে গরবিনি॥

ফাগুন যখন যাবে গো নিয়ে ফুলের ডালা
কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার বরণমালা হে বিরহিণী।
বাজবে বাঁশি দূরের হাওয়ায়,
চোখের জলে শূন্যে চাওয়ায় কাটবে প্রহর—
বাজবে বুকে বিদায়পথের চরণফেলা দিনযামিনী, হে গরবিনি

১৭২

সখী, দেখে যা এবার এল সময়।
আর বিলম্ব নয়, নয়, নয়॥
কাছে এল বেলা, মরণ-বাঁচনেরই খেলা,
ঘুচিল সংশয়।
আর বিলম্ব নয়॥
বাঁধন ছিঁড়ল তরী
হঠাৎ দখিনহাওয়ায় হাওয়ায় পাল উঠিল ভরি।
ঢেউ উঠেছে ঐ খেপে, ও যে হাল গেল তার কেঁপে,
ঘূর্ণিজলে ডুবে গেল সকল লজ্জা ভয়॥

১৭৩

আমি আশায় আশায় থাকি।
আমার তৃষিত আকুল আঁখি॥
ঘুমে-জাগরণে-মেশা প্রাণে স্বপনের নেশা,
দূর দিগন্তে চেয়ে কাহারে ডাকি॥
বনে বনে করে কানাকানি অশ্রুত বাণী,
কী গাহে পাখি।
কী কব না পাই ভাষা, মোর জীবন রঙিন কুয়াশা
ফেলেছে ঢাকি॥

১৭৪

আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে।
বিশ্ববীণায় রাগিণী যায় থামি যে ॥
গৃহহারা হৃদয় হায় আলোহারা পথে ধায়,
গহন তিমিরগুহাতলে যাই নামি যে ॥
তোমারি নয়নে সন্ধ্যাতারার আলো
আমার পথের অন্ধকারে জ্বালো জ্বালো।
মরীচিকার পিছে পিছে তৃষ্ণাতপ্ত প্রহর কেটেছে মিছে,
দিন-অবসানে
তোমারি হৃদয়ে শ্রান্ত পান্থ অমৃততীর্থগামী যে ॥

১৭৫

না না ভুল কোরো না গো, ভুল কোরো না, ভুল কোরো না ভালোবাসায়।
ভুলায়ো না, ভুলায়ো না, ভুলায়ো না নিষ্ফল আশায় ॥
বিচ্ছেদদুঃখ নিয়ে আমি থাকি, দেয় না সে ফাঁকি,
পরিচিত আমি তারি ভাষায় ॥
দয়ার ছলে তুমি হোয়ো না নিদয়।
হৃদয় দিতে চেয়ে ভেঙো না হৃদয়।
রেখো না লুব্ধ করে, মরণের বাঁশিতে মুগ্ধ করে
টেনে নিয়ে যেয়ো না সর্বনাশায় ॥

১৭৬

ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে।
এবার জেগেছি, জেনেছি, এবার আর ভুল নয়, ভুল নয় ॥
ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে, জেনেছি স্বপন সব মিছে,
বিঁধেছে বাসনা-কাঁটা প্রাণে, এ তো ফুল নয়, ফুল নয় ॥

পাই যদি ভালোবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না লয়ে মন।
ওই প্রেমময় প্রাণে লইব আশ্রয়, সখী।
অতল সাগর এ সংসার, এ তো কূল নয়, কূল নয়॥

১৭৭

ডেকো না আমারে, ডেকো না, ডেকো না।
চলে যে এসেছে মনে তারে রেখো না॥
আমার বেদনা আমি নিয়ে এসেছি, মূল্য নাহি চাই যে ভালোবেসেছি,
কৃপাকণা দিয়ে আঁখিকোণে ফিরে দেখো না।
আমার দুঃখজোয়ারের জলস্রোতে
নিয়ে যাবে মোরে সব লাঞ্ছনা হতে।
দূরে যাব যবে সরে তখন চিনিবে মোরে,
আজ অবহেলা ছলনা দিয়ে ঢেকো না॥

১৭৮

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
তারে বুঝিতে পারি নি।
দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে॥
শুভখনে কাছে ডাকিলে, লজ্জা আমার ঢাকিলে গো,
তোমারে সহজে পেরেছি বুঝিতে॥
কে মোরে ফিরাবে অনাদরে, কে মোরে ডাকিবে কাছে,
কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে,
এ নিরন্তর সংশয়ে হায় পারি নে যুঝিতে—
আমি তোমারেই শুধু পেরেছি বুঝিতে।

১৭৯

হায় হতভাগিনি,
স্রোতে বৃথা গেল ভেসে,
কূলে তরী লাগে নি, লাগে নি॥
কাটালি বেলা বীণাতে সুর বেঁধে, কঠিন টানে উঠল কেঁদে,
ছিন্ন তারে থেমে গেল যে রাগিণী॥
এই পথের ধারে এসে
ডেকে গেছে তোরে সে।
ফিরায়ে দিলি তারে রুদ্ধদ্বারে,
বুক জ্বলে গেল গো, ক্ষমা তবুও কেন মাগি নি॥

১৮০

কোন্ সে ঝড়ের ভুল
ঝরিয়ে দিল ফুল,
প্রথম যেমনি তরুণ মাধুরী মেলেছিল এ মুকুল॥ হায় রে!
নব প্রভাতের তারা
সন্ধ্যাবেলায় হয়েছে পথহারা।
অমরাবতীর সুরযুবতীর এ ছিল কানের দুল॥ হায় রে!
এ যে মুকুটশোভার ধন।
হায় গো দরদী কেহ থাক যদি শিরে করো পরশন।
এ কি স্রোতে যাবে ভেসে দূর দয়াহীন দেশে
কোন্‌খানে পাবে কূল॥ হায় রে!

১৮১

ছি ছি মরি লাজে, মরি লাজে—
কে সাজালে মোরে মিছে সাজে। হায়!
বিধাতার নিষ্ঠুর বিদ্রূপে নিয়ে এল চুপে চুপে
মোরে তোমাদের দুজনের মাঝে।

আমি নাই, আমি নাই, আদরিণী লহো তব ঠাঁই
যেথা তব আসন বিরাজে ॥ হায় !

১৮২

শুভ মিলনলগনে বাজুক বাঁশি,
মেঘমুক্ত গগনে জাগুক হাসি ॥
কত দুখে কত দূরে দূরে আঁধারসাগর ঘুরে ঘুরে
সোনার তরী তীরে এল ভাসি।
পূর্ণিমা-আকাশে জাগুক হাসি ॥
ওগো পুরবালা
আনো সাজিয়ে বরণডালা।
যুগলমিলন মহোৎসবে শুভ শঙ্খরবে
বসন্তের আনন্দ দাও উচ্ছ্বাসি ॥
পূর্ণিমা-আকাশে জাগুক হাসি ॥

১৮৩

আর নহে আর নহে—
বসন্তবাতাস কেন আর শুষ্ক ফুলে বহে ॥
লগ্ন গেল বয়ে সকল আশা লয়ে,
এ কোন্ প্রদীপ জ্বাল, এ যে বক্ষ আমার দহে ॥
কানন মরু হল,
আজ এই সন্ধ্যা-অন্ধকারে সেথায় কী ফুল তোল।
কাহার ভাগ্য হতে বরণমালা হরণ কর,
ভাঙা ডালি ভর,
মিলনমালার কণ্টকভার কণ্ঠে কি আর সহে ॥

১৮৪

ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি,
যা উড়ে, যা উড়ে, যা রে একাকী ॥

বাজবে তোর পায়ে সেই বন্ধ, পাখাতে পাবি আনন্দ,
দিশাহারা মেঘ যে গেল ডাকি ॥
নির্মল দুঃখ যে সেই তো মুক্তি নির্মল শূন্যের প্রেমে—
আত্মবিড়ম্বনা দারুণ লজ্জা, নিঃশেষে যাক সে থেমে।
দুরাশার যে মরাবাঁচায় এতদিন ছিলি তোর খাঁচায়
ধূলিতলে তারে যাবি রাখি ॥

১৮৫

যাক ছিঁড়ে, যাক ছিঁড়ে, যাক মিথ্যার জাল।
দুঃখের প্রসাদে এল আজি মুক্তির কাল ॥
এই ভালো ওগো এই ভালো বিচ্ছেদ-বহ্নিশিখার আলো,
নিষ্ঠুর সত্য করুক বরদান,
ঘুচে যাক ছলনার অন্তরাল ॥
যাও, প্রিয়, যাও, তুমি যাও জয়রথে,
বাধা দিব না পথে।
বিদায় নেবার আগে মন তব স্বপ্ন হতে যেন জাগে,
নির্মল হোক হোক সব জঞ্জাল ॥

১৮৬

দুঃখের যজ্ঞ-অনলজ্বলনে জন্মে যে প্রেম
দীপ্ত সে হেম,
নিত্য সে নিঃসংশয়,
গৌরব তার অক্ষয় ॥
দুরাকাঙ্ক্ষার পরপারে বিরহতীর্থে করে বাস
যেথা জলে ক্ষুব্ধ হোমাগ্নিশিখায় চিরনৈরাশ,
তৃষ্ণাদাহনমুক্ত অনুদিন অমলিন রয়।
গৌরব তার অক্ষয়।
অশ্রু-উৎসজল-স্নানে তাপস জ্যোতির্ময়

আপনারে আহুতি-দানে হল সে মৃত্যুঞ্জয়,
গৌরব তার অক্ষয় ॥

১৮৭

আমার মন কেমন করে—
কে জানে, কে জানে, কে জানে কাহার তরে।
অলখ পথের পাখি গেল ডাকি
গেল ডাকি সুদূর দিগন্তরে ॥
ভাবনাকে মোর ধাওয়ায়
সাগরপারের হাওয়ায় হাওয়ায় হাওয়ায়।
স্বপনবলাকা মেলেছে ঐ পাখা,
আমায় বেঁধেছে কে সোনার পিঞ্জরে ঘরে ॥

১৮৮

গোপন কথাটি রবে না গোপনে,
উঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে।
না না না, রবে না গোপনে ॥
বিভল হাসিতে বাজিল বাঁশিতে,
স্ফুরিল অধরে নিভৃত স্বপনে।
না না না, রবে না গোপনে ॥
মধুপ গুঞ্জরিল,
মধুর বেদনায় আলোকপিয়াসি
অশোক মুঞ্জরিল।
হৃদয়শতদল করিছে টলমল
অরুণ প্রভাতে করুণ তপনে।
না না না, রবে না গোপনে।

১৮৯

বলো, সখী, বলো তারি নাম
আমার কানে কানে
যে নাম বাজে তোমার প্রাণের বীণার
তানে তানে ॥
বসন্তবাতাসে বনবীথিকায়
সে নাম মিলে যাবে
বিরহী বিহঙ্গ-কলগীতিকায়,
সে নাম মদির হবে যে বকুলঘ্রাণে।
নাহয় সখীদের মুখে মুখে
সে নাম দোলা খাবে সকৌতুকে।
পূর্ণিমারাতে একা যবে অকারণে মন উতলা হবে
সে নাম শুনাইব গানে গানে ॥

১৯০

অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে।
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে ॥
বিস্মৃত জন্মের ছায়ালোকে হারিয়ে-যাওয়া বীণার শোকে
ফাগুনহাওয়ায় কেঁদে ফিরে পথহারা রাগিণী,
কোন্ বসন্তের মিলনরাতে তারার পানে।
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে ॥

১৯১

ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই,
যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই।
কোথা সে যে আছে সংগোপনে
প্রতিদিন শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে ॥

এসো মম সার্থক স্বপ্ন,
করো মম যৌবন সুন্দর,
দক্ষিণবায়ু আনো পুষ্পবনে ॥
ঘুচাও বিষাদের কুহেলিকা,
নব প্রাণমন্ত্রের আনো বাণী।
পিপাসিত জীবনের ক্ষুব্ধ আশা
আঁধারে আঁধারে খোঁজে ভাষা,
শূন্যে পথহারা পবনের ছন্দে
ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধে ॥

১৯২

কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি বাঁধিল দুই অজানারে
এ কী সংশয়েরই অন্ধকারে।
দিশাহারা হাওয়ায় তরঙ্গদোলায়
মিলনতরণীখানি ধায় রে
কোন্ বিচ্ছেদের পারে ॥

১৯৩

ওগো কিশোর, আজি তোমার দ্বারে পরান মম জাগে।
নবীন করে করিবে তারে রঙিন তব রাগে ॥
ভাবনাগুলি বাঁধনখোলা রচিয়া দিবে তোমার দোলা,
দাঁড়িয়ো আসি হে ভাবে-ভোলা আমার আঁখি-আগে ॥
দোলের নাচে বুঝি গো আছ অমরাবতীপুরে।
বাজাও বেণু বুকের কাছে, বাজাও বেণু দূরে।
শরম ভয় সকলি ত্যেজে মাধবী তাই আসিল সেজে,
শুধায় শুধু, "বাজায় কে যে মধুর মধুসুরে।"
গগনে শুনি এ কী এ কথা, কাননে কী যে দেখি।
একি মিলন-চঞ্চলতা, বিরহব্যথা একি।

আঁচল কাঁপে ধরার বুকে, কী জানি তাহা সুখে না দুখে,
ধরিতে যারে না পারে তারে স্বপনে দেখিছে কি ॥
লাগিল দোল জলে স্থলে, জাগিল দোল বনে বনে,
সোহাগিনির হৃদয়তলে বিরহিণীর মনে মনে।
মধুর মোরে বিধুর করে সুদূর তার বেণুর স্বরে,
নিখিল হিয়া কিসের তরে দুলিছে অকারণে ॥
আনো গো আনো ভরিয়া ডালি করবীমালা লয়ে,
আনো গো আনো সাজায়ে থালি কোমল কিশলয়ে।
এসো গো পীত বসনে সাজি, কোলেতে বীণা উঠুক বাজি,
ধ্যানেতে আর গানেতে আজি যামিনী যাক বয়ে ॥
এসো গো এসো দোলবিলাসী বাণীতে মোর দোলো,
ছন্দে মোর চকিতে আসি মাতিয়ে তারে তোলো।
অনেক দিন বুকের কাছে রসের স্রোত থমকি আছে,
নাচিবে আজি তোমার নাচে সময় তারি হল ॥

১৯৪

তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে সুপ্তরাতে।
আমার ভাঙল যা তাই ধন্য হল চরণপাতে ॥
আমি রাখব গেঁথে তারে রক্তমণির হারে,
বক্ষে দুলিবে গোপনে নিভৃত বেদনাতে ॥
তুমি কোলে নিয়ে ছিলে সেতার, মীড় দিলে নিষ্ঠুর করে—
ছিন্ন যবে হল তার ফেলে গেলে ভূমি'পরে।
নীরব তাহারি গান আমি তাই জানি তোমারি দান—
ফেরে সে ফাল্গুন-হাওয়ায়-হাওয়ায়
সুরহারা মূর্ছনাতে ॥

১৯৫

আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে—
তুমি জান না, আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে।

সে সাধনায় মিশিয়া যায় বকুলগন্ধ,
সে সাধনায় মিলিয়া যায় কবির ছন্দ—
তুমি জান না, ঢেকে রেখেছি তোমার নাম
রঙিন ছায়ার আচ্ছাদনে ॥
তোমার অরূপ মূর্তিখানি
ফাল্গুনের আলোতে বসাই আনি।
বাঁশরি বাজাই ললিত বসন্তে, সুদূর দিগন্তে
সোনার আভায় কাঁপে তব উত্তরী
গানের তানের সে উন্মাদনে ॥

১৯৬

এই উদাসি হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে ;
আমি কুড়িয়ে নিয়েছি, তোমার চরণে দিয়েছি,
লহো লহো করুণ করে।
যখন যাব চলে ওরা ফুটবে তোমার কোলে,
তোমার মালা গাঁথার আঙুলগুলি মধুর বেদনভরে
যেন আমায় স্মরণ করে ॥
বউকথাকও তন্দ্রাহারা বিফল ব্যথায় ডাক দিয়ে হয় সারা
আজি বিভোর রাতে।
দুজনের কানাকানি কথা, দুজনের মিলনবিহ্বলতা,
জ্যোৎস্নাধারায় যায় ভেসে যায় দোলের পূর্ণিমাতে ॥
এই আভাসগুলি পড়বে মালায় গাঁথা কালকে দিনের তরে
তোমার অলস দ্বিপ্রহরে ॥

১৯৭

বসন্ত সে যায় তো হেসে, যাবার কালে
শেষ কুসুমের পরশ রাখে বনের ভালে।
তেমনি তুমি যাবে জানি, সঙ্গে যাবে হাসিখানি,
অলক হতে পড়বে অশোক বিদায়-থালে ॥

রইব একা ভাসান-খেলার নদীর তটে,
বেদনাহীন সুখের ছবি স্মৃতির পটে—
অবসানের অস্ত-আলো তোমার সাথি, সেই তো ভালো—
ছায়া সে থাক্‌ মিলনশেষের অন্তরালে ॥

১৯৮

মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন তব চরণতলে,
শুভলগন গেল চলে,
প্রেমের অভিষেক কেন হল না তব নয়নজলে ॥
রসের ধারা নামিল না বিরহে তাপের দিনে ফুল গেল শুকায়ে,
মালা পরানো হল না তব গলে ॥
মনে হয়েছিল, দেখেছিনু করুণা তব আঁখিনিমেষে,
গেল সে ভেসে।
যদি দিতে বেদনার দান আপনি পেতে তারে ফিরে
অমৃতফলে ॥

১৯৯

বাণী মোর নাহি,
স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি।
আমি অমাবিভাবরী আলোহারা,
মেলিয়া অগণ্য তারা
নিষ্ফল আশায় নিঃশেষ পথ চাহি ॥
তুমি যবে বাজাও বাঁশি সুর আসে ভাসি
নীরবতার গভীরে বিহ্বল বায়ে
নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।
তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি তোমারে দিই ফিরায়ে,
কে জানে সে কি পশে তব স্বপ্নের তীরে
বিপুল অন্ধকার বাহি ॥

২০০

আজি দক্ষিণপবনে

দোলা লাগিল বনে বনে।

দিক্‌ললনার নৃত্যচঞ্চল মঞ্জীরধ্বনি অন্তরে ওঠে রনরনি

বিরহবিহ্বল হৃৎস্পন্দনে॥

মাধবীলতায় ভাষাহারা ব্যাকুলতা

পল্লবে পল্লবে প্রলপিত কলরবে।

প্রজাপতির পাখায় দিকে দিকে লিপি নিয়ে যায়

উৎসব-আমন্ত্রণে॥

২০১

যদি হায়, জীবন পূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে

মন তবু জানে জানে—

চকিত ক্ষণিক আলোছায়া তব আলিপন আঁকিয়া যায়

ভাবনার প্রাঙ্গণে॥

বৈশাখের শীর্ণ নদী ভরা স্রোতের দান না পায় যদি

তবু সংকুচিত তীরে তীরে

ক্ষীণ ধারায় পলাতক পরশখানি দিয়ে যায়,

পিয়াসি লয় তাহা ভাগ্য মানি॥

মম ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে

যতটুকু পাই রয় উচ্ছলিতে।

মম দিবসের দৈন্যের সঞ্চয় যত

যতনে ধরে রাখি,

সে যে রজনীর স্বপনের আয়োজন॥

২০২

আমার আপন গান আমার অগোচরে আমার মন হরণ করে,

নিয়ে সে যায় ভাসায়ে সকল সীমারই পারে॥

ঐ যে দূরে কূলে কূলে ফাল্গুন উচ্ছ্বসিত ফুলে ফুলে,

সেথা হতে আসে দুরন্ত হাওয়া, লাগে আমার পালে ॥

কোথায় তুমি মম অজানা সাথি

কাটাও বিজনে বিরহরাতি,

এসো এসো উধাও পথের যাত্রী—

তরী আমার টলোমলো ভরা জোয়ারে ॥

২০৩

অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দবন্ধনে।

ও যে সুদূর প্রাতের পাখি

গাহে সুদূর রাতের গান ॥

বিগত বসন্তের অশোকরক্তরাগে ওর রঙিন পাখা

তারি ঝরা ফুলের গন্ধ ওর অন্তরে ঢাকা ॥

ওগো বিদেশিনী,

তুমি ডাকো ওরে নাম ধরে,

ও যে তোমারি চেনা।

তোমারি দেশের আকাশ ও যে জানে, তোমারি রাতের তারা,

তোমারি বকুলবনের গানে ও দেয় সাড়া—

নাচে তোমারি কঙ্কনেরই তালে ॥

২০৪

আমি যে গান গাই জানি নে সে কার উদ্দেশে।

যবে জাগে মনে অকারণে চঞ্চল হাওয়া প্রবাসী পাখি যেন

যায় সুর ভেসে, কার উদ্দেশে ॥

ঐ মুখপানে চেয়ে দেখি—

তুমি সে কি অতীত কালের স্বপ্ন এলে

নতুন কালের বেশে।

কভু জাগে মনে, আজও যে আসে নি এ জীবনে

গানের খেয়া সে মাগে আমার তীরে এসে, কার উদ্দেশে ॥

২০৫

ওগো পড়োশিনি,
শুনি বনপথে সুর মেলে যায় তব কিঙ্কিণী।
ক্লান্তকূজন দিনশেষে, আম্রশাখে,
আকাশে বাজে তব নীরব রিনিরিনি ॥
এই নিকটে থাকা
অতিদূর আবরণে রয়েছে ঢাকা।
যেমন দূরে বাণী আপনহারা গানের সুরে,
মাধুরীরহস্যমায়ায় চেনা তোমারে না চিনি ॥

২০৬

ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী তব অভিসারের পথে পথে
স্মৃতির দীপ জ্বালা।
সেদিনেরই মাধবীবনে আজও তেমনি ফুল ফুটেছে
তেমনি গন্ধ ঢালা ॥
আজি তন্দ্রাবিহীন রাতে ঝিল্লিঝংকারে স্পন্দিত পবনে
তব অঞ্চলের কম্পন সঞ্চারে ॥
আজি পরজে বাজে বাঁশি,
যেন হৃদয়ে বহুদূরে আবেশবিহ্বল সুরে।
বিকচ মল্লিমাল্যে তোমারে স্মরিয়া রেখেছি ভরিয়া ডালা

২০৭

ওরে জাগায়ো না, ও যে বিরাম মাগে নির্মম ভাগ্যের পায়ে
ও যে সব চাওয়া দিতে চাহে অতলে জলাঞ্জলি।
দুরাশার দুঃসহভার দিক নামায়ে,
যাক ভুলে অকিঞ্চন জীবনের বঞ্চনা।
আসুক নিবিড় নিদ্রা,
তামসী তুলিকায় অতীতের বিদ্রূপবাণী দিক মুছায়ে

স্মরণের পত্র হঁতে।

স্তব্ধ হোক বেদনগুঞ্জন

সুপ্ত বিহঙ্গের নীড়ের মতো—

আনো তমস্বিনী,

শ্রান্ত দুঃখের মৌন তিমিরে শান্তির দান॥

২০৮

দিনান্তবেলায় শেষের ফসল নিলেম তরী'পরে,

এ পারে কৃষি হল সারা,

যাব ও পারের ঘাটে।

হংসবলাকা উড়ে যায়

দূরের তীরে, তারার আলোয়,

তারি ডানার ধ্বনি বাজে মোর অন্তরে।

ভাঁটার নদী ধায় সাগরপানে কলতানে,

ভাবনা মোর ভেসে যায় তারি টানে॥

যা কিছু নিয়ে চলি শেষ সঞ্চয়

সুখ নয় সে, দুঃখ সে নয়, নয় সে কামনা—

শুনি শুধু মাঝির গান আর দাঁড়ের ধ্বনি তাহার স্বরে॥

২০৯

ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লানস্মৃতি।

সেই সুরের কায়া মোর সাথের সাথি, স্বপ্নের সঙ্গিনী,

তারি আবেশ লাগে মনে বসন্তবিহ্বল বনে॥

দেখি তার বিরহী মূর্তি বেহাগের তানে

সকরুণ নত নয়ানে।

পূর্ণিমা জ্যোৎস্নালোকে মিলে যায়

জাগ্রত কোকিল-কাকলিতে, মোর বাঁশির গীতে॥

২১০

দোষী করিব না, করিব না তোমারে।
আমি নিজেরে নিজে করি ছলনা॥
মনে মনে ভাবি, ভালোবাস;
মনে মনে বুঝি তুমি হাস',
জান এ আমার খেলা—
এ আমার মোহের রচনা॥
সন্ধ্যামেঘের রাগে অকারণে ছবি জাগে,
সেইমতো মায়ার আভাসে মনের আকাশে
হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসে
শূন্যে শূন্যে ছিন্নলিপি মোর
বিরহমিলন-কল্পনা॥

২১১

দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে
আপন মনে যাও একা গান গেয়ে।
যে আকাশে সুরের লেখা লেখ
তার পানে রই চেয়ে চেয়ে॥
হৃদয় আমার অদৃশ্যে যায় চলে, চেনা দিনের ঠিক-ঠিকানা ভোলে,
মৌমাছিরা আপনা হারায় যেন গন্ধের পথ বেয়ে বেয়ে॥
গানের টানা জালে
নিমেষ-ঘেরা গহন থেকে তোলে অসীমকালে।
মাটির আড়াল করি ভেদন সুরলোকের আনে বেদন,
মর্তলোকের বীণাতারে রাগিণী দেয় ছেয়ে॥

২১২

ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি।
মিলনের উৎসবে তায় ফিরায়ে দিয়ো আনি॥

বিষাদের অশ্রুজলে নীরবের মর্মতলে
গোপনে উঠুক ফ'লে হৃদয়ের নূতন বাণী ॥
যে-পথে যেতে হবে সে-পথে তুমি একা—
নয়নে আঁধার রবে, ধেয়ানে আলোকরেখা।
সারাদিন সংগোপনে সুধারস ঢালবে মনে
পরানের পদ্মবনে বিরহের বীণাপাণি ॥

২১৩

ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না— ওকে দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে।
মন নাই যদি দিল, নাই দিল, মন নেয় যদি নিক্ কেড়ে ॥
এ কী খেলা মোরা খেলেছি, শুধু নয়নের জল ফেলেছি—
ওরি জয় যদি হয় জয় হোক, মোরা হারি যদি যাই হেরে ॥
একদিন মিছে আদরে মনে গরব সোহাগ না ধরে,
শেষে দিন না ফুরাতে ফুরাতে, সব গরব দিয়েছে সেরে।
ভেবেছিনু ওকে চিনেছি, বুঝি বিনা পণে ওকে কিনেছি,
ও যে আমাদেরি কিনে নিয়েছে ও যে তাই আসে তাই ফেরে ॥

২১৪

কেন ধরে রাখা, ও যে যাবে চলে
মিলনযামিনী গত হলে ॥
স্বপনশেষে নয়ন মেলো, নিব-নিব দীপ নিবায়ে ফেলো,
কী হবে শুকানো ফুলদলে ॥
জাগে শুকতারা, ডাকিছে পাখি,
উষা সকরুণ অরুণ আঁখি।
এসো প্রাণপণ হাসিমুখে, বলো "যাও সখা, থাকো সুখে",
ডেকো না রেখো না আঁখিজলে ॥

২১৫

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে ;
হল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে, ঐ পারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেল খুলে ;
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্ অচেনার ধারে॥
পথিক সবাই পেরিয়ে গেল ঘাটের কিনারাতে,
আমি সে-কোন্ আকুল আলোয় দিশাহারা রাতে।
সেই পথ-হারানোর অধীর টানে অকূলে পথ আপনি টানে,
দিক ভোলাবার পাগল আমার হাসে অন্ধকারে॥

২১৬

হায় গো, ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায়, যায় গো,
সুর হারালেম অশ্রুধারে।
তরী তোমার সাগরনীরে আমি ফিরি তীরে তীরে,
ঠাঁই হল না তোমার সোনার নায় গো—
পথ কোথা পাই অন্ধকারে॥
হায় গো, নয়ন আমার মরে দুরাশায় গো,
চেয়ে থাকি দাঁড়িয়ে দ্বারে।
যে-ঘরে ঐ প্রদীপ জ্বলে তার ঠিকানা কেউ না বলে,
বসে থাকি পথের নিরালায় গো
চির-রাতের পাথারপারে॥

২১৭

তোমার বীণায় গান ছিল আর আমার ডালায় ফুল ছিল গো।
একই দখিন হাওয়ায় সেদিন দোঁহায় মোদের দুল দিল গো॥
সেদিন সে তো জানে না কেউ আকাশ ভরে কিসের সে ঢেউ,
তোমার সুরের তরী আমার রঙিন ফুলে কূল নিল গো॥

সেদিন আমার মনে হল, তোমার গানের তাল ধ'রে
আমার প্রাণে ফুল-ফোটানো রইবে চিরকাল ধ'রে।
  গান তবু তো গেল ভেসে, ফুল ফুরালো দিনের শেষে,
  ফাগুনবেলার মধুর খেলায় কোন্‌খানে হায় ভুল ছিল গো॥

২১৮

তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার কত রঙে রঙ-করা।
মোর সাথে ছিল দুখের ফলের ভার অশ্রুর রসে ভরা॥
  সহসা আসিল ; কহিল সে সুন্দরী, "এসো-না বদল করি।"
  মুখপানে তার চাহিলাম, মরি মরি, নিদয়া সে মনোহরা॥
সে লইল মোর ভরা-বাদলের ডালা, চাহিল সকৌতুকে ;
আমি লয়ে তার নবফাগুনের মালা তুলিয়া ধরিনু বুকে।
  "মোর হল জয়" যেতে যেতে কয় হেসে, দূরে চলে গেল ত্বরা ;
  সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে ফুলগুলি সব ঝরা॥

২১৯

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় জলে।
কেন মন কেন এমন করে॥
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো তবু মনে পড়ে॥
  চারিদিকে সব মধুর নীরব,
  কেন আমারি পরান কেঁদে মরে॥
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে,
বাজে তারি অযতন প্রাণের 'পরে।
  যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,
  মনে পড়ে না গো তবু মনে পড়ে॥

২২০

আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে॥
এ বেশভূষণ লহো, সখী, লহো, এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ—
এমন যামিনী কাটিল বিরহশয়নে॥

আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনাপারে এসেছি,
বহি বৃথা মন-আশা এত ভালোবাসা বেসেছি।
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন, ক্লান্তচরণ মন-উদাসীন
ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন ভবনে॥

ওগো ভোলা ভালো তবে, কাঁদিয়া কী হবে মিছে আর।
যদি যেতে হল হায়, প্রাণ কেন চায় পিছে আর।
কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মতো রজনীপ্রভাতে বসে রব কত—
এবারের মতো বসন্ত গত জীবনে॥

২২১

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরঝরে,
তপনহীন ঘন তমসায়॥

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখি, গভীর দুখে দুখি
আকাশে জল ঝরে অনিবার—
জগতে কেহ যেন নাহি আর॥

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে

হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব—
আঁধারে মিশে গেছে আর সব ॥
তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি মনোভার।
শ্রাবণবরিষনে একদা গৃহকোণে
দু-কথা বলি যদি কাছে তার,
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার ॥
ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে-কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে,
সে-কথা আজি যেন বলা যায়—
এমন ঘনঘোর বরিষায় ॥

২২২

সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে।
তাহারি রাগিণী লাগিল গায়ে ॥
সে সুর বাহিয়া ভেসে আসে কার সুদূর বিরহবিধুর হিয়ার
অজানা বেদনা, সাগরবেলার অধীর বায়ে
বনের ছায়ে ॥
তাই শুনে আজি বিজন প্রবাসে হৃদয়-মাঝে
শরৎশিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে।
ছবি মনে আনে আলোতে ও গীতে— যেন জনহীন নদীপথটিতে
কে চলেছে জলে কলস ভরিতে অলস পায়ে
বনের ছায়ে।

২২৩

এপারে মুখর হল কেকা ঐ, ওপারে নীরব কেন কুহু হায়।
এক কহে, 'আর-একটি একা কই, শুভযোগে কবে হব দুঁহু হায়।

অধীর সমীর পুরবৈয়াঁ। নিবিড় বিরহব্যথা বইয়া
নিশ্বাস ফেলে মুহুমুহু হায় ॥
আষাঢ় সজলঘন আঁধারে ভাবে বসি দুরাশার ধেয়ানে—
আমি কেন তিথিডোরে বাঁধা রে, ফাগুনেরে মোর পাশে কে আনে।
ঋতুর দুধারে থাকে দুজনে, মেলে না যে কাকলী ও কূজনে,
আকাশের প্রাণ করে হুহু হায় ॥

২২৪

রোদনভরা এ বসন্ত কখনো আসে নি বুঝি আগে।
মোর বিরহবেদনা রাঙালো কিংশুকরক্তিমরাগে ॥
কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা,
সারাদিন রজনী অনিমিখা কার পথ চেয়ে জাগে ॥
দক্ষিণসমীরে দূর গগনে একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো।
কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত আবরণবন্ধন ছিঁড়িতে চাহে।
আমি এ প্রাণের রুদ্ধদ্বারে ব্যাকুল কর হানি বারে বারে—
দেওয়া হল না যে আপনারে এই ব্যথা মনে জাগে ॥

২২৫

এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে ফিরে এসো।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, নাথ হে, ফিরে এসো ॥
ওহে নিষ্ঠুর, ফিরে এসো,
আমার করুণকোমল এসো,
আমার সজলজলদ-স্নিগ্ধ-কান্ত সুন্দর ফিরে এসো ॥
আমার নিতিসুখ ফিরে এসো,
আমার চিরদুখ ফিরে এসো,
আমার সব-সুখদুখ-মন্থন-ধন অন্তরে ফিরে এসো ॥

আমার চিরবাঞ্ছিত এসো,
আমার চিতসঞ্চিত এসো,
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এসো॥
আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো॥
আমার মুখের হাসিতে এসো,
আমার চোখের সলিলে এসো,
আমার আদরে আমার ছলনে আমার অভিমানে ফিরে এসো॥
আমার সকল স্মরণে এসো,
আমার সকল ভরমে এসো,
আমার ধরম-করম-সোহাগ-শরম-জনম-মরণে এসো॥

২২৬

তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি নয়ন ছলছলিয়া,
বাদলশেষে করুণ হেসে যেন চামেলি-কলিয়া॥
সজল ঘন মেঘের ছায়ে মৃদু সুবাস দিল বিছায়ে,
না-দেখা কোন পরশঘায়ে পড়িছে টলটলিয়া॥
তোমার বাণী-স্মরণখানি আজি বাদলপবনে
নিশীথে বারি-পতনসম ধ্বনিছে মম শ্রবণে।
সে বাণী যেন গানেতে লেখা দিতেছে আঁকি সুরের রেখা,
যে পথ দিয়ে তোমারি প্রিয়ে, চরণ গেল চলিয়া॥

২২৭

যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে॥
আজ কেন মোর পড়ে মনে, কখন্ তারে চোখের কোণে
দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে—
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে॥

আজ ঐ চাঁদের বরণ হবে আলোর সংগীতে ;
রাতের মুখের আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।
শুক্লরাতে সেই আলোকে দেখা হবে এক পলকে,
সব আবরণ যাবে-যে খসে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে॥

২২৮

বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই পাখি।
কোন্ সুদূরের আকাশ হতে আনব তারে ডাকি॥
হাওয়ায় হাওয়ায় মাতন জাগে, পাতার পাতায় নাচন লাগে,
এমন মধুর গানের বেলায় সেই শুধু রয় বাকি॥
উদাস-করা হৃদয়হরা না জানি কোন্ ডাকে
সাগরপারের বনের ধারে কে ভুলালো তাকে।
আমার হেথায় ফাগুন বৃথায় বারে বারে ডাকে-যে তায়—
এমন রাতের ব্যাকুল ব্যথায় কেন সে দেয় ফাঁকি॥

২২৯

ধূসর জীবনের গোধূলিতে, ক্লান্ত মলিন সেই স্মৃতি
মুছে-আসা সেই ছবিটিতে রঙ এঁকে দেয় মোর গীতি।
বসন্তের ফুলের পরাগে যেই রঙ জাগে,
ঘুম ভাঙা পিককাকলীতে যেই রঙ লাগে,
যেই রঙ পিয়ালছায়ায় ঢালে শুক্লসপ্তমীর তিথি॥
সেই ছবি দোলা খায় রক্তের হিল্লোলে,
সেই ছবি মিশে যায় নির্ঝরকল্লোলে,
দক্ষিণসমীরণে ভাসে, পূর্ণিমাজ্যোৎস্নায় হাসে,
সে আমারি স্বপ্নের অতিথি॥

২৩০

জ্বলে নি আলো অন্ধকারে,

দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে।

তোমার বাঁশি আমার বাজে বুকে কঠিন দুখে, গভীর সুখে—

যে জানে না পথ কাঁদাও তারে ॥

চেয়ে রই রাতের আকাশ-পানে,

মন-যে কী চায় তা মনই জানে।

আশা জাগে কেন অকারণে আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে,

ব্যথার টানে তোমায় আনবে দ্বারে ॥

২৩১

নীলাঞ্জনছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন,

জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত, বনবীথিকা ঘনসুগন্ধ।

মন্থর নব নীলনীরদ- পরিকীর্ণ দিগন্ত।

চিত্ত মোর পন্থহারা কান্তবিরহকান্তারে ॥

২৩২

ফিরবে না তা জানি,

আহা তবু তোমার পথ চেয়ে জ্বলুক প্রদীপখানি।

গাঁথবে না মালা জানি মনে,

আহা তবু ধরুক মুকুল আমার বকুলবনে

প্রাণে ঐ পরশের পিয়াস আনি ॥

কোথায় তুমি পথভোলা,

তবু থাক্-না আমার দুয়ার খোলা।

রাত্রি আমার গীতহীনা,

আহা তবু বাঁধুক সুরে বাঁধুক তোমার বীণা,

তারে ঘিরে ফিরুক কাঙাল বাণী ॥

২৩৩

দিনের পরে দিন-যে গেল আঁধার ঘরে,
তোমার আসনখানি দেখে মন-যে কেমন করে।
ওগো বঁধু, ফুলের সাজি মঞ্জরীতে ভরল আজি,
ব্যথার হারে গাঁথব তারে রাখব চরণ-'পরে॥
পায়ের ধ্বনি গণি-গণি রাতের তারা জাগে,
উত্তরীয়ের হাওয়া এসে ফুলের বনে লাগে।
ফাগুনবেলার বুকের মাঝে পথ-চাওয়া সুর কেঁদে বাজে—
প্রাণের কথা ভাষা হারায়, চোখের জলে ঝরে॥

২৩৪

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে ধন হারিয়েছি আমি পেয়েছি আঁধার রাতে।
না দেখিবে তারে, পরশিবে না গো; তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো;
তারায় তারায় রবে তারি বাণী, কুসুমে ফুটিবে প্রাতে॥
তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল,
বীণাবাদিনীর শতদলদলে করিছে তা টলমল।
মোর গানে গানে পলকে পলকে ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে,
শান্ত হাসির করুণ আলোকে ভাতিছে নয়নপাতে॥

২৩৫

বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে।
গভীর রাগিণী উঠে বাজি বেদনাতে॥
ভরি দিয়া পূর্ণিমানিশা অধীর অদর্শনতৃষা
কী করুণ মরীচিকা আনে আঁখিপাতে॥
সুদূরের সুগন্ধধারা বায়ুভরে
পরানে আমার পথহারা ঘুরে মরে।
কার বাণী কোন্ সুরে তালে মর্মরে পল্লবজালে,
বাজে মম মঞ্জীররাজি সাথে সাথে॥

২৩৬

ফিরে ফিরে ডাক্ দেখি রে পরান খুলে,
দেখব কেমন রয় সে ভুলে।
সে ডাক বেড়াক বনে বনে, সে ডাক শুধাক জনে জনে,
সে ডাক বুকে দুঃখে সুখে ফিরুক দুলে॥
সাঁঝ-সকালে রাত্রিবেলায় ক্ষণে ক্ষণে
একলা ব'সে ডাক্ দেখি তায় মনে মনে।
নয়ন তোরি ডাকুক তারে, শ্রবণ রহুক পথের ধারে,
থাক্-না সে ডাক গলায় গাঁথা মালার ফুলে॥

২৩৭

প্রভাত-আলোরে মোর কাঁদায়ে গেলে
মিলনমালার ডোর ছিঁড়িয়া ফেলে।
প'ড়ে যা রহিল পিছে সব হয়ে গেল মিছে,
বসে আছি দূর-পানে নয়ন মেলে॥
একে একে ধূলি হতে কুড়ায়ে মরি
যে ফুল বিদায়পথে পড়িছে ঝরি।
ভাবি নি রবে না লেশ সেদিনের অবশেষ—
কাটিল ফাগুনবেলা কী খেলা খেলে॥

২৩৮

নাই যদি বা এলে তুমি এড়িয়ে যাবে তাই ব'লে ?
অন্তরেতে নাই কি তুমি সামনে আমার নাই ব'লে॥
মন যে আছে তোমায় মিশে, আমায় তবে ছাড়বে কিসে—
প্রেম কি আমার হারায় দিশে অভিমানে যাই ব'লে॥
বিরহ মোর হোক-না অকূল, সেই বিরহের সরোবরে
মিলনকমল উঠছে দুলে অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পরে।
তবু তৃষায় মরে আঁখি, তোমার লাগি চেয়ে থাকি—
চোখের 'পরে পাব নাকি বুকের 'পরে পাই ব'লে॥

২৩৯

শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়

সাথীহারা ঘরে মন আমার

প্রবাসী পাখি ফিরে যেতে চায়

দূরকালের অরণ্যছায়াতলে।

কী জানি সেথা আছে কিনা আজও বিজনে বিরহী হিয়া

নীপবনগন্ধঘন অন্ধকারে—

সাড়া দিবে কি গীতহীন নীরব সাধনায়॥

হায় জানি সে নাই জীর্ণ নীড়ে, জানি সে নাই নাই।

তীর্থহারা যাত্রী ফিরে ব্যর্থ বেদনায়—

ডাকে তবু হৃদয় মম মনে-মনে রিক্ত ভুবনে

রোদন-জাগা সঙ্গীহারা অসীম শূন্যে॥

২৪০

সে-যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগি নি।

কী ঘুম তোরে পেয়েছিল, হতভাগিনি॥

এসেছিল নীরব রাতে, বীণাখানি ছিল হাতে,

স্বপন-মাঝে বাজিয়ে গেল গভীর রাগিণী॥

জেগে দেখি দখিনহাওয়া পাগল করিয়া

গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় আঁধার ভরিয়া।

কেন আমার রজনী যায়, কাছে পেয়ে কাছে না পায়,

কেন গো তার মালার পরশ বুকে লাগে নি॥

২৪১

কোন্ গহন অরণ্যে তারে এলেম হারায়ে

কোন্ দূর জনমের কোন্ স্মৃতিবিস্মৃতিছায়ে।

আজ আলো-আঁধারে

কখন্ বুঝি দেখি, কখন্ দেখি না তারে—

কোন্ মিলনসুখের স্বপনসাগর এল পারায়ে॥

ধরা-অধরার মাঝে
ছায়ানটের রাগিণীতে আমার বাঁশি বাজে,
বকুলতলায় ছায়ার নাচন ফুলের গন্ধে মিশে
জানি নে মন পাগল করে কিসে।
কোন্ নটিনীর ঘূর্ণি-আঁচল লাগে আমার গায়ে ॥

২৪২

কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো আঁধারে।
মিলনের মাঝে বিরহকারায় বাঁধা রে ॥
সমুখে রয়েছে সুধাপারাবার, নাগাল না পায় তবু আঁখি তার—
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধা রে ॥
আড়ালে আড়ালে শুনি শুধু তারি বাণী যে;
জানি তারে আমি তবু তারে নাহি জানি যে।
শুধু বেদনায় অন্তরে পাই, অন্তরে পেয়ে বাহিরে হারাই,
আমার ভুবন রবে কি কেবলি আধা রে ॥

২৪৩

অশান্তি আজ হানল এ কী দহনজ্বালা।
বিঁধল হৃদয় নিদয় বাণে বেদনঢালা ॥
বক্ষে জ্বালায় অগ্নিশিখা, চক্ষে কাঁপায় মরীচিকা—
মরণসুতোয় গাঁথল কে মোর বরণমালা ॥
চেনা ভুবন হারিয়ে গেল স্বপনছায়াতে;
ফাগুনদিনের পলাশরঙের রঙিন মায়াতে।
যাত্রা আমার নিরুদ্দেশা, পথ-হারানোর লাগল নেশা—
অচিন দেশে এবার আমার যাবার পালা ॥

২৪৪

স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা
জাগায় দেহে মনে এ কী বিপুল ব্যথা।

বহে মম শিরে শিরে এ কী দাহ, কী প্রবাহ,
চকিতে সর্বদেহে ছুটে তড়িৎলতা ॥
ঝড়ের পবনগর্জে হারাই আপনায়
দুরন্তযৌবনক্ষুব্ধ অশান্ত বন্যায়।
তরঙ্গ উঠে প্রাণে দিগন্তে কাহার পানে—
ইঙ্গিতের ভাষায় কাঁদে, নাহি নাহি কথা ॥

২৪৫

শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে অতল জলের আহ্বান।
মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে, চঞ্চল প্রাণ ॥
ভাসায়ে দিব আপনারে ভরা জোয়ারে,
সকল-ভাবনা-ডুবানো ধারায় করিব স্নান।
ব্যর্থ বাসনার দাহ হবে নির্বাণ ॥
ঢেউ দিয়েছে জলে।
ঢেউ দিল আমার মর্মতলে।
এ কী ব্যাকুলতা আজি আকাশে, এই বাতাসে,
যেন উতলা অপ্সরীর উত্তরীয় করে রোমাঞ্চদান—
দূর সিন্ধুতীরে কার মঞ্জীরে গুঞ্জরতান ॥

২৪৬

দিন পরে যায় দিন বসি পথপাশে।
গান পরে গাই গান বসন্তবাতাসে ॥
ফুরাতে চায় না বেলা, তাই সুর গেঁথে খেলা—
রঙ্গিণীর মরীচিকা স্বপ্নের আভাসে ॥
দিন পরে যায় দিন, নাই তব দেখা।
গান পরে গাই গান, রই বসে একা।
সুর থেমে যায় পাছে তাই নাহি আস কাছে—
ভালোবাসা ব্যথা দেয় যারে ভালোবাসে ॥

২৪৭

আমার ভুবন তো আজ হল কাঙাল, কিছু তো নাই বাকি,
ওগো নিঠুর, দেখতে পেলে তা কি ॥
তার সব ঝরেছে, সব মরেছে জীর্ণ বসন ঐ পরেছে—
প্রেমের দানে নগ্ন প্রাণের লজ্জা দেহো ঢাকি ॥
কুঞ্জে তাহার গান যা ছিল কোথায় গেল ভাসি।
এবার তাহার শূন্য হিয়ায় বাজাও তোমার বাঁশি।
তার দীপের আলো কে নিভালো, তারে তুমি আবার জ্বালো,
আমার আপন আঁধার আমার আঁখিরে দেয় ফাঁকি ॥

২৪৮

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠে নি সিন্ধুপারে।
হে অজানা, তোমায় তবে জেনেছিলেম অনুভবে—
গানে তোমার পরশখানি বেজেছিল প্রাণের তারে ॥
তুমি গেলে যখন একলা চলে
চাদ উঠেছে রাতের কোলে।
তখন দেখি, পথের কাছে মালা তোমার পড়ে আছে—
বুঝেছিলেম অনুমানে, এ কণ্ঠহার দিলে কারে ॥

২৪৯

এ-পথে আমি-যে গেছি বারবার, ভুলি নি তো একদিনো।
আজ কি ঘুচিল চিহ্ন তাহার, উঠিল বনের তৃণ ?
তবু মনে মনে জানি, নাই ভয়, অনুকূল বায়ু সহসা যে বয়—
চিনিব তোমায় আসিবে সময়, তুমি-যে আমায় চিন ॥
একেলা যেতাম যে-প্রদীপ হাতে নিবেছে তাহার শিখা।
তবু জানি মনে, তারার ভাষাতে ঠিকানা রয়েছে লিখা।
পথের ধারেতে ফুটিল যে-ফুল, জানি জানি, তারা ভেঙে দেবে ভুল—
গন্ধে তাদের গোপন মৃদুল সংকেত আছে লীন ॥

২৫০

মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে সেদিন ভরা সাঁঝে,
যেতে যেতে দুয়ার হতে কী ভেবে ফিরালে মুখখানি—
কী কথা ছিল মনে ॥
তুমি সে কি হেসে গেলে আঁখিকোণে,
আমি বসে বসে ভাবি নিয়ে কম্পিত হৃদয়খানি,
তুমি আছ দূর ভুবনে ॥
আকাশে উড়িছে বকপাঁতি,
বেদনা আমার তারি সাথি।
বারেক তোমায় শুধাবারে চাই, বিদায়কালে কী বলো নাই
সে কি রয়ে গেল গো সিক্ত যূথীর গন্ধবেদনে।

২৫১

কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে।
গন্ধ ছড়ালো ঘুমের প্রান্তপারে।
একা এসেছিল ভুলে অন্ধরাতের কূলে
অরুণ-আলোর বন্দনা করিবারে ॥
ক্ষীণ দেহে মরি মরি সে যে নিয়েছিল বরি
অসীম সাহসে নিষ্ফল সাধনারে ॥
কী যে তার রূপ দেখা হল না তো চোখে,
জানি না কী নামে স্মরণ করিব ওকে।
আঁধারে যাহারা চলে সেই তারাদের দলে
এসে ফিরে গেল বিরহের ধারে ধারে ॥
করুণ মাধুরীখানি কহিতে জানে না বাণী,
কেন এসেছিল রাতের বন্ধ দ্বারে ॥

২৫২

লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি,
হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি।

চৈত্ররজনী আজ বসে আছি একা, পুন বুঝি দিল দেখা—
বনে বনে তব লেখনীলীলার রেখা,
নবকিশলয়ে গো কোন্ ভুলে এল ভুলি, তোমার পুরানো আখরগুলি।
মল্লিকা আজি কাননে কাননে কত
সৌরভে-ভরা তোমারি নামের মতো।
কোমল তোমার অঙ্গুলি-ছোঁওয়া বাণী মনে দিল আজি আনি
বিরহের কোন্ ব্যথাভরা লিপিখানি।
মাধবীশাখায় উঠিতেছে দুলি দুলি তোমার পুরানো আখরগুলি॥

২৫৩

আজি সাঁঝের যমুনায় গো
তরুণ চাঁদের কিরণতরী কোথায় ভেসে যায় গো॥
তারি সুদূর সারিগানে বিদায়স্মৃতি জাগায় প্রাণে
সেই যে দুটি উতল আঁখি উছল করুণায় গো॥
আজ মনে মোর যে-সুর বাজে কেউ তা শোনে নাই কি
একলা প্রাণের কথা নিয়ে একলা এ দিন যায় কি।
যায় যদি যাক, ফিরে ফিরে লুকিয়ে তুলে নেয় নি কি রে
আমার পরম বেদনখানি আপন বেদনায় গো॥

২৫৪

সখী, আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না।
কিসেরি পিয়াসে কোথা যে যাবে সে, পথ জানে না॥
ঝরঝর নীরে, নিবিড় তিমিরে, সজল সমীরে গো
যেন কার বাণী কভু কানে আনে, কভু আনে না॥

২৫৫

যখন ভাঙল মিলন-মেলা
ভেবেছিলেম, ভুলব না আর চক্ষের জল ফেলা॥
দিনে দিনে পথের ধুলায় মালা হতে ফুল ঝরে যায়—
জানি নে তো কখন এল বিস্মরণের বেলা।

দিনে দিনে কঠিন হল কখন্ বুকের তল।
ভেবেছিলেম, ঝরবে না আর আমার চোখের জল।
হঠাৎ দেখা পথের মাঝে, কান্না তখন থামে না-যে—
ভোলার তলে তলে ছিল অশ্রুজলের খেলা॥

২৫৬

আমার এ পথ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে গেছে বেঁকে॥
আমার ফুলে আর কি কবে তোমার মালা গাঁথা হবে,
তোমার বাঁশি দূরের হাওয়ায় কেঁদে বাজে কারে ডেকে॥
শ্রান্তি লাগে পায়ে পায়ে, বসি পথের তরুছায়ে।
সাথিহারার গোপন ব্যথা বলব যারে সে-জন কোথা—
পথিকরা যায় আপন-মনে, আমারে যায় পিছে রেখে॥

২৫৭

একলা ব'সে একে একে অন্যমনে পদ্মের দল ভাসাও জলে অকারণে॥
হায় রে বুঝি কখন তুমি গেছ ভুলে, ও যে আমি এনেছিলেম আপনি তুলে,
রেখেছিলেম প্রভাতে ঐ চরণমূলে অকারণে—
কখন তুলে নিলে হাতে যাবার ক্ষণে অন্যমনে॥
দিনের পরে দিনগুলি মোর এমনি ভাবে
তোমার হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে।
সবগুলি এই শেষ হবে যেই তোমার খেলায়
এমনি তোমার আলসভরা অবহেলায়,
হয়তো তখন বাজবে ব্যথা সন্ধেবেলায় অকারণে—
চোখের জলের লাগবে আভাস নয়নকোণে অন্যমনে॥

২৫৮

তার বিদায়বেলার মালাখানি আমার গলে রে
দোলে দোলে বুকের কাছে পলে পলে রে॥
গন্ধ তাহার ক্ষণে ক্ষণে জাগে ফাগুনসমীরণে
গুঞ্জরিত কুঞ্জতলে রে॥

দিনের শেষে যেতে যেতে পথের 'পরে
ছায়াখানি মিলিয়ে দিল বনান্তরে।
সেই ছায়া এই আমার মনে, সেই ছায়া ওই কাঁপে বনে,
কাঁপে সুনীল দিগঞ্চলে রে ॥

২৫৯

আমি এলেম তারি দ্বারে, ডাক দিলেম অন্ধকারে ॥
আগল ধ'রে দিলেম নাড়া, প্রহর গেল পাই নি সাড়া,
দেখতে পেলেম না-যে তারে ॥
তবে যাবার আগে এখান থেকে এই লিখনখানি যাব রেখে।
দেখা তোমার পাই বা না পাই, দেখতে এলেম জেনো গো তাই—
ফিরে যাই সুদূরের পারে ॥

২৬০

দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে,
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে ॥
এ পথে যখন যাবে আঁধারে চিনিতে পাবে—
রজনীগন্ধার গন্ধ ভরেছে মন্দিরে ॥
আমারে পড়িবে মনে কখন সে লাগি
প্রহরে প্রহরে আমি গান গেয়ে জাগি।
ভয় পাছে শেষ রাতে ঘুম আসে আঁখিপাতে,
ক্লান্ত কণ্ঠে মোর সুর ফুরায় যদি রে ॥

২৬১

তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে,
তখন ছিলেম বহুদূরে কিসের অন্বেষণে ॥
কূলে যখন এলেম ফিরে তখন অস্তশিখরশিরে
চাইল রবি শেষ-চাওয়া তার কনকচাঁপার বনে
আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে ॥

লিখন তোমার বিনিসুতার শিউলিফুলের মালা,
বাণী যে তার সোনায়-ছোঁওয়া অরুণ-আলোয়-ঢালা
এল আমার ক্লান্ত হাতে ফুল-ঝরানো শীতের রাতে
কুহেলিকায় মন্থর কোন্ মৌন সমীরণে—
তখন ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে॥

২৬২

সে-যে বাহির হল আমি জানি,
বক্ষে আমার বাজে তাহার পথের বাণী।
কোথায় কবে এসেছে সে সাগরতীরে বনের শেষে,
আকাশ করে সেই কথারই কানাকানি॥
হায় রে আমি ঘর বেঁধেছি এতই দূরে,
না জানি তার আসতে হবে কত ঘুরে।
হিয়া আমার পেতে রেখে সারাটি পথ দিলেম ঢেকে,
আমার ব্যথায় পড়ুক তাহার চরণখানি॥

২৬৩

কবে তুমি আসবে ব'লে রইব না বসে, আমি চলব বাহিরে।
শুকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে খসে, আর সময় নাহি রে॥
ওরে বাতাস দিল দোল, দিল দোল;
এবার ঘাটের বাঁধন খোল্, ও তুই খোল্।
মাঝ-নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তরী বাহি রে॥
আজ শুক্লা একাদশী, হেরো নিদ্রাহারা শশী
ঐ স্বপ্নপারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি।
তোর পথ জানা নাই, নাইবা জানা নাই—
তোর নাই মানা নাই, মনের মানা নাই—
সবার সাথে চলবি রাতে সামনে চাহি রে॥

২৬৪

জাগরণে যায় বিভাবরী ;
আঁখি হতে ঘুম নিল হরি মরি মরি ॥
যার লাগি ফিরি একা একা, আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা,
তারি বাঁশি ওগো তারি বাঁশি তারি বাঁশি বাজে হিয়া ভরি
মরি মরি ॥
বাণী নাহি, তবু কানে কানে
কী-যে শুনি তাহা কেবা জানে।
এই হিয়াভরা বেদনাতে, বারি-ছলছল আঁখিপাতে
ছায়া দোলে তারি ছায়া দোলে, ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি
মরি মরি ॥

২৬৫

সময় আমার নাই-যে বাকি,
শেষের প্রহর পূর্ণ করে দেবে না কি ॥
বারে বারে কারা করে আনাগোনা,
কোলাহলে সুরটুকু আর যায় না শোনা—
ক্ষণে ক্ষণে গানে আমার পড়ে ফাঁকি ॥
পণ করেছি, তোমার হাতে আপনারে
শেষ করে আজ চুকিয়ে দেব একেবারে।
মিটিয়ে দেব সকল খোঁজা, সকল বোঝা,
ভোরবেলাকার একলা পথে চলব সোজা—
তোমার আলোয় ডুবিয়ে নেব সজাগ আঁখি ॥

২৬৬

একদা তুমি, প্রিয়ে, আমারি এ তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে সে কথা যে গেছ ভুলে ॥
সেথা যে বহে নদী নিরবধি সে ভোলে নি,
তারি-যে স্রোতে আঁকা বাঁকা বাঁকা তব বেণী,

তোমারি পদরেখা আছে লেখা তারি কূলে।
আজি কি সবি ফাঁকি— সে কথা কি গেছ ভুলে।
গেঁথেছ যে-রাগিণী একাকিনী দিনে দিনে
আজিও যায় ব্যেপে কেঁপে কেঁপে তৃণে তৃণে।
গাঁথিতে যে-আঁচলে ছায়াতলে ফুলমালা
তাহারি পরশন হরষন- সুধা-ঢালা
ফাগুন আজো যে রে খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে।
আজি কি সবি ফাঁকি— সে কথা কি গেছ ভুলে॥

২৬৭

আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে—
ভরে রইল বুকের তলা, কারো কাছে হয় নি বলা,
কেবল বলে গেলেম বাঁশির কানে কানে॥
আমার চোখে ঘুম ছিল না গভীর রাতে,
চেয়ে ছিলেম চেয়ে-থাকা তারার সাথে।
এমনি গেল সারারাতি, পাই নি আমার জাগার সাথি—
বাঁশিটিরে জাগিয়ে গেলেম গানে গানে॥

২৬৮

দেখা দিয়ে যে চলে গেল, ও চুপিচুপি কী বলে গেল,
যেতে যেতে গো কাননেতে গো কত-যে ফুল দ'লে গেল॥
মনে মনে কী ভাবে কে জানে, মেতে আছে ও যেন কী গানে ;
নয়ন হানে আকাশ-পানে, চাঁদের হিয়া গ'লে গেল।।
পায়ে পায়ে-যে বাজায়ে চলে বীণার ধ্বনি তৃণের দলে।
কে জানে কারে ভালো কি বাসে, বুঝিতে নারি কাঁদে কি হাসে,
জানি নে ও কি ফিরিয়া আসে, জানি নে ও কি ছ'লে গেল॥

২৬৯

কেন সারাদিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে॥

চলে গেল বেলা, রেখে মিছে খেলা
ঝাঁপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে।
অকুল ছানিয়ে যা পাও তা নিয়ে
হেসে কেঁদে চলো ঘরে ফিরে॥
নাহি জানি মনে কী বাসিয়া
পথে বসে আছে কে আসিয়া।
কী কুসুমবাসে ফাগুনবাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া।
চল্ ওরে এই খ্যাপা বাতাসেই
সাথে নিয়ে সেই উদাসিরে॥

২৭০

কী সুর বাজে আমার প্রাণে, আমিই জানি, মনই জানে॥
কিসের লাগি সদাই জাগি, কাহার কাছে কী ধন মাগি,
তাকাই কেন পথের পানে॥
দ্বারের পাশে প্রভাত আসে, সন্ধ্যা নামে বনের বাসে।
সকাল-সাঁঝে বাঁশি বাজে, বিকল করে সকল কাজে—
বাজায় কে যে কিসের তানে॥

২৭১

গহন ঘন বনে পিয়াল-তমাল-সহকার-ছায়ে
সন্ধ্যাবায়ে তৃণশয়নে মুগ্ধনয়নে রয়েছি বসি।
শ্যামল পল্লবভার আঁধারে মর্মরিছে,
বায়ুভরে কাঁপে শাখা, বকুলদল পড়ে খসি॥
স্তব্ধ নীড়ে নীরব বিহগ,
নিস্তরঙ্গ নদীপ্রান্তে অরণ্যের নিবিড় ছায়া।
ঝিল্লিমন্দ্রে তন্দ্রাপূর্ণ জলস্থল শূন্যতল,
চরাচরে স্বপনের মায়া।
নির্জন হৃদয়ে মোর জাগিতেছে সেই মুখশশী॥

২৭২

কে উঠে ডাকি মম বক্ষোনীড়ে থাকি
করুণ মধুর অধীর তানে বিরহবিধুর পাখি ॥
নিবিড় ছায়া, গহন মায়া, পল্লবঘন নির্জন বন—
শান্ত পবনে কুঞ্জভবনে কে জাগে একাকী ॥
যামিনী বিভোরা নিদ্রাঘনঘোরা—
ঘন তমালশাখা নিদ্রাঞ্জন-মাখা।
স্তিমিত তারা চেতনহারা, পাণ্ডু গগন তন্দ্রামগন—
চন্দ্র শ্রান্ত দিকভ্রান্ত নিদ্রালস-আঁখি ॥

২৭৩

ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে, আমার ঘরে কেহ নাই-যে।
তারে মনে পড়ে যারে চাই-যে ॥
তার আকুল পরান, বিরহের গান, বাঁশি বুঝি গেল জানায়ে।
আমি আমার কথা তারে জানাব কী করে, প্রাণ কাঁদে মোর তাই-যে ॥
কুসুমের মালা গাঁথা হল না, ধূলিতে প'ড়ে শুকায় রে।
নিশি হয় ভোর, রজনীর চাঁদ মলিন মুখ লুকায় রে।
সারা বিভাবরী কার পূজা করি যৌবনডালা সাজায়ে—
বাঁশিস্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়, আমি কেন থাকি হায় রে ॥

২৭৪

হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন-সনে।
এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে ॥
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি, কে জানে গো কাহার হাসি,
দুটি ফোঁটা নয়নসলিল রেখে যায় এই নয়নকোণে ॥
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসি দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয়, কার মনের বেদন কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে ॥
সারাদিন গাঁথি গান, কারে চাহে গাহে প্রাণ,
তরুতলের ছায়ার মতন বসে আছি ফুলবনে ॥

২৭৫

ওগো এত প্রেম-আশা, প্রাণের তিয়াষা কেমনে আছে সে পাশরি।
তবে সেথা কি হাসে না চাঁদিনি যামিনী, সেথা কি বাজে না বাঁশরি॥
সখী, হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন, সেথা কি পবন বহে না।
সে-যে তার কথা মোরে কহে অনুখন, মোর কথা তারে কহে না॥
যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনী, আমারে ভুলালে কেন সে॥
ওগো এ চিরজীবন করিব রোদন, এই ছিল তার মানসে॥
যবে কুসুমশয়নে নয়নে নয়নে কেটেছিল সুখরাতি রে,
তবে কে জানিত তার বিরহ আমার হবে জীবনের সাথি রে॥
যদি মনে নাহি রাখে, সুখে যদি থাকে, তোরা একবার দেখে আয়—
এই নয়নের তৃষা পরানের আশা চরণের তলে রেখে আয়।
আর নিয়ে যা রাধার বিরহের ভার, কত আর ঢেকে রাখি বল্।
আর পারিস যদি তো আনিস হরিয়ে একফোঁটা তার আঁখিজল॥
না না, এত প্রেম, সখী, ভুলিতে যে পারে তারে আর কেহ সেধো না।
আমি কথা নাহি কব, দুখ লয়ে রব, মনে মনে স'ব বেদনা।
ওগো মিছে, মিছে, সখী, মিছে এই প্রেম, মিছে পরানের বাসনা।
ওগো সুখদিন হায় যবে চলে যায় আর ফিরে আর আসে না॥

২৭৬

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন আকুলনয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে কুসুমচয়ন রে॥
কত শারদ যামিনী হইবে বিফল, বসন্ত যাবে চলিয়া।
কত উদিবে তপন, আশার স্বপন প্রভাতে যাইবে ছলিয়া॥
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া, মরিব কাঁদিয়া রে।
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব সাধিয়া সাধিয়া রে।
আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি, কার দরশন যাচি রে।
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া, তাই আমি বসে আছি রে॥
তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়, নীলবাসে তনু ঢাকিয়া,
তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে একেলা রয়েছি জাগিয়া।

ওগো তাই কত নিশি চাঁদ উঠে হাসি, তাই কেঁদে যায় প্রভাতে।
ওগো তাই ফুলবনে মধুসমীরণে ফুটে ফুল কত শোভাতে॥
ওই বাঁশিস্বর তার আসে বারবার, সেই শুধু কেন আসে না;
এই হৃদয়-আসন শূন্য পড়ে থাকে, কেঁদে মরে শুধু বাসনা॥
মিছে পরশিয়া কায় বায়ু বহে যায়, বহে যমুনার লহরী।
কেন কুহু কুহু পিক কুহরিয়া উঠে, যামিনী-যে উঠে শিহরি॥
ওগো যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে মোর হাসি আর রবে কি।
এই জাগরণে-ক্ষীণ বদনমলিন আমারে হেরিয়া কবে কী।
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা প্রভাতে চরণে ঝরিব—
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল, দেখে তারে আমি মরিব॥

২৭৭

কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান।
কখন বকুলমূল ছেয়েছিল ঝরা ফুল,
কখন যে ফুল-ফোটা হয়ে গেল অবসান॥
এবার বসন্তে কি রে যূঁথিগুলি জাগে নি রে—
অলিকুল গুঞ্জরিয়া করে নি কি মধুপান।
এবার কি সমীরণ জাগায় নি ফুলবন—
সাড়া দিয়ে গেল না তো, চলে গেল ম্রিয়মাণ॥
বসন্তের শেষ রাতে এসেছি-যে শূন্য হাতে—
এবার গাঁথি নি মালা, কী তোমারে করি দান।
কাঁদিছে নীরব বাঁশি, অধরে মিলায় হাসি—
তোমার নয়নে ভাসে ছলছল অভিমান॥

২৭৮

বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাঁশরি বাজিল কই।
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন কুসুমে সাজিল ওই॥
বিকচ বকুলফুল দেখে-যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায়।

এ নহে কি বৃন্দাবন, কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুরধ্বনি বনপথে শুনা যায়।
একা আছি বনে বসি, পীত ধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখশশী পরান মজিল, সই ॥
একবার রাধে রাধে, ডাক্ বাঁশি মনোসাধে—
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতীমালা,
হৃদয়ে বিরহজ্বালা এ নিশি পোহায় হায়।
কবি-যে হল আকুল, এ কি রে বিধির ভুল,
মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই ॥

২৭৯

পথিক পরান, চল্, চল্ সে-পথে তুই
যে-পথ দিয়ে গেল রে তোর বিকেলবেলার জুঁই ॥
সে-পথ বেয়ে গেছে যে তোর সন্ধ্যামেঘের সোনা,
প্রাণের ছায়াবীথির তলে গানের আনাগোনা—
রইল না কিছুই ॥
যে-পথে তার পাপড়ি দিয়ে বিছিয়ে গেল ভুঁই
পথিক পরান, চল্, চল্ সে-পথে তুই।
অন্ধকারে সন্ধ্যাযূথীর স্বপনময়ী ছায়া
উঠবে ফুটে তারার মতো কায়াবিহীন মায়া—
ছুঁই তারে না-ছুঁই ॥

২৮০

তুই ফেলে এসেছিস কারে, মন, মন রে আমার।
তাই জনম গেল, শান্তি পেলি না রে, মন, মন রে আমার ॥
যে-পথ দিয়ে চলে এলি সে-পথ এখন ভুলে গেলি,
কেমন করে ফিরবি তাহার দ্বারে, মন, মন রে আমার ॥

নদীর জলে থাকি রে কান পেতে,
কাঁপে-যে প্রাণ পাতার মর্মরেতে।
মনে হয় রে পাব খুঁজি ফুলের ভাষা যদি বুঝি
যে-পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে, মন, মন রে আমার॥

২৮১

যেদিন সকল মুকুল গেল ঝরে
আমায় ডাকলে কেন এমন করে॥
যেতে হবে যে-পথ বেয়ে শুকনো পাতা আছে ছেয়ে,
হাতে আমার শূন্য ডালা কী ফুল দিয়ে দেব' ভরে॥
গানহারা মোর হৃদয়তলে
তোমার ব্যাকুল বাঁশি কী-যে বলে।
নেই আয়োজন, নেই মম ধন, নেই আভরণ, নেই আবরণ—
রিক্ত বাহু এই তো আমার বাঁধবে তোমায় বাহুডোরে॥

২৮২

আমায় থাকতে দে-না আপন-মনে।
সেই চরণের পরশখানি মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
কথার পাকে কাজের ঘোরে ভুলিয়ে রাখে কে আর মোরে,
তার স্মরণের বরণমালা গাঁথি বসে গোপন কোণে॥
এই-যে ব্যথার রতনখানি
আমার বুকে দিল আনি
এই নিয়ে আজ দিনের শেষে একা চলি তার উদ্দেশে।
নয়নজলে সামনে দাঁড়াই, তারে সাজাই তারি ধনে॥

২৮৩

হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব,
নীরবে জাগ একাকী শূন্যমন্দিরে দীর্ঘ বিভাবরী—
কোন্ সে নিরুদ্দেশ-লাগি আছ জাগিয়া॥

স্বপনরূপিণী অলোকসুন্দরী
অলক্ষ্য অলকাপুরী-নিবাসিনী,
তাহার মুরতি রচিলে বেদনায় হৃদয়-মাঝারে ॥

২৮৪

ওগো সখী, দেখি, দেখি, মন কোথা আছে।
কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে হেরো কারে যাচে ॥
কী মধু, কী সুধা, কী সৌরভ, কী রূপ রেখেছ লুকায়ে—
কোন্ প্রভাতে কোন্ রবির আলোকে দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে ॥
সে যদি না আসে এ জীবনে, এ কাননে পথ না পায়।
যারা এসেছে তারা বসন্ত ফুরালে নিরাশপ্রাণে ফেরে পাছে ॥

২৮৫

সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা এ কি আর ভালো লাগে।
আকুল তিয়াষ, প্রেমের পিয়াস, প্রাণে কেন নাহি জাগে ॥
কবে আর হবে থাকিতে জীবন আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন—
মধুর হুতাশে মধুর দহন নিতি-নব অনুরাগে ॥
তরল কোমল নয়নের জল নয়নে উঠিবে ভাসি ;
সে বিষাদনীরে নিবে যাবে ধীরে প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে, আশানিরাশায় পরান টুটিবে—
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে শরম-অরুণ রাগে ॥

২৮৬

ওলো রেখে দে, সখী, রেখে দে, মিছে কথা ভালোবাসা।
সুখের বেদনা, সোহাগযাতনা, বুঝিতে পারি নে ভাষা ॥
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন, পরান সঁপিতে প্রাণের সাধন,
লহো-লহো ব'লে পরে আরাধন, পরের চরণে আশা ॥
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া
পরের মুখের হাসির লাগিয়া অশ্রুসাগরে ভাসা।
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া জীবনের সুখ নাশা ॥

২৮৭

তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো।
কেন বুঝাতে পারি নে হৃদয়বেদনা॥
কেমনে সে হেসে চলে যায়, কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়—
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান॥
এত ব্যথাভরা ভালোবাসা, কেহ দেখে না, প্রাণে গোপনে রহিল।
এ প্রেম কুসুম যদি হ'ত প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার চরণে করিতাম দান।
বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাতো অনাদরে, তবু তার সংশয় হ'ত অবসান॥

২৮৮

এ তো খেলা নয় খেলা নয়, এ যে হৃদয়দহনজ্বালা, সখী।
এ যে প্রাণভরা ব্যাকুলতা, গোপন মর্মের ব্যথা,
এ যে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা॥
কে যেন সতত মোরে ডাকিয়ে আকুল করে;
যাই-যাই করে প্রাণ, যেতে পারি নে।
যে কথা বলিতে চাহি তা বুঝি বলিতে নাহি—
কোথায় নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা।
যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারি নে মালা॥

২৮৯

দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি।
তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ, তৃষিত আকুল আঁখি॥
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই, সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
'কে আসিছে' ব'লে চমকিয়ে চাই কাননে ডাকিলে পাখি॥
জাগরণে তারে না দেখিতে পাই, থাকি স্বপনের আশে;
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয় বাঁধিব স্বপনপাশে।
এত ভালোবাসি, এত যারে চাই, মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই;
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে তাহারে আনিবে ডাকি॥

২৯০

অলি বার বার ফিরে যায়, অলি বার বার ফিরে আসে
তবে তো ফুল বিকাশে।
কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, মরে লাজে, মরে ত্রাসে।
ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ, নিশিদিন রহো পাশে।
ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও, হৃদয়রতন-আশে।
ফিরে এসো, ফিরে এসো ; বন মোদিত ফুলবাসে।
আজ বিরহরজনী ; ফুল্ল কুসুম শিশিরসলিলে ভাসে॥

২৯১

দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে পাঠালো তোমার ঘরে।
মিলনবীণা হৃদয়ের মাঝে বাজে তব অগোচরে॥
মনের কথাটি গোপনে গোপনে বাতাসে বাতাসে ভেসে আসে মনে,
বকুলশাখার চঞ্চলতায় বনে উপবনে মর্মরে মর্মরে॥
পুষ্পমালার পরশপুলক পেয়েছ বক্ষতলে ;
জানি সে মালারে সিক্ত করেছ সুখের অশ্রুজলে।
ধরো সাহানাতে মিলনের পালা, সাজাও যতনে বরণের ডালা,
মালতীর মালা অঞ্চলে ঢেকে কনকপ্রদীপ আনো তার পথ-'পরে॥

২৯২

আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী।
নয়ন আমার কাঙাল হয়ে মরে না ঘুরি॥
চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে গুঞ্জরিল একতারা যে—
মনোরথের পথে পথে বাজল বাঁশুরি।
রূপের কোলে ঐ যে দোলে অরূপ মাধুরী॥
কূলহারা কোন্ রসের সরোবরে
মূলহারা ফুল ভাসে জলের 'পরে।
হাতের ধরা ধরতে গেলে ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে—
আপন মনে স্থির হয়ে রই, করি নে চুরি।
ধরা দেওয়ার ধন সে তো নয়, অরূপ মাধুরী॥

২৯৩

বিনা সাজে সাজি দেখা দিয়েছিলে কবে,
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে ॥
ভালোবাসা যদি মেশে আধা-আধি মোহে
আলোতে আঁধারে দোঁহারে হারাব দোঁহে
ধেয়ে আসে হিয়া তোমার সহজ রবে,
আভরণ দিয়া আবরণ কেন তবে ॥
ভাবের রসেতে যাহার নয়ন ডোবা
ভূষণে তাহারে দেখাও কিসের শোভা।
কাছে এসে তবু কেন রয়ে গেলে দূরে—
বাহির-বাঁধনে বাঁধিবে কি বন্ধুরে,
নিজের ধনে কি নিজে চুরি করে লবে।
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে ॥

২৯৪

বাহির পথে বিবাগি হিয়া কিসের খোঁজে গেলি,
আয় রে ফিরে আয়।
পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া ছেঁড়া আসন মেলি
বসিবি নিরালায় ॥
সারাটা বেলা সাগরধারে কুড়ালি যত নুড়ি,
নানা রঙের শামুকভারে বোঝাই হল ঝুড়ি,
লবণপারাবারের পারে প্রখর তাপে পুড়ি
মরিলি পিপাসায়—
ঢেউয়ের দোল তুলিল রোল অকূলতল জুড়ি,
কহিল বাণী কী জানি কী ভাষায় ॥
বিরাম হল আরামহীন যদি রে তোর ঘরে, না যদি রয় সাথি,
সন্ধ্যা যদি তন্দ্রালীন মৌন অনাদরে, না যদি জ্বালে বাতি,
তবু তো আছে আঁধার কোণে ধ্যানের ধনগুলি—
একেলা বসি আপন-মনে মুছিবি তার ধূলি,

গাঁথিবি তারে রতনহারে, বুকেতে নিবি তুলি

মধুর বেদনায়।

কাননবীথি ফুলের রীতি নাহয় গেছে ভুলি

তারকা আছে গগনকিনারায়॥

২৯৫

এলেম নতুন দেশে—

তলায় গেল ভগ্নতরী, কূলে এলেম ভেসে॥

অচিন মনের ভাষা শোনাবে অপূর্ব কোন্ আশা,

বোনাবে রঙিন সুতোয় দুঃখসুখের জাল,

বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল,

নতুন বেদনায় ফিরব কেঁদে হেসে॥

নাম-না-জানা প্রিয়া

নাম-না-জানা ফুলের মালা নিয়া হিয়ায় দেবে হিয়া॥

যৌবনেরি নবোচ্ছ্বাসে ফাগুনমাসে

বাজবে নূপুর ঘাসে ঘাসে।

মাতবে দখিনবায় মঞ্জরিত লবঙ্গলতায়,

চঞ্চলিত এলোকেশে॥

২৯৬

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো আমার মুখের আঁচলখানি।

ঢাকা থাকে না হায় গো, তারে রাখতে নারি টানি॥

আমার রইল না লাজলজ্জা, আমার ঘুচল গো সাজসজ্জা;

তুমি দেখলে আমারে এমন প্রলয়-মাঝে আনি

আমায় এমন মরণ হানি॥

হঠাৎ আকাশ উজলি কারে খুঁজে কে ঐ চলে।

চমক লাগায় বিজুলি আমার আঁধার ঘরের তলে।

তবে নিশীথগগন জুড়ে আমার যাক সকলি উড়ে,

এই দারুণ কল্লোলে বাজুক আমার প্রাণের বাণী

কোনো বাঁধন নাহি মানি॥

২৯৭

পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা রিক্ত হাতে চাস নে তারে,
সিক্তচোখে যাস নে দ্বারে।
রত্নমালা আনবি যবে মাল্যবদল তখন হবে—
পাতবি কি তোর দেবীর আসন শূন্য ধুলায় পথের 'পরে॥
বৈশাখে বন রুক্ষ যখন, বহে পবন দৈন্যজ্বালা,
হায় রে তখন শুকনো ফুলে ভরবি কি তোর বরণডালা।
অতিথিরে ডাকবি যবে ডাকিস যেন সগৌরবে—
লক্ষ শিখায় জ্বলবে যখন দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকারে॥

২৯৮

লুকালে ব'লেই খুঁজে বাহির করা,
ধরা যদি দিতে তবে যেত না ধরা।
পাওয়া ধন আনমনে হারাই যে অযতনে,
হারাধন পেলে সে যে হৃদয়-ভরা॥
আপনি যে কাছে এল দূরে সে আছে,
কাছে যে টানিয়া আনে সে আসে কাছে।
দূরে বারি যায় চলে, লুকায় মেঘের কোলে,
তাই সে ধরায় ফেরে পিপাসাহরা॥

২৯৯

ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে॥
আলোতে কোন্ গগনে মাধবী জাগল বনে,
এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে॥
কেমনে রহি ঘরে, মন-যে কেমন করে,
কেমনে কাটে-যে দিন দিন গুনিয়ে।

কী মায়া দেয় বুলায়ে, দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে ॥

৩০০

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
ওগো হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাঁশি
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে, পরবে ফাঁসি,
তখন ঘুচবে ত্বরা, ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়—
আহা আজি সে-আঁখি বনের পাখি বনে পালায় ॥
চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায়,
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিনবায়।
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির- বসন্ত-যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে,
তারে বাহিরে খুঁজি ফিরিছ বুঝি পাগলপ্রায়—
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায় ॥

৩০১

দে তোরা আমায় নূতন করে দে নূতন আভরণে।
হেমন্তের অভিসম্পাতে রিক্ত অকিঞ্চন কাননভূমি,
বসন্তে হোক দৈন্যবিমোচন নব লাবণ্যধনে।
শূন্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক পল্লব-আবরণে ॥
বাজুক প্রেমের মায়ামন্ত্রে
পুলকিত প্রাণের বীণাযন্ত্রে
চিরসুন্দরের অভিবন্দনা।
আনন্দচঞ্চল নৃত্য অঙ্গে অঙ্গে বহে যাক হিল্লোলে হিল্লোলে,
যৌবন পাক্ সম্মান বাঞ্ছিত-সম্মিলনে ॥

৩০২

তোমার বৈশাখে ছিল প্রখর রৌদ্রের জ্বালা,
কখন্ বাদল আনে আষাঢ়ের পালা, হায় হায় হায়।
কঠিন পাষাণে কেমনে গোপনে ছিল,
সহসা ঝরনা নামিল অশ্রুঢালা, হায় হায় হায়॥
মৃগয়া করিতে বাহির হল যে বনে,
মৃগী হয়ে শেষে এল কি অবলা বালা, হায় হায় হায়॥
যে ছিল আপন শক্তির অভিমানে
কার পায়ে আনে হার মানিবার ডালা, হায় হায় হায়॥

৩০৩

আমার এই রিক্ত ডালি দিব তোমারি পায়ে।
দিব কাঙালিনীর আঁচল তোমার পথে পথে বিছায়ে॥
যে পুষ্পে গাঁথ পুষ্পধনু তারি ফুলে ফুলে, হে অতনু,
আমার পূজানিবেদনের দৈন্য দিয়ো ঘুচায়ে॥
তোমার রণজয়ের অভিযানে আমায় নিয়ো,
ফুলবাণের টিকা আমার ভালে এঁকে দিয়ো।
আমার শূন্যতা দাও যদি সুধায় ভরি দিব তোমার জয়ধ্বনি ঘোষণ করি;
ফাল্গুনের আহ্বান জাগাও আমার কায়ে দক্ষিণবায়ে॥

৩০৪

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি। আনন্দে বিষাদে মন উদাসি॥
পুষ্পবিকাশের সুরে দেহ মন উঠে পূরে,
কী মাধুরীসুগন্ধ বাতাসে যায় ভাসি॥
সহসা মনে জাগে আশা, মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নির ভাষা।
আজ মম রূপে বেশে লিপি লিখি কার উদ্দেশে—
এল মর্মের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি॥

৩০৫

কোন্ দেবতা সে কী পরিহাসে ভাসালো মায়ার ভেলায়।
স্বপ্নের সাথি, এসো মোরা মাতি স্বর্গের কৌতুকখেলায়॥

সুরের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে   বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে
নৃত্যবিভঙ্গে
মাধবীবনের মধুগন্ধে মোদিত   মোহিত মন্থর বেলায় ॥
যে ফুলমালা দুলায়েছ আজি   রোমাঞ্চিত বক্ষতলে
মধুররজনীতে রেখো সরসিয়া   মোহের মদির জলে।
নবোদিত সূর্যের করসম্পাতে   বিকল হবে হায় লজ্জা-আঘাতে,
দিন গত হলে নূতন প্রভাতে   মিলাবে ধুলার তলে
কার অবহেলায় ॥

৩০৬

নারীর ললিত লোভন লীলায়   এখনি কেন এ ক্লান্তি।
এখনি কি, সখা, খেলা হল অবসান ॥
যে মধুর রসে ছিলে বিহ্বল   সে কি মধুমাখা ভ্রান্তি—
সে কি স্বপ্নের দান,   সে কি সত্যের অপমান ॥
দুর দুরাশায় হৃদয় ভরিছ,   কঠিন প্রেমের প্রতিমা গড়িছ—
কী মনে ভাবিয়া নারীতে করিছ   পৌরুষ সন্ধান।
এও কি মায়ার দান ॥
সহসা মন্ত্রবলে
নমনীয় এই কমনীয়তারে   যদি আমাদের সখী একেবারে
পরের বসন সমান ছিন্ন করি ফেলে ধূলিতলে
সবে না সবে না সে নৈরাশ্য,   ভাগ্যের সেই অট্টহাস্য—
জানি জানি, সখা, ক্ষুব্ধ করিবে লুব্ধ পুরুষপ্রাণ,
হানিবে নিঠুর বাণ ॥

৩০৭

ওরে   চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে
বহু-   পূর্বস্মৃতিসম হেরি ওকে।
কার তুলিকা নিল মন্ত্রে জিনি   এই   মঞ্জুল রূপের নির্ঝরিণী   স্থির নির্ঝরিণী।
যেন   ফাল্গুন-উপবনে শুক্লরাতে   দোলপূর্ণিমাতে
এল   ছন্দমুরতি কার নব-অশোকে ॥

নৃত্যকলা যেন চিত্রে-লিখা
কোন্ স্বর্গের মোহিনী মরীচিকা।
শরৎ-নীলাম্বরে তড়িৎলতা কোথা হারাইল চঞ্চলতা,
হে স্তব্ধবাণী, কারে দিবে আনি নন্দনমন্দারমাল্যখানি, বরমাল্যখানি
প্রিয়- বন্দনাগান-জাগানো রাতে
শুভ দর্শন দিবে তুমি কাহার চোখে॥

৩০৮

চিনিলে না আমারে কি।
দীপহারা কোণে ছিনু অন্যমনে,
ফিরে গেলে কারেও না দেখি॥
দ্বারে এসে গেলে ভুলে— পরশনে দ্বার যেত খুলে,
মোর ভাগ্যতরী এটুকু বাধায় গেল ঠেকি॥
ঝড়ের রাতে ছিনু প্রহর গনি।
হায়, শুনি নাই তব রথের ধ্বনি।
গুরুগুরু গরজনে কাঁপি বক্ষ ধরিয়াছিনু চাপি,
আকাশে বিদ্যুৎবহ্নি অভিশাপ গেল লেখি॥

৩০৯

কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে, যাও, চিরবিরহের সাধনায়।
ফিরো না, ফিরো না, ভুলো না মোহে।
গভীর বিষাদের শান্তি পাও হৃদয়ে,
জয়ী হও অন্তরবিদ্রোহে॥
যাক পিয়াসা, ঘুচুক দুরাশা, যাক মিলায়ে কামনাকুয়াশা।
স্বপ্ন-আবেশ-বিহীন পথে যাও বাঁধনহারা
তাপবিহীন মধুর স্মৃতি নীরবে ব'হে॥

৩১০

সব কিছু কেন নিল না, নিল না, নিল না ভালোবাসা—
ভালো আর মন্দেরে।

আপনাতে কেন মিটালো না যত কিছু দ্বন্দ্বেরে—
ভালো আর মন্দেরে ॥
নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা, সাগরহৃদয়ে গহনে হয় হারা,
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো প্রেমের আনন্দেরে—
ভালো আর মন্দেরে ॥

৩১১

নীরবে থাকিস, সখী, ও তুই নীরবে থাকিস।
তোর প্রেমেতে আছে যে-কাঁটা
তারে আপন বুকে বিঁধিয়ে রাখিস ॥
দয়িতেরে দিয়েছিলি সুধা, আজিও তাহার মেটে নি ক্ষুধা,
এখনি তাহে মিশাবি কী বিষ।
যে-জ্বলনে তুই মরিবি মরমে মরমে
কেন তারে বাহিরে ডাকিস ॥

৩১২

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে, বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও।
ভুলিব ভাবনা, পিছনে চাব না, পাল তুলে দাও, দাও দাও ॥
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল, হৃদয় দুলিল, দুলিল দুলিল—
পাগল হে নাবিক, ভুলাও দিগ্‌বিদিক, পাল তুলে দাও, দাও দাও ॥

৩১৩

জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে, জেনো, প্রিয়ে।
সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে।
কলঙ্ক যাহা আছে দূর হয় তার কাছে,
কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে ॥

৩১৪

কোন্ অযাচিত আশার আলো
দেখা দিল রে তিমিররাত্রি ভেদি দুর্দিনদুর্যোগে,

কাহার মাধুরী বাজাইল করুণ বাঁশি।
অচেনা নির্মম ভুবনে দেখিনু একি সহসা—
কোন্ অজানার সুন্দর মুখে সান্ত্বনাহাসি॥

৩১৫

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়।
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়॥
চেয়ে থাকে ফুল, হৃদয় আকুল—
বায়ু বলে এসে, ভেসে যাই।
ধরে রাখো, ধরে রাখো—
সুখপাখি ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়॥
পথিকের বেশে সুখনিশি এসে,
বলে হেসে হেসে, মিশে যাই।
জেগে থাকো, জেগে থাকো—
বরষের সাধ নিমেষে মিলায়॥

৩১৬

আমার মন বলে, "চাই, চাই গো—
যারে নাহি পাই গো।"
সকল পাওয়ার মাঝে আমার মনে বেদন বাজে,
"নাই, নাই, নাই গো।"
মন হারিয়ে যেতে হবে,
ফিরিয়ে পাব তবে॥
সন্ধ্যাতারা যায় যে চলে ভোরের তারায় জাগবে ব'লে—
বলে সে, "যাই, যাই, যাই গো।"

৩১৭

আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে,
জানি নে কী ছিল মনে।
এ তো ফুল তোলা নয়, বুঝি নে কী মনে হয়,
জল ভরে যায় দু নয়নে॥

৩১৮

প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, মরি এ কী তোর দুস্তর লজ্জা।
সুন্দর এসে ফিরে যায়, তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা॥
মুখে নাহি নিঃসরে ভাষ, দহে অন্তরে নির্বাক্‌ বহ্নি।
ওষ্ঠে কী নিষ্ঠুর হাস, তব মর্মে-যে ক্রন্দন, তন্বী॥
মাল্য-যে দংশিছে হায়, তোর শয্যা-যে কণ্টকশয্যা,
মিলন-সমুদ্র-বেলায় চির- বিচ্ছেদ-জর্জর মজ্জা॥

৩১৯

দ্বারে কেন দিলে নাড়া, ওগো মালিনী।
কার কাছে পাবে সাড়া, ওগো মালিনী॥
তুমি তো তুলেছ ফুল, গেঁথেছ মালা, আমার আঁধার ঘরে লেগেছে তালা,
খুঁজে তো পাই নি পথ, দীপ জ্বালি নি॥
ঐ দেখো গোধূলির ক্ষীণ আলোতে
দিনের শেষের সোনা ডোবে কালোতে।
আঁধার নিবিড় হলে আসিয়ো পাশে, যখন দূরের আলো জ্বলে আকাশে
অসীম পথের রাতি দীপশালিনী॥

৩২০

তুমি মোর পাও নাই পরিচয়।
তুমি যারে জান সে-যে কেহ নয়, কেহ নয়॥
মালা দাও তারি গলে, শুকায় তা পলে পলে,
আলো তার ভয়ে ভয়ে রয়,
বায়ুপরশন নাহি সয়॥
এসো এসো, দুঃখ, জ্বালো শিখা,
দাও ভালে অগ্নিময়ী টিকা।
মরণ আসুক চুপে পরম প্রকাশরূপে,
সব আবরণ হোক লয়,
ঘুচুক সকল পরাজয়॥

৩২১

এবার সখী, সোনার মৃগ দেয় বুঝি দেয় ধরা।
আয় গো তোরা পুরাঙ্গনা, আয় সবে আয় ত্বরা॥
ছুটেছিল পিয়াস-ভরে মরীচিকা-বারির তরে,
ধ'রে তারে কোমল করে কঠিন ফাঁসি পরা॥
দয়ামায়া করিস নে গো, ওদের নয় সে-ধারা।
দয়ার দোহাই মানবে না গো একটু পেলেই ছাড়া।
বাঁধন-কাটা বন্যটাকে মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে,
ভুলাও তাকে বাঁশির ডাকে বুদ্ধিবিচার-হরা॥

৩২২

কী হল আমার, বুঝি বা সজনী, হৃদয় হারিয়েছি।
প্রভাত-কিরণে সকালবেলাতে মন লয়ে, সখী, গেছিনু খেলাতে—
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে, মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মনফুল দলি চলি বেড়াইতে—
সহসা সজনী, চেতন পাইয়া, সহসা সজনী, দেখিনু চাহিয়া,
রাশি রাশি ভাঙা হৃদয়-মাঝারে হৃদয় হারিয়েছি।
পথের মাঝেতে খেলাতে খেলাতে হৃদয় হারিয়েছি॥
যদি কেহ, সখী, দলিয়া যায়, তার 'পর দিয়া চলিয়া যায়—
শুকায়ে পড়িবে, ছিঁড়িয়া পড়িবে, দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে—
যদি কেহ, সখী, দলিয়া যায়।
আমার কুসুমকোমল হৃদয় কখনো সহে নি রবির কর,
আমার মনের কামিনী-পাপড়ি সহে নি ভ্রমরচরণভর।
চিরদিন সখী, বাতাসে খেলিত, জ্যোৎস্না-আলোকে নয়ন মেলিত,
সুধাপরিমলে অধর ভরিয়া লোহিত রেণুর সিঁদুর পরিয়া,
ভ্রমরে ডাকিত হাসিতে হাসিতে, কাছে এলে তারে দিত না বসিতে,
সহসা আজ সে-হৃদয় আমার কোথায় হারিয়েছি॥

৩২৩

আজি আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে
মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগলমুরতি।
ফুলগন্ধে আকুল করে, বাজে বাঁশরি উদাস স্বরে,
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে—
তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগলমুরতি।
আনো আনো ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে॥
হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন,
চিরদিন হেরিব হে—
মনোমোহন মিলনমাধুরি যুগলমুরতি॥

৩২৪

সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে সে কি ফিরাতে পারে, সখী।
সংসারবাহিরে থাকি, জানি নে কী ঘটে সংসারে॥
কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়,
তারে পায় কি না পায়— জানি নে—
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো অজানা হৃদয়দ্বারে॥
তোমার সকলি ভালোবাসি— ওই রূপরাশি,
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধু হাসি।
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি,
কোথায় তোমার সীমা ভুবনমাঝারে॥

৩২৫

তারে কেমনে ধরিবে, সখী, যদি ধরা দিলে।
তারে কেমনে কাঁদাবে যদি আপনি কাঁদিলে॥
যদি মন পেতে চাও মন রাখো গোপনে।
কে তারে বাঁধিবে তুমি আপনায় বাঁধিলে॥
কাছে আসিলে তো কেহ কাছে রহে না।
কথা কহিলে তো কেহ কথা কহে না।

হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়।
হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে॥

৩২৬

ওই মধুর মুখ জাগে মনে।
ভুলিব না এ জীবনে, কী স্বপনে কী জাগরণে॥
তুমি জান বা না জান,
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরি বাজে—
হৃদয়ে সদা আছ ব'লে।
আমি প্রকাশিতে পারি নে, শুধু চাহি কাতর নয়নে॥

৩২৭

সুখে আছি, সুখে আছি সখা, আপন-মনে।
কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না,
শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি॥
সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ,
রচিয়া ললিতমধুর বাণী আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি।
মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাকো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি॥
মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয়-বায়।
এই মাধুরীধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আপন সৌরভে সারা—
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি॥

৩২৮

ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালোবাসা।
মন দিয়ে মন পেতে চাহি। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা॥

হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা, নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ পিপাসা ॥
আপনি যে আছে আপনার কাছে,
নিখিল জগতে কী অভাব আছে।
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,
কোকিলকূজিত কুঞ্জ।
বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়, এ কী ঘোর প্রেম অন্ধ রাহু-প্রায়
জীবন যৌবন গ্রাসে। তবে কেন,
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা ॥

৩২৯

সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি, পরের মন নিয়ে কী হবে।
আপন মন যদি বুঝিতে নারি, পরের মন বুঝে কে কবে ॥
অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে, বাসনা কাঁদে প্রাণে হা-হা-রবে;
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো, কেন গো নিতে চাও মন তবে ॥
স্বপনসম সব জানিয়ো মনে, তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে—
যে জন ফিরিতেছে আপন আশে তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে।
নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও, হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও।
তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে থাক্ সে আপনার গরবে ॥

৩৩০

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে—
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়, সলিল বহে যায় নয়নে ॥
এ সুখধরণীতে, কেবলি চাহ নিতে, জান না হবে দিতে আপনা—
সুখের ছায়া ফেলি কখন যাবে চলি, বরিবে সাধ করি বেদনা।
কখন্ বাজে বাঁশি, গরব যায় ভাসি, পরান পড়ে আসি বাঁধনে ॥

৩৩১

এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি যারে ভালোবেসেছি।
ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে,
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে, রেখো রেখো চরণ হৃদি-মাঝে,
না হয় দ'লে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে,
আমি তো ভেসেছি অকূলে ভেসেছি॥

৩৩২

যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে ;
দাঁড়াও বারেক, দাঁড়াও হৃদয়-আসনে।
চঞ্চল সমীর-সম ফিরিছ কেন
কুসুমে কুসুমে, কাননে কাননে॥
তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি নে, তুমি গঠিত যেন স্বপনে—
এসো হে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি, ধরিয়ে রাখি যতনে।
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব, ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,
তুমি দিবসনিশি রহিবে মিশি কোমল প্রেমশয়নে॥

৩৩৩

কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও॥
মনের মতো কারে খুঁজে মর,
সে কি আছে ভুবনে,
সে যে রয়েছে মনে।
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।
তোমার আপনার যে জন, দেখিলে না তারে ;
তুমি যাবে কার দ্বারে।
যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তাও॥

৩৩৪

জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত।
নবীন বাসনা-ভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত॥
সুখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে।
তাহারে খুঁজিব দিগ-দিগন্ত॥
যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে, না জানি কোথায় ফুল ফুটেছে,
তেমনি আমিও সখী যাব, না জানি কোথায় দেখা পাব।
কার সুধাস্বর-মাঝে, জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে।
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত।
তাহারে খুঁজিব দিগ-দিগন্ত॥

৩৩৫

পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে
ওগো যাও, কোথা যাও।
সুখে ঢলঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও, কারে চাও॥
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়, কোথা পড়ে আছে ধরণী।
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো মায়াপুরী-পানে ধাও,
কোন্ মায়াপুরী পানে ধাও।

৩৩৬

তুমি কোন্ কাননের ফুল, তুমি কোন্ গগনের তারা।
তোমায় কোথায় দেখেছি যেন কোন্ স্বপনের পারা॥
কবে তুমি গেয়েছিলে, আঁখির পানে চেয়েছিলে
ভুলে গিয়েছি।
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে ঐ নয়নের তারা॥

তুমি কথা কোয়ো না, তুমি চেয়ে চলে যাও ;
এই চাঁদের আলোতে তুমি হেসে গ'লে যাও ।
আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে ,
তোমার আঁখির মতন দুটি তারা ঢালুক কিরণ-ধারা ॥

৩৩৭

আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি, গাহিবি গান ।
আন্ তবে বীণা—
সপ্তম সুরে বাঁধ্ তবে তান ॥
পাশরিব ভাবনা, পাশরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদে ভরি মনপ্রাণ দিবানিশি,
আন্ তবে বীণা—
সপ্তম সুরে বাঁধ্ তবে তান ॥
ঢালো ঢালো, শশধর, ঢালো ঢালো জোছনা ;
সমীরণ ব'হে যা রে ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি ;
উলসিত তটিনী,
উথলিত গীতরবে খুলে দে রে মনপ্রাণ ॥

৩৩৮

আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে ।
ভয় কোরো না, সুখে থাকো, বেশিক্ষণ থাকব নাকো,
এসেছি দণ্ড-দুয়ের তরে ॥
দেখব শুধু মুখখানি, শুনাও যদি শুনব বাণী,
নাহয় যাব আড়াল থেকে হাসি দেখে দেশান্তরে ॥

৩৩৯

মনে যে আশা লয়ে এসেছি হল না হল না হে,
ওই মুখ-পানে চেয়ে ফিরিনু লুকাতে আঁখিজল
বেদনা রহিল মনে মনে ।

তুমি কেন হেসে চাও, হেসে যাও হে, আমি কেন কেঁদে কেঁদে ফিরি—
কেন আনি কম্পিত হৃদয়খানি— কেন যাও দূরে না দেখে ॥

৩৪০

এখনো তারে চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশি শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি ॥
শুনেছি মুরতি কালো, তারে না দেখাই ভালো,
সখী, বলো, আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি ॥
শুধু স্বপনে এসেছিল সে, নয়নকোণে হেসেছিল সে,
সে অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই, আঁখি মেলিতে ভেবে সারা হই।
কাননপথে যে খুশি সে যায়, কদমতলে যে খুশি সে চায়,
সখী, বলো, আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাব কি ॥

৩৪১

বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে,
বনফুলের বিনোদমালা দেব গলে ॥
সিংহাসনে বসাইতে হৃদয়খানি দেব পেতে,
অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে ॥

৩৪২

এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর,
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।
ভালোবাসে সুখে দুখে, ব্যথা সহে হাসিমুখে,
মরণেরে করে চির-জীবননির্ভর ॥

৩৪৩

সমুখেতে বহিছে তটিনী, দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া।
বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।
সাঁঝের অধর হতে ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া ॥
দিবস বিদায় চাহে, যমুনা বিলাপ গাহে—
সায়াহ্নেরি রাঙা পায়ে কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া ॥

এসো বঁধু, তোমায় ডাকি, কাছে হেথা বসে থাকি,
আকাশের পানে চেয়ে জলদের খেলা দেখি,
আঁখি-'পরে তারাগুলি একে একে উঠিবে ফুটিয়া॥

৩৪৪

বুঝি বেলা বয়ে যায়,
কাননে আয়, তোরা আয়।
আলোতে ফুল উঠল ফুটে, ছায়ায় ঝ'রে প'ড়ে যায়॥
সাধ ছিল রে পরিয়ে দেব মনের মতো মালা গেঁথে,
কই সে হল মালা গাঁথা, কই সে এল হায়।
যমুনার ঢেউ যাচ্ছে বয়ে, বেলা চলে যায়॥

৩৪৫

বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে।
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো চলো কুঞ্জ-মাঝে॥
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু মুহুর্মুহু,
আজ কাননে ঐ বাঁশি বাজে।
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে॥
আজ মধুরে মিশাবি মধু, পরানবঁধু
চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে।
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে॥

৩৪৬

আমি কেবল তোমার দাসী॥
কেমন ক'রে আনব মুখে তোমায় ভালোবাসি॥
গুণ যদি মোর থাকত, তবে অনেক আদর মিলত তবে,
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী॥

৩৪৭

আজ যেমন ক'রে গাইছে আকাশ তেমনি করে গাও গো।
যেমন ক'রে চাইছে আকাশ তেমনি ক'রে চাও গো॥
আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায় মর্মরিয়া বনকে কাঁদায়,
তেমনি আমার বুকের মাঝে কাঁদিয়া কাঁদাও গো॥

৩৪৮

যৌবনসরসীনীরে মিলনশতদল
কোন্ চঞ্চল বন্যায় টলমল টলমল॥
শরম-রক্তরাগে তার গোপন স্বপ্ন জাগে,
তারি গন্ধকেশর-মাঝে এক বিন্দু নয়নজল॥
ধীরে বও ধীরে বও, সমীরণ—
সবেদন পরশন।
শঙ্কিত চিত্ত মোর, পাছে ভাঙে বৃন্তডোর—
তাই অকারণ করুণায় মোর আঁখি করে ছলছল॥

৩৪৯

বল্ দেখি সখী লো
নিরদয় লাজ তোর টুটিবে কি লো।
চেয়ে আছি, ললনা—
মুখানি তুলিবি কি লো,
ঘোমটা খুলিবি কি লো,
আধ-ফোটা অধরে হাসি ফুটিবে কি লো,
শরমের মেঘে ঢাকা বিধুমুখানি—
মেঘ টুটে জ্যোছনা ফুটে উঠিবে কি লো,
তৃষিত আঁখির আশা পুরাবি কি লো,
অবে ঘোমটা খোলো, মুখটি তোলো, আঁখি মেলো॥

৩৫০

দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা সাধের কাননে মোর,
আমার সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া, মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—
হেথায় জ্যোছনা ফুটে, তটিনী ছুটে, প্রমোদে কানন ভোর॥
আয় আয় সখী, আয় লো হেথা দুজনে কহিব মনের কথা,
তুলিব কুসুম দুজনে মিলিয়ে,
সুখে গাঁথিব মালা, গনিব তারা, করিব রজনী ভোর॥
এ কাননে বসি গাহিব গান, সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনের খেলা রে—
প্রাণে রহিবে মিশি দিবসনিশি আধো-আধো ঘুমঘোর॥

৩৫১

নিমেষের তরে শরমে বাধিল, মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে রহিল মরমবেদনা॥
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ, পলক পড়িল, ঘটিল বিবাদ,
মেলিতে নয়ন মিলালো স্বপন এমনি প্রেমের ছলনা॥

৩৫২

আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ।
সে তো এল না, যারে সঁপিলাম এই প্রাণ মন দেহ॥
সে কি মোর তরে পথ চাহে, সে কি বিরহগীত গাহে
যার বাঁশরিধ্বনি শুনিয়ে আমি ত্যজিলাম গেহ॥

৩৫৩

ওকে বল্‌, সখী, বল্‌, কেন মিছে করে ছল—
মিছে হাসি কেন, সখী, মিছে আঁখিজল।
জানি নে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা,
কে জানে কোথায় সুধা কোথা হলাহল॥
কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল—
মুখের বচন শুনে মিছে কী হইবে বল্‌।

প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
ফিরে যাই এই বেলা, চল্‌, সখী চল্‌॥

৩৫৪

কে ডাকে। আমি ফিরে নাহি চাই।
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে,
আমি শুধু বহে চলে যাই॥
পরশ পুলক-রস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।
উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হাহুতাশ,
চকিতে শুনিতে শুধু পাই, চ'লে যাই॥

৩৫৫

সখী, সে গেল কোথায়, তারে ডেকে নিয়ে আয়।
দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায়॥
আজি এ মধুর সাঁঝে কাননে ফুলের মাঝে
হেসে হেসে বেড়াবে সে, দেখিব তায়॥
আকাশে তারা ফুটেছে, দক্ষিণে বাতাস ছুটেছে,
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
আয় লো আনন্দময়ী, মধুর বসন্ত লয়ে
লাবণ্য ফুটাবি লো তরুতলায়॥

৩৫৬

বিদায় করেছ যারে নয়নজলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।
আজি মধু সমীরণে নিশীথে কুসুমবনে
তারে কি পড়েছে মনে বকুলতলে॥
সে-দিনো তো মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশ-দিশি কুসুমদলে।

দুটি সোহাগের বাণী   যদি হত কানাকানি,
যদি ঐ মালাখানি   পরাতে গলে।
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে॥
মধুরাতি পূর্ণিমার   ফিরে আসে বার বার
সে জন ফিরে না আর   যে গেছে চলে॥
ছিল তিথি অনুকূল,   শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল   পরান জ্বলে।
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে॥

৩৫৭

না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে।
ওগো   কে আছে চাহিয়া শূন্য পথ-পানে,
কাহার জীবনে নাহি সুখ,   কাহার পরান জ্বলে॥
পড় নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝ নি কাহার মরমের আশা,
দেখ নি ফিরে—
কার   ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে॥

৩৫৮

নয়ন মেলে দেখি, আমায় বাঁধন বেঁধেছে।
গোপনে কে এমন ক'রে এ ফাঁদ ফেঁদেছে॥
বসন্তরজনীশেষে   বিদায় নিতে গেলেম হেসে,
যাবার বেলায় বঁধু আমায় কাঁদিয়ে কেঁদেছে॥

৩৫৯

হাসিরে কি লুকাবি লাজে।
চপলা সে বাঁধা পড়ে না যে॥
রুধিয়া অধরদ্বারে   ঝাঁপিয়া রাখিলি যারে
কখন সে ছুটে এল নয়ন-মাঝে॥

৩৬০

যে-ফুল ঝরে সেই তো ঝরে, ফুল তো থাকে ফুটিতে ;
বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায়, মাটি মেশায় মাটিতে।
গন্ধ দিলে, হাসি দিলে, ফুরিয়ে গেল খেলা।
ভালোবাসা দিয়ে গেল, তাই কি হেলাফেলা॥

৩৬১

সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে,
নানা বরনের বনফুল দিয়ে দিয়ে॥
আজি বসন্তরাতে পূর্ণিমাচন্দ্রকরে,
দক্ষিণপবনে, প্রিয়ে,
সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে॥

৩৬২

মন জানে, মনোমোহন আইল মন জানে, সখী।
তাই কেমন করে আজি আমার প্রাণে।
তারি সৌরভ বহি বহিল কি সমীরণ আমার পরান-পানে॥

৩৬৩

হল না, হল না সই। হায়
মরমে মরমে লুকানো রহিল, বলা হল না।
বলি বলি বলি তারে কত মনে করিনু,
হল না, হল না, সই॥
না কিছু কহিল, চাহিয়া রহিল,
গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিল না,
ফিরাব ফিরাব ব'লে কত মনে করিনু—
হল না, হল না, সই॥

৩৬৪

ও কেন চুরি ক'রে চায়।
লুকোতে গিয়ে হাসি হেসে পালায়॥

বনপথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে খেলা—
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায় ॥
কী যেন গানের মতো বেজেছে কানের কাছে,
যেন তার প্রাণের কথা আধেকখানি শোনা গেছে।
পথেতে যেতে চলে মালাটি গেছে ফেলে—
পরানের আশাগুলি গাঁথা যেন তায় ॥

৩৬৫

কেহ কারো মন বুঝে না, কাছে এসে সরে যায়।
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে যায়।
বাতাস যখন কেঁদে গেল প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁঝের বেলায় একাকিনী কেন রে ফুল ঝরে যায় ॥
মুখের পানে চেয়ে দেখো, আঁখিতে মিলাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখো না ঢাকি।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না,
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায়-হায় ॥

৩৬৬

গেল গো—
ফিরিল না, চাহিল না, পাষাণ সে,
কথাটিও কহিল না, চলে গেল গো।
না যদি থাকিতে চায়, যাক যেথা সাধ যায়,
একেলা আপন-মনে দিন কি কাটিবে না ॥
তাই হোক হোক তবে,
আর তারে সাধিব না ॥

৩৬৭

বল্‌, গোলাপ, মোরে বল্‌,
তুই ফুটিবি, সখী, কবে।

ফুল ফুটেছে চারি পাশ, চাঁদ হাসিছে সুধাহাস

ফলিছে মৃদু শ্বাস, পাখি গাইছে মধুরবে,

তুই ফুটিবি, সখী, কবে॥

প্রাতে পড়েছে শিশিরকণা, সাঁঝে বহিছে দখিনা বায়,

কাছে ফুলবালা সারি সারি,

দূরে পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা, মুখানি দেখিতে চায়।

বায়ু দূর হতে আসিয়াছে, যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,

কচি কিশলয়গুলি রয়েছে নয়ন তুলি,

তুই ফুটিবি, সখী কবে॥

৩৬৮

আমার যেতে সরে না মন—

তোমার দুয়ার পারায়ে আমি যাই যে হারায়ে

অতল বিরহে নিমগন।

চলিতে চলিতে পথে সকলি দেখি যেন মিছে

নিখিল ভুবন পিছে ডাকে অনুক্ষণ॥

আমার মনে কেবলি বাজে,

তোমায় কিছু দেওয়া হল না যে।

যবে চলে যাই, পদে পদে বাধা পাই

ফিরে ফিরে আসি অকারণ॥

প্রকৃতি

১

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরিগুহা-পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সংগীতমধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিমা।—
নব বসন্তে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি মঞ্জুল অতি মঞ্জুল শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে
শুনি রে শুনি মর্মর পল্লবপুঞ্জে,
পিককূজন পুষ্পবনে বিজনে,
মৃদু বায়ুহিলোলবিলোল বিভোল বিশাল সরোবর-মাঝে
কলগীত সুললিত বাজে।
শ্যামল কান্তার-'পরে অনিল সঞ্চারে ধীরে রে,
নদীতীরে শরবনে উঠে ধ্বনি সরসর মরমর।
কত দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝরঝর রসধারা॥
আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি গম্ভীর, অতি গম্ভীর নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে,
যেন রে প্রলয়ংকরী শংকরী নাচে।
করে গর্জন নির্ঝরিণী সঘনে,
হের ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল-তমাল-বিতানে
উঠে রব ভৈরবতানে।
পবন মল্লারগীত গাহিছে আঁধার রাতে;
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অম্বরতলে।
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝরঝর রসধারা॥
আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি নির্মল, অতি নির্মল, অতি নির্মল উজ্জ্বল সাজে,

ভুবনে নব শারদলক্ষ্মী বিরাজে।
নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে,
অতি নির্মল হাসবিভাসবিকাশ আকাশনীলাম্বুজ-মাঝে
শ্বেত ভুজে শ্বেত বীণা বাজে।
উঠিছে আলাপ মৃদু মধুর বেহাগতানে,
চন্দ্রকরে উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিল্লিরবে তন্দ্রা আনে রে।
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝরঝর রসধারা॥

২

কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
ওহে চঞ্চল, বেলা নাহি যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে॥
চকিত চোখের অশ্রুসজল বেদনায় তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চল,
কোথা সে পথের শেষ, কোন্ সুদূরের দেশ,
সবাই তোমায় তাই পুছে॥
বাঁশরির ডাকে কুঁড়ি ধরে শাখে, ফুল যবে ফোটে নাই দেখা।
তোমার লগন যায় যে কখন, মালা গেঁথে আমি রই একা।
এসো এসো এসো, আঁখি কয় কেঁদে। তৃষিত বক্ষ বলে, রাখি বেঁধে।
যেতে যেতে ওগো প্রিয়, কিছু ফেলে রেখে দিয়ো
ধরা দিতে যদি নাই রুচে॥

৩

এ কী আকুলতা ভুবনে। এ কী চঞ্চলতা পবনে।
এ কী মধুর মদির রসরাশি, আজি শূন্যতলে চলে ভাসি,
ঝরে চন্দ্রকরে এ কী হাসি, ফুল- গন্ধ লুটে গগনে॥
এ কী প্রাণভরা অনুরাগে, আজি বিশ্বজগতজন জাগে,
আজি নিখিল নীল গগনে সুখ- পরশ কোথা হতে লাগে।
সুখে শিহরে সকল বনরাজি, উঠে মোহন বাঁশরি বাজি,
হেরো, পূর্ণবিকশিত আজি মম অন্তর সুন্দর স্বপনে॥

৪

আজ তালের বনের করতালি কিসের তালে
পূর্ণিমাচাঁদ মাঠের পারে ওঠায় কালে।
না-দেখা কোন্ বীণা বাজে আকাশ-মাঝে,
না-শোনা কোন্ রাগরাগিণী শূন্যে ঢালে॥
ওর খুশির সাথে কোন্ খুশির আজ মেলামেশা,
কোন্ বিশ্বমাতন গানের নেশায় লাগল নেশা।
তারায় কাঁপে রিনিঝিনি যে কিঙ্কিণী
তারি কাঁপন লাগল কি ওর মুগ্ধ ভালে॥

৫

আঁধার কুঁড়ির বাঁধন টুটে চাঁদের ফুল উঠেছে ফুটে।
তার গন্ধ কোথায় গন্ধ কোথায় রে।
গন্ধ আমার গভীর ব্যথায় হৃদয়-মাঝে লুটে॥
ও কখন যাবে সরে, আকাশ হতে পড়বে ঝরে।
ওরে রাখব কোথায় রাখব কোথায় রে।
রাখব ওরে আমার ব্যথায় গানের পত্রপুটে॥

৬

পূর্ণচাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে,
যেন সিন্ধুপারের পাখি তারা যায় যায় যায় চলে।
আলোছায়ার সুরে অনেককালের সে কোন্ দূরে
ডাকে আয় আয় আয় ব'লে॥
যেথায় চলে গেছে আমার হারা ফাগুনরাতি
সেথায় তারা ফিরে ফিরে খোঁজে আপন সাথি।
আলোছায়ার যেথা অনেক দিনের সে কোন্ ব্যথা
কাঁদে হায় হায় হায় ব'লে॥

৭

কত-যে তুমি মনোহর মনই তাহা জানে,
হৃদয় মম থরথর কাঁপে তোমার গানে।
আজিকে এই প্রভাতবেলা মেঘের সাথে রোদের খেলা,
জলে নয়ন ভরভর চাহি তোমার পানে॥
আলোর অধীর ঝিলিমিলি নদীর ঢেউয়ে ওঠে,
বনের হাসি খিলিখিলি পাতায় পাতায় ছোটে।
আকাশে ওই দেখি কী-যে, তোমার চোখের চাহনি-যে
সুনীল সুধা ঝরঝর ঝরে আমার প্রাণে॥

৮

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥
অসীম কালের যে-হিল্লোলে জোয়ারভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরি দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥

৯

ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথ ভুলে।
আকাশে কী গোপন বাণী বাতাসে করে কানাকানি,
বনের অঞ্চলখানি পুলকে উঠে দুলে দুলে॥

বেদনা মধুর হয়ে ভুবনে আজি গেল বয়ে।
বাঁশিতে মায়া-তান পুরি কে আজি মন হরে
নিখিল তাই মরে ঘুরি বিরহসাগরের কূলে॥

১

নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা। খেলো খেলো তব নীরব ভৈরব খেলা॥
যদি ঝ'রে পড়ে পড়ুক পাতা, ম্লান হয়ে যাক মালা গাঁথা,
থাক্ জনহীন পথে পথে মরীচিকাজাল ফেলা॥
শুষ্ক ধুলায় খসে-পড়া ফুলদলে ঘূর্ণী-আঁচল উড়াও আকাশতলে।
প্রাণ যদি কর মরুসম তবে তাই হোক, হে নির্মম,
তুমি একা আর আমি একা, কঠোর মিলন মেলা॥

২

দারুণ অগ্নিবাণে হৃদয় তৃষায় হানে।
রজনী নিদ্রাহীন, দীর্ঘ দগ্ধ দিন
আরাম নাহি-যে জানে॥
শুষ্ক কাননশাখে ক্লান্ত কপোত ডাকে
করুণ কাতর গানে॥
ভয় নাহি, ভয় নাহি। গগনে রয়েছি চাহি।
জানি, ঝঞ্ঝার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে
একদা তাপিত প্রাণে॥

এসো এসো হে তৃষ্ণার জল, কলকল্ ছলছল্,
ভেদ করো কঠিনের ক্রূর বক্ষতল কলকল্ ছলছল্।
এসো এসো উৎসস্রোতে গূঢ় অন্ধকার হতে
এসো হে নির্মল, কলকল্ ছলছল্॥

রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায়।
তুমি-যে খেলার সাথি, সে তোমারে চায়।
তাহারি সোনার তান তোমাতে জাগায় গান,
এসো হে উজ্জ্বল, কলকল্ ছলছল্ ॥

হাঁকিছে অশান্ত বায়,
"আয়, আয়, আয়।" সে তোমায় খুঁজে যায়।
তাহার মৃদঙ্গরবে করতালি দিতে হবে,
এসো হে চঞ্চল, কলকল্ ছলছল্ ॥

মরুদৈত্য কোন্ মায়াবলে
তোমারে করেছে বন্দী পাষাণশৃঙ্খলে।
ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা এসো বন্ধহীন ধারা,
এসো হে প্রবল, কলকল্ ছলছল্ ॥

৪

হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে।
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে ॥
তোমার মোহন এল ভীষণবেশে, আকাশ ঢাকা জটিল কেশে,
বুঝি এল তোমার সাধনধন চরম সর্বনাশে ॥
বাতাসে তোর সুর ছিল না, ছিল তাপে ভরা।
পিপাসাতে বুক-ফাটা তোর শুষ্ক কঠিন ধরা।
এবার জাগ্ রে হতাশ, আয় রে ছুটে অবসাদের বাঁধন টুটে,
বুঝি এল তোমার পথের সাথি বিপুল অট্টহাসে ॥

৫

এসো, এসো, এসো, হে বৈশাখ।
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক ॥
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।

মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।
রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো, আনো, আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।
মায়ার কুজ্ঝটিজাল যাক দূরে যাক॥

৬

নমো নমো, হে বৈরাগী।
তপোবহ্নির শিখা জ্বালো জ্বালো,
নির্বাণহীন নির্মল আলো
অন্তরে থাক্ জাগি॥

৭

মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি,
হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী।
প্রান্তরপ্রান্তের কোণে রুদ্র বসি তাই শোনে,
মধুরের স্বপ্নাবেশে ধ্যানমগন-আঁখি।
হে রাখাল, বেণু যবে বাজাও একাকী॥
সহসা উচ্ছ্বসি উঠে ভরিয়া আকাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের নিরুদ্ধ নিশ্বাস।
অম্বরপ্রান্তে যে দূরে ডম্বরু গম্ভীর সুরে
জাগায় বিদ্যুত-ছন্দে আসন্ন বৈশাখী।
হে রাখাল, বেণু যবে বাজাও একাকী॥

৮

ঐ বুঝি কালবৈশাখী
সন্ধ্যা-আকাশ দেয় ঢাকি।
ভয় কী রে তোর ভয় কারে, দ্বার খুলে দিস চার ধারে—
শোন্ দেখি ঘোর হুংকারে নাম তোরি ঐ যায় ডাকি।

তোর সুরে আর তোর গানে
দিস সাড়া তুই ওর পানে।
যা নড়ে তায় দিক নেড়ে, যা যাবে তা যাক ছেড়ে,
যা ভাঙা তাই ভাঙবে রে, যা রবে তাই থাক্ বাকি ॥

৯

প্রখর তপনতাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে,
বায়ু করে হাহাকার।
দীর্ঘপথের শেষে ডাকি মন্দিরে এসে,
'খোলো খোলো খোলো দ্বার।'
বাহির হয়েছি কবে কার আহ্বানরবে,
এখনি মলিন হবে প্রভাতের ফুলহার ॥
বুকে বাজে আশাহীনা ক্ষীণমর্মর বীণা,
জানি না কে আছে কিনা, সাড়া তো না পাই তার।
আজি সারাদিন ধ'রে প্রাণে সুর ওঠে ভরে,
একেলা কেমন ক'রে বহিব গানের ভার ॥

১০

বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া আসে মৃদুমন্দ।
আনে আমার মনের কোণে সেই চরণের ছন্দ ॥
স্বপ্নশেষের বাতায়নে হঠাৎ-আসা ক্ষণে ক্ষণে
আধো-ঘুমের-প্রান্ত-ছোঁওয়া বকুলমালার গন্ধ ॥
বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া বহে কিসের হর্ষ।
যেন রে সেই উড়ে-পড়া এলোকেশের স্পর্শ।
চাঁপাবনের কাঁপনছলে লাগে আমার বুকের তলে
আরেক দিনের প্রভাত হতে হৃদয়দোলার স্পন্দ ॥

১১

বৈশাখ হে, মৌনী তাপস, কোন্ অতলের বাণী
এমন কোথায় খুঁজে পেলে।

তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢাকি মন্থর মেঘখানি
এল গভীর ছায়া ফেলে ॥
রুদ্রতপের সিদ্ধি এ কী ঐ-যে তোমার বক্ষে দেখি।
ওরি লাগি আসন পাত হোমহুতাশন জ্বেলে?
নিঠুর, তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যুক্ষুধার মতো
তোমার রক্তনয়ন মেলে।
ভীষণ, তোমার প্রলয়সাধন প্রাণের বাঁধন যত
যেন হানবে অবহেলে।
হঠাৎ তোমার কণ্ঠে এ-যে আশার ভাষা উঠল বেজে,
দিলে তরুণ শ্যামল রূপে করুণ সুধা ঢেলে ॥

১২

শুষ্কতাপের দৈত্যপুরে দ্বার ভাঙবে ব'লে
রাজপুত্র, কোথা হতে হঠাৎ এলে চলে।
সাত সমুদ্র-পারের থেকে বজ্রস্বরে এলে হেঁকে,
দুন্দুভি-যে উঠল বেজে বিষম কলরোলে ॥
বীরের পদপরশ পেয়ে মূর্ছা হতে জাগে,
বসুন্ধরার তপ্ত প্রাণে বিপুল পুলক লাগে।
মরকত-মণির থালা সাজিয়ে গাঁথে বরণমালা,
উতলা তার হিয়া আজি সজল হাওয়ার দোলে ॥

১৩

হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে
মন আজি মোর উদাস বিভোর কোন্ সে ভাবের বশে ॥
তব পিঙ্গল জটা হানিছে দীপ্ত ছটা,
তব দৃষ্টির বহ্নিবৃষ্টি অন্তরে গিয়ে পশে ॥
বুঝি না, কিছু না জানি,
মর্মে আমার মৌন তোমার কী বলে রুদ্র বাণী।

দিগ্‌দিগন্ত দহি দুঃসহ তাপ বহি
তব নিশ্বাস আমার বক্ষে রহি রহি নিশ্বসে ॥
সারা হয়ে এলে দিন
সন্ধ্যামেঘের মায়ায় মহিমা নিঃশেষে হবে লীন।
দীপ্তি তোমার তবে শান্ত হইয়া রবে,
তারায় তারায় নীরব মন্ত্রে ভরি দিবে শূন্য সে ॥

১৪

মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে
ক্লান্তিভরা কোন্ বেদনার মায়া স্বপ্নাভাসে ভাসে মনে-মনে।
কৈশোরে যেই সলাজ কানাকানি খুঁজেছিল প্রথম প্রেমের বাণী
আজ কেন তাই তপ্ত হাওয়ায় হাওয়ায় মর্মরিছে গহন বনে বনে ॥
যে-নৈরাশা গভীর অশ্রুজলে ডুবেছিল বিস্মরণের তলে
আজ কেন সে বনযূথীর বাসে উচ্ছ্বসিল মধুর নিশ্বাসে,
সারাবেলা চাঁপার ছায়ায় ছায়ায় গুঞ্জরিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে ॥

১৫

তপস্বিনী হে ধরণী, ওই যে তাপের বেলা আসে,
তপের আসনখানি প্রসারিল মৌন নীলাকাশে।
অন্তরে প্রাণের লীলা হোক তবে অন্তঃশীলা,
যৌবনের পরিসর শীর্ণ হোক হোমাগ্নিনিশ্বাসে ॥
যে তব বিচিত্র তান উচ্ছ্বসি উঠিত বহু গীতে
এক হয়ে মিশে যাক মৌনমন্ত্রে ধ্যানের শান্তিতে।
সংযমে বাঁধুক লতা কুসুমিত চঞ্চলতা,
সাজুক লাবণ্যলক্ষ্মী দৈন্যের ধূসর ধূলিবাসে ॥

১৬

চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন, সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে ॥

ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায়, মনকে সুদূর শূন্তে ধাওয়ায়,
অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে ॥
যে ফুল কানন করত আলো
কালো হয়ে সে শুকালো ।
ঝরনারে কে দিল বাধা নিষ্ঠুর পাষাণে বাঁধা
দুঃখের শিখরচূড়ে ॥

১

এসো শ্যামল সুন্দর
আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা ।
বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে ॥
সে যে ব্যথিত হৃদয় আছে বিছায়ে
তমালকুঞ্জপথে সজল ছায়াতে,
নয়নে জাগিছে করুণ রাগিণী ॥
বকুলমুকুল রেখেছে গাঁথিয়া,
বাজিছে অঙ্গনে মিলনবাঁশরি ।
আনো সাথে তোমার মন্দিরা,
চঞ্চল নৃত্যের বাজিবে ছন্দে সে—
বাজিবে কঙ্কণ, বাজিবে কিঙ্কিণী,
ঝংকারিবে মঞ্জীর রুণু রুণু ॥

২

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে

ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে;
নিখিলচিত্তহরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা॥

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধূ তড়িত-চকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা॥

আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটিরে অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ পাতায় নবগীত করো রচনা
মেঘমল্লাররাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী॥

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া

স্মিতবিকশিত বয়নে।
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে ॥
এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা,
দুলিছে পবনে সন-সন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা ॥

৩

ঝরঝর বরিষে বারিধারা।
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা ॥
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে জনহীন অসীম প্রান্তরে,
রজনী আঁধারা ॥
অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলা রে, তিমিরদুকূলা রে।
নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে,
চঞ্চল চপলা চমকে, নাহি শশিতারা ॥

৪

গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল— কী হবে কে জানে,
ঘোরা রজনী, দিক-ললনা ভয়বিভলা ॥
চমকে চমকে সহসা দিক উজলি
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী

থরথর চরাচর পলকে ঝলকিয়া—
ঘোর তিমিরে ছায় গগন মেদিনী।
গুরুগুরু নীরদগরজনে স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে,
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ, কড়কড় বাজ

৫

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে,
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।
অধর করুণা-মাখা, মিনতিবেদনা-আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা বিদায়খনে॥
ঝর ঝর ঝরে জল, বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরানপুটে কোন্‌খানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে হৃদয়কোণে॥

৬

শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথযামিনী রে।
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব অবলা কামিনী রে।
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত, ঘন ঘন গর্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত, পথতরু লুন্ঠিত, থরহর কম্পিত দেহ।
ঘন ঘন রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ বরখত নীরদপুঞ্জ।
শাল পিয়ালে তাল তমালে নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।
কহ রে সজনি, এ দুরুযোগে কুঞ্জে নিরদয় কান
দারুণ বাঁশি কাহে বজায়ত সকরুণ রাধা নাম।
মতিম হারে বেশ বনা দে, সীঁথি লগা দে ভালে।
উরহি বিলুন্ঠিত লোল চিকুর মম বাঁধহ চম্পকমালে।
গহন রয়নমে ন যাও, বালা, নওল কিশোরক পাশ।
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর পাওব, কহে ভানু তব দাস॥

৭

মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার ক'রে আসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে।
কাজের দিনে নানা কাজে থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি-যে বসে আছি তোমারি আশ্বাসে॥
তুমি যদি না দেখা দাও, কর আমায় হেলা,
কেমন ক'রে কাটে আমার এমন বাদল-বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরান আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে॥

৮

আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, গেল রে দিন বয়ে,
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে।
একলা বসে ঘরের কোণে, কী ভাবি-যে আপন-মনে,
সজল হাওয়া যূথীর বনে কী কথা যায় কয়ে॥
হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে, খুঁজে না পাই কূল,
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তোলে ভিজে বনের ফুল।
আঁধার রাতে প্রহরগুলি কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি,
কোন্ ভুলে আজ সকল ভুলি আছি আকুল হয়ে॥

৯

আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে,
আকাশভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে।
শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের 'পরে।
আজি মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে॥
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন, লুটেছে এই ঝড়ে—
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে।
অন্তরে আজ কী কলরোল দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল,

হৃদয়-মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে।

আজ   এমন ক'রে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে॥

১০

কাঁপিছে দেহলতা থরথর,

চোখের জলে আঁখি ভরভর।

দোদুল তমালেরি বনছায়া   তোমারি নীল বাসে নিল কায়া,

বাদল-নিশীথেরি ঝরঝর

তোমার আঁখি-'পরে ভরভর॥

যে কথা ছিল তব মনে মনে

চমকে অধরের কোণে কোণে।

নীরব হিয়া তব দিল ভরি   কী মায়া স্বপনে-যে, মরি, মরি,

আঁধার কাননের মরমর

বাদল-নিশীথের ঝরঝর॥

১১

আমার   দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদলসাঁঝে,

গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে।

বনের ছায়ায় জল-ছলছল সুরে

হৃদয় আমার কানায় কানায় পূরে।

খনে খনে ওই গুরুগুরু তালে তালে

গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্গ বাজে॥

কোন্   দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে,

তিমির-আড়ালে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

বুকে দোলে তার বিরহব্যথার মালা,

গোপন-মিলন-অমৃতগন্ধ-ঢালা।

মনে হয়, তার চরণের ধ্বনি জানি—

হার মানি তার অজানা জনের সাজে॥

১২

বাদল-মেঘে মাদল বাজে গুরুগুরু গগন-মাঝে।

তারি গভীর রোলে আমার হৃদয় দোলে,

আপন সুরে আপনি ভোলে॥

কোথায় ছিল গহন প্রাণে গোপন ব্যথা গোপন গানে—

আজি সজল বায়ে শ্যামল বনের ছায়ে

ছড়িয়ে গেল সকলখানে গানে গানে॥

১৩

ওগো আমার শ্রাবণমেঘের খেয়াতরীর মাঝি,

অশ্রুভরা পুরব হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি।

উদাস হৃদয় তাকায়ে রয়, বোঝা তাহার নয় ভারি নয়,

পুলক-লাগা এই কদম্বের একটি কেবল সাজি॥

ভোরবেলা যে খেলার সাথি ছিল আমার কাছে,

মনে ভাবি, তার ঠিকানা তোমার জানা আছে।

তাই তোমারি সারিগানে সেই আঁখি তার মনে আনে,

আকাশভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি॥

১৪

তিমির-অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি

কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী।

আজি সঘন শর্বরী, মেঘমগন তারা,

নদীর জলে ঝর্ঝরি ঝরিছে জলধারা,

তমাল বন মর্মরি পবন চলে হাঁকি॥

যে-কথা মম অন্তরে আনিছ তুমি টানি

জানি না কোন্ মন্তরে তাহারে দিব বাণী।

রয়েছি বাঁধা বন্ধনে, ছিঁড়িব, যাব বাটে—

যেন এ বৃথা ক্রন্দনে এ নিশি নাহি কাটে।

কঠিন বাধা-লঙ্ঘনে দিব না আমি ফাঁকি॥

১৫

আকাশতলে দলে দলে মেঘ-যে ডেকে যায় -

আয় আয় আয়।

জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই—

যাই যাই যাই।

উড়ে যাওয়ার সাধ জাগে তার পুলক-ভরা ডালে

পাতায় পাতায়॥

নদীর ধারে বারে বারে মেঘ-যে ডেকে যায়—

আয় আয় আয়।

কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠেছে তাই—

যাই যাই যাই।

মেঘের গানে তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে

পাল-তোলা পাখায়॥

১৬

কদম্বেরি কানন ঘেরি আষাঢ়মেঘের ছায়া খেলে,

পিয়ালগুলি নাটের ঠাটে হাওয়ায় হেলে॥

বরষনের পরশনে শিহর লাগে বনে বনে,

বিরহী এই মন-যে আমার সুদূর-পানে পাখা মেলে॥

আকাশপথে বলাকা ধায় কোন্ সে অকারণের বেগে,

পুব হাওয়াতে ঢেউ খেলে যায় ডানার গানের তুফান লেগে।

ঝিল্লিমুখর বাদল-সাঁঝে কে দেখা দেয় হৃদয়-মাঝে

স্বপনরূপে চুপে চুপে ব্যথায় আমার চরণ ফেলে॥

১৭

আষাঢ়, কোথা হতে আজ পেলি ছাড়া।

মাঠের শেষে শ্যামল বেশে ক্ষণেক দাঁড়া॥

জয়ধ্বজা ওই যে তোমার গগন জুড়ে

পুব হতে কোন্ পশ্চিমেতে যায় রে উড়ে,
গুরু গুরু ভেরী কারে দেয় যে সাড়া ॥
নাচের নেশা লাগল তালের পাতায় পাতায়,
হাওয়ার দোলায় দোলায় শালের বনকে মাতায়।
আকাশ হতে আকাশে কার ছুটোছুটি,
বনে বনে মেঘের ছায়ায় লুটোপুটি,
ভরা নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে কে দেয় নাড়া ॥

১৮

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, গগনে গগনে ডাকে দেয়া।
কবে নবঘন-বরিষনে গোপনে গোপনে এলি কেয়া ॥
পুরবে নীরব ইশারাতে একদা নিদ্রাহীন রাতে
হাওয়াতে কী পথে দিলি খেয়া—
আষাঢ়ের খেয়ালের কোন্ খেয়া!
যে-মধু হৃদয়ে ছিল মাখা কাঁটাতে কী ভয়ে দিলি ঢাকা।
বুঝি এলি যার অভিসারে মনে মনে দেখা হল তারে,
আড়ালে আড়ালে দেয়া-নেয়া—
আপনায় লুকায়ে দেয়া-নেয়া ॥

১৯

এই শ্রাবণ-বেলা বাদল-ঝরা যূথীবনের গন্ধে ভরা।
কোন্ ভোলা-দিনের বিরহিণী, যেন তারে চিনি চিনি,
ঘন বনের কোণে কোণে ফেরে ছায়ার ঘোমটা পরা ॥
কেন বিজন বাটের পানে তাকিয়ে আছি কে তা জানে।
যেন হঠাৎ কখন অজানা সে আসবে আমার দ্বারের পাশে,
বাদল-সাঁঝের আঁধার-মাঝে গান গাবে প্রাণ-পাগল-করা ॥

২০

শ্রাবণবরিষন পার হয়ে কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে।
গোপন কেতকীর পরিমলে, সিক্ত বকুলের বনতলে,

দূরের আঁখিজল ঝরে ঝরে কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে ॥
কবির হিয়াতলে ঘুরে ঘুরে আঁচল ভরে লয় সুরে সুরে।
বিজনে বিরহীর কানে কানে সজল মল্লার-গানে গানে
কাহার নামখানি কয়ে কয়ে কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে।

২১

আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার,
দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার— হায় রে।
মনে ছিল আসবে বুঝি, আমায় সে কি পায় নি খুঁজি,
না-বলা তার কথাখানি জাগায় হাহাকার ॥
সজল হাওয়ায় বারে বারে
সারা আকাশ ডাকে তারে।
বাদল-দিনের দীর্ঘশ্বাসে জানায় আমায়, ফিরবে না সে,
বুক ভরে সে নিয়ে গেল বিফল অভিসার ॥

২২

গহনরাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে,
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে।
এখনো দুটি আঁখির কোণে যায় যে দেখা
জলের রেখা,
না-বলা বাণী রয়েছে যেন অধর ভরে ॥
নাহয় যেও গুঞ্জরিয়া বীণার তারে
মনের কথা শয়নদ্বারে।
নাহয় রেখো মালতীকলি শিথিল কেশে
নীরবে এসে,
না হয় রাখী পরায়ে যেয়ো ফুলের ডোরে।
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে।

২৩

যেতে দাও গেল যারা।

তুমি যেয়ো না, যেয়ো না,

আমার বাদলের গান হয় নি সারা॥

কুটীরে কুটীরে বন্ধ দ্বার, নিভৃত রজনী অন্ধকার,

বনের অঞ্চল কাঁপে চঞ্চল, অধীর সমীর তন্দ্রাহারা॥

দীপ নিবেছে নিবুক নাকো, আঁধারে তব পরশ রাখো।

বাজুক কাঁকন তোমার হাতে আমার গানের তালের সাথে,

যেমন নদীর ছলছল জলে ঝরে ঝরঝর শ্রাবণধারা॥

২৪

ভেবেছিলেম আসবে ফিরে,

তাই ফাগুনশেষে দিলেম বিদায়।

তুমি গেলে ভাসি নয়ননীরে

এখন শ্রাবণদিনে মরি দ্বিধায়॥

এখন বাদল স াঁঝের অন্ধকারে আপনি কাঁদাই আপনারে,

একা ঝরঝর বারিধারে ভাবি কী ডাকে ফিরাব তোমায়॥

যখন থাক আঁখির কাছে

তখন দেখি, ভিতর বাহির সব ভরে আছে।

সেই ভরা দিনের ভরসাতে চাই বিরহের ভয় ঘোচাতে,

তবু তোমাহারা বিজন রাতে কেবল হারাই-হারাই বাজে হিয়ায়॥

২৫

আজি ঐ আকাশ-'পরে সুধায় ভরে আষাঢ়মেঘের ফাঁক।

আমার হৃদয়-মাঝে মধুর বাজে কী উৎসবের শাঁখ॥

একি হাসির বাঁশির তান, একি চোখের জলের গান,

পাই নে দিশে কে জানি সে দিল আমায় ডাক॥

আমার নিরুদ্দেশের পানে কেমন করে টানে
এমন করুণ গানে।
ঐ পথের পারের আলো আমার লাগল চোখে ভালো,
গগনপারে দেখি তারে সুদূর নির্বাক ॥

২৬

ওগো আষাঢ়ের পূর্ণিমা আমার আজি রইলে আড়ালে।
স্বপনের আবরণে লুকিয়ে দাঁড়ালে ॥
আপনারি মনে জানি না একেলা হৃদয়-আঙিনায় করিছ কী খেলা।
তুমি আপনায় খুঁজিয়া ফের' কি তুমি আপনায় হারালে ॥
একি মনে রাখা, একি ভুলে যাওয়া,
একি স্রোতে ভাসা, একি কূলে যাওয়া।
কভু-বা নয়নে কভু-বা পরানে কর লুকোচুরি কেন-যে কে জানে,
কভু-বা ছায়ায় কভু-বা আলোয় কোন্ দোলায়-যে নাড়ালে ॥

২৭

শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে
শেষ বরষার ধারা ঢেলে।
সময় যদি ফুরিয়ে থাকে হেসে বিদায় করো তাকে,
এবার নাহয় কাটুক বেলা অসময়ের খেলা খেলে ॥
মলিন, তোমার মিলাবে লাজ—
শরৎ এসে পরাবে সাজ।
নবীন রবি উঠবে হাসি, বাজাবে মেঘ সোনার বাঁশি,
কালোয় আলোয় যুগলরূপে শূন্যে দেবে মিলন মেলে ॥

২৮

আহ্বান আসিল মহোৎসবে
অম্বরে গম্ভীর ভেরিরবে ॥
পূর্ববায়ু চলে ডেকে শ্যামলের অভিষেকে,
অরণ্যে অরণ্যে নৃত্য হবে।

নির্ঝরকল্লোল-কলকলে
ধরণীর আনন্দ উচ্ছলে।
শ্রাবণের বীণাপাণি মিলালো বর্ষণবাণী
কদম্বের পল্লবে পল্লবে॥

২৯

কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে
ছুটেছে মন মাটির পানে॥
চোখ ডুবে যায় নবীন ঘাসে, ভাবনা ভাসে পুব-বাতাসে,
মল্লারগান প্লাবন জাগায় মনের মধ্যে শ্রাবণগানে॥
লাগল যে-দোল বনের মাঝে
অঙ্গে সে মোর দেয় দোলা-যে।
যে-বাণী ঐ ধানের খেতে আকুল হল অঙ্কুরেতে,
আজ এই মেঘের শ্যামল মায়ায় সেই বাণী মোর সুরে আনে॥

৩০

নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর হে গম্ভীর।
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায়, চঞ্চল অন্তর,
ঝংকৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর হে গম্ভীর॥
বর্ষণগীত হল মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে—
নন্দিত তব উৎসবমন্দির হে গম্ভীর॥
দহনশয়নে তপ্তধরণী পড়েছিল পিপাসার্তা।
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা।
মাটির কঠিন বাধা হল ক্ষীণ, দিকে দিকে হল দীর্ণ—
নব-অঙ্কুর-জয়পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ—
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর হে গম্ভীর॥

৩১

আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে
দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে।
ঘরের বাঁধন যায় বুঝি আজ টুটে॥
ধরিত্রী তাঁর অঙ্গনেতে   নাচের তালে ওঠেন মেতে,
চঞ্চল তাঁর অঞ্চল যায় লুটে॥
প্রথম যুগের বচন শুনি মনে
নবশ্যামল প্রাণের নিকেতনে।
পুব-হাওয়া ধায় আকাশতলে,   তার সাথে মোর ভাবনা চলে
কালহারা কোন্ কালের পানে ছুটে॥

৩২

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণগগন-অঙ্গনে।
শোন্ শোন্ রে, মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে॥
দিক-হারানো দুঃসাহসে   সকল বাঁধন পড়ুক খসে,
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসনসীমা-লঙ্ঘনে॥
বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে।
সর্বনাশের করিস সাধন বজ্রমন্তরে।
অজানাতে করবি গাহন, ঝড় সে পথের হবে বাহন,
শেষ করে দিস আপনারে তুই প্রলয়রাতের ক্রন্দনে॥

৩৩

বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ়, তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরি জ্বালা॥
তোমার মন্ত্রবলে   পাষাণ গলে, ফসল ফলে,
মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা॥
মরমর পাতায় পাতায় ঝরঝর বারির রবে
গুরুগুরু মেঘের মাদল বাজে তোমার কী উৎসবে।

সবুজসুধার ধারায় প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ংকরী বন্যা মরণ-ঢালা ॥

৩৪

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে,
এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে ॥
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা
চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হয়ে যাক সারা—
যাবার যাহা যাক সে চলে রুদ্র নাচের তালে ॥
আসন আমার পাততে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে, কূল গেল তার [illegible]
যূথীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে—
পরান আমার জাগল বুঝি মরণ-অন্তরালে ॥

৩৫

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।
সেই আগুনের কালোরূপ-যে আমার চোখের 'প[illegible]

সুদূরের বীণার স্বরে কে ওদের হৃদয় হরে,
দুরাশায় দুঃসাহসে উদাস করে—
সে কোন্ উধাও হাওয়ার পাগলামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি॥
ওদের ঘুম ছুটেছে, ভয় টুটেছে একেবারে,
অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য ওদের— পিছন পানে তাকায় না রে।
যে-বাসা ছিল জানা সে ওদের দিল হানা,
না-জানার পথে ওদের নাই রে মানা;
ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি॥

৩৭

উতল ধারা বাদল ঝরে, সকল বেলা একা ঘরে।
সজল হাওয়া বহে বেগে, পাগল নদী ওঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে, তমাল বনে আঁধার করে॥
ওগো বঁধু, দিনের শেষে এলে তুমি কেমন বেশে।
আঁচল দিয়ে শুকাব জল, মুছাব পা আকুল কেশে।
নিবিড় হবে তিমিররাতি, জ্বেলে দেব প্রেমের বাতি,
পরানখানি দেব পাতি, চরণ রেখো তাহার 'পরে॥
ভুলে গিয়ে জীবন মরণ লব তোমায় ক'রে বরণ—
করিব জয় শরম-ত্রাসে, দাঁড়াব আজ তোমার পাশে॥
বাঁধন বাধা যাবে জ্ব'লে, সুখ দুঃখ দেব দ'লে,
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে বাহির হব অভয়ভরে॥
উতল ধারা বাদল ঝরে— দুয়ার খুলে এলে ঘরে।
চোখে আমার ঝলক লাগে, সকল মনে পুলক জাগে—
চাহিতে চাই মুখের বাগে, নয়ন মেলে কাঁপি ডরে॥

৩৮

ঐ-যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে, আঁচলখানি দোলে।

ওরি গানের তালে তালে   আমে জামে শিরীষ-শালে
নাচন লাগে পাতায় পাতায় আকুল কল্লোলে ॥
আমার   দুই আঁখি ঐ সুরে
যায় হারিয়ে সজল ধারায়   ঐ ছায়াময় দূরে।
ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে   কোন্ সাথি মোর যায়-যে ডেকে,
একলা দিনের বুকের ভিতর ব্যথার তুফান তোলে ॥

৩৯

কখন   বাদল-ছোঁওয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে ॥
ঐ   ঘাসের ঘনঘোরে
ধরণীতল হল শীতল চিকন আভায় ভ'রে—
ওরা   হঠাৎ-গাওয়া গানের মতো এল প্রাণের বেগে ॥
ওরা-যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা।
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।
তাই   এমন গভীর স্বরে
আমার আঁখি নিল ডাকি ওদের খেলাঘরে—
ওদের   দোল দেখে আজ প্রাণে আমার দোলা ওঠে জেগে ॥

৪০

আজ   নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে।
আমার   ভাবনা যত উতল হল অকারণে ॥
কেমন ক'রে যায়-যে ডেকে,   বাহির করে ঘরের থেকে,
ছায়াতে চোখ ফেলে ছেয়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥
বাঁধনহারা জলধারার কলরোলে।
আমারে কোন্ পথের বাণী যায়-যে ব'লে।
সে-পথ গেছে নিরুদ্দেশে   মানসলোকে গানের শেষে
চিরদিনের বিরহিণীর কুঞ্জবনে ॥

৪১

আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে

সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥

দিঘির কালো জলের 'পরে মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে,

বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা-যে

সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥

আঁধার বাতায়নে

একলা আমার কানাকানি ঐ আকাশের সনে ॥

ম্লান স্মৃতির বাণী যত পল্লবমর্মরের মতো

সজল সুরে ওঠে জেগে ঝিল্লিমুখর সাঁঝে

সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥

৪২

এই সকালবেলার বাদল-আঁধারে

আজি বনের বীণায় কী সুর বাঁধা রে ॥

ঝরঝর বৃষ্টিকলরোলে তালের পাতা মুখর ক'রে তোলে,

উতল হাওয়া বেণুশাখায় লাগায় ধাঁদা রে ॥

ছায়ার তলে তলে জলের ধারা ঐ

হেরো দলে দলে নাচে তাথৈ থৈ।

মন-যে আমার পথ-হারানো সুরে সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে,

শোনে যেন কোন্ ব্যাকুলের করুণ কাঁদা রে ॥

৪৩

পুব-সাগরের পার হতে কোন্ এল পরবাসী।

শূন্যে বাজায় ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় সনসন

সাপ খেলাবার বাঁশি ॥

সহসা তাই কোথা হতে কুলুকুলু কলস্রোতে

দিকে দিকে জলের ধারা ছুটেছে উল্লাসি ॥

আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরুগুরু

ডমরু-রব হয়েছে ঐ শুরু।

তাই শুনে আজ গগনতলে পলে পলে দলে দলে

অগ্নিবরন নাগনাগিনী ছুটেছে উদাসী॥

৪৪

আজি বর্ষারাতের শেষে

সজল মেঘের কোমল কালোয় অরুণ আলো মেশে॥

বেণুবনের মাথায় মাথায় রঙ লেগেছে পাতায় পাতায়,

রঙের ধারায় হৃদয় হারায়, কোথা-যে যায় ভেসে॥

এই ঘাসের ঝিলিমিলি,

তার সাথে মোর প্রাণের কাঁপন একতালে যায় মিলি।

মাটির প্রেমে আলোর রাগে রক্তে আমার পুলক লাগে,

বনের সাথে মন-যে মাতে, ওঠে আকুল হেসে॥

৪৫

শ্রাবণমেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা,

আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথ-ভোলা॥

ঐ-যে পুরব-গগন জুড়ে উত্তরী তার যায় রে উড়ে,

সজল হাওয়ায় হিন্দোলাতে দেয় দোলা।

লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে—

আকাশে কি ধরায় বাসা কোন্‌খানে।

নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে ঐ তো আমায় লাগায় মনে

পরশখানি নানা-সুরের-ঢেউ-তোলা॥

৪৬

বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় এল আমার মনে,

কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরঝর বরিষনে॥

যে-মিলনের মালাগুলি ধুলায় মিশে হল ধূলি

গন্ধ তারি ভেসে আসে আজি সজল সমীরণে॥

সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবানদীর তীরে,
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈলশিরে।
মালবিকা অনিমিখে চেয়ে ছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে ॥

৪৭

বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা—
সারা বেলা ধ'রে ঝর ঝর ঝর ধারা ॥
জামের বনে ধানের খেতে আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা ॥
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ-মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।
ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে
পুবে হাওয়া গৃহহারা ॥

৪৮

এ কী গভীর বাণী এল ঘন মেঘের আড়াল ধ'রে
সকল আকাশ আকুল ক'রে ॥
সেই বাণীর পরশ লাগে, নবীন প্রাণের বাণী জাগে,
হঠাৎ দিকে দিগন্তরে ধরার হৃদয় ওঠে ভরে ॥
সে কে বাঁশি বাজিয়েছিল কবে প্রথম সুরে তালে,
প্রাণেরে ডাক দিয়েছিল সুদূর আঁধার আদিকালে।
তার বাঁশির ধ্বনিখানি আজ আষাঢ় দিল আনি,
সেই অগোচরের তরে আমার হৃদয় নিল হ'রে ॥

৪৯

আজি হৃদয় আমার যায়-যে ভেসে
যার পায় নি দেখা তার উদ্দেশে ॥
বাঁধন ভোলে, হাওয়ায় দোলে, যায় সে বাদল-মেঘের কোলে রে
কোন্-সে অসম্ভবের দেশে ॥

সেথায় বিজন সাগরকূলে
শ্রাবণ ঘনায় শৈলমূলে।
রাজার পুরে তমালগাছে নূপুর শুনে ময়ূর নাচে রে
সুদূর তেপান্তরের শেষে॥

৫০

ভোর হল যেই শ্রাবণশর্বরী
তোমার বেড়ায় উঠল ফুটে হেনার মঞ্জরী॥
গন্ধ তারি রহি রহি বাদল-বাতাস আনে বহি,
আমার মনের কোণে কোণে বেড়ায় সঞ্চরি॥
বেড়া দিলে কবে তুমি তোমার ফুলবাগানে,
আড়াল ক'রে রেখেছিলে আমার বনের পানে।
কখন গোপন অন্ধকারে বর্ষারাতের অশ্রুধারে
তোমার আড়াল মধুর হয়ে ডাকে মর্মরি॥

৫১

বৃষ্টিশেষের হাওয়া কিসের খোঁজে বইছে ধীরে ধীরে।
গুঞ্জরিয়া কেন বেড়ায় ও-যে বুকের শিরে শিরে॥
অলখ তারে বাঁধা অচিন্ বীণা ধরার বক্ষে রহে নিত্য লীনা— এই হাওয়া
কত যুগের কত মনের কথা বাজায় ফিরে ফিরে॥
ঋতুর পরে ঋতু ফিরে আসে বসুন্ধরার কূলে।
চিহ্ন পড়ে বনের ঘাসে ঘাসে ফুলের পরে ফুলে।
গানের পরে গানে তারি সাথে কত সুরের কত-যে হার গাঁথে— এই হাওয়া
ধরার কণ্ঠ বাণীর বরণমালায় সাজায় ঘিরে ঘিরে॥

৫২

বাদল-ধারা হল সারা, বাজে বিদায়-সুর।
গানের পালা শেষ ক'রে দে, যাবি অনেক দূর॥
ছাড়ল খেয়া ও-পার হতে ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে,
দুলছে তরী নদীর পথে তরঙ্গবন্ধুর॥

কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনতলের ধূলি,
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি।
অরণ্যে আজ স্তব্ধ হাওয়া, আকাশ আজি শিশির-ছাওয়া,
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস বৃষ্টির বিন্দুর॥

৫৩

ঝরে ঝর ঝর ভাদর-বাদর, বিরহকাতর শর্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন কানন কানন মর্মরি॥
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ গগনে গগনে উঠিছে বাজিয়ে।
মোর হৃদয় এ কী রে ব্যাপিল তিমিরে সমীরে সমীরে সঞ্চরি॥

৫৪

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারাজলে।
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ, পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ—
কাজল নয়নে, যূথীমালা গলে, এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে॥
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখী,
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লারগানে তব মধুস্বরে দিক্ বাণী আনি বনমর্মরে।
ঘনবরিষনে জল-কলকলে এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে॥

৫৫

কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে।
ঘন ঘন গুরুগুরু গরজিছে,
ঝরঝর নামে দিকে দিগন্তে জলধারা,
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে অশান্ত বাতাসে॥

৫৬

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস বল্—
হাসির কানায় কানায় ভরা নয়নের জল।

বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে যূথীবনের বেদন আসে—
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল।
ও তুই   কী এনেছিস বল্‌॥
কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,
ফেরে সে কোন্‌ স্বপন-লোকে   ওগো।
মন বসে রয় পথের ধারে,   জানে না সে পাবে কারে—
আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল।
ও তুই   কী এনেছিস বল্‌॥

৫৭

পুব-হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি।
হৃদয়নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী॥
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ঐ আসে তোমার সুরেরই তরী॥
ব্যথা আমার কূল মানে না, বাধা মানে না।
পরান আমার ঘুম জানে না, জাগা জানে না।
মিলবে যে আজ অকূল-পানে   তোমার গানে আমার গানে,
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী॥

৫৮

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি   শ্যামল মেঘের মাঝে বাজে কার কামনা॥
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে—
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা॥

৫৯

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল-বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে॥

উৎসবসভা-মাঝে শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে ॥
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া বরষনে মুখরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘনমন্দ্রে ॥

৬০

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণপ্রাতে।
ছিলে কি মোর স্বপনে সাথিহারা রাতে ॥
বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে।
কথা কও মোর হৃদয়ে, হাত রাখো হাতে ॥

৬১

একলা বসে বাদলশেষে শুনি কত কী।
"এবার আমার গেল বেলা" বলে কেতকী।
বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তারে ডেকে গেল আকাশপারে,
তাই তো সে যে উদাস হল, নইলে যেত কি ॥
ছিল সে যে একটি ধারে বনের কিনারায়,
উঠত কেঁপে তড়িৎ-আলোর চকিত ইশারায়।
শ্রাবণ-ঘন অন্ধকারে গন্ধ যেত অভিসারে,
সন্ধ্যাতারা আড়াল থেকে খবর পেত কি ॥

৬২

শ্যামল শোভন শ্রাবণ, তুমি নাই বা গেলে
সজল বিলোল আঁচল মেলে।
পূব হাওয়া কয়, "ওর যে সময় গেল চলে।"

শরৎ বলে, "ভয় কী সময় গেল ব'লে,
বিনা কাজে আকাশ-মাঝে কাটবে বেলা অসময়ের খেলা খেলে।"
কালো মেঘের আর কি আছে দিন।
ও যে হল সাথিহীন।
পুব-হাওয়া কয়, "কালোর এবার যাওয়াই ভালো।"
শরৎ বলে, "মিলবে যুগল কালোর আলো,
সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ-মাঝে কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে।"

৬৩

নমো, নমো, নমো করুণাঘন, নমো হে।
নয়ন স্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জনপরশে,
জীবন পূর্ণ সুধারসবরষে,
তব দর্শনধন-সার্থক মন হে,
অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে॥

৬৪

তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে।
হৃদয় আমার, শ্যামল-বঁধুর করুণ স্পর্শ নে॥
অঝোর-ঝরন শ্রাবণজলে তিমিরমেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক সোনার কদম্বফুল নিবিড় হর্ষণে॥
ভরুক গগন, ভরুক কানন, ভরুক নিখিল ধরা,
দেখুক ভুবন মিলনস্বপন মধুর-বেদনা-ভরা।
পরান-ভরানো ঘন ছায়াজাল বাহির-আকাশ করুক আড়াল-
নয়ন ভুলুক, বিজুলি ঝলুক পরম দর্শনে॥

৬৫

ঐ কি এলে আকাশপারে দিক্‌-ললনার প্রিয়—
চিত্তে আমার লাগল তোমার ছায়ার উত্তরীয়।
মেঘের মাঝে মৃদঙ্গ তোমার বাজিয়ে দিলে কি ও,
ঐ তালেতে মাতিয়ে আমায় নাচিয়ে দিয়ো দিয়ো॥

৬৬

গগনে গগনে আপনার মনে কী খেলা তব।
তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে নিতুই নব॥
জটার গভীরে লুকালে রবিরে, ছায়াপটে আঁক এ কোন্ ছবি রে।
মেঘমল্লারে কী বল আমারে কেমনে কব॥
বৈশাখী ঝড়ে সেদিনের সেই অট্টহাসি
গুরুগুরু সুরে কোন্ দূরে দূরে যায় যে ভাসি।
সে সোনার আলো শ্যামলে মিশালো— শ্বেত উত্তরী আজ কেন কালো
লুকালে ছায়ায় মেঘের মায়ায় কী বৈভব॥

৬৭

শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে।
পথে তারি সকল বারি দিলে ঢেলে॥
কেয়া কাঁদে, "যায় যায় যায়।"
কদম ঝরে, হায় হায় হায়।
পুব-হাওয়া কয়, "ওর কি সময় নাই বাকি আর।"
শরৎ বলে, "যাক-না সময়, ভয় কিবা তার—
কাটবে বেলা আকাশ-মাঝে বিনা কাজে অসময়ের খেলা খেলে।"
কালো মেঘের আর কি আছে দিন, ও যে হল সাথিহীন।
পুব হাওয়া কয়, "কালোর এবার যাওয়াই ভালো।"
শরৎ বলে, "মিলিয়ে দেব কালোয় আলো—
সাজবে বাদল আকাশ-মাঝে সোনার সাজে কালিমা ওর মুছে ফেলে।"

৬৮

কেন, পান্থ, এ চঞ্চলতা।
কোন্ শূন্য হতে এল কার বারতা॥
নয়ন কিসের প্রতীক্ষারত বিদায়বিষাদে উদাস-মতো—
ঘন-কুন্তলভার ললাটে নত, ক্লান্ত তড়িতবধূ তন্দ্রাগতা॥

কেশরকীর্ণ কদম্ববনে মর্মরমুখরিত মৃদুপবনে
বর্ষণহর্ষ-ভরা ধরণীর বিরহবিশঙ্কিত করুণ কথা।
ধৈর্য মানো ওগো ধৈর্য মানো,   বরমাল্য গলে তব হয় নি ম্লান—
আজো হয় নি ম্লান—
ফুলগন্ধ-নিবেদন-বেদন-সুন্দর মালতী তব চরণে প্রণতা॥

৬৯

আজি   শ্রাবণঘন-গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে॥
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি,   বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি   নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে॥
কূজনহীন কাননভূমি,   দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে;
একেলা কোন্ পথিক তুমি পথিকহীন পথের 'পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম,   রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপন-সম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে॥

৭০

আজি   ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরানসখা বন্ধু হে আমার॥
আকাশ কাঁদে হতাশ-সম, নাই-যে ঘুম নয়নে মম—
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম, চাই-যে বারে বার॥
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পারে,   গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে হতেছ তুমি পার॥

৭১

চলে ছলছল নদীধারা   নিবিড় ছায়ায়   কিনারায় কিনারায়
ওকে   মেঘের ডাকে ডাকল সুদূরে,   আয় আয় আয়! মেঘে॥

কূলে প্রফুল্ল বকুলবন   ওকে করিছে আবাহন—

কোথা দূরে বেণুবন গায়,   আয় আয় আয়॥

তীরে তীরে, সখী,   ঐ যে উঠে নবীন ধান্য পুলকি।

কাশের বনে বনে   দুলিছে ক্ষণে ক্ষণে—

গাহিছে সজল বায়,   আয় আয় আয়॥

৭২

আমারে যদি জাগালে আজি, নাথ,

ফিরো না তবে ফিরো না, করো করুণ আঁখিপাত॥

নিবিড় বনশাখার 'পরে   আষাঢ়মেঘে বৃষ্টি ঝরে,

বাদলভরা আলস-ভরে   ঘুমায়ে আছে রাত॥

বিরামহীন বিজুলিঘাতে নিদ্রাহারা প্রাণ

বরষাজলধারার সাথে গাহিতে চাহে গান।

হৃদয় মোর চোখের জলে   বাহির হল তিমিরতলে,

আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে   বাড়ায়ে দুই হাত॥

৭৩

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে,

আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে॥

এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি   পুলকে দুলিয়া উঠিছে আবার বাজি

নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে॥

রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের 'পরে   নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে।

"এসেছে এসেছে" এই কথা বলে প্রাণ,   "এসেছে এসেছে" উঠিতেছে এই গান,

নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে॥

৭৪

এসো হে এসো সজল ঘন, বাদল-বরিষনে—

বিপুল তব শ্যামল স্নেহে এসো হে এ জীবনে॥

এসো হে গিরিশিখর চুমি,   ছায়ায় ঘিরি কাননভূমি,

গগন ছেয়ে এসো হে তুমি গভীর গরজনে॥

ব্যথিয়া উঠে নীপের বন পুলক-ভরা ফুলে।
উছলি উঠে কলরোদন নদীর কূলে কূলে।
এসো হে এসো হৃদয়ভরা, এসো হে এসো পিপাসাহরা,
এসো হে আঁখি-শীতল-করা ঘনায়ে এসো মনে॥

৭৫

চিত্ত আমার হারালো আজ মেঘের মাঝখানে—
কোথায় ছুটে চলেছে সে কোথায় কে জানে॥
বিজুলী তার বীণার তারে আঘাত করে বারে বারে,
বুকের মাঝে বজ্র বাজে কী মহাতানে॥
পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে নিবিড় নীল অন্ধকারে
জড়ালো রে অঙ্গ আমার ছড়ালো প্রাণে।
পাগল হাওয়া নৃত্যে মাতি হল আমার সাথের সাথি,
অট্ট হাসে ধায় কোথা সে, বারণ না মানে॥

৭৬

আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে,
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে॥
সূর্য হারায়, হারায় তারা, আঁধারে পথ হয়-যে হারা,
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে।
সকল আকাশ, সকল ধরা বর্ষণেরি বাণী-ভরা।
ঝরঝর ধারায় মাতি বাজে আমার আঁধার রাতি,
বাজে আমার শিরে শিরে॥

৭৭

ধরণী, দূরে চেয়ে কেন আজ আছিস জেগে
যেন কার উত্তরীয়ের পরশের হরষ লেগে॥
আজি কার মিলনগীতি ধ্বনিছে কাননবীথি,
মুখে চায় কোন্ অতিথি আকাশের নবীন মেঘে॥

ঘিরেছিস মাথায় বসন কদমের কুসুমডোরে,
সেজেছিস নয়নপাতে নীলিমার কাজল প'রে।
তোমার ঐ বক্ষতলে নবশ্যাম দূর্বাদলে
আলোকের ঝলক ঝলে পরানের পুলকবেগে॥

৭৮

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু,
ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুঞ্চিত,
হল রোমাঞ্চিত বন বনান্তর—
দুলিল চঞ্চল বক্ষোহিন্দোলে মিলনস্বপ্নে সে কোন্ অতিথি রে।
সঘন-বর্ষণ-শব্দ-মুখরিত বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্বরী,
মালতীবল্লরী কাঁপায় পল্লব করুণ কল্লোলে,
কানন শঙ্কিত ঝিল্লিঝংকৃত॥

৭৯

মধুগন্ধে-ভরা মৃদুস্নিগ্ধছায়া নীপকুঞ্জতলে
শ্যামকান্তিময়ী কোন্ স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টিজলে।
ফিরে রক্ত-অলক্তকধৌত পায়ে ধারাসিক্ত বায়ে,
মেঘমুক্ত সহাস্য শশাঙ্ককলা সিঁথিপ্রান্তে জ্বলে॥
পিয়ে উচ্ছল তরল প্রলয়মদিরা উন্মুখর তরঙ্গিণী ধায় অধীরা,
কার নির্ভীক মূর্তি তরঙ্গদোলে কলমন্দ্ররোলে।
এই তারাহারা নিঃসীম অন্ধকারে কার তরণী চলে॥

৮০

আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে
যখন বৃষ্টি নামল তিমিরনিবিড় রাতে॥
দিকে দিকে সঘন গগন মত্ত প্রলাপে প্লাবন-ঢালা শ্রাবণ-ধারাপাতে
সেদিন তিমিরনিবিড় রাতে॥

আমার স্বপ্নস্বরূপ বাহির হয়ে এল, সে যে সঙ্গ পেল
আমার সুদূর পারের স্বপ্নদোসর সাথে
সেদিন তিমিরনিবিড় রাতে ॥
আমার দেহের সীমা গেল পারায়ে, ক্ষুব্ধ বনের মর্মরবে গেল হারায়ে,
আমার দেহের সীমা মিলে গেল কুঞ্জবীথির সিক্ত যূথীর গন্ধে
মত্ত হাওয়ার ছন্দে
মেঘে মেঘে তড়িৎশিখার ভুজঙ্গপ্রয়াতে
সেদিন তিমিরনিবিড় রাতে ॥

৮১

আমি শ্রাবণ-আকাশে ঐ দিয়েছি পাতি
মম জল-ছলছল আঁখি মেঘে মেঘে।
বিরহদিগন্ত পারায়ে সারারাতি অনিমেষে আছে জেগে ॥
যে গিয়েছে দেখার বাহিরে আছে তারি উদ্দেশে চাহি রে,
স্বপ্নে উড়িছে তারি কেশরাশি পুরব-পবনবেগে ॥
শ্যামল তমালবনে
যে পথে সে চলে গিয়েছিল বিদায়গোধূলিখনে
বেদনা জড়ায়ে আছে তারি ঘাসে, কাঁপে নিশ্বাসে—
সেই বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া ছায়ায় রয়েছে লেগে ॥

৮২

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে, আয় গো আয়।
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের ভিজে পাতায় ॥
ঝিকিঝিকি করি কাঁপিতেছে বট,
ওগো ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট,
পথের দুধারে শাখে শাখে আজি পাখিরা গায় ॥
তপন-আতপে আতপ্ত হয়ে উঠেছে বেলা,
খঞ্জন দুটি আলস্যভরে ছেড়েছে খেলা।

কলস পাকড়ি আঁকড়িয়া বুকে
ভরা জলে তোরা ভেসে যাবি সুখে,
তিমিরনিবিড় ঘনঘোর ঘুমে স্বপন-প্রায়, আয় গো আয় ॥
মেঘ ছুটে গেল, নাই গো বাদল, আয় গো আয়।
আজিকে সকালে শিথিল কোমল বহিছে বায়, আয় গো আয়।
এ-ঘাট হইতে ও-ঘাটে তাহার
কথা-বলাবলি নাহি চলে আর,
একাকার হল তীরে আর নীরে তাল-তলায়, আয় গো আয় ॥

৮৩

নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে ॥
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর, আউষের খেত জলে ভরভর,
কালিমাখা মেঘে ও-পারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ্‌ চাহি রে ॥
ওই শোনো শোনো পারে যাবে ব'লে কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ, দু কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর বেগে জলে পড়ি জল ছলছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে ॥
ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন, ধবলীরে আনো গোহালে,
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্‌ দেখি, মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি,
রাখালবালক কী জানি কোথায় সারাদিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে ॥
ওগো আজ তোরা যাস নে গো তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর নাহি রে।
ঝরঝর ধারে ভিজিবে নিচোল, ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দোলে ঘনঘন পথপাশে দেখ্‌ চাহি রে ॥

৮৪

থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষন, ঝিল্লিঝনক-ঝন-নন,

হে শ্রাবণ।

ঘুচাও ঘুচাও স্বপ্নমোহ-অবগুণ্ঠন ঘুচাও হে,

এসো হে এসো হে দুর্দম বীর এসো হে।

ঝড়ের রথে অগম পথে জড়ের বাধা যত করো উন্মূলন॥

আলো আলো বিদ্যুত-শিখা, দেখাও তিমিরভেদী দীপ্তি তোমার দেখাও।

দিগ্বিজয়ী তব বাণী দেহো আনি,

গগনে গগনে সুপ্তিভেদী তব গর্জন জাগাও॥

৮৫

আজি পল্লিবালিকা অলকগুচ্ছ সাজালো বকুলফুলের দুলে,

যেন মেঘরাগিণী-রচিত কী সুর দুলালো কর্ণমূলে।

ওরা চলেছে কুঞ্জচ্ছায়াবীথিকায় হাস্যকল্লোল-উছল গীতিকায়

বেণুমর্মরমুখর পবনে তরঙ্গ তুলে॥

আজি নীপশাখায়-শাখায় দুলিছে পুষ্পদোলা,

আজি কূলে কূলে তরল প্রলাপে যমুনা কলরোলা।

মেঘপুঞ্জ গরজে গুরুগুরু, বনের বক্ষ কাঁপে দুরুদুরু,

স্বপ্নলোকে পথ হারায় মনের ভুলে॥

৮৬

ঐ মালতীলতা দোলে

পিয়ালতরুর কোলে পুব-হাওয়াতে॥

মোর হৃদয়ে লাগে দোলা, ফিরি আপন-ভোলা,

মোর ভাবনা কোথায় হারা মেঘের মতন যায় চলে॥

জানি নে কোথায় জাগো, ওগো বন্ধু পরবাসী,

কোন্ নিভৃত বাতায়নে।

সেথা নিশীথের জলভরা কণ্ঠে

কোন্ বিরহিণীর বাণী তোমারে কী যায় ব'লে॥

৮৭

আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু বাজিল গম্ভীর গরজনে।
অশথপল্লবে অশান্ত হিল্লোল সমীরচঞ্চল দিগঙ্গনে॥
নদীর কল্লোল, বনের মর্মর, বাদল-উচ্ছল নির্ঝর-ঝর্ঝর,
ধ্বনি তরঙ্গিল নিবিড় সংগীতে— শ্রাবণসন্ন্যাসী রচিল রাগিণী॥
কদম্বকুঞ্জের সুগন্ধমদিরা অজস্র লুটিছে দুরন্ত ঝটিকা।
তড়িৎশিখা ছুটে দিগন্ত সন্ধিয়া, ভয়ার্ত যামিনী উঠিছে ক্রন্দিয়া,
নাচিছে যেন কোন্ প্রমত্ত দানব মেঘের দুর্গের দুয়ার হানিয়া॥

৮৮

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে॥
ওগো নির্জনে বকুলশাখায় দোলায় কে আজি দুলিছে দোদুল দুলিছে।
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল, আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক, কবরী খসিয়া খুলিছে॥
ঝরে ঘনধারা নব পল্লবে, কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে এল পল্লীর কাছে রে॥

৮৯

আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে—
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে।
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠেছে ভীমা,
ধাইতে ধাইতে লোপ ক'রে চলে সীমা,
কোন্ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে॥
পুঞ্জে পুঞ্জে দূরে সুদূরের পানে
দলে দলে চলে, কেন চলে নাহি জানে।

জানে না কিছুই কোন্ মহাদ্রিতলে
গভীর শ্রাবণে গলিয়া পড়িবে জলে,
নাহি জানে তার ঘনঘোর সমারোহে
কোন্ সে ভীষণ জীবন মরণ রাজে॥

৯০

মনে হল, পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ আসিতে তোমার দ্বারে
মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে॥
পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি সিক্ত যূথীর মালা
সকরুণ নিবেদনের গন্ধ-ঢালা—
লজ্জা দিয়ো না তারে॥
সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে বনে বনে,
পথ-হারানোর বাজিছে বেদনা সমীরণে।
দূর হতে আমি দেখেছি তোমার ঐ বাতায়নতলে নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে—
আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে॥

৯১

তুমি তৃষ্ণার শান্তি, স্নিগ্ধশোভনকান্তি।
তুমি এই নিখিলের সন্তাপভঞ্জন॥
আঁকো ধরাবক্ষে দিক্‌বধূচক্ষে
সুশীতল সুকোমল শ্যামরসরঞ্জন।
এলে বীরছন্দে, তব কটিবন্ধে
বিদ্যুৎ-অসিলতা বেজে ওঠে ঝঞ্ঝন॥
তব উত্তরীয়ে ছায়া দিলে ভরিয়ে—
তমালবনশিখরে নবনীল-অঞ্জন।
ঝিল্লির মন্দ্রে মালতীর গন্ধে
মিলাইলে চঞ্চল মধুকরগুঞ্জন।
নৃত্যের ভঙ্গে এলে নব রঙ্গে,
সচকিত পল্লবে নাচে যেন খঞ্জন॥

৯২

মম মন-উপবনে চলে অভিসারে আঁধার রাতে বিরহিণী।
রক্তে তারি নূপুর বাজে রিনিরিনি॥
দুরু দুরু করে হিয়া, মেঘ ওঠে গরজিয়া,
ঝিল্লি ঝনকে ঝিনিঝিনি॥
মম মন-উপবনে ঝরে বারিধারা, গগনে নাহি শশীতারা।
বিজুলির চমকনে মিলে আলো ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে ক্ষণে পথ ভোলে উদাসিনী॥

৯৩

আজি বরিষন-মুখরিত শ্রাবণরাতি,
একা বসে স্মৃতিবেদনার মালা গাঁথি॥
আজি কোন্ ভুলে ভুলি, আঁধার ঘরে রাখি দ্বার খুলি,
মনে হয় বুঝি আসিছে সে মোর দুখ-রজনীর সাথি॥
আসিছে সে ধারাজলে সুর লাগায়ে,
নীপবনে পুলক জাগায়ে।
যদিও বা নাহি আসে তবু বৃথা আশ্বাসে
ধূলি-'পরে রাখিব রে মিলন-আসনখানি পাতি॥

৯৪

যায় দিন শ্রাবণদিন যায়।
আঁধারিল মন মোর আশঙ্কায়,
মিলনের বৃথা প্রত্যাশায় মায়াবিনী এই সন্ধ্যা ছলিছে।
আসন্ন নির্জন রাতি, হায়, মম পথ-চাওয়া বাতি
ব্যাকুলিছে শূন্যেরে কোন্ প্রশ্নে॥
দিকে দিকে কোথাও নাহি সাড়া,
ফিরে খ্যাপা হাওয়া গৃহছাড়া।
নিবিড়-তমিস্র-বিলুপ্ত-আশা ব্যথিতা যামিনী খোঁজে ভাষা—
বৃষ্টিমুখরিত মর্মরছন্দে, মালতীমঞ্জরীগন্ধে॥

৯৫

১ আমি কী গান গাব যে ভেবে না পাই।
মেঘলা আকাশে উতলা বাতাসে খুঁজে বেড়াই॥
বনের গাছে গাছে জেগেছে ভাষা ভাষাহারা নাচে;
মন ওদের কাছে চঞ্চলতার রাগিণী যাচে,
সারা দিন বিরামহীন ফিরি যে তাই॥
আমার অঙ্গে সুরতরঙ্গে ডেকেছে বান,
রসের প্লাবনে ডুবিয়া যাই।
কী কথা রয়েছে আমার মনের ছায়াতে
স্বপ্নপ্রদোষে— আমি তারে যে চাই॥

৯৬

কিছু বলব ব'লে এসেছিলেম,
রইনু চেয়ে না ব'লে॥
দেখিলাম, খোলা বাতায়নে মালা গাঁথ আপন-মনে,
গাও গুন্-গুন্ গুঞ্জরিয়া যূথীকুঁড়ি নিয়ে কোলে॥
সারা আকাশ তোমার দিকে
চেয়েছিল অনিমিখে।
মেঘ-ছেঁড়া আলো এসে পড়েছিল কালো কেশে,
বাদল-মেঘে মৃদুল হাওয়ায় অলক দোলে॥

৯৭

মন মোর মেঘের সঙ্গী,
উড়ে চলে দিগ্‌দিগন্তের পানে
নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণবর্ষণসংগীতে
রিমিঝিম-রিমিঝিম-রিমিঝিম॥
মন মোর হংসবলাকার পাখায় যায় উড়ে
ক্বচিৎ-ক্বচিৎ চকিত তড়িত-আলোকে।
ঝঞ্জন মঞ্জীর বাজায় ঝঞ্ঝা রুদ্র আনন্দে।

কলকল কলমন্দ্রে নির্ঝরিণী
ডাক দেয় প্রলয়-আহ্বানে॥
বায়ু বহে পূর্বসমুদ্র হতে
উচ্ছল ছলছল তটিনীতরঙ্গে।
মন মোর ধায় তারি মত্ত প্রবাহে
তাল-তমাল-অরণ্যে
ক্ষুব্ধ শাখার আন্দোলনে॥

৯৮

মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো,
দোলে মন দোলে অকারণ হরষে।
হৃদয়গগনে সজল ঘন নবীন মেঘে
রসের ধারা বরষে॥
তাহারে দেখি না যে দেখি না,
শুধু মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে ঐ শুনা যায়
বাজে অলখিত তারি চরণে
রুনুরুনু রুনুরুনু নূপুরধ্বনি॥
গোপন স্বপনে ছাইল
অপরশ আঁচলের নব নীলিমা।
উড়ে যায় বাদলের এই বাতাসে
তার ছায়াময় এলোকেশ আকাশে।
সে যে মন মোর দিল আকুলি
জল-ভেজা কেতকীর দূর সুবাসে॥

৯৯

আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে, হায় হায়।
বৃষ্টিসজল বিষণ্ণ নিশ্বাসে, হায় হায়॥

আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার আসে॥
বারিঝরা বনের গন্ধ নিয়া
পরশহারা বরণমালা গাঁথে আমার প্রিয়া।
আমার প্রিয়া ঘন শ্রাবণধারায়
আকাশ ছেয়ে মনের কথা হারায়।
আমার প্রিয়ার আঁচল দোলে
নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে॥

১০০

ওগো সাঁওতালি ছেলে,
শ্যামল সঘন নববরষার কিশোর দূত কি এলে।
ধানের খেতের পারে শালের ছায়ার ধারে
বাঁশির সুরেতে সুদূর দূরেতে চলেছ হৃদয় মেলে॥
পুব-দিগন্ত দিল তব দেহে নীলিমলেখা,
পীত ধড়াটিতে অরুণরেখা,
কেয়াফুলখানি কবে তুলে আনি
দ্বারে মোর রেখে গেলে॥
আমার গানের হংসবলাকাপাঁতি
বাদল-দিনের তোমার মনের সাথি।
ঝড়ে চঞ্চল তমালবনের প্রাণে
তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি একখানে,
মেঘের ছায়ায় চলিয়াছি ছায়া ফেলে॥

১০১

বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান ;
আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান।

মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে   রেখেছি ঢেকে তারে
এই যে আমার সুরের খেতের প্রথম সোনার ধান ॥
আজ এনে দিলে, হয়তো দিবে না কাল—
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।
এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে   তব বিস্মৃতিস্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী বহি তব সম্মান ॥

১০২

আজি   তোমায় আবার চাই শুনাবারে
যে কথা শুনায়েছি বারে বারে—
আমার পরানে আজি   যে বাণী উঠিছে বাজি
অবিরাম বর্ষণধারে ॥
কারণ শুধায়ো না, অর্থ নাহি তার,
সুরের সংকেত জাগে পুঞ্জিত বেদনার।
স্বপ্নে যে বাণী মনে মনে   ধ্বনিয়া উঠে ক্ষণে ক্ষণে
কানে কানে গুঞ্জরিব তাই বাদলের অন্ধকারে ॥

১০৩

এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি
বিজন ঘরের কোণে, এসো গো।
নামিল শ্রাবণসন্ধ্যা,   কালো ছায়া ঘনায় বনে বনে ॥
আনো বিস্ময় মম নিভৃত প্রতীক্ষায়   যূথীমালিকার মৃদুগন্ধে,
নীলবসন অঞ্চলছায়া
সুখরজনী-সম মেলুক মনে ॥
হারিয়ে গেছে মোর বাঁশি,
আমি   কোন্ সুরে ডাকি তোমারে।
পথে-চেয়ে-থাকা মোর দৃষ্টিখানি
শুনিতে পাও কি তাহার বাণী,
কম্পিত বক্ষের পরশ মেলে কি সজল সমীরণে ॥

১০৪

আজি ঝরঝর মুখর বাদর-দিনে
জানি নে জানি নে কিছুতে কেন যে মন লাগে না।
এই চঞ্চল সজল পবন-বেগে উদ্‌ভ্রান্ত মেঘে মন চায়
মন চায় ঐ বলাকার পথখানি নিতে চিনে॥
মেঘমল্লারে সারা দিনমান
বাজে ঝরনার গান।
মন হারাবার আজি বেলা, পথ ভুলিবার খেলা— মন চায়
মন চায় হৃদয় জড়াতে কার চিরঋণে॥

১০৫

আজ শ্রাবণের গগনের গায় বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়।
ক্ষণে ক্ষণে শর্বরী শিহরিয়া উঠে॥
তেমনি তোমার বাণী মর্মতলে যায় হানি সংগোপনে,
ধৈরজ যায় যে টুটে॥
যেমন বরষাধারায় অরণ্য আপনা হারায় বারে বারে
ঘন রস-আবরণে
তেমনি তোমার স্মৃতি ঢেকে ফেলে মোর প্রীতি
নিবিড় ধারে আনন্দ-বরিষনে॥

১০৬

স্বপ্নে আমার মনে হল কখন ঘা দিলে আমার দ্বারে, হায়।
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো, তুমি মিলালে অন্ধকারে, হায়॥
অচেতন মনো-মাঝে তখন রিমিঝিমি ধ্বনি বাজে,
কাঁপিল বনের হাওয়া ঝিল্লিঝংকারে।
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো, নদী বহিল বনের পারে॥

পথিক এল দুই প্রহরে পথের আহ্বান আনি ঘরে।
শিয়রে নীরব বীণা বেজেছিল কি জানি না—
জাগি নাই জাগি নাই গো,
ঘিরেছিল বনগন্ধ ঘুমের চারিধারে॥

১০৭

শেষ গানেরি রেশ নিয়ে যাও চলে,
শেষ কথা যাও ব'লে।
সময় পাবে না আর, নামিছে অন্ধকার,
গোধূলিতে আলো-আঁধারে
পথিক যে পথ ভোলে॥
পশ্চিমগগনে ঐ দেখা যায় শেষ রবিরেখা,
তমাল-অরণ্যে ঐ শুনি শেষ কেকা।
কে আমার অভিসারিকা বুঝি বাহিরিল অজানারে খুঁজি,
শেষবার মোর আঙিনার দ্বার খোলে॥

১০৮

এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে
সমুখের পথ দিয়ে পলাতকা ছায়া ফেলে।
তোমার সে উদাসীনতা সত্য কিনা জানি না সে,
চঞ্চল চরণ গেল ঘাসে ঘাসে বেদনা মেলে॥
তখন পাতায় পাতায় বিন্দু বিন্দু ঝরে জল,
শ্যামল বনান্তভূমি করে ছলছল।
তুমি চলে গেছ ধীরে ধীরে, সিক্ত সমীরে
পিছনে নীপবীথিকায় রৌদ্রছায়া যায় খেলে॥

১০৯

এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে,
প্রদীপ নিভালে কেন অঞ্চলঘাতে।

অন্তরে কালো ছায়া পড়ে আঁকা,
বিমুখ মুখের ছবি মনে রয় ঢাকা,
দুঃখের সাথি তারা ফিরিছে সাথে॥
কেন দিলে না মাধুরীকণা, হায় রে কৃপণা।
লাবণ্যলক্ষ্মী বিরাজে ভুবন-মাঝে,
তারি লিপি দিলে না হাতে॥

১১০

নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে,
ওগো প্রবাসিনী, স্বপনে তব তাহার বারতা কি পেলে।
আজি তরঙ্গকলকল্লোলে দক্ষিণসিন্ধুর ক্রন্দনধ্বনি
আনে বহিয়া কাহার বিরহ॥
লুপ্ত তারার পথে চলে কাহার সুদূর স্মৃতি
নিশীথরাতের রাগিণী বহি।
নিদ্রাবিহীন ব্যথিত হৃদয়
ব্যর্থ শূন্যে তাকায়ে রহে॥

১১১

আমার যেদিন ভেসে গেছে চোখের জলে,
তারি ছায়া পড়েছে শ্রাবণগগনতলে॥
সেদিন যে রাগিণী গেছে থেমে অতল বিরহে নেমে
আজি পুবের হাওয়ায় হাওয়ায় হায় হায় হায় রে
কাঁপন ভেসে চলে॥
নিবিড় সুখে মধুর দুখে জড়িত ছিল সেই দিন—
দুই তারে জীবনের বাঁধা ছিল বীণ।
তার ছিঁড়ে গেছে কবে, একদিন কোন্ হাহারবে
সুর হারায়ে গেল পলে পলে॥

১১২

পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে
পাগল আমার মন জেগে উঠে॥
চেনাশোনার কোন্ বাইরে যেখানে পথ নাই নাই রে
সেখানে অকারণে যায় ছুটে।
ঘরের মুখে আর কি রে কোনো দিন সে যাবে ফিরে।
যাবে না, যাবে না,
দেয়াল যত সব গেল টুটে॥
বৃষ্টি-নেশা-ভরা সন্ধ্যাবেলা কোন্ বলরামের আমি চেলা,
আমার স্বপ্ন ঘিরে নাচে মাতাল জুটে।
যা না চাইবার তাই আজি চাই গো,
যা না পাইবার তাই কোথা পাই গো।
পাব না, পাব না,
মরি অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে॥

১১৩

আজি মেঘ কেটে গেছে সকালবেলায়,
এসো এসো এসো হাসিমুখে।
এসো আমার অলস দিনের খেলায়॥
স্বপ্ন যত জমেছিল আশা-নিরাশায়,
তরুণ প্রাণের বিফল ভালোবাসায়,
দিব অকূল-পানে ভাসায়ে ভাঁটার গাঙের ভেলায়॥
দুঃখসুখের বাঁধন তারি গ্রন্থি দিব খুলে,
আজি ক্ষণেক-তরে মোরা রব আপন ভুলে।
যে গান হয় নি গাওয়া, যে দান হয় নি পাওয়া,
আজি পুরব-হাওয়ায় তারি পরিতাপ উড়াব অবহেলায়॥

১১৪

সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণধারা।

অন্ধ বিভাবরী সঙ্গপরশহারা॥

চেয়ে থাকি যে শূন্যে অন্যমনে

সেথায় বিরহিণীর অশ্রু হরণ করেছে ঐ তারা॥

অশ্বত্থপল্লবে বৃষ্টি ঝরিয়া মর্মরশব্দে

নিশীথের অনিদ্রা দেয় যে ভরিয়া।

মায়ালোক হতে ছায়াতরণী

ভাসায় স্বপ্নপারাবারে,

নাহি তার কিনারা॥

১১৫

ওগো তুমি পঞ্চদশী, পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।

মৃদু স্মিত স্বপ্নের আভাস তব বিহ্বল রাতে॥

কচিৎ জাগরিত বিহঙ্গকাকলী

তব নবযৌবনে উঠিছে আকুলি ক্ষণে ক্ষণে।

প্রথম আষাঢ়ের কেতকীসৌরভ তব নিদ্রাতে॥

যেন অরণ্যমর্মর

গুঞ্জরি উঠে তব বক্ষে থরথর।

অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে,

ছলছল জল এনে দেয় তব নয়নপাতে॥

১

আজি শরত-তপনে প্রভাতস্বপনে কী জানি পরান কী-যে চায়।

ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে, বিহগ বিহগী কী-যে গায়॥

আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে, রহে না আবাসে মন হায়—
কোন্ কুসুমের আশে কোন্ ফুলবাসে সুনীল আকাশে মন ধায় ॥
আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই জীবন বিফল হয় গো—
তাই চারিদিকে চায়, মন কেঁদে গায়, "এ নহে, এ নহে, নয় গো।"
কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে কোন্ ছায়াময়ী অমরায়।
আজি কোন্ উপবনে, বিরহবেদনে আমারি কারণে কেঁদে যায় ॥
আমি যদি গাঁথি গান অথিরপরান সে গান শুনাব কারে আর।
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা, কাহারে পরাব ফুলহার ॥
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান, দিব প্রাণ তবে কার পায়।
সদা ভয় হয় মনে, পাছে অযতনে মনে মনে কেহ ব্যথা পায় ॥

২

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই, পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে-যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটি ॥
কেয়া-পাতার নৌকো গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে,
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব, চলবে দুলে দুলে।
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু চাঁপার বনে লুটি ॥

৩

আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা,
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা।
আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে, উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে চখাচখীর মেলা ॥

ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই, যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুট ক'রে।
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা॥

৪

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা,
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল-পথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল বনগিরি-পর্বতে—
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল শীতল-শিশির-ঢালা॥
ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে তোমার চরণমূলে।
গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার সোণার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝংকারে,
হাসি-ঢালা সুর গলিয়া পড়িবে ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে-পরশমণি ঝলকে অলককোণে
পলকের তরে সকরুণ করে বুলায়ো বুলায়ো মনে—
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা, আঁধার হইবে আলা॥

৫

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী-বাওয়া॥
কোন্ সাগরের পার হতে আনে কোন্ সুদূরের ধন—
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া॥

পিছনে ঝরিছে ঝরঝর জল, গুরুগুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার হাসিকান্নার ধন,
ভেবে মরে মোর মন—
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র, কী মন্ত্র হবে গাওয়া ॥

৬

আমার নয়ন-ভুলানো এলে,
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলিতলার পাশে পাশে ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে ॥
আলোছায়ার আঁচলখানি লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে কী কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ, মুখের ঢাকা করো হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ দু হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে ॥
বনদেবীর দ্বারে দ্বারে শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে, বুঝি আমার হিয়ার মাঝে
সকল ভাবে সকল কাজে পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে ॥

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল, কেমন ভুল, এমন ভুল।
রাতের বায় কোন্ মায়ায় আনিল হায় বন-ছায়ায়,
ভোরবেলায় বারে বারেই ফিরিবারে হলি ব্যাকুল ॥
কেন রে তুই উন্মনা, নয়নে তোর হিমকণা।

কোন্ ভাষায় চাস বিদায়, গন্ধ তোর কী জানায়,
সঙ্গে হায় পলে পলেই দলে দলে যায় বকুল ॥

৮

শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দগান গা রে হৃদয়, আনন্দগান গা রে ॥
নীল আকাশের নীরব কথা শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা
বেজে উঠুক আজি তোমার বীণার তারে তারে ॥
শস্যখেতের সোনার গানে যোগ দে রে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর অমল জলধারে ॥
যে এসেছে তাহার মুখে দেখ্ রে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে তাহার সাথে বাহির হয়ে যা রে ॥

৯

আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি, তাই ভোরে উঠেছি।
আজ শুনতে পাব প্রথম আলোর বাণী তাই বাইরে ছুটেছি ॥
এই হল মোদের পাওয়া, তাই ধরেছি গান-গাওয়া,
আজ লুটিয়ে হিরণ-কিরণ-পদ্মদলে সোনার রেণু লুটেছি ॥
আজ পারুলদিদির বনে মোরা চলব নিমন্ত্রণে,
আজ চাঁপা-ভায়ের শাখা-ছায়ের তলে মোরা সবাই জুটেছি।
আজ মনের মধ্যে ছেয়ে সুনীল আকাশ ওঠে গেয়ে,
আজ সকালবেলায় ছেলেখেলায় ছলে সকল শিকল টুটেছি ॥

১০

ওগো শেফালিবনের মনের কামনা,
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে ॥

কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া।
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে।
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো-না,
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা॥
আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি।
নামো তালপল্লব-বীজনে,
নামো জলে ছায়াছবিসৃজনে।
এসো সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে।
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো-না,
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা॥
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা,
কত আকুল হাসি ও রোদনে
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে
জ্বালি জোনাকি-প্রদীপ-মালিকা,
ভরি নিশীথতিমিরথালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁজে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা,
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা॥
ঐ বসেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে।
আহা শ্বেতচন্দনতিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে।

আহা বরিল তোমারে কে আজি
তার দুঃখশয়ন তেয়াজি—
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা,
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা ॥

১১

এই শরৎ-আলোর কমলবনে
বাহির হয়ে বিহার করে যে ছিল মোর মনে মনে।
তারি সোনার কাঁকন বাজে আজি প্রভাতকিরণ-মাঝে,
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি, ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে ॥
আকুল কেশের পরিমলে
শিউলিবনের উদাস বায়ু প'ড়ে থাকে তরুর তলে।
হৃদয়-মাঝে হৃদয় দুলায়, বাহিরে সে ভুবন ভুলায়,
আজি সে তার চোখের চাওয়া ছড়িয়ে দিল নীল গগনে ॥

১২

তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে।
জানি না কি মরণ নাচে, নাচে গো ঐ চরণমূলে ॥
শরৎ-আলোর আঁচল টুটে কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেছ এলোচুলে ॥
কাঁপন ধরে বাতাসেতে—
পাকা ধানের তরাস লাগে, শিউরে ওঠে ভরা খেতে।
জানি গো আজ হাহারবে তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল অশ্রুসাগরকূলে ॥

১৩

শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।

শরৎ, তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে
বনের-পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি ॥
মানিক-গাঁথা ঐ-যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।
কুঞ্জছায়া গুঞ্জরণের সংগীতে
ওড়না ওড়ায় এ কী নাচের ভঙ্গীতে,
শিউলিবনের বুক-যে ওঠে আন্দোলি ॥

১৪

তোমরা যা বল তাই বলো, আমার লাগে না মনে।
আমার যায় বেলা যায় বয়ে কেমন বিনা কারণে ॥
এই পাগল হাওয়া কী গান-গাওয়া
ছড়িয়ে দিয়ে গেল আজি সুনীল গগনে ॥
সে-গান আমার লাগল-যে গো লাগল মনে,
আমি কিসের মধু খুঁজে বেড়াই ভ্রমরগুঞ্জনে।
ঐ আকাশ-ছাওয়া কাহার চাওয়া
এমন ক'রে লাগে আজি আমার নয়নে ॥

১৫

কোন্ খেপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরি আঙিনায়।
দুলিয়ে জটা ঘনঘটা পাগল হাওয়ার গান সে গায় ॥
মাঠে মাঠে পুলক লাগে ছায়ানটের নৃত্যরাগে,
শরৎ-রবির সোনার আলো উদাস হয়ে মিলিয়ে যায় ॥
কী কথা সে বলতে এল ভরা খেতের কানে কানে।
লুটিয়ে-পড়া কিসের কাঁদন উঠেছে আজ নবীন ধানে।
মেঘে অধীর আকাশ কেন ডানা-মেলা গরুড় যেন—
পথ-ভোলা এই পথিক এসে পথের বেদন আনল ধরায় ॥

১৬

আকাশ হতে খসল তারা আঁধার রাতে পথহারা ॥
প্রভাত তারে খুঁজতে যাবে, ধরার ধুলায় খুঁজে পাবে
তৃণে তৃণে শিশিরধারা ॥
দুখের পথে গেল চলে, নিবল আলো, মরল জ্বলে।
রবির আলো নেমে এসে মিলিয়ে নেবে ভালোবেসে,
দুঃখ তখন হবে সারা ॥

১৭

হৃদয়ে ছিলে জেগে,
দেখি আজ শরত-মেঘে।
কেমনে আজকে ভোরে গেল গো গেল সরে
তোমার ঐ আঁচলখানি শিশিরের ছোঁওয়া লেগে ॥
কী-যে গান গাহিতে চাই,
বাণী মোর খুঁজে না পাই।
সে-যে ঐ শিউলিদলে ছড়ালো কাননতলে,
সে-যে ঐ ক্ষণিক ধারায় উড়ে যায় বায়ুবেগে ॥

১৮

সারানিশি ছিলেম শুয়ে বিজন ভুঁয়ে
আমার মেঠো ফুলের পাশাপাশি,
তখন শুনেছিলেম তারার বাঁশি।
এখন সকালবেলা খুঁজে দেখি স্বপ্নে-শোনা সে-সুর এ কী
আমার মেঠো ফুলের চোখের জলে উঠে ভাসি ॥
এ সুর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে,
শেষে ধরা দিল ধরার ধুলির 'পরে।
এ-যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা আকাশ হতে ভেসে-আসা,
এ-যে মাটির কোলে মাণিক-খসা হাসিরাশি ॥

১৯

দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায় প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে— আয় আয় আয়॥
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ, কার ললাটে পরায় টিপ,
ও যে কার আগমনী গায়— আয় আয় আয়॥
জাগো জাগো, সখী,
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি।
মালতীর বনে বনে ঐ শোনো ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশিরবায়— আয় আয় আয়॥

২০

ওলো শেফালি, ওলো শেফালি,
আমার সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি।
তারার বাণী আকাশ থেকে তোমার রূপে দিল এঁকে
শ্যামল পাতায় থরে থরে আখর রুপালি॥
তোমার বুকের খসা গন্ধ-আঁচল রইল পাতা সে,
আমার গোপন কাননবীথির বিবশ বাতাসে।
সারাটা দিন বাটে বাটে নানা কাজে দিবস কাটে,
আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ রুপালি॥

২১

এসো শরতের অমল মহিমা, এসো হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে॥
বিরহতরঙ্গে অকূলে সে দোলে
দিবাযামিনী আকুল সমীরে॥

২২

এবার অবগুণ্ঠন খোলো।

গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়

তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হল ॥

শিউলি-সুরভি রাতে বিকশিত জ্যোৎস্নাতে

মৃদু মর্মরগানে তব মর্মের বাণী বোলো ॥

বিষাদ-অশ্রুজলে মিলুক শরমহাসি—

মালতীবিতানতলে বাজুক বঁধুর বাঁশি।

শিশিরসিক্ত বায়ে বিজড়িত আলোছায়ে

বিরহ-মিলনে-গাঁথা নব প্রণয়-দোলায় দোলো ॥

২৩

তোমার নাম জানি নে, সুর জানি।

তুমি শরৎ-প্রাতের আলোর বাণী ॥

সারাবেলা শিউলিবনে আছি মগন আপনমনে,

কিসের ভুলে রেখে গেলে আমার বুকে ব্যথার বাঁশিখানি ॥

আমি যা বলিতে চাই হল বলা

ঐ শিশিরে শিশিরে অশ্রুগলা।

আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে সেই মুরতি এই বিরাজে,

ছায়াতে-আলোতে-আঁচল-গাঁথা

আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি ॥

২৪

কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে।

ফুটে দিগন্তে অরুণকিরণকলিকা ॥

২৫

আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে।
বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে॥
তোমার বুকে বাজল ধ্বনি বিদায়গাথা, আগমনী কত যে—
ফাল্গুনে শ্রাবণে কত প্রভাতে রাতে॥
যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি ক'রে।
সময় যে তার হল গত নিশিশেষের তারার মতো,
তারে শেষ করে দাও শিউলিফুলের মরণ-সাথে।

২৬

নির্মল কান্ত, নমো হে নমো।
স্নিগ্ধ সুশান্ত, নমো হে নমো।
বন-অঙ্গনময় রবিকররেখা লেপিল আলিম্পনলিপি-লেখা,
আঁকিব তাহে প্রণতি মম।
নমো হে নমো॥

২৭

আলোর অমল কমলখানি কে ফুটালে,
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে।
আমার মনের ভাবনাগুলি বাহির হল পাখা তুলি,
ঐ কমলের পথে তাদের সেই জুটালে॥
শরতবাণীর বীণা বাজে কমলদলে।
ললিত রাগের সুর ঝরে তাই শিউলিতলে।
তাই তো বাতাস বেড়ায় মেতে কচি ধানের সবুজ খেতে,
বনের প্রাণে মর্মরানির ঢেউ উঠালে

সেদিন আমায় বলেছিলে আমার সময় হয় নাই—
ফিরে ফিরে চলে গেলে তাই ॥
তখনো খেলার বেলা, বনে মল্লিকার মেলা,
পল্লবে পল্লবে বায়ু উতলা সদাই ॥
আজি এল হেমন্তের দিন
কুহেলিবিলীন, ভূষণবিহীন।
বেলা আর নাই বাকি, সময় হয়েছে নাকি,
দিনশেষে দ্বারে বসে পথ-পানে চাই ॥

৫

নমো, নমো, নমো।
তুমি ক্ষুধার্তজন-শরণ্য,
অমৃত-অন্ন-ভোগধন্য করো অন্তর মম ॥

১

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন আমলকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে ॥
[illegible] মাতন এসে [illegible] তারে করল শেষে—
[illegible] ফলের বাহার রইল না আর [illegible]

শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা   তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।

শীতের পরশ থেকে থেকে   যায় বুঝি ঐ ডেকে ডেকে,

সব খোয়াবার সময় আমার হবে কখন কোন্ সকালে॥

২

শিউলি-ফোটা ফুরোল যেই ফুরোল

শীতের বনে এলে যে

আমার   শীতের বনে এলে-যে সেই শূন্যক্ষণে।

তাই গোপনে সাজিয়ে ডালা   দুখের সুরে বরণমালা

গাঁথি মনে মনে   শূন্যক্ষণে॥

দিনের কোলাহলে

ঢাকা সে-যে রইবে হৃদয়তলে—

আমার   বরণমালা রইবে হৃদয়তলে।

রাতের তারা উঠবে যবে   সুরের মালা বদল হবে

তখন তোমার সনে   মনে মনে॥

৩

এল-যে শীতের বেলা বরষ-পরে।

এবার ফসল কাটো, লও গো ঘরে॥

করো ত্বরা, করো ত্বরা,   কাজ আছে মাঠ-ভরা,

দেখিতে দেখিতে দিন আঁধার করে॥

বাহিরে কাজের পালা হইবে সারা

আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যাতারা—

আসন আপন হাতে   পেতে রেখো আঙিনাতে

যে-সাথি আসিবে রাতে তাহারি তরে॥

৪

আয় আয়।

[illegible]

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে দিগ্‌বধূরা ধানের খেতে—
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে, মরি হায় হায় হায়॥
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল।
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো খোলো দুয়ার খোলো।
আলোর হাসি উঠল জেগে ধানের শিষে শিশির লেগে—
ধরার খুশি ধরে না গো, ঐ যে উথলে, মরি হায় হায় হায়॥

৫

ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো,
আমি চলব সাগর-পার গো॥
বিদায়বেলায় এ কী হাসি, ধরলি আগমনীর বাঁশি।
যাবার সুরে আসার সুরে করলি একাকার গো॥
সবাই আপন-পানে আমায় আবার কেন টানে।
পুরানো শীত পাতা-ঝরা, তারে এমন নূতন করা!
মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে খেয়ে ফুলের মার গো॥
রঙের খেলার, ভাই রে, আমার সময় হাতে নাই রে।
তোমাদের ঐ সবুজ ফাগে চক্ষে আমার ধাঁদা লাগে,
আমায় তোদের প্রাণের দাগে দাগিস নে, ভাই, আর গো॥

আমরা নূতন প্রাণের চর।
আমরা থাকি পথে ঘাটে, নাই আমাদের ঘর॥
নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি পালাবে, শীত, ভাবছ বুঝি
ও সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব দখিন-হাওয়ার 'পর॥
তোমায় বাঁধব নূতন ফুলের মালায়
।।
জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে, নাই যে অগোচর গো॥

৭

আর নাই যে-দেরি, নাই-যে দেরি।

সামনে সবার পড়ল ধরা, তুমি-যে তাই আমাদেরি॥

হিমের বাহু-বাঁধন টুটি পাগ্‌লাঝোরা পাবে ছুটি,

উত্তরে এই হাওয়া তোমার বইবে উজান কুঞ্জ ঘেরি॥

আর নাই-যে দেরি, নাই-যে দেরি।

শুনছ না কি জলে স্থলে জাদুকরের বাজল ভেরী।

দেখছ নাকি এই আলোকে খেলছে হাসি রবির চোখে—

সাদা তোমার শ্যামল হবে, ফিরব মোরা তাই-যে হেরি॥

৮

এ কী মায়া, লুকাও কায়া জীর্ণ শীতের সাজে।

আমার সয় না প্রাণে, কিছুতে সয় না যে॥

কৃপণ হয়ে হে মহারাজ, রইবে কি আজ

আপন ভুবন-মাঝে॥

বুঝতে নারি বনের বীণা তোমার প্রসাদ পাবে কিনা,

হিমের হাওয়ায় গগন-ভরা ব্যাকুল রোদন বাজে॥

কেন মরুর পারে কাটাও বেলা রসের কাণ্ডারী।

লুকিয়ে আছে কোথায় তোমার রূপের ভাণ্ডারী।

রিক্ত-পাতা শুষ্ক শাখে কোকিল তোমায় কই গো ডাকে—

শূন্য সভা, মৌন বাণী, আমরা মরি লাজে॥

৯

ভাঙব, ভাঙব, তাপস, ভাঙব তোমার কঠিন তপের বাঁধন,

এবার এই আমাদের সাধন মোদের সাধন।

কবি, চল্ সঙ্গে জুটে, কাজ ফেলে তুই আয় আয়, আয় রে ছুটে—

গানে গানে উদাস প্রাণে, জাগা রে উন্মাদন

এবার জাগা রে উন্মাদন॥

বকুলবনে মুগ্ধ হৃদয় উঠুক-না উচ্ছ্বাসি, ওগো, উঠুক-না উচ্ছ্বাসি।
নীলাম্বরের মর্ম-মাঝে বাজাও তোমার সোনার বাঁশি   বাজাও।
পলাশরেণুর রঙ মাখিয়ে   নবীন বসন এনেছি এ,
সবাই মিলে দিই ঘুচিয়ে পুরানো আচ্ছাদন
তোমার   পুরানো আচ্ছাদন॥

১০

শীতের বনে কোন্ সে কঠিন আসবে ব'লে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন বনের কোলে।
আম্‌লকি-ডাল সাজল কাঙাল,   খসিয়ে দিল পল্লবজাল,
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি যায় যে চলে॥
সইবে না সে পাতায় ঘাসে চঞ্চলতা,
তাই তো আপন রঙ ঘুচালো ঝুম্‌কোলতা।
উত্তরবায় জানায় শাসন,   পাতল তপের শুষ্ক আসন,
সাজ-খসাবার এই লীলা কার অট্টরোলে॥

১১

নমো, নমো, নমো, নমো।
নির্দয় অতি করুণা তোমার, বন্ধু, তুমি হে নির্মম।
যা-কিছু জীর্ণ করিবে দীর্ণ
দণ্ড তোমার দুর্দম॥

১২

হে সন্ন্যাসী,
হিমগিরি ফেলে   নিচে নেমে এলে   কিসের জন্য।
কুন্দমালতী   করিছে মিনতি,   হও প্রসন্ন॥
যাহা কিছু ম্লান বিরস জীর্ণ   দিকে দিকে দিলে করি বিকীর্ণ।
বিচ্ছেদভারে   বনচ্ছায়ারে   করে বিষণ্ণ— হও প্রসন্ন॥

সাজাবে কি ডালা, গাঁথিবে কি মালা মরণসত্রে।
তাই উত্তরী নিলে ভরি ভরি শুকানো পত্রে?
ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথি প্রলয়বেদনা নিল বুকে পাতি।
রুদ্র এবারে বরবেশে তারে করো গো ধন্য— হও প্রসন্ন॥

১

নব বসন্তের দানের ডালি এনেছি তোদেরি দ্বারে,
আয় আয় আয়,
পরিবি গলার হারে।
লতার বাঁধন হারায়ে মাধবী মরিছে কেঁদে,
বেণীর বাঁধনে রাখিবি বেঁধে,
অলক-দোলায় দোলাবি তারে, আয় আয় আয়॥
বনমাধুরী করিবি চুরি আপন নবীন মাধুরীতে—
সোহিনী রাগিণী জাগাবে সে তোদের
দেহের বীণার তারে তারে, আয় আয় আয়॥

২

এস এস, বসন্ত, ধরাতলে।
আন মুহু মুহু নব তান, আনো নব প্রাণ, নব গান।
আন গন্ধমদভরে অলস সমীরণ।
আন বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতনা।
আন নব উল্লাসহিল্লোল।
আন আন আনন্দছন্দের হিন্দোলা ধরাতলে।
ভাঙ ভাঙ বন্ধনশৃঙ্খল।

আন আন উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা ধরাতলে।
এস থরথর-কম্পিত, মর্মর-মুখরিত, নব-পল্লব-পুলকিত,
ফুল-আকুল মালতীবল্লীবিতানে— সুখছায়ে, মধুবায়ে।
এস বিকশিত উন্মুখ,
এস চিরউৎসুক নন্দনপথ-চিরযাত্রী।
এস স্পন্দিত নন্দিত চিত্তনিলয়ে গানে গানে, প্রাণে প্রাণে।
এস অরুণ-চরণ কমল-বরণ তরুণ উষার কোলে।
এস জ্যোৎস্না-বিবশ নিশীথে, কল-কল্লোল তটিনী-তীরে,
সুখসুপ্ত সরসী-নীরে। এস এস।
এস তড়িৎ-শিখা-সম ঝঞ্ঝাচরণে সিন্ধুতরঙ্গ-দোলে।
এস জাগর মুখর প্রভাতে।
এস নগরে প্রান্তরে বনে।
এস কর্মে বচনে মনে। এস এস।
এস মঞ্জীরগুঞ্জর চরণে।
এস গীতমুখর কলকণ্ঠে।
এস মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে।
এস কোমল কিশলয়-বসনে।
এস সুন্দর, যৌবনবেগে।
এস দৃপ্ত বীর, নবতেজে।
ওহে দুর্মদ, কর জয়যাত্রা, চল জরাপরাভব সমরে
পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে॥

৩

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে॥
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,

এই সংগীতমুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির-ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে ॥
অতি নিবিড় বেদনা বন-মাঝে রে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে—
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে।
মোর পরানে দখিনবায়ু লাগিছে,
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে,
এই সৌরভবিহ্বল রজনী
কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে।
ওগো সুন্দর, বল্লভ, কান্ত,
তব গম্ভীর আহ্বান কারে ॥

৪

এনেছ ঐ শিরীষ বকুল আমের মুকুল সাজিখানি হাতে করে।
কবে-যে সব ফুরিয়ে দেবে, চলে যাবে দিগন্তরে ॥
পথিক, তোমায় আছে জানা, করব না গো তোমায় মানা—
যাবার বেলায় যেয়ো যেয়ো বিজয়মালা মাথায় প'রে ॥
তবু তুমি আছ যতক্ষণ
অসীম হয়ে ওঠে হিয়ায় তোমারি মিলন।
যখন যাবে তখন প্রাণে বিরহ মোর ভরবে গানে—
দূরের কথা সুরে বাজে সকল বেলা ব্যথায় ভ'রে ॥

৫

ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী,
আজ হৃদয় তোমার উদাস হয়ে পড়ছে কি ঝরি।

আমার গান-যে তোমার গন্ধে মিশে দিশে দিশে
ফিরে ফিরে ফেরে গুঞ্জরি॥
পূর্ণিমাচাঁদ তোমার শাখায় শাখায়
তোমার গন্ধ-সাথে আপন আলো মাখায়।
ঐ দখিন-বাতাস গন্ধে পাগল ভাঙল আগল,
ঘিরে ঘিরে ফিরে সঞ্চরি॥

৬

কার যেন এই মনের বেদন চৈত্রমাসের উতল হাওয়ায়,
ঝুম্‌কোলতার চিকন পাতা কাঁপে রে কার চম্‌কে-চাওয়ায়।
হারিয়ে-যাওয়া কার সে বাণী, কার সোহাগের স্মরণখানি
আমের বোলের গন্ধে মিশে কাননকে আজ কান্না পাওয়ায়॥
কাঁকন-দুটির রিনিঝিনি কার বা এখন মনে আছে।
সেই কাঁকনের ঝিকিমিকি পিয়ালবনের শাখায় নাচে।
যার চোখের ওই আভাস দোলে নদী-ঢেউয়ের কোলে কোলে
তার সাথে মোর দেখা ছিল সেই সে-কালের তরী-বাওয়ায়॥

৭

দোলে প্রেমের দোলন-চাঁপা হৃদয়-আকাশে,
দোল-ফাগুনের চাঁদের আলোয় সুধায় মাখা সে।
কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে বচনহারা ধ্যানের পারে
কোন্‌ স্বপনের পর্ণপুটে ছিল ঢাকা সে॥
দখিন-হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল গোপন রেণুকা।
গন্ধে তারি ছন্দে মাতে কবির বেণুকা।
কোমল প্রাণের পাতে পাতে লাগল যে রঙ পূর্ণিমাতে,
আমার গানের সুরে সুরে রইল আঁকা সে॥

৮

অনন্তের বাণী তুমি বসন্তের মাধুরী-উৎসবে
আনন্দের মধুপাত্র পরিপূর্ণ করি দিবে কবে।
বঞ্জুল নিকুঞ্জতলে সঞ্চরিবে লীলাচ্ছলে,
চঞ্চল অঞ্চলগন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে ॥
মন্থর মঞ্জুল ছন্দে মঞ্জীরের গুঞ্জনকল্লোল
আন্দোলিবে ক্ষণে ক্ষণে অরণ্যের হৃদয়হিন্দোল।
নয়নপল্লবে হাসি হিল্লোলি উঠিবে ভাসি,
মিলনমল্লিকামাল্য পরাইবে পরানবল্লভে ॥

এবার এল সময় রে তোর শুক্‌নো-পাতা-ঝরা—
যায় বেলা যায়, রৌদ্র হল খরা।
অলস ভ্রমর ক্লান্তপাখা মলিন ফুলের দলে
অকারণে দোল দিয়ে যায় কোন্ খেয়ালের ছলে।
স্তব্ধ বিজন ছায়াবীথি বনের ব্যথাভরা ॥
মনের মাঝে গান থেমেছে, সুর নাহি আর লাগে—
শ্রান্ত বাঁশি আর তো নাহি জাগে।
যে গেঁথেছে মালাখানি সে গিয়েছে ভুলে,
কোন্‌কালে সে পারে গেল সুদূর নদীকূলে।
রইল রে তোর অসীম আকাশ, অবাধপ্রসার ধরা ॥

১০

ওরে গৃহবাসী, খোল্ দ্বার খোল্, লাগল-যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে লাগল-যে দোল।
খোল্ দ্বার খোল্ ॥

রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত-আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল ॥
বেণুবন মর্মরে দখিন-বাতাসে,
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে।
মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,
পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা,
মাধবীবিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল ॥

১১

একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি—
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।
কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা,
তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনি ॥
যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে
চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আঁকে।
যেটুকু যায় রে দূরে ভাবনা কাঁপায় সুরে,
তাই নিয়ে যায় বেলা নূপুরের তাল গুনি ॥

১২

ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধুমঞ্জরী,
পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন—
পর্ণের পাত্রে ফাল্গুনরাত্রে
মুকুলিত মল্লিকা-মাল্যের বন্ধন।
এনেছি বসন্তের অঞ্জলি গন্ধের,
পলাশের কুঙ্কুম চাঁদিনির চন্দন—
পারুলের হিল্লোল, শিরিষের হিন্দোল,
মঞ্জুল বল্লীর বঙ্কিম কঙ্কণ—

উল্লাস-উতরোল বেণুবন-কল্লোল,
কম্পিত কিশলয়ে মলয়ের চুম্বন
তব আঁখিপল্লবে দিয়ো আঁখিবল্লভে
গগনের নবনীল স্বপনের অঞ্জন ॥

১৩

আমার বনে বনে ধরল মুকুল,
বহে মনে মনে দক্ষিণহাওয়া,
মৌমাছিদের ডানায় ডানায়
যেন উড়ে মোর উৎসুক চাওয়া ॥
গোপন স্বপনকুসুমে কে এমন সুগভীর রঙ দিল এঁকে—
নব-কিশলয়-শিহরণে ভাবনা আমার হল ছাওয়া
ফাল্গুনপূর্ণিমাতে
এই দিশাহারা রাতে
নিদ্রাবিহীন গানে কোন্ নিরুদ্দেশের পানে
উদ্‌বেল গন্ধের জোয়ারতরঙ্গে হবে মোর তরণী বাওয়া ॥

১৪

'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।
সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকালবেলার মল্লিকা,
আমায় চেন কি।'
'চিনি তোমায় চিনি, নবীন পান্থ—
বনে বনে ওড়ে তোমার রঙিন বসন-প্রান্ত
ফাগুন প্রাতের উতলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী
তোমার পথে আমরা ভেসেছি।'
'ঘরছাড়া এই পাগলটাকে এমন ক'রে কে গো ডাকে
করুণ গুঞ্জরি
যখন বাজিয়ে বীণা বনের পথে বেড়াই সঞ্চরি।'

'আমি তোমায় ডাক দিয়েছি, ওগো উদাসী,
আমি আমের মঞ্জরী ॥
তোমায় চোখে দেখার আগে তোমায় স্বপন চোখে লাগে,
বেদন জাগে গো—
না চিনিতেই ভালো বেসেছি।'
'যখন ফুরিয়ে বেলা চুকিয়ে খেলা তপ্ত ধুলার পথে
যাব ঝরা ফুলের রথে—
তখন সঙ্গ কে লবি।'
'লব আমি মাধবী।'
'যখন বিদায়-বাঁশির সুরে সুরে শুকনো পাতা যাবে উড়ে,
সঙ্গে কে র'বি।'
'আমি রব, উদাস হব ওগো উদাসী,
আমি তরুণ করবী।'
'বসন্তের এই ললিত রাগে বিদায়-ব্যথা লুকিয়ে জাগে—
ফাগুন দিনে গো
কাঁদন-ভরা হাসি হেসেছি।'

১৫

আজি দখিন-দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত, এসো।
দিব হৃদয়-দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত, এসো ॥
নব শ্যামল শোভন রথে এসো বকুল-বিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু মেখে পিয়ালফুলের রেণু।
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার বসন্ত, এসো ॥
এসো ঘন পল্লবপুঞ্জে এসো হে, এসো হে, এসো হে।
এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে এসো হে, এসো হে, এসো হে।

মৃদু মধুর মদির হেসে এসো পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয় তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার বসন্ত, এসো ॥

১৬

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে।
দেখিস নে কি শুকনো-পাতা ঝরা-ফুলের খেলা রে ॥
যে-ঢেউ উঠে তারি সুরে বাজে কি গান সাগর জুড়ে।
যে-ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগছে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দেখ্ রে তোরা ঝরাফুলের খেলা রে ॥
আমার প্রভুর পায়ের তলে শুধুই কি রে মানিক জ্বলে।
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে।
আমার গুরুর আসন-কাছে সুবোধ ছেলে কজন আছে।
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন, তাই আমি তাঁর চেলা রে।
উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরাফুলের খেলা রে ॥

১৭

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া, দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।
নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া পরশখানি দাও বুলিয়ে ॥
আমি পথের ধারে ব্যাকুল বেণু হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু—
আহা, এসো আমার শাখায় শাখায় প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে ॥
ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া, পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসা-যাওয়া, শুনি তোমার পায়ের ভাষা।
আমায় তোমার ছোঁওয়া লাগলে পরে একটুকুতেই কাঁপন ধরে—
আহা, কানে কানে একটি কথায় সকল কথা নেয় ভুলিয়ে ॥

১৮

আকাশ আমায় ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে।
সুরের আবীর হানব হাওয়ায়, নাচের আবীর হাওয়ায় হানে ॥

ওরে পলাশ, ওরে পলাশ,
রাঙা রঙের শিখায় শিখায় দিকে দিকে আগুন জ্বলাস—
আমার মনের রাগরাগিণী রাঙা হল রঙিন তানে ॥
দখিন-হাওয়ায় কুসুমবনের বুকের কাঁপন থামে না-যে।
নীল আকাশে সোনার আলোয় কচি পাতার নূপুর বাজে।
ওরে শিরীষ, ওরে শিরীষ,
মৃদু হাসির অন্তরালে গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস—
তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে আমার হৃদয় টেনে আনে ॥

১৯

মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি, কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে।
মম অন্তর কম্পিত আজি নিখিলের হৃদয়-স্পন্দে ॥
আসে কোন্ তরুণ অশান্ত, উড়ে বসনাঞ্চল-প্রান্ত—
আলোকের নৃত্যে বনান্ত মুখরিত অধীর আনন্দে ॥
অম্বরপ্রাঙ্গণ-মাঝে নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে।
অশ্রুত সেই তালে বাজে করতালি পল্লবপুঞ্জে।
কার পদ-পরশন-আশা তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা—
সমীরণ বন্ধন-হারা উন্মন কোন্ বনগন্ধে ॥

২০

ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।
রঙে রঙে রঙিল আকাশ, গানে গানে নিখিল উদাস,
যেন চল চঞ্চল নব পল্লবদল মর্মরে মোর মনে মনে ॥
হেরো হেরো অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ।

হাসির আঘাতে তার মৌন রহে না আর,
কেঁপে কেঁপে ওঠে খনে খনে।
বাতাস ছুটিছে বনময় রে, ফুলের না জানে পরিচয় রে।
তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে ॥

২১

এতদিন-যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুনে,
দেখা পেলেম ফাল্গুনে ॥
বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়—
এ কী গো বিস্ময়।
অবাক আমি তরুণ গলার গান শুনে ॥
গন্ধে উদাস হাওয়ার মতো উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।
তরুণ হাসির আড়ালে কোন্ আগুন ঢাকা রয়—
এ কী গো বিস্ময়।
অস্ত্র তোমার গোপন রাখো কোন্ তূণে ॥

২২

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা।
বইল প্রাণে দখিন হওয়া আগুন-জ্বালা ॥
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে মিছে রে ঐ কেঁদে মরে—
মরণ এবার আনল আমার বরণডালা ॥
যৌবনেরি ঝড় উঠেছে আকাশ-পাতালে।
নাচের তালের ঝংকারে তার আমায় মাতালে।
কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা, উড়িয়ে দেবার লাগল নেশা—
আরাম বলে, 'এল আমার যাবার পালা।'

২৩

আয় রে তবে, মাত্‌ রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ॥
পিছন-পানের বাঁধন হতে চল্‌ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায় ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে ॥
বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
অকূল প্রাণের সাগরতীরে ভয় কী রে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে।
যা আছে রে সব নিয়ে তোর ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ অনন্তে ॥

২৪

বসন্ত, তোর শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে রঙ্গ—
ফুল ফোটাবার খ্যাপামি, তার উদ্দাম তরঙ্গ ॥
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার মাতন তোমার থামুক এবার,
নীড়ে ফিরে আসুক তোমার পথহারা বিহঙ্গ ॥
তোমার সাধের মুকুল কতই পড়ল ঝ'রে—
তারা ধুলা হল, তারা ধুলা দিল ভ'রে।
প্রখর তাপে জরজর ফল ফলাবার সাধন ধরো,
হেলাফেলার পালা তোমার এই বেলা হোক ভঙ্গ ॥

২৫

দিনশেষে বসন্ত যা প্রাণে গেল ব'লে
তাই নিয়ে বসে আছি, বীণাখানি কোলে ॥
তারি সুর নেব ধরে আমারি গানেতে ভরে,
ঝরা মাধবীর সাথে যায় সে যে চলে ॥
থামো থামো দখিনপবন,
কী বারতা এনেছ তা কোয়ো না গোপন।

যেদিনেরে নাই মনে তুমি তারি উপবনে
কী ফুল পেয়েছ খুঁজে, গন্ধে প্রাণ ভোলে ॥

২৬

সব দিবি কে, সব দিবি পায়, আয় আয় আয়।
ডাক পড়েছে ঐ শোনা যায়, আয় আয় আয় ॥
আসবে-যে সে স্বর্ণরথে, জাগবি কারা রিক্ত পথে
পৌষ-রজনী তাহার আশায়, আয় আয় আয় ॥
ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা, হায় হায় হায়।
তার পরে তার যাবার বেলা, হায় হায় হায়।
চলে গেলে জাগবি যবে ধন-রতন বোঝা হবে,
বহন করা হবে-যে দায়, হায় হায় হায় ॥

২৭

বাকি আমি রাখব না, রাখব না কিছুই।
তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব, ছেয়ে দেব ভুঁই ॥
ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয় গন্ধে গন্ধে ভরে নিয়ো,
আমার গন্ধে ভরে নিয়ো,
উজাড় করে দেব পায়ে বকুল বেলা, বকুল বেলা জুঁই ॥
দখিন-সাগর পার হয়ে-যে এলে পথিক তুমি,
আমার সকল দেব অতিথিরে আমি বনভূমি।
আমার কুলায়-ভরা রয়েছে গান, সব তোমারে করেছি দান,
সব করেছি দান
দেবার কাঙাল করে আমায় চরণ যখন ছুঁই ॥

২৮

ফল ফলাবার আশা আমি মনে রাখি নি রে।
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণসমীরে ॥

বসন্তগান পাখিরা গায়, বাতাসে তার সুর ঝ'রে যায়—
মুকুল-ঝরার ব্যাকুল খেলা আমারি সেই রাগিণীরে ॥
জানি নে ভাই, ভাবি নে তাই কী হবে মোর দশা
যখন আমার সারা হবে সকল ঝরা খসা।
এই কথা মোর শূন্য ডালে বাজবে সেদিন তালে তালে,
'চরম দেওয়ার সব দিয়েছি মধুর মধুযামিনীরে।'

২৯

যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে— জানি নে, জানি নে ॥
সে কি আমার কুঁড়ির কানে কবে কথা গানে গানে—
পরান তাহার নেবে কিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে—
জানি নে, জানি নে ॥
সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে।
সে কি মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে।
ঘোমটা আমার নতুন পাতার হঠাৎ দোলা পাবে কি তার—
গোপন কথা নেবে জিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে—
জানি নে, জানি নে ॥

৩০

ধীরে ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়া।
নিশীথরাতের বাঁশি বাজে, শান্ত হও গো শান্ত হও ॥
আমি প্রদীপশিখা তোমার লাগি ভয়ে ভয়ে একা জাগি,
মনের কথা কানে কানে চুপিচুপি কও ॥
তোমার দূরের গাথা তোমার বনের বাণী
ঘরের কোণে দেহো আনি।
আমার কিছু কথা আছে ভোরের বেলার তারার কাছে,
সেই কথাটি তোমার কানে চুপিচুপি লও ॥

৩১

দখিনহাওয়া, জাগো জাগো, জাগাও জাগাও জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ।
আমি বেণু, আমার শাখায় নীরব-যে হায় কত না গান। জাগো জাগো॥
পথের ধারে আমার কারা, ওগো পথিক বাঁধন-হারা,
নৃত্য তোমার চিত্তে আমার মুক্তি-দোলা করে-যে দান। জাগো জাগো॥
গানের পাখা যখন খুলি বাধা-বেদন তখন ভুলি।
যখন আমার বুকের মাঝে তোমার পথের বাঁশি বাজে
বন্ধ-ভাঙার ছন্দে আমার মৌন-কাঁদন হয় অবসান। জাগো জাগো॥

৩২

সহসা ডালপালা তোর উতলা যে ও চাঁপা, ও করবী।
কারে তুই দেখতে পেলি আকাশ-মাঝে জানি না-যে, জানি না-যে॥
কোন্ সুরের মাতন হাওয়ায় এসে বেড়ায় ভেসে ও চাঁপা, ও করবী।
কার নাচনের নূপুর বাজে জানি না-যে, জানি না-যে॥
তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে।
কোন্ অজানার ধেয়ান তোমার মনে জাগে।
কোন্ রঙের মাতন উঠল দুলে ফুলে ফুলে ও চাঁপা, ও করবী।
কে সাজালে রঙিন সাজে জানি না-যে, জানি না-যে॥

৩৩

সে কি ভাবে গোপন রবে লুকিয়ে হৃদয় কাড়া।
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা, সে-যে সৃষ্টিছাড়া॥
হিয়ায় হিয়ায় জাগল বাণী, পাতায় পাতায় কানাকানি,
'ঐ এল-যে' 'ঐ এল-যে' পরান দিল সাড়া॥
এই তো আমার আপনারি এই ফুল-ফোটানোর মাঝে
তারে দেখি নয়ন ভ'রে নানা রঙের সাজে।
এই-যে পাখির গানে গানে চরণধ্বনি বয়ে আনে,
বিশ্ববীণার তারে তারে এই তো দিল নাড়া॥

৩৪

ভাঙল হাসির বাঁধ।
অধীর হয়ে মাতল কেন পূর্ণিমার ঐ চাঁদ॥
উতল হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে মুকুল-ছাওয়া বকুলবনে
দোল দিয়ে যায় পাতায় পাতায়, ঘটায় পরমাদ॥
ঘুমের আঁচল আকুল হল কী উল্লাসের ভরে।
স্বপনযত ছড়িয়ে প'ল দিকে দিগন্তরে।
আজ রাতের এই পাগ্‌লামিরে বাঁধবে ব'লে কে ঐ ফিরে,
শালবীথিকায় ছায়া গেঁথে তাই পেতেছে ফাঁদ॥

৩৫

ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ-যে আমার পাতায় পাতায় ডালে ডালে॥
যে-গান তোমার সুরের ধারায় বন্যা জাগায় তারায় তারায়
মোর আঙিনায় বাজল সে-সুর আমার প্রাণের তালে তালে॥
সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে তোমার হাসির ইশারাতে।
দখিন-হাওয়া দিশাহারা আমার ফুলের গন্ধে মাতে।
শুভ্র, তুমি করলে বিলোল আমার প্রাণে রঙের হিলোল,
মর্মরিত মর্ম আমার জড়ায় তোমার হাসির জালে॥

৩৬

কে দেবে, চাঁদ, তোমায় দোলা—
আপন আলোর স্বপন-মাঝে বিভোল ভোলা॥
কেবল তোমার চোখের চাওয়ায় দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়,
বনে বনে দোল জাগালো ঐ চাহনি তুফান-তোলা॥
আজ মানসের সরোবরে
কোন্ মাধুরীর কমলকানন দোলাও তুমি ঢেউয়ের 'পরে।

তোমার হাসির আভাস লেগে বিশ্ব-দোলন দোলার বেগে
উঠল জেগে আমার গানের কল্লোলিনী কলরোলা॥

৩৭

শুকনো পাতা কে-যে ছড়ায় ঐ দূরে দূরে
উদাস-করা কোন্ সুরে।
ঘর-ছাড়া ঐ কে বৈরাগী জানি না-যে কাহার লাগি গো
ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে বনে যায় ঘুরে ঘুরে॥
চিনি চিনি যেন ওরে হয় মনে,
ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে।
ছদ্মবেশে কেন খেল, জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো গো,
প্রকাশ করো চিরনূতন বন্ধুরে॥

৩৮

'তোমার বাস কোথা-যে, পথিক ওগো, দেশে কি বিদেশে।
তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা, ওগো, তুমিই সর্বনেশে।'
'আমার বাস কোথা-যে জান না কি, শুধাতে হয় সে কথা কি
ও মাধবী, ও মালতী।'
'হয়তো জানি, হয়তো জানি, হয়তো জানি নে,
মোদের ব'লে দেবে কে সে॥
'মনে করি, আমার তুমি, বুঝি নও আমার।
বলো, বলো, বলো, পথিক, বলো তুমি কার।'
'আমি তারি যে আমারে যেমনি দেখে চিনতে পারে,
ও মাধবী, ও মালতী।'
'হয়তো চিনি, হয়তো চিনি, হয়তো চিনি নে,
মোদের ব'লে দেবে কে সে।'

৩৯

'আজ   দখিনবাতাসে

নাম-না-জানা কোন্ বনফুল ফুটল বনের ঘাসে।'

'ও মোর পথের সাথি পথে পথে গোপনে যায় আসে।'

'কৃষ্ণচূড়া চূড়ায় সাজে, বকুল তোমার মালার মাঝে,

শিরীষ তোমার ভরবে সাজি ফুটেছে সেই আশে।'

'এ মোর পথের বাঁশির সুরে সুরে লুকিয়ে কাঁদে হাসে।'

'ওরে দেখ বা নাই দেখ, ওরে যাও বা না যাও ভুলে।

ওরে নাই বা দিলে দোলা, ওরে নাই বা নিলে তুলে।

সভায় তোমার ও কেহ নয়, ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়,

যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে রয়েছে এক পাশে।'

'ওগো ওর সাথে মোর প্রাণের কথা নিশ্বাসে নিশ্বাসে।'

৪০

বিদায় যখন চাইবে তুমি দক্ষিণসমীরে

তোমায় ডাকব না তো ফিরে॥

করব তোমায় কী সম্ভাষণ কোথায় তোমার পাতব আসন

পাতা-ঝরা কুসুম-ঝরা নিকুঞ্জকুটিরে॥

তুমি আপনি যখন আস তখন আপনি কর ঠাঁই—

আপনি কুসুম ফোটাও, মোরা তাই দিয়ে সাজাই।

তুমি যখন যাও চলে যাও সব আয়োজন হয়-যে উধাও—

গান ঘুচে যায়, রঙ মুছে যায়, তাকাই অশ্রুনীরে॥

৪১

এ-বেলা   ডাক পড়েছে কোন্খানে

ফাগুনের   ক্লান্তক্ষণের শেষ গানে।

সেখানে   স্তব্ধবীণার তারে তারে সুরের খেলা ডুব-সাঁতারে,

সেখানে চোখ মেলে যার পাই নে দেখা তাহারে মন জানে গো মন জানে॥

এ-বেলা মন যেতে চায় কোন্‌খানে
নিরালায় লুপ্ত পথের সন্ধানে।
সেখানে মিলনদিনের ভোলা হাসি লুকিয়ে বাজায় করুণ বাঁশি,
সেখানে যে-কথাটি হয় নি বলা সে-কথা রয় কানে গো রয় কানে॥

৪২

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।
মিলনপিয়াসী মোরা— কথা রাখো, কথা রাখো॥
আজো বকুল আপনহারা—হায় রে ফুল-ফোটানো হয় নি সারা,
সাজি ভরে নি।
পথিক ওগো, থাকো থাকো॥
চাঁদের চোখে জাগে নেশা,
তার আলো গানে গন্ধে মেশা।
দেখো চেয়ে কোন্‌ বেদনায় হায় রে মল্লিকা ঐ যায় চলে যায়
অভিমানিনী।
পথিক, তারে ডাকো ডাকো॥

৪৩

এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো ও চাঁপা, ও করবী।
তোমায় শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো॥
যাবার পথে আকাশতলে মেঘ রাঙা হল চোখের জলে,
ঝরে পাতা ঝরঝর॥
হেরো হেরো ঐ রুদ্র রবি
স্বপ্ন ভাঙায় রক্তছবি।
খেয়াতরীর রাঙা পালে আজ পাগল হাওয়া ঝড়ের তালে,
বেণুবনের ব্যাকুল শাখা থরোথরো॥

৪৪

আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেলবি আয়,
সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়॥
মিলনমালার আজ বাঁধন তো টুটবে,
ফাগুনদিনের আজ স্বপন তো ছুটবে—
উধাও মনের পাখা মেলবি আয়॥
অস্তগিরির ঐ শিখরচূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কালবৈশাখীর হবে-যে নাচন,
সাথে নাচুক তোর মরণ বাঁচন—
হাসি কাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়॥

৪৫

আজ কি তাহার বারতা পেল রে কিশলয়।
ওরা কার কথা কয় বনময়॥
আকাশে আকাশে দূরে দূরে সুরে সুরে
কোন্ পথিকের গাহে জয়॥
যেথা চাঁপা-কোরকের শিখা জ্বলে
ঝিল্লিমুখর ঘন বনতলে,
এসো, কবি, এসো, মালা পরো, বাঁশি ধরো,
হোক গানে গানে বিনিময়॥

৪৬

চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি।
অশোকরেণুগুলি রাঙালো যার ধূলি
তারে যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি॥

ফুরায় ফুল-ফোটা, পাখিও গান ভোলে,
দখিনবায়ু সেও উদাসী যায় চলে।
তবু কি ভরি তারে অমৃত ছিল না রে—
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি॥

৫৭

নমো নমো নমো নমো নমো নমো, তুমি সুন্দরতম।
নমো নমো নমো।
দূর হইল দৈন্যদ্বন্দ্ব, ছিন্ন হইল দুঃখবন্ধ
উৎসবপতি মহানন্দ তুমি সুন্দরতম॥

৪৮

তোমার আসন পাতব কোথায়, হে অতিথি।
ছেয়ে গেছে শুকনো পাতায় কাননবীথি॥
ছিল ফুটে মালতিফুল, কুন্দকলি ;
উত্তরবায় লুঠ ক'রে তায় গেল চলি,
হিমে বিবশ বনস্থলী বিরলগীতি,
হে অতিথি॥
সুর-ভোলা ঐ ধরার বাঁশি লুটায় ভুঁয়ে,
মর্মে তাহার তোমার হাসি দাও-না ছুঁয়ে।
মাতবে আকাশ নবীন রঙের তানে তানে,
পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে আত্মদানে,
জাগবে বনের মুগ্ধ মনে মধুর স্মৃতি,
হে অতিথি॥

৪৯

রঙ লাগালে বনে বনে কে।
ঢেউ জাগালে সমীরণে কে॥

আজ ভুবনের দুয়ার খোলা, দোল দিয়েছে বনের দোলা,

দে দোল, দে দোল, দে দোল—

কোন্ ভোলা সে ভাবে-ভোলা খেলায় প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে কে॥

আন্ বাঁশি, আন্ রে তোর আন্ রে বাঁশি—

উঠল সুর উচ্ছ্বাসি ফাগুনবাতাসে।

আজ দে ছড়িয়ে ছড়িয়ে শেষ বেলাকার কান্নাহাসি। আন্ বাঁশি॥

সন্ধ্যাকাশের বুক-ফাটা সুর বিদায়রাতি করবে মধুর,

মাতল আজি অস্তসাগর-সুরের প্লাবনে প্লাবনে কে॥

৫০

মন-যে বলে চিনি চিনি যে-গন্ধ বয় এই সমীরে।

কে ওরে কয় বিদেশিনী চৈত্ররাতের চামেলীরে॥

রক্তে রেখে গেছে ভাষা, স্বপ্নে ছিল যাওয়া-আসা,

কোন্ যুগে কোন্ হাওয়ার পথে, কোন্ বনে, কোন্ সিন্ধুতীরে॥

এই সুদূরে পরবাসে ওর বাঁশি আজ প্রাণে আসে।

মোর পুরাতন দিনের পাখি ডাক শুনে তার উঠল ডাকি,

চিত্ততলে জাগিয়ে তোলে অশ্রুজলের ভৈরবীরে॥

৫১

বকুলগন্ধে বন্যা এল দখিনহাওয়ার স্রোতে।

পুষ্পধনু, ভাসাও তরী নন্দনতীর হতে॥

পলাশকলি দিকে দিকে তোমার আখর দিল লিখে,

চঞ্চলতা জাগিয়ে দিল অরণ্যে পর্বতে॥

আকাশপারে পেতে আছে একলা আসনখানি—

নিত্যকালের সেই বিরহীর জাগল আশার বাণী।

পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে নবীন প্রাণের পত্র আসে,

পলাশ জবায় কনকচাঁপায় অশোকে অশ্বত্থে॥

৫২

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী,
দিকপ্রান্তে, বনবনান্তে,
শ্যাম প্রান্তরে, আম্রছায়ে,
সরোবরতীরে, নদীনীরে,
নীল আকাশে, মলয়বাতাসে
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী।
নগরে গ্রামে কাননে, দিনে নিশীথে,
পিকসংগীতে, নৃত্যগীতকলনে বিশ্ব আনন্দিত॥
ভবনে ভবনে বীণাতান রণ-রণ ঝংকৃত।
মধুমদমোদিত হৃদয়ে হৃদয়ে রে
নবপ্রাণ উচ্ছ্বসিল আজি,
বিচলিত চিত উচ্ছলি উন্মাদনা
ঝন-ঝন ঝনিল মঞ্জীরে মঞ্জীরে॥

৫৩

আন্‌ গো তোরা কার কী আছে,
দেবার হাওয়া বইল দিকে দিগন্তরে,
এই সুসময় ফুরায় পাছে॥
কুঞ্জবনের অঞ্জলি-যে ছাপিয়ে পড়ে,
পলাশকানন ধৈর্য হারায় রঙের ঝড়ে,
বেণুর শাখা তালে মাতাল পাতার নাচে॥
প্রজাপতি রঙ ভাসালো নীলাম্বরে,
মৌমাছিরা ধ্বনি উড়ায় বাতাস-'পরে।
দখিনহাওয়া হেঁকে বেড়ায় 'জাগো জাগো',
দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে না গো,
রক্ত রঙের জাগল প্রলাপ অশোকগাছে॥

৫৪

ফাগুন-হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—
তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—
আমার আপনহারা প্রাণ, আমার বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণ।
তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার অকারণের সুখে,
তোমার ঝাউয়ের দোলে
মর্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান॥
পূর্ণিমাসন্ধ্যায় তোমার রজনীগন্ধায়
রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়।
তোমার প্রজাপতির পাখা
আমার আকাশ-চাওয়া মুগ্ধ চোখের রঙিন স্বপন-মাখা।
তোমার চাঁদের আলোয়
মিলায় আমার দুঃখসুখের সকল অবসান॥

৫৫

নিবিড় অমা-তিমির হতে বাহির হল জোয়ার-স্রোতে
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।
ভরিল ধরা অরূপ ফুলে, সাজালো ডালা অমরাকুলে
আলোর মালা চামেলি-বরনী॥
তিথির পরে তিথির ঘাটে আসিছে তরী দোলের নাটে,
নীরবে হাসে স্বপনে ধরণী।
উৎসবের পশরা নিয়ে পূর্ণিমার কূলেতে কি এ
ভিড়িল শেষে তন্দ্রাহরণী॥

৫৬

হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি—
আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি॥

বাতাসে লুকায়ে থেকে কে-যে তোরে গেছে ডেকে,
পাতায় পাতায় তোরে পত্র সে-যে গেছে লেখি॥
কখন্ দখিন হতে কে দিল দুয়ার ঠেলি,
চমকি উঠিল জাগি চামেলি নয়ন মেলি।
বকুল পেয়েছে ছাড়া, করবী দিয়েছে সাড়া,
শিরীষ শিহরি উঠে দূর হতে কারে দেখি॥

৫৭ ✓

ওরা অকারণে চঞ্চল।
ডালে ডালে দোলে বায়ুহিল্লোলে নব পল্লবদল॥
ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলো দিকে দিকে ওরা কী খেলা খেলালো,
মর্মরতানে প্রাণে ওরা আনে কৈশোর-কোলাহল॥
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে নীরবের কানাকানি,
নীলিমার কোন্ বাণী।
ওরা প্রাণঝরনার উচ্ছল ধার, ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চির-তাপসিনী ধরণীর ওরা শ্যামশিখা হোমানল॥

৫৮

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
দিল তারে বনবীথি কোকিলের কলগীতি
ভরি দিল বকুলের গন্ধে॥
মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুলি পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে॥

৫৯

বেদনা কী ভাষায় রে

মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে।

সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,

চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা।

দিবানিশা আছি নিদ্রাহরা বিরহে।

তব নন্দনবন-অঙ্গনদ্বারে,

মনোমোহন বন্ধু—

আকুল প্রাণে

পারিজাতমালা সুগন্ধ হানে॥

৬০

চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন।

দূর শাখে পিক ডাকে বিরামবিহীন॥

অধীর সমীর-ভরে উচ্ছ্বসি বকুল ঝরে,

গন্ধ-সনে হল মন সুদূরে বিলীন॥

পুলকিত আম্রবীথি ফাল্গুনেরি তাপে,

মধুকর-গুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপে।

কেন আজি অকারণে সারাবেলা আনমনে

পরানে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন॥

৬১

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক—

যায় যদি সে যাক॥

রইল তাহার বাণী রইল ভরা সুরে, রইবে না সে দূরে।

হৃদয় তাহার কুঞ্জে তোমার রইবে না নির্বাক॥

ছন্দ তাহার রইবে বেঁচে

কিশলয়ের নবীন নাচে নেচে নেচে॥

তারে তোমার বীণা যায় না যেন ভুলে, তোমার ফুলে ফুলে
মধুকরের গুঞ্জরণে বেদনা তার থাক্‌ ॥

৬২

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি
তোমার লাগিয়া তখনি, বন্ধু, বেঁধেছিনু অঞ্জলি ॥
তখনো কুহেলিজালে
সখা, তরুণী উষার ভালে
শিশিরে শিশিরে অরুণমালিকা উঠিতেছে ছলছলি ॥
এখনো বনের গান
বন্ধু, হয় নি তো অবসান,
তবু এখনি যাবে কি চলি।
ও মোর করুণ বল্লিকা,
তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝরোঝরো হল, এই বেলা তোর শেষ কথা দিস বলি ॥

৬৩

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল, মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন,
সৌরভধনে তখন তুমি হে শালমঞ্জরী বসন্তে কর ধন্য ॥
সান্ত্বনা মাগি দাঁড়ায় কুঞ্জভূমি রিক্তবেলায় অঞ্চল যবে শূন্য।
বনসভাতলে সবার ঊর্ধ্বে তুমি, সব-অবসানে তোমার দানের পুণ্য ॥

৬৪

তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে গোপনে গো—
ফুলের গন্ধে, বাঁশির গানে, মর্মরমুখরিত পবনে ॥
তুমি কিছু নিয়ে যাও বেদনা হতে বেদনে—
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন, যে বাণী নীরব নয়নে ॥

৬৫

আজি গন্ধবিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে।
আজি ক্ষুব্ধ নীলাম্বর-মাঝে এ কী চঞ্চল ক্রন্দন বাজে।
সুদূর দিগন্তের সকরুণ সংগীত লাগে মোর চিন্তায় কাজে—
আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে গন্ধবিধুর সমীরণে॥
ওগো জানি না কী নন্দনরাগে
সুখে উৎসুক যৌবন জাগে।
আজি আম্রমুকুলসৌগন্ধ্যে, নব পল্লবমর্মরছন্দে,
চন্দ্রকিরণসুধাসিঞ্চিত অম্বরে অশ্রুসরস মহানন্দে,
আমি পুলকিত কার পরশনে গন্ধবিধুর সমীরণে॥

৬৬

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে ব'সে যায়-যে বেলা, মরি গো মরি॥
ফুল-ফোটানো সারা ক'রে বসন্ত যে গেল সরে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা বলো কী করি॥
জল উঠেছে ছল্‌ছলিয়ে, ঢেউ উঠেছে দুলে,
মর্মরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুমূলে।
শূন্যমনে কোথায় তাকাস। সকল বাতাস সকল আকাশ
ঐ পারের ঐ বাঁশির সুরে উঠে শিহরি॥

৬৭

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা।
বুকের 'পরে দোলে রে তার পরানপুতলা॥
আনন্দেরি ছবি দোলে দিগন্তেরি কোলে কোলে,
গান দুলিছে নীল-আকাশের-হৃদয়-উথলা॥

আমার দুটি মুগ্ধ নয়ন নিদ্রা ভুলেছে।
আজি আমার হৃদয়দোলায় কে গো দুলিছে।
দুলিয়ে দিল সুখের রাশি লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি—
দুলিয়ে দিল জনম-ভরা ব্যথা-অতলা॥

৬৮

তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক, দেখি নাই তোমারে।
হঠাৎ স্বপনসম দেখা দিলে বনেরি কিনারে॥
ফাগুনে যে বান ডেকেছে মাটির পাথারে।
তোমার সবুজ পালে লাগল হাওয়া, এলে জোয়ারে॥
কোন্ দেশে যে বাসা তোমার কে জানে ঠিকানা।
কোন্ গানের সুরের পারে, তার পথের নাই নিশানা।
তোমার সেই দেশেরি তরে আমার মন যে কেমন করে,
তোমার মালার গন্ধে তারি আভাস আমার প্রাণে বিহারে॥

৬৯

অনেক দিনের মনের মানুষ যেন এলে কে
কোন্ ভুলে-যাওয়া বসন্ত থেকে।
যা কিছু সব গেছ ফেলে খুঁজতে এলে হৃদয়ে,
পথ চিনেছ চেনা ফুলের চিহ্ন দেখে॥
বুঝি মনে তোমার আছে আশা—
আমার ব্যথায় তোমার মিলবে বাসা।
দেখতে এলে সেই-যে বীণা বাজে কিনা হৃদয়ে,
তারগুলি তার ধুলায় ধুলায় গেছে কি ঢেকে॥

৭০

পুরাতনকে বিদায় দিলে না-যে ওগো নবীন রাজা।
শুধু বাঁশি তোমার বাজালে তার পরাম-মাঝে ওগো নবীন রাজা॥

মন্ত্র-যে তার লাগল প্রাণে মোহন গানে হায়,
বিকশিয়া উঠল হিয়া নবীন সাজে ওগো নবীন রাজা॥
তোমার রঙে দিলে তুমি রাঙিয়া তার আঙিয়া ওগো নবীন রাজা।
তোমার মালা দিলে গলে খেলার ছলে হায়,
তোমার সুরে সুরে তাহার বীণা বাজে ওগো নবীন রাজা॥

৭১

ঝর-ঝর ঝর-ঝর ঝরে রঙের ঝর্‌না।
আয় আয় আয় সে-রসের সুধায় হৃদয় ভর্‌-না॥
সেই মুক্ত বন্যাধারায় ধারায় চিত্ত মৃত্যু-আবেশ হারায়,
সেই রসের পরশ পেয়ে ধরা নিত্য-নবীন-বর্ণা॥
তার কলধ্বনি দখিনহাওয়ায় ছড়ায় গগনময়,
মর্মরিয়া আসে ছুটি নবীন কিশলয়।
বনের বীণায় বীণায় ছন্দ জাগে বসন্তপঞ্চমের রাগে,
সেই সুরে সুরে সুর মিলিয়ে আনন্দগান ধর্‌-না॥

৭২

পূর্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি।
ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই তার লাগি আজ বাজাই বাঁশি॥
যখন এ কূল যাব ছাড়ি, পারের খেয়ায় দেব পাড়ি,
মোর ফাগুনের গানের বোঝা বাঁশির সাথে যাবে ভাসি॥
সেই-যে আমার বনের গলি রঙিন ফুলে ছিল আঁকা,
সেই ফুলেরি ছিন্ন দলে চিহ্ন-যে তার পড়ল ঢাকা।
মাঝে মাঝে কোন্ বাতাসে, চেনা দিনের গন্ধ আসে,
হঠাৎ বুকে চমক লাগায় আধ-ভোলা সেই কান্নাহাসি॥

৭৩

নীল আকাশের কোণে কোণে ঐ বুঝি আজ শিহর লাগে, আহা!
শাল-পিয়ালের বনে বনে কেমন যেন কাঁপন জাগে, আহা॥

সুদূরে কার পায়ের ধ্বনি গনি গনি দিন-রজনী
ধরণী তার চরণ মাগে, আহা॥
দখিনহাওয়া ক্ষণে ক্ষণে কেন ডাকিস 'জাগো জাগো'।
ফিরিস মেতে শিরিষবনে, শোনাস কানে কোন্ কথা গো।
শূন্যে তোমার, ওগো প্রিয়, উত্তরীয় উড়ল কি ও
রবির আলোর রঙিন রাগে, আহা॥

৭৪

মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এল ফাগুনদিনের স্রোতে।
এসে হেসেই বলে, 'যাই যাই যাই।'
পাতারা ঘিরে দলে দলে তারে কানে কানে বলে,
'না না না।'
নাচে তাই তাই তাই॥
আকাশের তারা বলে তারে, 'তুমি এসো গগন-পারে,
তোমায় চাই চাই চাই।'
পাতারা ঘিরে দলে দলে তারে কানে কানে বলে,
'না না না।'
নাচে তাই তাই তাই॥
বাতাস দখিন হতে আসে, ফেরে তারি পাশে পাশে,
বলে, 'আয় আয় আয়।'
বলে, 'নীল অতলের কুলে সুদূর অস্তাচলের মূলে
বেলা যায় যায় যায়।'
বলে, 'পূর্ণশশীর রাতি ক্রমে হবে মলিন-ভাতি,
সময় নাই নাই নাই।'
পাতারা ঘিরে দলে দলে তারে কানে কানে বলে,
'না না না।'
নাচে তাই তাই তাই॥

৭৫

নীল দিগন্তে ঐ ফুলের আগুন লাগল।
বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল॥
আকাশের লাগে ধাঁধা রবির আলো ঐ কি বাঁধা।
বুঝি ধরার কাছে আপনাকে সে মাগল।
শর্মেথেতে ফুল হয়ে তাই জাগল॥
নীল দিগন্তে মোর বেদনখানি লাগল।
অনেক কালের মনের কথা জাগল।
এল আমার হারিয়ে-যাওয়া কোন্ ফাগুনের পাগল হাওয়া।
বুঝি এই ফাগুনে আপ্‌নাকে সে মাগল।
শর্মেথেতে ঢেউ হয়ে তাই জাগল॥

৭৬

বসন্ত তার গান লিখে যায় ধূলির 'পরে কী আদরে।
তাই সে-ধুলা ওঠে হেসে বারে বারে নবীন বেশে,
বারে বারে রূপের সাজি আপনি ভরে কী আদরে॥
তেমনি পরশ লেগেছে মোর হৃদয়তলে,
সে-যে তাই ধন্য হল মন্ত্রবলে।
তাই প্রাণে কোন্ মায়া জাগে, বারে বারে পুলক লাগে,
বারে বারে গানের মুকুল আপনি ধরে কী আদরে॥

৭৭

ফাগুনের শুরু হতেই শুকনো পাতা ঝরল যত
তারা আজ কেঁদে শুধায়, 'সেই ডালে ফুল ফুটল কি গো,
ওগো কও ফুটল কত।'
তারা কয়, 'হঠাৎ হাওয়ায় এল ভাসি মধুরের সুদূর হাসি, হায়।
খ্যাপা হাওয়ায় আকুল হয়ে ঝরে গেলেম শত শত।'

তারা কয়, 'আজ কি তবে এসেছে সে নবীন বেশে।
আজ কি তবে এতক্ষণে জাগল বনে যে-গান ছিল মনে মনে।
সেই বারতা কানে নিয়ে যাই চলে এই বারের মতো।'

৭৮

ফাগুনের পূর্ণিমা এল কার লিপি হাতে।
বাণী তার বুঝি না রে, ভরে মন বেদনাতে॥
উদয়শৈলমূলে জীবনের কোন্ কূলে
এই বাণী জেগেছিল কবে কোন্ মধুবাতে॥
মাধবীর মঞ্জরী মনে আনে বারে বারে
বরণের মালা গাঁথা স্মরণের পরপারে।
সমীরণে কোন্ মায়া ফিরিছে স্বপনকায়া,
বেণুবনে কাঁপে ছায়া অলখ চরণ-পাতে॥

৭৯

এক ফাগুনের গান সে আমার আর ফাগুনের কূলে কূলে
কার খোঁজে আজ পথ হারালো নতুন কালের ফুলে ফুলে।
শুধায় তারে বকুল-হেনা, 'কেউ আছে কি তোমার চেনা।'
সে বলে, 'হায়, আছে কি নাই না বুঝে তাই বেড়াই ভুলে
নতুন কালের ফুলে ফুলে।'
এক ফাগুনের মনের কথা আর ফাগুনের কানে কানে
গুঞ্জরিয়া কেঁদে শুধায়, 'মোর ভাষা আজ কেউ কি জানে।'
আকাশ বলে, 'কে জানে সে কোন্ ভাষা-যে বেড়ায় ভেসে।'
'হয়তো জানি, হয়তো জানি' বাতাস বলে দুলে দুলে
নতুন কালের ফুলে ফুলে॥

৮০

ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন,

কোন্‌খানে আজ পাই এমন মনের মতো ঠাঁই

যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,

দিয়ে আমার সকল মন।

সারা গগনতলে তুমুল রঙের কোলাহলে

মাতামাতির নেই সে বিরাম কোথাও অনুক্ষণ

যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,

দিয়ে আমার সকল মন॥

ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন,

আকাশ নিবিড় ক'রে তোরা দাঁড়াস নে ভিড় ক'রে,

আমি চাই নে, চাই নে, চাই নে এমন গন্ধরঙের বিপুল আয়োজন।

অকূল অবকাশে যেথায় স্বপ্নকমল ভাসে

দে আমারে একটি এমন গগন-জোড়া কোণ—

যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,

দিয়ে আমার সকল মন॥

৮১

নিশীথরাতের প্রাণ

কোন্ সুধা-যে চাঁদের আলোয় আজ করেছে পান।

মনের সুখে তাই আজ গোপন কিছু নাই,

আঁধার ঢাকা ভেঙে ফেলে সব করেছে দান॥

দখিনহাওয়ায় তার সব খুলেছে দ্বার।

তারি নিমন্ত্রণে আজি ফিরি বনে বনে,

সঙ্গে করে এনেছি এই রাত-জাগা মোর গান॥

৮২

চেনা ফুলের গন্ধস্রোতে ফাগুন-রাতের অন্ধকারে
চিত্তে আমার ভাসিয়ে আনে নিত্যকালের অচেনারে ॥
একদা কোন্ কিশোর-বেলায় চেনা চোখের মিলন-মেলায়
সেই তো খেলা করেছিল কান্নাহাসির ধারে ধারে ॥
তারি ভাষার বাণী নিয়ে প্রিয়া আমার গেছে ডেকে,
তারি বাঁশির ধ্বনি সে যে বিরহে মোর গেছে রেখে।
পরিচিত নামের ডাকে তার পরিচয় গোপন থাকে,
পেয়ে যারে পাই নে তারি পরশ পাই যে বারে বারে ॥

৮৩

মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে,
মধুর মলয়সমীরে মধুর মিলন রটাতে ॥
কুহকলেখনী ছুটায়ে কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয়কাহিনী বিবিধ বরন-ছটাতে ॥
হেরো পুরানো প্রাচীন ধরণী হয়েছে শ্যামলবরনী,
যেন যৌবনপ্রবাহ ছুটেছে কালের শাসন টুটাতে।
পুরানো বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে ॥

৮৪

আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা বসন্তের মন্ত্রলিপি।
এর মাধুর্যে আছে যৌবনের আমন্ত্রণ।
সাহানা রাগিণী এর রাঙা রঙে রঞ্জিত,
মধুকরের ক্ষুধা অশ্রুত ছন্দে গন্ধে তার গুঞ্জরে ॥
আন্ গো ডালা, গাঁথ্ গো মালা,
আন্ মাধবী মালতী অশোকমঞ্জরী, আয় তোরা আয়।
আন্ করবী রঙ্গন কাঞ্চন রজনীগন্ধা প্রফুল্ল মল্লিকা।
আয় তোরা আয়।

মালা পর্ গো মালা পর্, সুন্দরী—

ত্বরা কর্ গো ত্বরা কর্।

আজি পূর্ণিমারাতে জাগিছে চন্দ্রমা,

বকুলকুঞ্জ দক্ষিণবাতাসে দুলিছে কাঁপিছে

থরথর মৃদু মর্মরি।

নৃত্যপরা বনাঙ্গনা বনাঙ্গনে সঞ্চরে,

চঞ্চলিত চরণ ঘেরি মঞ্জীর তার গুঞ্জরে আহা।

দিস নে মধুরাতি বৃথা বহিয়ে উদাসিনী হায় রে।

হায় রে শুভলগন গেলে চলে ফিরে দেবে না ধরা—

সুধাপসরা ধুলায় দেবে শূন্য করি, শুকাবে বঞ্জুল মঞ্জরী।

চন্দ্রকরে অভিষিক্ত নিশীথে ঝিল্লিমুখর বনছায়ে

তন্দ্রাহারা পিক-বিরহকাকলী-কূজিত দক্ষিণবায়ে

মালঞ্চ মোর ভরল ফুলে ফুলে ফুলে গো,

কিংশুকশাখা চঞ্চল হল দুলে দুলে দুলে গো॥

৮৫

আজি কমলমুকুলদল খুলিল, দুলিল রে দুলিল,

মানসসরসে রসপুলকে পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।

গগন মগন হল গন্ধে, সমীরণ মূর্ছে আনন্দে,

গুন্ গুন্ গুঞ্জনছন্দে মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে—

নিখিল-ভুবন-মন ভুলিল—

মন ভুলিল রে মন ভুলিল॥

৮৬

পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে,

কোন্ নিভৃতে ওরে, কোন্ গহনে।

মাতিল আকুল দক্ষিণবায়ু সৌরভচঞ্চল সঞ্চরণে॥

বন্ধুহারা মম অন্ধ ঘরে আছি বসে অবসন্নমনে,
উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে, কে লয়ে যাবে সে-ভবনে ॥

৮৭

এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে,
তোরা আমায় বলে দে, ভাই, বলে দে রে।
ফুলের গোপন পরান-মাঝে নীরব সুরে বাঁশি বাজে—
ওদের সেই সুরেতে কেমনে মন হরেছে রে ॥
যে-মধুটি লুকিয়ে আছে, দেয় না ধরা কারো কাছে,
ওদের সেই মধুতে কেমনে মন ভরেছে রে।

৮৮

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম বারে বারে।
ভেবেছিলেম, ফিরব না রে।
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়দ্বারে ॥
কে গো তুমি।— 'আমি বকুল।'
কে গো তুমি।— 'আমি পারুল।'
তোমরা কে বা।— 'আমরা আমের মুকুল গো
এলেম আবার আলোর পারে।'
'এবার যখন ঝরব মোরা ধরার বুকে ঝরব তখন হাসিমুখে,
অফুরানের আঁচল ভরে মরব মোরা প্রাণের সুখে।'
তুমি কে গো।— 'আমি শিমুল।'
তুমি কে গো।— 'কামিনী ফুল।'
তোমরা কে বা।— 'আমরা নবীন পাতা গো
শালের বনে ভারে ভারে।'

৮৯

এই কথাটাই ছিলেম ভুলে—
মিলব আবার সবার সাথে   ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।
অশোকবনে আমার হিয়া   নূতন পাতায় উঠবে জিয়া,
বুকের মাতন টুটবে বাঁধন   যৌবনেরি কূলে কূলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে॥
বাঁশিতে গান উঠবে পূরে
নবীন রবির বাণী-ভরা   আকাশবীণার সোনার সুরে।
আমার মনের সকল কোণে   ভরবে গগন আলোক-ধনে,
কান্নাহাসির বন্যারি নীর   উঠবে আবার দুলে দুলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে॥

৯০

এবার তো যৌবনের কাছে মেনেছ হার মেনেছ?
মেনেছি।
আপন-মাঝে নূতনকে আজ জেনেছ?
জেনেছি॥
আবরণকে বরণ ক'রে   ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে।
আপনাকে আজ বাহির ক'রে এনেছ?
এনেছি॥
এবার আপন প্রাণের কাছে মেনেছ হার মেনেছ?
মেনেছি।
মরণ-মাঝে অমৃতকে জেনেছ?
জেনেছি।
লুকিয়ে তোমার অমরপুরী   ধূলা-অসুর করে চুরি,
তাহারে আজ মরণ-আঘাত হেনেছ?
হেনেছি॥

৯১

সেই তো বসন্ত ফিরে এল, হৃদয়ের বসন্ত কোথায় হায় রে।
সব মরুময়, মলয়-অনিল এসে কেঁদে শেষে ফিরে চলে যায় হায় রে॥
কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝরে গেল, আশালতা শুকালো,
পাখিগুলি দিকে দিকে চলে যায়।
শুকানো পাতায় ঢাকা বসন্তের মৃতকায়,
প্রাণ করে হায়-হায় হায় রে॥
ফুরাইল সকলি।
প্রভাতের মৃদু হাসি, ফুলের রূপরাশি, ফিরিবে কি আর।
কী বা জোছনা ফুটিত রে, কী বা যামিনী,
সকলি হারালো, সকলি গেল রে চলিয়া, প্রাণ করে হায়-হায় হায় রে॥

৯২

নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে,
জগত-জন-হৃদয়ধন, চাহি তব পানে।
হরষরস বরষি যত তৃষিত ফুল-পাতে
কুঞ্জ-কানন-পবন পরশ তব আনে॥
মুগ্ধ কোকিল মুখর রাত্রি দিন যাপে,
মর্মরিত পল্লবিত সকল বন কাঁপে।
দশ দিশি সুরম্য সুন্দর মধুর হেরি,
দুঃখ হল দূর সব দৈন্য-অবসানে॥

৯৩

নব নব পল্লবরাজি
সব বন উপবনে উঠে বিকশিয়া,
দখিনপবনে সংগীত উঠে বাজি।
মধুর সুগন্ধে আকুল ভুবন, হাহা করিছে মম জীবন,
এসো এসো সাধন-ধন, মম মন করো পূর্ণ আজি॥

৯৪

মম অন্তর উদাসে,
পল্লবমর্মরে কোন্ চঞ্চল বাতাসে।
জ্যোৎস্নাজড়িত নিশা ঘুমে-জাগরণে-মিশা
বিহ্বল আকুল কার অঞ্চলসুবাসে॥
থাকিতে না দেয় ঘরে, কোথায় বাহির করে,
সুন্দর সুদূরে কোন্ নন্দন-আকাশে।
অতীত দিনের পারে স্মরণসাগরধারে
বেদনা লুকানো কোন্ ক্রন্দন-আভাসে॥

৯৫

ফাগুন-হাওয়ায় রঙে রঙে পাগল ঝোরা লুকিয়ে ঝরে
গোলাপ জবা পারুল পলাশ পারিজাতের বুকের 'পরে।
সেইখানে মোর পরানখানি যখন পারি বহে আনি,
নিলাজ-রাঙা পাগল রঙে রঙিয়ে নিতে থরে থরে॥
বাহির হলেম ব্যাকুল হাওয়ার উতল পথের চিহ্ন ধরে—
ওগো তুমি রঙের পাগল, ধরব তোমায় কেমন করে।
কোন্ আড়ালে লুকিয়ে রবে, তোমায় যদি না পাই তবে
রক্তে আমার তোমার পায়ের রঙ লেগেছে কিসের তরে॥

৯৬

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায়মন্ত্র আমার হিয়াতলে॥
ঝরা পাতা গো, বসন্তী রঙ দিয়ে শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ।

খেলিলে হোলি ধুলায় ঘাসে ঘাসে
বসন্তের এই চরম ইতিহাসে।
তোমারি মতো আমারো উত্তরী আগুন-রঙে দিয়ো রঙিন করি-
অস্তরবি লাগাক পরশমণি প্রাণের মম শেষের সম্বলে॥

বিচিত্র

১

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো, তোমায় স্মরি হে নিরুপম

নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে।

আমার সকল দেহের আকুল রবে মন্ত্রহারা তোমার স্তবে

ডাহিনে বামে ছন্দ নামে নবজনমের মাঝে।

তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সংগীতে বিরাজে ॥

এ কী পরম ব্যথায় পরান কাঁপায়, কাঁপন বক্ষে লাগে।

শান্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়, সুন্দর তায় জাগে।

আমার সব চেতনা সব বেদনা রচিল এ যে কী আরাধনা—

তোমার পায়ে মোর সাধনা মরে না যেন লাজে।

তোমায় বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সংগীতে বিরাজে ॥

আমি কানন হতে তুলি নি ফুল, মেলে নি মোরে ফল।

কলস মম শূন্যসম, ভরি নি তীর্থজল।

আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা হৃদয় ঢালে অধরা ধারা—

তোমার চরণে হোক তা সারা পূজার পুণ্য কাজে।

তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সংগীতে বিরাজে ॥

২

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে।

সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে ॥

তোমার চরণ-পবন-পরশে সরস্বতীর মানসসরসে

যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে

ঢেউ তুলে দাও, মাতিয়ে জাগাও অমল কমলগন্ধ হে ॥

নমো নমো নমো—

তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম ॥

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমার মায়া,
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্বনাচের দোলায় বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়,
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
অন্ত কে তার সন্ধান পায় ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥
নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥
মোর সংসারে তাণ্ডব তব কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার নাচের ঘূর্ণিতালে।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর, ওগো শঙ্কর, হে ভয়ংকর,
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
জীবন-মরণ-নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

নাই ভয়, নাই ভয়, নাই রে।
থাক্ পড়ে থাক্ ভয় বাইরে॥
জাগো, মৃত্যুঞ্জয়, চিত্তে
থৈ থৈ নর্তননৃত্যে।

ওরে মন, বন্ধনছিন্ন
দাও তালি তাই তাই তাই রে॥

৪

প্রলয়নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে,
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে।
জাহ্নবী তাই মুক্তধারায় উন্মাদিনী দিশা হারায়,
সংগীতে তার তরঙ্গদল উঠল দুলে॥
রবির আলো সাড়া দিল আকাশপারে,
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘরছাড়ারে।
আপন স্রোতে আপনি মাতে, সাথি হল আপন-সাথে,
সব-হারা যে সব পেল তার কূলে কূলে॥

৫

কালের মন্দিরা-যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে।
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে নিত্য নূতন সংঘাতে॥
বাজে ফুলে বাজে কাঁটায়, আলোছায়ার জোয়ার-ভাঁটায়,
প্রাণের মাঝে ঐ যে বাজে দুঃখে সুখে শঙ্কাতে॥
তালে তালে সাঁঝ-সকালে রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।
সাদাকালোর দ্বন্দ্বে যে ঐ ছন্দে নানান্ রঙ জাগে।
এই তালে তোর গান বেঁধে নে, কান্নাহাসির তান সেধে নে,
ডাক দিল শোন্ মরণ বাঁচন নাচন-সভার ডঙ্কাতে॥

৬

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে-যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥

হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে ॥
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ॥
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ—
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
সে-তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ॥

৭

আমার ঘুর লেগেছে— তাধিন্ তাধিন্।
তোমার পিছন পিছন নেচে নেচে ঘুর লেগেছে তাধিন্ তাধিন্ ॥
তোমার তালে আমার চরণ চলে, শুনতে না পাই কে কী বলে—
তাধিন্ তাধিন্।
তোমার গানে আমার প্রাণে-যে কোন্ পাগল ছিল, সেই জেগেছে—
তাধিন্ তাধিন্।
আমার লাজের বাঁধন, সাজের বাঁধন খ'সে গেল ভজন সাধন—
তাধিন্ তাধিন্।
বিষম নাচের বেগে দোলা লেগে ভাবনা যত সব ভেগেছে—
তাধিন্ তাধিন ॥

কমলবনের মধুপরাজি এসো হে কমলভবনে।
কী সুধাগন্ধ এসেছে আজি নববসন্তপবনে ॥
অমল চরণ ঘেরিয়া পুলকে শত শতদল ফুটিল ;
বারতা তাহারি দ্যুলোকে ভূলোকে ছুটিল ভুবনে ভুবনে ॥

গ্রহে তারকায় কিরণে কিরণে বাজিয়া উঠেছে রাগিণী ;
গীতগুঞ্জন কূজনকাকলি আকুলি উঠিছে শ্রবণে।
সাগর গাহিছে কল্লোলগাথা, বায়ু বাজাইছে শঙ্খ ;
সামগান উঠে বনপল্লবে, মঙ্গলগীত জীবনে ॥

৯

এসো গো নূতন জীবন।
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব, এসো গো ভীষণ শোভন ॥
এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত, এসো গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত, এসো গো চিত্তপাবন ॥
থাক্ বীণাবেণু, মালতীমালিকা, পূর্ণিমানিশি, মায়াকুহেলিকা—
এসো গো প্রখর হোমানলশিখা হৃদয়শোণিতপ্রাশন।
এসো গো পরমদুঃখনিলয়, আশা-অঙ্কুর করহ বিলয়—
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়, এসো গো মরণসাধন ॥

১০

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়কমলবন-মাঝে।
নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি, অমৃতমুরতিমতী বাণী,
হিরণকিরণ ছবিখানি— পরানের কোথা সে বিরাজে।
মধুঋতু জাগে দিবানিশি, পিককুহরিত দিশি দিশি ;
মানসমধুপ পদতলে মুরছি পড়িছে পরিমলে।
এসো, দেবী, এসো এ আলোকে, একবার তোরে হেরি চোখে—
গোপনে থেকো না মনোলোকে ছায়াময় মায়াময় সাজে ॥

১১

ওঠো রে মলিনমুখ, চলো এইবার।
এসো রে তৃষিত-বুক, রাখো হাহাকার।

হেরো ওই গেল বেলা, ভাঙিল ভাঙিল মেলা
গেল সবে ছাড়ি খেলা ঘরে যে যাহার।
হে ভিখারি, কারে তুমি শুনাইছ সুর।
রজনী আঁধার হল, পথ অতি দূর।
ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণে আর কাজ নাহি গানে ;
এখন বেসুর তানে বাজিছে সেতার॥

১২

আমার নাই বা হল পারে যাওয়া।
যে-হাওয়াতে চলত তরী অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া॥
নেই যদি বা জমল পাড়ি ঘাট আছে তো, বসতে পারি।
আমার আশার তরী ডুবল যদি দেখব তোদের তরী-বাওয়া॥
হাতের কাছে কোলের কাছে যা আছে সেই অনেক আছে।
আমার সারাদিনের এই কি রে কাজ— ওপার-পানে কেঁদে চাওয়া।
কম কিছু মোর থাকে হেথা পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা।
আমার সেইখানেতেই কল্পলতা যেখানে মোর দাবি-দাওয়া।

১৩

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচা-কেনা, মিটিয়ে দেব লেনা-দেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে—
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে॥
যখন জমবে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায়,
কাঁটালতা উঠবে ঘরের দ্বারগুলায়,
ফুলের বাগান ঘন ঘাসের পরবে সজ্জা বনবাসের,

শ্যাওলা এসে ঘিরবে দিঘির ধারগুলায়—
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে॥

তখন এমনি করেই বাজবে বাঁশি এই নাটে,
কাটবে গো দিন আজো যেমন দিন কাটে।
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী এমনি সেদিন উঠবে ভরি—
চরবে গোরু, খেলবে রাখাল ওই মাঠে।
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে—
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে॥

তখন কে বলে গো, সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহুডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই-আমি।
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে—
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে॥

১৪

গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে।
ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে লুটিয়ে যায় ধুলায় রে॥
ও-যে আমায় ঘরের বাহির করে, পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—
ও-যে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে যায় রে কোন্ চুলায় রে॥
ও-যে কোন্ বাঁকে কী ধন দেখাবে, কোন্খানে কী দায় ঠেকাবে,
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে-যে— ভেবেই না কুলায় রে॥

১৫

এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।
শালের বনে খ্যাপা হাওয়া, এই তো আমার মনকে মাতায়।

রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে হাটের পথিক চলে ধেয়ে,
ছোটো মেয়ে ধুলায় বসে খেলার ডালি একলা সাজায়—
সামনে চেয়ে এই যা দেখি চোখে আমার বীণা বাজায় ॥

আমার এ যে বাঁশের বাঁশি, মাঠের সুরে আমার সাধন।
আমার মনকে বেঁধেছে রে এই ধরণীর মাটির বাঁধন।
নীল আকাশের আলোর ধারা পান করেছে নতুন যারা
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া নিয়েছি মোর দু চোখ পুরে ॥
আমার বীণায় সুর বেঁধেছি ওদের কচি গলার সুরে ॥

দূরে যাবার খেয়াল হলে সবাই মোরে ঘিরে থামায়—
গাঁয়ের আকাশ সজনে-ফুলের হাতছানিতে ডাকে আমায়।
ফুরায় নি, ভাই, কাছের সুধা, নাই যে রে তাই দূরের ক্ষুধা;
এই-যে এ-সব ছোটোখাটো পাই নি এদের কূল-কিনারা,
তুচ্ছ দিনের গানের পালা আজো আমার হয় নি সারা ॥

লাগল ভালো, মন ভোলালো, এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই।
দিনে রাতে সময় কোথা, কাজের কথা তাই তো এড়াই।
মজেছে মন, মজল আঁখি— মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি—
ওদের আছে অনেক আশা, ওরা করুক অনেক জড়ো।
আমি কেবল গেয়ে বেড়াই, চাই নে হতে আরো বড়ো ॥

১৬

রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো এবার যাবার আগে—
তোমার আপন রাগে, তোমার গোপন রাগে,
তোমার তরুণ হাসির অরুণ রাগে,
অশ্রুজলের করুণ রাগে ॥

রঙ যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে, গভীর রাতের জাগায় লাগে।

যাবার আগে যাও গো আমায় জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণ-দোলা লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধারনিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণগুহার কক্ষে নিঝরধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,
কাঁদন-বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে ॥

১৭

আমার অন্ধপ্রদীপ শূন্য-পানে চেয়ে আছে,
সে যে লজ্জা জানায় ব্যর্থ রাতের তারার কাছে।
ললাটে তার পড়ুক লিখা তোমার লিখন, ওগো শিখা—
বিজয়টিকা দাও গো এঁকে, এই সে যাচে ॥
হায় কাহার পথে বাহির হলে, বিরহিণী।
তোমার আলোক-ঋণে করো তুমি আমায় ঋণী।
তোমার রাতে আমার রাতে এক আলোকের সূত্রে গাঁথে,
এমন ভাগ্য হায় গো আমার হারায় পাছে ॥

১৮

কেন-যে মন ভোলে আমার মন জানে না।
তারে মানা করে কে, আমার মন মানে না ॥
কেউ বোঝে না তারে, সে-যে বোঝে না আপনারে।
সবাই লজ্জা দিয়ে যায়, সে তো কানে আনে না ॥
তার খেয়া গেল পারে, সে-যে রইল নদীর ধারে।
কাজ ক'রে সব সারা ওই এগিয়ে গেল কারা,
আনমনা মন সে-দিক-পানে দৃষ্টি হানে না ॥

১৯

আমারে ডাক দিল কে ভিতর-পানে—
ওরা-যে ডাকতে জানে।
আশ্বিনে ওই শিউলিশাখে মৌমাছিরে যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের গানে॥
ঘরছাড়া আজ ঘর পেল-যে,
আপন মনে রইল ম'জে।
হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন ক'রে খবর-যে তার পৌঁছল রে,
ঘরছাড়া ঐ মেঘের কানে॥

২০

হাটের ধুলা সয় না যে আর, কাতর করে প্রাণ।
তোমার সুর-সুরধুনীর ধারায় করাও আমায় স্নান॥
জাগাক তারি মৃদঙ্গরোল, রক্তে তুলুক তরঙ্গদোল,
অঙ্গ হতে ফেলুক ধুয়ে সকল অসম্মান—
সব কোলাহল দিক্ ডুবায়ে তাহার কলতান॥
সুন্দর হে, তোমার ফুলে গেঁথেছিলেম মালা—
সেই কথা আজ মনে করাও, ভুলাও সকল জ্বালা।
তোমার গানের পদ্মবনে আবার ডাকো নিমন্ত্রণে—
তারি গোপন সুধাকণা আবার করাও পান,
তারি রেণুর তিলকলেখা আমায় করো দান॥

২১

আমি একলা চলেছি এ ভবে
আমায় পথের সন্ধান কে কবে।
ভয় নেই, ভয় নেই,
যাও আপন মনেই,

যেমন একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে॥

২২

স্বপনপারের ডাক শুনেছি, জেগে তাই তো ভাবি—
কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি।
নয় তো সেথায় যাবার তরে, নয় কিছু তো পাবার তরে,
নাই কিছু তার দাবি—
বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের চাবি॥
চাওয়া-পাওয়ার বুকের ভিতর না-পাওয়া ফুল ফোটে,
দিশাহারা গন্ধে তারি আকাশ ভরে ওঠে।
খুঁজে যারে বেড়াই গানে প্রাণের গভীর অতল-পানে
যে জন গেছে নাবি,
সেই নিয়েছে চুরি করে স্বপ্নলোকের চাবি॥

২৩

আপন-মনে গোপন কোণে লেখাজোখার কারখানাতে
দুয়ার রুধে যতন ক'রে খেলনা আমায় হয় বানাতে।
এই জগতের সকাল সাঁঝে ছুটি আমার অল্প কাজে,
মিলে মিলে মিলিয়ে কথা রঙে রঙে হয় মানাতে॥
কে গো আছে ভুবন-মাঝে নিত্যশিশু আনন্দেতে,
ডাকে আমায় বিশ্বখেলায় খেলাঘরের জোগান দিতে।
বনের হাওয়ায় সকালবেলা ভাসায় সে যে গানের ভেলা,
সেই তো কাঁপায় সুরের কাঁপন মৌমাছিদের নীল ডানাতে॥

২৪

সকালবেলার কুঁড়ি আমার বিকালে যায় টুটে।
মাঝখানে হায় হয় নি দেখা উঠল যখন ফুটে॥

ঝরা ফুলের পাপড়িগুলি ধুলো থেকে আনিস তুলি,
শুকনো পাতার গাঁথব মালা হৃদয়পত্রপুটে ॥
যখন সময় ছিল দিল ফাঁকি—
এখন আন্ কুড়ায়ে দিনের শেষে অসময়ের ছিন্ন বাকি।
কৃষ্ণরাতের চাঁদের কণা আঁধারকে দেয় যে-সান্ত্বনা
তাই নিয়ে মোর মিটুক আশা— স্বপন গেছে ছুটে ॥

২৫

পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে
জানিয়ে দে তাই সাহস করে।
দেয় যদি তোর দুয়ার নাড়া থাকিস কোণে, দিস নে সাড়া—
বলুক সবাই 'সৃষ্টিছাড়া', বলুক সবাই 'কী কাজ তোরে' ॥
বল্ রে, 'আমি কেহই না গো,
কিছুই নহি যে-হই না গো।'
শুনে বনে উঠবে হাসি, দিকে দিকে বাজবে বাঁশি—
বলবে বাতাস 'ভালবাসি', বাঁধবে আকাশ অলখ ডোরে ॥

২৬

খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে।
কত রাত তাই তো জেগেছি বলব কী তোরে ॥
প্রভাতে পথিক ডেকে যায়, অবসর পাই নে আমি হায়—
বাহিরের খেলায় ডাকে-যে, যাব কী করে ॥
যা আমার সবার হেলাফেলা, যাচ্ছে ছড়াছড়ি,
পুরোনো ভাঙা দিনের ঢেলা তাই দিয়ে ঘর গড়ি।
যে আমার নতুন খেলার জন, তারি এই খেলার সিংহাসন,
ভাঙারে জোড়া দেবে সে কিসের মন্তরে ॥

২৭

তোর গোপন প্রাণে একলা মানুষ যে
তারে কাজের পাকে জড়িয়ে রাখিস নে।
তার একলা ঘরের খেয়ান হতে উঠুক-না গান নানা স্রোতে,
তার আপন সুরের ভুবন-মাঝে তারে থাকতে দে॥
তোর প্রাণের মাঝে একলা মানুষ যে
তারে দশের ভিড়ে ভিড়িয়ে রাখিস নে।
কোন্‌ আরেক একা ওরে খোঁজে, সেই তো ওরি দরদ বোঝে—
যেন পথ খুঁজে পায়, কাজের ফাঁকে ফিরে না যায় সে॥

২৮

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে॥
তাই তো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিনবায়ে;
নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ-পারে,
নতুন রঙে ফুল ফুটে তাই ভারে ভারে॥
ওগো আমার নিত্য-নতুন, দাঁড়াও হেসে।
চলব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো,
সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরালো,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে—
শূন্যে আমার উঠল তারা সারে সারে॥

২৯

এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা,
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন।

এ শুধু আপন-মনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা,
নিমেষের হাসিকান্না গান গেয়ে সমাপন ॥
শ্যামল পল্লবপাতে রবিকরে সারাবেলা
আপনারি ছায়া লয়ে খেলা করে ফুলগুলি—
এও সেই ছায়াখেলা বসন্তের সমীরণে ॥
কুহকের দেশে যেন সাধ করে পথ ভুলি
হেথা হোথা ঘুরি-ফিরি সারাদিন আনমনে।
কারে যেন দেব' ব'লে কোথা যেন ফুল তুলি—
সন্ধ্যায় মলিন ফুল উড়ে যায় বনে বনে।
এ খেলা খেলিবে, হায়, খেলার সাথি কে আছে।
ভুলে ভুলে গান গাই— কে শোনে, কে নাই শোনে—
যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে

৩০

যে-আমি ঐ ভেসে চলে কালের ঢেউয়ে আকাশতলে
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে।
ধুলার সাথে, জলের সাথে, ফুলের সাথে, ফলের সাথে
সবার সাথে চলছে ও-যে ধেয়ে।
ও-যে সদাই বাইরে আছে, দুখে সুখে নিত্য নাচে,
ঢেউ দিয়ে যায়, দোলে-যে ঢেউ খেয়ে।
একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে, একটু ঘায়ে ক্ষত জাগে
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে ॥
যে-আমি যায় কেঁদে হেসে তান দিতেছে মৃদঙ্গে সে,
অন্য আমি উঠতেছি গান গেয়ে—
ও-যে সচল ছবির মতো, আমি নীরব কবির মতো,
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে।

এই-যে আমি ওই আমি নই, আপন-মাঝে আপনি যে রই,
যাই নে ভেসে মরণধারা বেয়ে—
মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি, শান্ত আমি, দীপ্ত আমি।
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে॥

৩১

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।
কান্নাহাসির বাঁধন তারা সইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি॥
আমার প্রাণের গানের ভাষা শিখবে তারা ছিল আশা—
উড়ে গেল, সকল কথা কইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি॥
স্বপন দেখি, যেন তারা কার আশে
ফেরে আমার ভাঙা খাঁচার চার পাশে—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।
এত বেদন হয় কি ফাঁকি। ওরা কি সব ছায়ার পাখি।
আকাশপারে কিছুই কি গো বইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি॥

৩২

তরীতে পা দিই নি আমি, পারের পানে যাই নি গো।
ঘাটেই বসে কাটাই বেলা, আর কিছু তো চাই নি গো॥
তোরা যাবি রাজার পুরে অনেক দূরে,
তোদের রথের চাকার সুরে আমার সাড়া পাই নি গো॥
আমার এ-যে গভীর জলে খেয়া বাওয়া,
হয়তো কখন্ নিস্তুত রাতে উঠবে হাওয়া॥

আসবে মাঝি ওপার হতে উজান স্রোতে,
সেই আশাতেই চেয়ে আছি, তরী আমার বাই নি গো ॥

৩৩

আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর, ফিরব না রে—
এমন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী
কূলে ভিড়ব না আর, ভিড়ব না রে ॥
ছড়িয়ে গেছে সুতো ছিঁড়ে, তাই খুঁটে আজ মরব কি রে—
এখন ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি
বেড়া ঘিরব না আর, ঘিরব না রে ॥
ঘাটের রশি গেছে কেটে, কাঁদব কি তাই বক্ষ ফেটে—
এখন পালের রশি ধরব কসি,
এ রশি ছিঁড়ব না আর, ছিঁড়ব না রে ॥

৩৪

আয় আয় রে পাগল, ভুলবি রে চল্ আপনাকে।
তোর একটুখানির আপনাকে।
তুই ফিরিস নে আর এই চাকাটার ঘুরপাকে ॥
কোন্ হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ উঠে
তোর ঘরের আগল যায় টুটে,
ওরে সুযোগ ধরিস, বেরিয়ে পড়িস সেই ফাঁকে—
তোর দুয়ার-ভাঙার সেই ফাঁকে ॥
নানান গোলে তুফান তোলে চার দিকে,
তুই বুঝিস নে, মন, ফিরবি কখন কার দিকে।
তোর আপন বুকের মাঝখানে
কী-যে বাজায় কে-যে সেই জানে—
ওরে পথের খবর মিলবে রে তোর সেই ডাকে—
তোর আপন বুকের সেই ডাকে ॥

৩৫

কোন্ সুদূর হতে আমার মনোমাঝে
বাণীর ধারা বহে— আমার প্রাণে প্রাণে।
কখন শুনি, কখন শুনি না-যে,
কখন্ কী-যে কহে— আমার কানে কানে॥
আমার ঘুমে আমার কোলাহলে
আমার আঁখি-জলে তাহারি সুর,
তাহারি সুর জীবনগুহাতলে
গোপন গানে রহে— আমার কানে কানে॥
কোন্ ঘন গহন বিজন তীরে তীরে
তাহার ভাঙাগড়া— ছায়ার তলে তলে।
আমি জানি না কোন্ দক্ষিণসমীরে
তাহার ওঠাপড়া— ঢেউয়ের ছলছলে।
এই ধরণীরে গগনপারের ছাঁদে সে যে তারার সাথে বাঁধে,
সুখের সাথে দুখ মিলায়ে কাঁদে
'এ নহে এই নহে'— কাঁদে কানে কানে॥

৩৬

আকাশ হতে আকাশপথে হাজার স্রোতে
ঝরছে জগৎ ঝরনাধারার মতো।
আমার শরীরমনের অধীর ধারা সাথে সাথে বইছে অবিরত॥
দুই প্রবাহের ঘাতে ঘাতে উঠতেছে গান দিনে রাতে,
সেই গানে গানে আমার প্রাণে ঢেউ লেগেছে কত।
আমার তটে চূর্ণ সে-গান ছড়ায় শত শত।
ঐ আকাশ-ডোবা ধারায় দোলায় দুলি অবিরত॥
এই নৃত্য-পাগল ব্যাকুলতা বিশ্বপরানে
নিত্য আমায় জাগিয়ে রাখে, শান্তি না মানে।

চিরদিনের কান্নাহাসি   উঠছে ভেসে রাশি রাশি—
এ-সব   দেখতেছে কোন্ নিদ্রাহারা নয়ন অবনত।
ওগো,   সেই নয়নে নয়ন আমার হোক-না নিমেষহত—
ঐ   আকাশ-ভরা দেখার সাথে দেখব অবিরত॥

৩৭

আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ঐ—
তিমিরজয়ী বীর, তোরা আজ কই।
এই কুয়াশাজয়ের দীক্ষা কাহার কাছে লই॥
মলিন হল শুভ্র বরন,   অরুণ সোনা করল হরণ,
লজ্জা পেয়ে নীরব হল উষা জ্যোতির্ময়ী॥
সুপ্তিসাগরতীর বেয়ে সে এসেছে মুখ ঢেকে,
অঙ্গে কালী মেখে।
রবির রশ্মি কই গো তোরা,   কোথায় আঁধার-ছেদন ছোরা,
উদয়শৈলশৃঙ্গ হতে বল্ 'মাভৈঃ মাভৈঃ'॥

৩৮

জাগ' জাগ'   আলস-শয়ন-বিলগ্ন।
জাগ' জাগ'   তামস-গহন-নিমগ্ন॥
ধৌত করুক করুণারুণ বৃষ্টি   সুপ্তিজড়িত যত আবিল দৃষ্টি,
জাগ' জাগ'   দুঃখভারনত উদ্যমভগ্ন॥
জ্যোতিঃসম্পদ ভরি দিক চিত্ত   ধন-প্রলোভন-নাশন বিত্ত,
জাগ' জাগ',   পুণ্যবসন পর' লজ্জিত নগ্ন॥

৩৯

তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর, পূর্ণ করো—
ঐ-যে দেখি বসুন্ধরা কাঁপল থরোথরো।
বাজল তূর্য আকাশপথে—   সূর্য আসেন অগ্নিরথে,
এই প্রভাতে দখিন হাতে বিজয়খড়্গ ধরো॥

ধর্ম তোমার সহায়, তোমার সহায় বিশ্ববাণী।
অমর বীর্য সহায় তোমার, সহায় বজ্রপাণি।
দুর্গম পথ সগৌরবে তোমার চরণচিহ্ন লবে।
চিত্তে অভয় বর্ম, তোমার বক্ষে তাহাই পরো॥

৪০

মোরা সত্যের 'পরে মন আজি করিব সমর্পণ,
জয় জয় সত্যের জয়।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুঁজিব সত্যধন।
জয় জয় সত্যের জয়॥
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু মিথ্যাচিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু মিথ্যাকর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু মিথ্যাবাক্য নয়।
জয় জয় সত্যের জয়॥
মোরা মঙ্গলকাজে প্রাণ আজি করিব সকলে দান।
জয় জয় মঙ্গলময়।
মোরা লভিব পুণ্য, শোভিব পুণ্যে, গাহিব পুণ্যগান।
জয় জয় মঙ্গলময়।
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু অশুভচিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু অশুভকর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু অশুভবাক্য নয়।
জয় জয় মঙ্গলময়॥
সেই অভয় ব্রহ্মনাম আজি মোরা সবে লইলাম—
যিনি সকল ভয়ের ভয়।
মোরা করিব না শোক যা হবার হোক, চলিব ব্রহ্মধাম।
জয় জয় ব্রহ্মের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।

যদি মৃত্যু নিকট হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।

জয় জয় ব্রহ্মের জয়॥

মোরা আনন্দ-মাঝে মন আজি করিব বিসর্জন।

জয় জয় আনন্দময়।

সকল দৃশ্যে সকল বিশ্বে আনন্দনিকেতন।

জয় জয় আনন্দময়।

আনন্দ চিত্ত-মাঝে আনন্দ সর্বকাজে,

আনন্দ সর্বকালে, দুঃখে বিপদজালে,

আনন্দ সর্বলোকে মৃত্যুবিরহে শোকে—

জয় জয় আনন্দময়॥

৪১

আমাদের শান্তিনিকেতন,

আমাদের সব হতে আপন।

তার আকাশ-ভরা কোলে মোদের দোলে হৃদয় দোলে,

মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন॥

মোদের তরুমূলের মেলা, মোদের খোলা মাঠের খেলা,

মোদের নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল-সন্ধ্যাবেলা।

মোদের শালের ছায়াবীথি বাজায় বনের কলগীতি,

সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আম্‌লকি-কানন॥

আমরা যেথায় মরি ঘুরে সে-যে যায় না কভু দূরে,

মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা-যে তার সুরে।

মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে সে-যে মিলিয়েছে এক তানে,

মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে যে সে করেছে এক-মন॥

৪২

না গো, এই-যে ধুলা আমার না এ।

তোমার ধুলার ধরার 'পরে উড়িয়ে যাব সন্ধ্যাবায়ে॥

দিয়ে মাটি আগুন জ্বালি রচলে দেহ পূজার থালি—

শেষ আরতি সারা ক'রে ভেঙে যাব তোমার পায়ে॥

ফুল যা ছিল পূজার তরে

যেতে পথে ডালি হতে অনেক-যে তার গেছে পড়ে।

কত প্রদীপ এই থালাতে সাজিয়েছিলে আপন হাতে—

কত-যে তার নিবল হাওয়ায়, পৌঁছল না চরণছায়ে॥

৪৩

জীবন আমার চলছে যেমন তেমনি ভাবে

সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে চলে যাবে।

চলার পথে দিনে রাতে দেখা হবে সবার সাথে—

তাদের আমি চাব, তারা আমায় চাবে॥

জীবন আমার পলে পলে এমনি ভাবে

দুঃখসুখের রঙে রঙে রঙিয়ে যাবে।

রঙের খেলার সেই সভাতে খেলে যে-জন সবার সাথে

তারে আমি চাব, সেও আমায় চাবে॥

৪৪

কী পাই নি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি।

আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে বাঁশরি উঠেছে বাজি॥

ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে,

কত বসন্তে দখিনসমীরে ভরেছে আমারি সাজি॥

নয়নের জল গভীর গহনে আছে হৃদয়ের স্তরে,

বেদনার রসে গোপনে গোপনে সাধনা সফল করে।

মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার, তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার—

সুর তবু লেগেছিল বারে-বার, মনে পড়ে তাই আজি॥

৪৫

আমি-যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে।

আমি আপনাকে, ভাই, মেলব-যে বাইরে॥

পালে আমার লাগল হাওয়া, হবে আমার সাগর-যাওয়া,
ঘাটে তরী নাই বাঁধা নাই রে॥
সুখে দুখে বুকের মাঝে পথের বাঁশি কেবল বাজে,
সকল কাজে শুনি-যে তাই রে।
পাগ্‌লামি আজ লাগল পাখায়, পাখি কি আর থাকবে শাখায়।
দিকে দিকে সাড়া-যে পাই রে॥

৪৬

আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা,
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার, আলো হৃদয়-হরা॥
নাচে আলো নাচে ও ভাই, আমার প্রাণের কাছে :
বাজে আলো বাজে ও ভাই, হৃদয়বীণার মাঝে—
জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস, হাসে সকল ধরা॥
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা ও ভাই, যায় না মানিক গোনা ;
পাতায় পাতায় হাসি ও ভাই, পুলক রাশি রাশি—
সুরনদীর কূল ডুবেছে সুধা-নিঝর-ঝরা॥

৪৭

ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে, তারে আজ থামায় কে রে।
সে যে আকাশ-পানে হাত পেতেছে, তারে আজ নামায় কে রে॥
ওরে, আমার মন মেতেছে, আমারে থামায় কে রে।
ওরে ভাই, নাচ্‌ রে ও ভাই, নাচ্‌ রে—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ্‌ রে—
লাজ ভয় ঘুচিয়ে দে রে।
তোরে আজ থামায় কে রে॥

৪৮

হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে—
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে।
ঘন শ্রাবণধারা যেমন বাঁধনহারা,
বাদল-বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে॥
হারে রে রে রে রে, আমায় রাখবে ধ'রে কে রে—
দাবানলের নাচন যেমন সকল কানন ঘেরে,
বজ্র যেমন বেগে গর্জে ঝড়ের মেঘে,
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে॥

৪৯

আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধ'রে আজ বোস্ রে সবাই, টান্ রে সবাই টান্॥
বোঝা যত বোঝাই করি করব রে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের 'পরে ধরব পাড়ি— যায় যদি যাক প্রাণ॥
কে ডাকে রে পিছন হতে, কে করে রে মানা,
ভয়ের কথা কে বলে আজ— ভয় আছে সব জানা।
কোন্ শাপে কোন্ গ্রহের দোষে সুখের ডাঙায় থাকব বসে।
পালের রশি ধরব কষি, চলব গেয়ে গান॥

৫০

থর বায়ু বয় বেগে, চারি দিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি কষে ধরো হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো॥
শৃঙ্খলে বারবার ঝন্‌ঝন্ ঝংকার নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার;
বন্ধন দুর্বার সহ্য না হয় আর, টলমল করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো॥

গনি গনি দিন খন চঞ্চল করি মন

বোলো না, যাই কি নাই যাই রে।

সংশয়পারাবার অন্তরে হবে পার,

উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।

যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,

হোয়ো নাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল— জয়-জয় জয়গান গাইয়ো

হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো॥

৫১

যুদ্ধ যখন বাধিল অচলে চঞ্চলে

ঝংকারধ্বনি রণিল কঠিন শৃঙ্খলে,

বন্ধমোচন ছন্দে তখন নেমে এলে, নির্ঝরিণী—

তোমারে চিনি, তোমারে চিনি।

সিন্ধুমিলনসংগীতে

মাতিয়া উঠেছ পাষাণশাসন লঙ্ঘিতে,

অধীর ছন্দে ওগো মহাবিদ্রোহিনী—

তোমারে চিনি, তোমারে চিনি॥

হে নিঃশঙ্কিতা,

আত্মহারানো রুদ্রতালের নূপুরঝংকৃতা।

মৃত্যুতোরণ-তরণ-চরণ-চারিণী,

চিরদিন অভিসারিণী,

তোমারে চিনি॥

৫২

গগনে গগনে ধায় হাঁকি

বিদ্যুৎবাণী বজ্রবাহিনী বৈশাখী,

স্পর্ধাবেগের ছন্দ জাগায় বনস্পতির শাখাতে॥

শূন্যমদের নেশায় মাতাল ধায় পাখি,

অলখ পথের ছন্দ উড়ায় মুক্তবেগের পাখাতে॥

গতিরাগের সে ছিল গান, আলোছায়ার সে ছিল প্রাণ,
আকাশকে সে চমকে দিত বনে॥
মেখলা দিনের আকুলতা বাজিয়ে যেত পায়ে
তামলছায়ে-ছায়ে।
ফাল্গুনে সে পিয়ালতলায় কে জানিত কোথায় পলায়
দখিনহাওয়ার চঞ্চলতার সনে॥

৫৮

তোমার হল শুরু, আমার হল সারা—
তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা॥
তোমার জ্বলে বাতি, তোমার ঘরে সাথি—
আমার তরে রাতি, আমার তরে তারা॥
তোমার আছে ডাঙা, আমার আছে জল—
তোমার বসে থাকা, আমার চলাচল।
তোমার হাতে রয়, আমাব হাতে ক্ষয়—
তোমার মনে ভয়, আমার ভয়হারা॥

৫৯

এমনি ক'রেই যায় যদি দিন যাক-না।
মন উড়েছে উড়ুক না রে মেলে দিয়ে গানের পাখ্‌না॥
আজকে আমার প্রাণ-ফোয়ারার সুর ছুটেছে,
দেহের বাঁধ টুটেছে;
মাথার 'পরে খুলে গেছে আকাশের ঐ সুনীল ঢাক্‌না॥
ধরণী আজ মেলেছে তার হৃদয়খানি,
সে যেন রে কেবল বাণী।
কঠিন মাটি মনকে আজি দেয় না বাধা,
সে কোন্ সুরে সাধা;
বিশ্ব বলে মনের কথা, কাজ প'ড়ে আজ থাকে থাক্‌-না॥

৬০

আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে।
আমি-যে বন্দী হতে সন্ধি করি সবার কাছে॥
সন্ধ্যা-আকাশ বিনা ডোরে বাঁধল মোরে গো;
নিশিদিন বন্ধহারা নদীর ধারা আমায় যাচে॥
যে-কুসুম আপনি ফোটে, আপনি ঝরে, রয় না ঘরে গো—
তারা-যে সঙ্গী আমার, বন্ধু আমার, চায় না পাছে॥
আমারে ধরবি ব'লে মিথ্যে সাধা।
আমি-যে নিজের কাছে নিজের গানের সুরে বাঁধা।
আপনি যাহার প্রাণ দুলিল, মন ভুলিল গো—
সে-মানুষ আগুন-ভরা, পড়লে ধরা সে কি বাঁচে।
সে-যে, ভাই, হাওয়ার সখা, ঢেউয়ের সাথি, দিবারাতি গো
কেবলি এড়িয়ে চলার ছন্দে তাহার রক্ত নাচে॥

৬১

ফিরে আমায় মিছে ডাক', স্বামী—
সময় হল বিদায় নেব আমি॥
অপমানে যার সাজায় চিতা
সে যে বাহির হয়ে এল অগ্নিজিতা,
রাজাসনে কঠিন অসম্মানে
ধরা দিবে না সে যে মুক্তিকামী॥
আমায় মাটি নেবে আঁচল পেতে
বিশ্বজনের চোখের আড়ালেতে,
তুমি থাকো সোনার সীতার অনুগামী॥

৬২

ফুরালো পরীক্ষার এই পালা—
পার হয়েছি অগ্নিদহন-জ্বালা॥

মা গো মা, মা গো মা, এবার তুমিই জাগো, মা—
তোমার কোলে উজাড় করে দেব অপমানের ডালা॥
তোমার শ্যামল আঁচলখানি আমার অঙ্গে দাও, মা, আনি,
বুকের থেকে লও খসিয়ে নিঠুর কাঁটার মালা।

৬৩

ওরে শিকল, তোমায় কোলে ক'রে দিয়েছি ঝংকার।
তুমি আনন্দে, ভাই, রেখেছিলে ভেঙে অহংকার॥
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা সুখে দুঃখে কাটল বেলা—
অঙ্গ বেড়ি দিল বেড়ী বিনা দামের অলংকার॥
তোমার 'পরে করি নে রোষ, দোষ থাকে তো আমারি দোষ—
ভয় যদি রয় আপন মনে তোমায় দেখি ভয়ংকর।
অন্ধকারে সারারাতি ছিলে আমার সাথের সাথি,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায় করি নমস্কার॥

৬৪

আমাকে যে বাঁধবে ধরে, এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে।
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অমনি হবে॥
আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে,
সে কি অমনি হবে।
তার আগে তার পাষাণ-হিয়া গলবে করুণ রসে,
সে কি অমনি হবে।
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অমনি হবে॥

৬৫

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসি।

দিন চলে যায়, আমি আনমনে তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে—
ওগো, প্রাণ মনে আমি-যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী ॥
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি-যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই, সে-কথা যে যাই পাশরি ॥
আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী।
রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায় তরুমর্মরে ছায়ার খেলায়,
কী মুরতি তব নীল আকাশে নয়নে উঠে গো আভাসি।
হে সুদূর, আমি উদাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি-যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার, সে-কথা যে যাই পাশরি ॥

৬৬

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মরো ফিরে।
খোলা আঁখি দুটো অন্ধ করে দে আকুল আঁখির নীরে ॥
সে-ভোলা পথের প্রান্তে রয়েছে হারানো হিয়ার কুঞ্জ,
ঝরে পড়ে আছে কাঁটা-তরুতলে রক্তকুসুমপুঞ্জ—
সেথা দুই বেলা ভাঙা-গড়া-খেলা অকুল-সিন্ধু-তীরে ॥
অনেক দিনের সঞ্চয় তোর আগুলি আছিস বসে,
ঝড়ের রাতের ফুলের মতন ঝরুক পড়ুক খসে।
আয় রে এবার সব-হারাবার জয়মালা পরো শিরে।

৬৭

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়,
কোন্‌খানে রে কোন্ পাষাণের ঘায় ॥
নবীন তরী নতুন চলে, দিই নি পাড়ি অগাধ জলে—
বাহি তারে খেলার ছলে কিনার-কিনারায় ॥

ভেসেছিল স্রোতের ভরে, একা ছিলেম কর্ণ ধ'রে,
লেগেছিল পালের 'পরে মধুর মৃদু বায়।
সুখে ছিলেম আপন-মনে, মেঘ ছিল না গগনকোণে—
লাগবে তরী কুসুমবনে, ছিলেম সেই আশায়॥

৬৮

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে—
তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন হতাশে॥
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী, কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানসপ্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় আকাশে॥
কিছু বাঁধা পড়িল না শুধু এ বাসনা-বাঁধনে।
কেহ নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর-সাধনে।
আপনার মনে বসিয়া একেলা অনলশিখায় কী করিনু খেলা,
দিনশেষে দেখি ছাই হল সব হুতাশে॥

৬৯

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা,
শুধু আলো-আঁধারে কাঁদা-হাসা॥
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চ'লে যায়—
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা॥
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙা বল,
প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙা ফল,
ভাঙা তরী ধ'রে ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে— ভাঙা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়,
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,

লাজে ভয়ে ত্রাসে আধো-বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালোবাসা ॥

৭০

ওগো, তোরা কে যাবি পারে।
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদীকিনারে ॥
ও-পারেতে উপবনে
কত খেলা কত জনে,
এ-পারেতে ধূ ধূ মরু বারি বিনা রে ॥
এই বেলা বেলা আছে, আয় কে যাবি।
মিছে কেন কাটে কাল কত কী ভাবি।
সূর্য পাটে যাবে নেমে,
সুবাতাস যাবে থেমে,
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা-আঁধারে ॥

৭১

তোমাদের দান যশের ডালায় সব-শেষ সঞ্চয় আমার—
নিতে মনে লাগে ভয় ॥
এই রূপলোকে কবে এসেছিনু রাতে,
গেঁথেছিনু মালা ঝরে-পড়া পারিজাতে,
আঁধারে অন্ধ— এ যে গাঁথা তারি হাতে—
কী দিল এ পরিচয় ॥
এরে পরাবে কি কলালক্ষ্মীর গলে
সাতনরী হারে যেথায় মানিক জ্বলে।
একদা কখন অমরার উৎসবে
ম্লান ফুলদল খসিয়া পড়িবে কবে,
এ আদর যদি লজ্জার পরাভবে
সেদিন মলিন হয় ॥

৭২

দূর রজনীর স্বপন লাগে আজ নূতনের হাসিতে।
দূর ফাগুনের বেদন জাগে আজ ফাগুনের বাঁশিতে॥
হায় রে সেকাল হায় রে   কখন চলে যায় রে
আজ একালের মরীচিকায়   নতুন মায়ায় ভাসিতে॥
যে-মহাকাল দিন ফুরালে   আমার কুসুম ঝরালো
সেই তোমারি তরুণ ভালে ফুলের মালা পরালো।
শুনিয়ে শেষের কথা সে   কাঁদিয়ে ছিল হতাশে,
তোমার মাঝে নতুন সাজে শূন্য আবার ভরালো।
আমরাও খেলা খেলেছিলেম,   আমরাও গান গেয়েছি।
আমরাও পাল মেলেছিলেম,   আমরাও তরী বেয়েছি।
হারায় নি তা হারায় নি,   বৈতরণী পারায় নি—
নবীন চোখের চপল আলোয় সেকাল ফিরে পেয়েছি॥

৭৩

ওরে মাঝি, ওরে আমার মানবজন্মতরীর মাঝি,
শুনতে কি পাস দূরের থেকে পারের বাঁশি উঠছে বাজি।
তরী কি তোর দিনের শেষে   ঠেকবে এবার ঘাটে এসে।
সেথায় সন্ধ্যা-অন্ধকারে দেয় কি দেখা প্রদীপরাজি॥
যেন আমার লাগছে মনে,   মন্দ-মধুর এই পবনে
সিন্ধুপারের হাসিটি কার আঁধার বেয়ে আসছে আজি।
আসার বেলায় কুসুমগুলি   কিছু এনেছিলেম তুলি,
যেগুলি তার নবীন আছে এই বেলা নে সাজিয়ে সাজি॥

৭৪

চোখ-যে ওদের ছুটে চলে গো—
ধনের বাটে, মানের বাটে, রূপের হাটে,   দলে দলে গো।

দেখবে ব'লে করেছে পণ, দেখবে কারে জানে না মন,
প্রেমের দেখা দেখে যখন চোখ ভেসে যায় চোখের জলে গো ॥
আমায় তোরা ডাকিস না রে—
আমি যাব খেয়ার ঘাটে অরূপরসের পারাবারে।
উদাস হাওয়া লাগে পালে, পারের পানে যাবার কালে
চোখদুটোরে ডুবিয়ে যাব অকূল সুধাসাগর-তলে গো ॥

৭৫

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে, মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।
ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে কুটির হতে ত্রস্ত এল তাই।
আকাশ-পানে হানি যুগল ভুরু শুনলে বারেক মেঘের গুরুগুরু।
কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।
পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে, ধানের খেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা, মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে আমি জানি আর জানে সেই মেয়ে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।
এমনি করে কালো কাজল মেঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশানকোণে।
এমনি করে কালো কোমল ছায়া আষাঢ় মাসে নামে তমালবনে।
এমনি করে শ্রাবণ-রজনীতে হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।
কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, আর যা বলে বলুক অন্য লোক।
দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
মাথার 'পরে দেয় নি তুলে বাস, লজ্জা পাবার পায় নি অবকাশ।
কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ ॥

৭৬

তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড় আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি ?
নয়ন-সমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই—
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে—
তব সুর বাজে মোর গানে,
কবির অন্তরে তুমি কবি—
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি॥

৭৭

আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে।
ঐ আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন,
হোথায় ছিল কোন্ যুগে মোর নিমন্ত্রণ—
আমার লাগল না মন লাগল না,
তাই কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চ'লে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে॥

হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন,
বনের পথে আঁধার-আলোয় আলিঙ্গন—
আমার লাগল রে মন লাগল রে,
তাই এইখানেতেই দিন কাটে এই খেলার ছলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে॥

৭৮

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে যে পরশ করিল তোরে
অস্তরবির তুলিখানি চুরি ক'রে॥
হাওয়ার বুকে যে-চঞ্চলের গোপন বাসা
বনে বনে বয়ে বেড়াস তারি ভাষা,
অপ্সরীদের দোলের খেলার ফুলের রেণু
পাঠায় কে তোর পাখায় ভ'রে॥
যে-গুণী তার কীর্তি-নাশার বিপুল নেশায়
চিকন-রেখার লিখন মেলে শূন্যে মেশায়,
সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় পলে পলে,
গান গেয়ে যে চলে তারা দলে দলে,
তার হারা সুর নাচের নেশায়
ডানাতে তোর পড়ল ঝ'রে॥

৭৯

নমো যন্ত্র, নমো— যন্ত্র, নমো— যন্ত্র, নমো— যন্ত্র।
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত, তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ ধ্বংসবিকট দন্ত।
তব দীপ্ত-অগ্নি-শত-শতঘ্নী-বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন অচলচলন মন্ত্র॥

কভু কাষ্ঠলোষ্ট্র-ইষ্টক-দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-লঙ্ঘন লঘু মায়া,
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র,
তব পঞ্চভূত-বন্ধনকর ইন্দ্রজালতন্ত্র ॥

৮০

ওগো নদী, আপন বেগে পাগল-পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু গন্ধভরে তন্দ্রাহারা ॥
আমি সদা অচল থাকি, গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়, আমার চলা ফুলের ধারা ॥
ওগো নদী, চলার বেগে পাগল-পারা,
পথে পথে বাহির হয়ে আপন-হারা—
আমার চলা যায় না বলা, আলোর পানে প্রাণের চলা,
আকাশ বোঝে আনন্দ তার, বোঝে নিশার নীরব তারা ॥

৮১

প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় ফাগুনমাসে
কী উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল-ফুটানোর খেলা।
ক্ষান্তকূজন শান্তবিজন সন্ধ্যাবেলা
প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি,
'এসেছে কি।'
আর বছরেই এমনি দিনেই ফাগুনমাসে
কী উচ্ছ্বাসে
নাচের মাতন লাগল শিরীষডালে
স্বর্গপুরের কোন্ নূপুরের তালে।
প্রত্যহ সেই চঞ্চল প্রাণ শুধিয়েছিল, 'শুনাও দেখি,
আসে নি কি।'

আবার কখন এমনি দিনেই ফাগুনমাসে
কী আশ্বাসে
ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে
অলখ জনের চরণশব্দে মেতে।
প্রত্যহ তার মর্মরস্বর বলবে আমায় কী বিশ্বাসে,
'সে কি আসে।'
প্রশ্ন জানাই পুষ্পবিভোর ফাগুনমাসে
কী আশ্বাসে,
'হায় গো আমার ভাগ্যরাতের তারা,
নিমেষ-গণন হয় নি কি মোর সারা।'
প্রত্যহ বয় প্রাঙ্গণময় বনের বাতাস
এলোমেলো—
'সে কি এল।'

৮২

হে আকাশবিহারী নীরদবাহন জল,
আছিল শৈলশিখরে-শিখরে তোমার লীলাস্থল ॥
তুমি বরনে বরনে কিরণে কিরণে প্রতি সন্ধ্যায় অরুণে হিরণে
দিয়েছ ভাসায়ে পবনে পবনে স্বপনতরণীদল ॥
শেষে শ্যামল মাটির প্রেমে তুমি ভুলে এসেছিলে নেমে,
কবে বাঁধা পড়ে গেলে যেখানে ধরার গভীর তিমিরতল।
আজ পাষাণদুয়ার দিয়েছি টুটিয়া, কত যুগ পরে এসেছ ছুটিয়া
নীল আকাশের হারানো স্বপন গানেতে সমুজ্জ্বল ॥

৮৩

যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে-ভরা বসন্তের এই সংগীতে ॥

ও কি তার উত্তরীয় অশোকশাখায় উঠল দুলি।
আজি কি পলাশবনে ঐ সে বুলায় রঙের তুলি।
ও কি তার চরণ পড়ে তালে তালে মল্লিকার ঐ ভঙ্গীতে॥
না গো না, দেয় নি ধরা, হাসির ভরা দীর্ঘশ্বাসে যায় ভেসে।
মিছে এই হেলা-দোলায় মনকে ভোলায়, ঢেউ দিয়ে যায় স্বপ্নে সে।
সে বুঝি লুকিয়ে আসে বিচ্ছেদেরি রিক্ত রাতে,
নয়নের আড়ালে তার নিত্য-জাগার আসন পাতে—
ধেয়ানের বর্ণছটায় ব্যথার রঙে মনকে সে রয় রঙ্গিতে॥

৮৪

ও কি এল, ও কি এল না, বোঝা গেল না।
ও কি মায়া কি স্বপন-ছায়া, ও কি ছলনা॥
ধরা কি পড়ে ও রূপেরি ডোরে,
গানেরি তানে কি বাঁধিবে ওরে—
ও যে চিরবিরহেরি সাধনা॥
ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে
বিরহ-মিলন-মিলিত রাগে।
সুখে কি দুখে ও পাওয়া না-পাওয়া,
হৃদয়বনে ও উদাসি হাওয়া,
বুঝি শুধু ও পরম-কামনা॥

৮৫

দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটে বটের ছায়ায় সারা বেলা গেল খেলে।
গাইল কী গান সেই তা জানে, সুর বাজে তার আমার প্রাণে—
বলো দেখি তোমরা কি তার কথার কিছু আভাস পেলে॥
আমি তারে শুধাই যবে 'কী তোমারে দিব আনি'—
সে শুধু কয়, 'আর কিছু নয়, তোমার গলার মালাখানি।'

দিই যদি তো কী দাম দেবে যায় বেলা সেই ভাব্‌না ভেবে—
ফিরে এসে দেখি, ধুলায় বাঁশিটি তার গেছে ফেলে ॥

৮৬

বাজে গুরুগুরু শঙ্কার ডঙ্কা,
ঝঞ্ঝা ঘনায় দূরে ভীষণ নীরবে।
কত রব সুখস্বপ্নের ঘোরে আপনা ভুলে—
সহসা জাগিতে হবে ॥

৮৭

জোনাকি, কী সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ।
এই আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ ॥
তুমি নও তো সূর্য, নও তো চন্দ্র, তাই ব'লেই কি কম আনন্দ।
তুমি আপন জীবন পূর্ণ ক'রে আপন আলো জ্বেলেছ ॥
তোমার যা আছে তা তোমার আছে, তুমি নও গো ঋণী কারো কাছে,
তোমার অন্তরে যে-শক্তি আছে তারি আদেশ পেলেছ ॥
তুমি আঁধার-বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠো, তুমি ছোটো হয়ে নও গো ছোটো,
জগতে যেথায় যত আলো সবায় আপন ক'রে ফেলেছ ॥

৮৮

হেদে গো নন্দরানী, আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে। আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও ॥
হেরো গো প্রভাত হল, সূয্যি ওঠে, ফুল ফুটেছে বনে।
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব আজ করেছি মনে।
ওগো, পীত ধড়া পরিয়ে তারে কোলে নিয়ে আয়।
তার হাতে দিয়ো মোহন বেণু, নূপুর দিয়ো পায় ॥
রোদের বেলায় গাছের তলায় নাচব মোরা সবাই মিলে।
বাজবে নূপুর রুনুঝুনু, বাজবে বাঁশি মধুর বোলে।
বনফুলে গাঁথব মালা, পরিয়ে দিব শ্যামের গলে ॥

৮৯

আঁধারের লীলা আকাশে আলোকলেখায়-লেখায়,
ছন্দের লীলা অচল কঠিন মৃদঙ্গে।
অরূপের লীলা অগোনা রূপের রেখায় রেখায়
স্তব্ধ অতল খেলায় তরল তরঙ্গে॥
আপনারে পাওয়া আপনা-ত্যাগের গভীর লীলায়,
মূর্তির লীলা মূর্তিবিহীন কঠোর শিলায়,
শান্ত শিবের লীলা যে প্রলয়ভ্রূভঙ্গে॥
শৈলের লীলা নির্ঝরকলকলিত রোলে,
শুভ্রের লীলা কত না রঙ্গে বিরঙ্গে।
মাটির লীলা যে শস্যের বায়ুহেলিত দোলে,
আকাশের লীলা উধাও ভাষার বিহঙ্গে।
স্বর্গের খেলা মর্তের ম্লান ধুলায় হেলায়,
দুঃখেরে লয়ে আনন্দ খেলে দোলন-খেলায়,
শৌর্যের খেলা ভীরু মাধুরীর আসঙ্গে॥

৯০

দেখা না-দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা,
কাঁপাও ঝড়ের বুকে এ কী ব্যাকুলতা।
গগনে সে ঘুরে ঘুরে খোঁজে কাছে, খোঁজে দূরে—
সহসা কী হাসি হাস, নাহি কহ কথা॥
আঁধার ঘনায় শূন্যে, নাহি জানে নাম,
কী রুদ্র সন্ধানে সিন্ধু দুলিছে দুর্দাম।
অরণ্য হতাশপ্রাণে আকাশে ললাট হানে,
দিকে দিকে কেঁদে ফেরে কী দুঃসহ ব্যথা॥

৯১

তুমি উষার সোনার বিন্দু প্রাণের সিন্ধুকূলে,
শরৎ-প্রাতের প্রথম শিশির প্রথম শিউলিফুলে।

আকাশপারের ইন্দ্রধনু ধরার পারে নোওয়া,
নন্দনেরি নন্দিনী গো চন্দ্রলেখায় ছোঁওয়া,
প্রতিপদে চাঁদের স্বপন শুভ্র মেঘে ছোঁওয়া,
স্বর্গলোকের গোপন কথা মর্তে এলে ভুলে ॥
তুমি কবির ধেয়ান-ছবি পূর্বজনম-স্মৃতি,
তুমি আমার কুড়িয়ে-পাওয়া হারিয়ে-যাওয়া গীতি।
যে কথাটি যায় না বলা কইলে চুপে চুপে,
তুমি আমার মুক্তি হয়ে এলে বাঁধনরূপে,
অমল আলোর কমলবনে ডাকলে দুয়ার খুলে॥

৯২

আকাশ, তোমায় কোন্ রূপে মন চিনতে পাবে,
তাই ভাবি যে বারে বারে।
গহন রাতের চন্দ্র তোমার মোহন ফাঁদে
স্বপন দিয়ে মনকে বাঁধে,
প্রভাতসূর্য শুভ্র জ্যোতির তরবারে
ছিন্ন করি ফেলে তারে॥
বসন্তবায় পরান ভুলায় চুপে চুপে,
বৈশাখী ঝড় গর্জি উঠে রুদ্ররূপে।
শ্রাবণমেঘের নিবিড় সজল কাজল ছায়া
দিগ্‌দিগন্তে ঘনায় মায়া,
আশ্বিনে এই অমল আলোর কিরণধারে
যায় নিয়ে কোন্ মুক্তিপারে॥

৯৩

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায়।
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে পরশে মৃদু বায়॥

বনের ছায়া মনের সাথি, বাসনা নাহি কিছু—
পথের ধারে আসন পাতি, না চাহি ফিরে পিছু—
বেণুর পাতা মিশায় গাথা নীরব ভাবনায় ॥
মেঘের খেলা গগনতটে অলস লিপি-লিখা,
সুদূর কোন্ স্মরণপটে জাগিল মরীচিকা।
চৈত্রদিনে তপ্ত বেলা তৃণ-আঁচল পেতে
শূন্যতলে গন্ধ-ভেলা ভাসায় বাতাসেতে—
কপোত ডাকে মধুকশাখে বিজন বেদনায় ॥

৯৪

পাখি বলে, 'চাঁপা, আমারে কও,
কেন তুমি হেন নীরবে রও।
প্রাণ ভরে আমি গাহি যে গান
সারা প্রভাতেরি সুরের দান,
সে কি তুমি তব হৃদয়ে লও।
কেন তুমি তবে নীরবে রও।'
চাঁপা শুনে বলে, 'হায় গো হায়,
যে আমারি গাওয়া শুনিতে পায়
নহ নহ, পাখি, সে তুমি নও।'
পাখি বলে, 'চাঁপা, আমারে কও,
কেন তুমি হেন গোপনে রও।
ফাগুনের প্রাতে উতলা বায়
উড়ে যেতে সে-যে ডাকিয়া যায়,
সে কি তুমি তব হৃদয়ে লও।
কেন তুমি তবে গোপনে রও।'
চাঁপা শুনে বলে, 'হায় গো হায়,
যে আমারি ওড়া দেখিতে পায়
নহ নহ, পাখি, সে তুমি নও।'

৯৫

মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে-জল মিলিয়ে থাকে
মাটি পায় না তাকে।
কবে কাটিয়ে বাঁধন পালিয়ে যখন যায় সে দূরে
আকাশপুরে,
তখন কাজল মেঘের সজল ছায়া শূন্যে আঁকে,
মাটি পায় না তাকে॥
শেষে বজ্র তারে বাজায় ব্যথা বহ্নিজ্বালায়,
ঝঞ্ঝা তারে দিগ্বিদিকে কাঁদিয়ে চালায়।
তখন কাছের ধন যে দূরের থেকে কাছে আসে
বুকের পাশে।
তখন চোখের জলে নামে সে-যে চোখের জলের ডাকে,
মাটি পায় রে তাকে॥

৯৬

আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা,
অন্ধকারের ললাট-মাঝে পরানু রাজটিকা।
তার স্বপনে মোর আলোর পরশ জাগিয়ে দিল গোপন হরষ,
অন্তরে তার রইল আমার প্রথম প্রেমের লিখা॥
আমার নির্জন উৎসবে
অম্বরতল হয় নি উতল পাখির কলরবে।
যখন তরুণ রবির চরণ লেগে নিখিল ভুবন উঠবে জেগে
তখন আমি মিলিয়ে যাব ক্ষণিক মরীচিকা॥

৯৭

মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখবে ব'লে।

সেই আলোটি নিমেষহত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মতো দোলে ॥
সেই আলোটি নেবে জ্বলে শ্যামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হতে আশিস আনি,
অমরশিখা আকুল হল মর্তশিখায় উঠতে জ্ব'লে ॥

৯৮

আমি তোমারি মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা।
তবে আমার মানবজন্ম কেন বঞ্চিত করা ॥
পবিত্র জানি যে তুমি পবিত্র জন্মভূমি,
মানবকন্যা আমি যে ধন্যা প্রাণের পুণ্যে ভরা ॥
কোন্ স্বর্গের তরে ওরা তোমায় তুচ্ছ করে
রহি তোমার বক্ষ-'পরে।
আমি যে তোমারি আছি নিতান্ত কাছাকাছি,
তোমার মোহিনীশক্তি দাও আমারে হৃদয়-প্রাণ-হরা ॥

৯৯

যাবই আমি যাবই ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই।
লক্ষ্মীরে হারাবই যদি অলক্ষ্মীরে পাবই ॥
সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি বসিয়ে হাজার দাঁড়ি
কোন্ পুরীতে যাব দিয়ে কোন্ সাগরে পাড়ি।
কোন্ তারকা লক্ষ্য করি কূলকিনারা পরিহরি
কোন্ দিকে যে বাইব তরী বিরাট কালো নীরে—
মরব না আর ব্যর্থ আশায় সোনার বালুর তীরে ॥
নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা।
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর-বিহঙ্গেরা।

নারিকেলের শাখে শাখে ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বুনের ফাঁকে ফাঁকে বইছে নগনদী।
সাত-রাজা-ধন মানিক পাবই সেথায় নামি যদি ॥
হেরো সাগর ওঠে তরঙ্গিয়া, বাতাস বহে বেগে।
সূর্য যেথায় অস্তে নামে ঝিলিক মারে মেঘে।
দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই, ফেনায় ফেনা আর কিছু নাই—
যদি কোথাও কূল নাহি পাই তল পাব তো তবু—
ভিটার কোণে হতাশমনে রইব না আর কভু ॥
অকূল-মাঝে ভাসিয়ে তরী যাচ্ছি অজানায়,
আমি শুধু একলা নেয়ে আমার শূন্য নায়।
নব নব পবন-ভরে যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে অপূর্ব ধন যত।
ভিখারি মন ফিরবে যখন ফিরবে রাজার মতো ॥

১০০

আমরা নূতন যৌবনেরি দূত।
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি।
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই—
আমরা বিদ্যুৎ ॥
আমরা করি ভুল—
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে যুঝিয়ে পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে জীবন-মরণ-ঝড়ে
আমরা প্রস্তুত।

১০১

তিমিরময় নিবিড় নিশা, নাহি রে নাহি দিশা—
একেলা ঘন ঘোর পথে, পান্থ, কোথা যাও।

বিপদ দুখ নাহি জান, বাধা কিছু নাহি মান—
অন্ধকার হতেছ পার, কাহার সাড়া পাও ॥
দীপ হৃদয়ে জ্বলে, নিবে না সে বায়ুবলে—
মহানন্দে নিরন্তর এ কী গান গাও।
সম্মুখে অভয় তব, পশ্চাতে অভয়রব—
অন্তরে বাহিরে কাহার মুখ চাও ॥

১০২

হায় হায় রে, হায় পরবাসী,
হায় গৃহছাড়া উদাসী।
অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে
কোথা অজানা অকূলে চলেছিস ভাসি ॥
শুনিতে কী পাস দূর আকাশে কোন্ বাতাসে
সর্বনাশার বাঁশি—
ওরে, নির্মম ব্যাধ যে গাঁথে মরণের ফাঁসি।
রঙিন মেঘের তলে গোপন অশ্রুজলে
বিধাতার দারুণ বিদ্রূপবজ্রে সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি ॥

১০৩

সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে ঘুচাবে কে।
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে মুছাবে কে ॥
আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা,
প্রবলের উৎপীড়নে ॥
কে বাঁচাবে দুর্বলেরে
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে ॥

১০৪

আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি,
অলস যেন না রয় ডানা দুটি ॥
ওরে পাখি, ঘন বনের তলে
বাসা তোরে ভুলিয়ে রাখে ছলে,
রাত্রি তোরে মিথ্যে করে বলে—
শিথিল কভু হবে না তার মুঠি ॥
জানিস নে কি কিসের আশা চেয়ে
ঘুমের ঘোরে উঠিস গেয়ে গেয়ে।
জানিস নে কি ভোরের আঁধার-মাঝে
আলোর আশা গভীর সুরে বাজে,
আলোর আশা গোপন রহে না যে—
রুদ্ধ কুঁড়ির বাঁধন ফেলে টুটি ॥

১০৫

কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে।
অশেষ হয়ে সেই তো আছে এই ভুবনে ॥
তারি বাণী দু হাত বাড়ায় শিশুর বেশে,
আধো ভাষায় ডাকে তোমার বুকে এসে,
তারি ছোঁওয়া লেগেছে ঐ কুসুমবনে ॥
কোথায় ফিরিস ঘরের লোকের অন্বেষণে,
পর হয়ে সে দেয় যে দেখা ক্ষণে ক্ষণে।
তার বাসা যে সকল ঘরের বাহির দ্বারে,
তার আলো যে সকল পথের ধারে ধারে;
তাহারি রূপ গোপন রূপে জনে জনে ॥

১০৬

চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে রঙের খেলাখানি।
চেয়ো না, চেয়ো না তারে নিকটে নিতে টানি ॥

রাখিতে চাহ, বাঁধিতে চাহ যারে,
আঁধারে তাহা মিলায় মিলায় বারে বারে—
বাজিল যাহা প্রাণের বীণাতারে
সে তো কেবলি গান, কেবলি বাণী ॥
পরশ তার নাহি রে মিলে, নাহি রে পরিমাণ—
দেবসভায় সে সুধা করে পান।
নদীর স্রোতে ফুলের বনে বনে,
মাধুরী-মাখা হাসিতে আঁখিকোণে,
সে সুধাটুকু পিয়ো আপন-মনে—
মুক্তরূপে নিয়ো তাহারে জানি ॥

১০৭

রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে দিনের শেষে
দেয় সে দেখা নিশীথরাতে স্বপনবেশে।
আলোয় যারে মলিনমুখে মৌন দেখি,
আঁধার হলে আঁখিতে তার দীপ্তি এ কী—
বরণমালা কে যে দোলায় তাহার কেশে ॥
দিনের বীণায় যে ক্ষীণ তারে ছিল হেলা
ঝংকারিয়া ওঠে যে তাই রাতের বেলা।
তন্দ্রাহারা অন্ধকারের বিপুল গানে
মন্দ্রি ওঠে সারা আকাশ কী আহ্বানে—
তারার আলোয় কে চেয়ে রয় নির্নিমেষে ॥

১০৮

সে কোন্ পাগল যায় পথে তোর যায় চলে ঐ একলা রাতে—
তারে ডাকিস নে তোর আঙিনাতে।

গান ফেরে তার গগন খুঁজে কোন্ বেদনায় কেই তা বুঝে,
ঘুম-ভাঙা তার একতারাতে
কোন্ বাণী কয় একলা রাতে ॥
কাল সকালে রইবে না তো,
মিথ্যা তাহার আসন পাত।
বাঁধন-ছেঁড়ার মহোৎসবে গান যে ওরে গাইতে হবে
নবীন আলোর বন্দনাতে ॥

১০৯

পরবাসী, চলে এসো ঘরে
অনুকূল সমীরণ-ভরে।
ঐ দেখো কতবার হল খেয়া পারাপার,
সারিগান উঠিল অম্বরে ॥
আকাশে আকাশে আয়োজন,
বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ।
মন-যে দিল না সাড়া, তাই তুমি গৃহছাড়া,
নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে ॥

১১০

ছিল যে পরানের অন্ধকারে
এল সে ভুবনের আলোক-পারে।
স্বপনবাধা টুটি বাহিরে এল ছুটি,
অবাক আঁখি দুটি হেরিল তারে ॥
মালাটি গেঁথেছিনু অশ্রুধারে,
তারে-যে বেঁধেছিনু সে মায়াহারে।
নীরব বেদনায় পূজিনু যারে হায়
নিখিল তারি গায় বন্দনা রে ॥

১১১

যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে সে বাঁধনে তারে বাঁধিল।
পথে পথে তারে খুঁজিনু, মনে মনে তারে পূজিনু,
সে পূজার মাঝে লুকায়ে আমারেও সে-যে সাধিল॥
এসেছিল মন হরিতে মহাপারাবার পারায়ে।
ফিরিল না আর তরীতে, আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনারি মাধুরী আপনারে করে চাতুরী,
ধরিবে কি ধরা দিবে সে কী ভাবিয়া ফাঁদ ফাঁদিল॥

১১২

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল ভবের পদ্মপত্রে জল
সদা করছি টলমল।
মোদের আসা-যাওয়া শূন্য হাওয়া, নাইকো ফলাফল॥
নাহি জানি করণ-কারণ, নাহি জানি ধরন-ধারন,
নাহি মানি শাসন-বারণ গো—
আমরা আপন রোখে মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল॥
লক্ষ্মী, তোমার বাহনগুলি ধনে পুত্রে উঠুন ফুলি,
লুঠুন তোমার চরণধূলি গো—
আমরা স্কন্ধে ল'য়ে কাঁথা ঝুলি ফিরব ধরাতল।
তোমার বন্দরেতে বাঁধা ঘাটে বোঝাই-করা সোনার পাটে
অনেক রত্ন অনেক হাটে গো—
আমরা নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা তরী ভেসেছি কেবল॥
আমরা এবার খুঁজে দেখি অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভবসাগরে।
যদি সুখ না জোটে দেখব ডুবে কোথায় রসাতল।

আমরা জুটে সারাবেলা, করব হতভাগার মেলা,
গাব গান খেলব খেলা গো—
কণ্ঠে যদি গান না আসে করব কোলাহল ॥

১১৩

ওগো তোমরা সবাই ভালো—
যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে সেই আমাদের ভালো।
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো ॥
কেউ বা অতি জ্বল-জ্বল, কেউ বা ম্লান ছল-ছল,
কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা স্নিগ্ধ আলো ॥
নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল-মধুর একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো ॥
আমরা তৃষ্ণা, তোমরা সুধা— তোমরা তৃপ্তি, আমরা ক্ষুধা—
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।
যে-মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে—
কেউ বা দিব্যি গৌরবরন, কেউ বা দিব্যি কালো ॥

১১৪

ভালো মানুষ নই রে মোরা ভালো মানুষ নই।
গুণের মধ্যে ঐ আমাদের গুণের মধ্যে ঐ ॥
দেশে দেশে নিন্দে রটে, পদে পদে বিপদ ঘটে,
পুঁথির কথা কই নে মোরা উল্‌টো কথা কই ॥
জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে, সকল অনাসৃষ্টি।
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি, রইল শনির দৃষ্টি।
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা, রাখি নে ভাই, ফলের আশা—
আমাদের আর নাই-যে গতি ভেসেই চলা বই ॥

১১৫

আমাদের ভয় কাহারে।
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে কী আমাদের করতে পারে॥
আমাদের রাস্তা সোজা, নাইকো গলি, নাইকো ঝুলি, নাইকো থলি—
ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক, মোদের পাগলামি কেউ কাড়বে না রে॥
আমরা চাই নে আরাম, চাই নে বিরাম, চাই নে-যে ফল, চাই নে রে নাম,—
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি, সমান খেলি জিতে হারে॥

১১৬

আমাদের পাকবে না চুল গো— মোদের পাকবে না চুল।
আমাদের ঝরবে না ফুল গো— মোদের ঝরবে না ফুল॥
আমরা ঠেকব না তো কোনো শেষে, ফুরোয় না পথ কোনো দেশে রে,
আমাদের ঘুচবে না ভুল গো— মোদের ঘুচবে না ভুল॥
আমরা নয়ন মুদে করব না ধ্যান করব না ধ্যান।
নিজের মনের কোণে খুঁজব না জ্ঞান খুঁজব না জ্ঞান।
আমরা ভেসে চলি স্রোতে স্রোতে সাগর-পানে শিখর হতে রে,
আমাদের মিলবে না কূল গো— মোদের মিলবে না কূল॥

১১৭

পায়ে পড়ি শোনো, ভাই গাইয়ে,
হৈহৈপাড়াটা ছেড়ে দূর দিয়ে যাইয়ে।
হেথা সা-রে-গা-মা-পা'য়ে সুরাসুরে যুদ্ধ
শুদ্ধ কোমলগুলো বেবাক অশুদ্ধ,
অভেদ রাগিণী রাগে ভগিনী ও ভাইয়ে॥
তারছেঁড়া তম্বুরা, তালকাটা বাজিয়ে—
দিন রাত বেধে যায় কাজিয়ে।

ঝাঁপতালে দাদ্‌রায় চৌতালে ধামারে
কে কোথায় ঘা মারে—
তেরে-কেটে মেরে-কেটে ধাঁ-ধাঁ-ধাঁইয়ে

১১৮

ও ভাই কানাই, কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ।
তিনটে-চারটে পাশ করেছি, নই নিতান্ত মুক্‌খ॥
তুচ্ছ সা-রে-গা-মা'য় আমায় গলদ্‌ঘর্ম ঘামায়।
বুদ্ধি আমার যেমনি হোক কান দুটো নয় সূক্ষ্ম—
এই বড়ো মোর দুঃখ কানাই রে, এই বড়ো মোর দুঃখ॥
বান্ধবীকে গান শোনাতে ডাকতে হয় সতীশকে,
হৃদয়খানা ঘুরে মরে গ্র্যামোফোনের ডিস্কে।
কণ্ঠখানার জোর আছে তাই লুকিয়ে গাইতে ভরসা না পাই—
স্বয়ং প্রিয়া বলেন, তোমার গলা বড়োই রুক্ষ—
এই বড়ো মোর দুঃখ কানাই রে, এই বড়ো মোর দুঃখ॥

১১৯

কাঁটাবনবিহারিণী সুর-কানা দেবী
তাঁরি পদ সেবি, করি তাঁহারি ভজনা
বদ্‌কণ্ঠলোকবাসী আমরা কজনা।
আমাদের বৈঠক বৈরাগীপুরে রাগরাগিণীর বহু দূরে,
পূর্বের সাধনেই বিদ্যা এনেছি সাথে এই গো
নিঃসুর-রসাতল-তলায় মজনা—
আমরা কজনা॥
সতেরো পুরুষ গেছে, ভাঙা তম্বুরা
রয়েছে মর্চে-ধরা বেসুর-বিধুরা।

বেতার সেতার দুটো, তবলাটা ফাটা-ফুটো
সুরদলনীর করি এ নিয়ে বন্দনা—
আমরা কজনা ॥

১২০

না-গান-গাওয়ার দল রে আমরা না-গলা-সাধার।
মোদের ভৈঁরোরাগে রবির রাগে মুখ আঁধার ॥
আমাদের এই অমিল-কণ্ঠ-সমবায়ের চোটে
পাড়ার কুকুর সমস্বরে ভয়ে ফুকরে ওঠে—
আমরা কেবল ভয়ে মরি ধূর্জটি দাদার ॥
মেঘমল্লার ধনি যদি ঘটে অনাবৃষ্টি,
ছাতিওয়ালার দোকান জুড়ে লাগে শনির দৃষ্টি।
আধখানা সুর যেমনি লাগাই বসন্তবাহারে
তৎক্ষণাৎ আহা রে,
সেই হাওয়াতে বিচ্ছেদতাপ পালায় শ্রীরাধার ॥
অমাবস্যারাত্রে যেমনি বেহাগ গাইতে বসা
কোকিলগুলোর লাগে দশম দশা।
শুক্লকোজাগরী নিশায় জয়জয়ন্তী ধরি,
অমনি মরি মরি
রাহু-লাগার বেদন লাগে পূর্ণিমা-চাঁদার ॥

১২১

মোদের কিছু নাই রে নাই, আমরা ঘরে বাইরে গাই—
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যতই দিবস যায় রে যায় গাই রে সুখে হায় রে হায়—
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যারা সোনার চোরাবালির 'পরে পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে
তাদের সামনে মোরা গান গেয়ে যাই— তাইরে নাইরে নাইরে না ॥

যখন থেকে থেকে গাঁঠের পানে গাঁঠ-কাটারা দৃষ্টি হানে,
তখন শূন্য ঝুলি দেখায়ে গাই— তাইরে নাইরে নাইরে না।
যখন দ্বারে আসে মরণবুড়ি মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,
তখন তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই— তাইরে নাইরে নাইরে না॥
এ-যে বসন্তরাজ এসেছে আজ বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ,
ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়— তাইরে নাইরে নাইরে না।
সে-যে উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে, ঝরিয়ে দিয়ে, শুকিয়ে দিয়ে
দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়— তাইরে নাইরে নাইরে না॥

১২২

যমের দুয়োর খোলা পেয়ে, ছুটেছে সব ছেলে মেয়ে।
হরিবোল হরিবোল॥
রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা, মরণ-বাঁচন-অবহেলা—
ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে সুখ আছে কি মরার চেয়ে?
হরিবোল হরিবোল॥
বেজেছে ঢোল, বেজেছে ঢাক, ঘরে ঘরে পড়েছে ডাক,
এখন কাজকর্ম চুলোতে যাক— কেজো লোক সব আয় রে ধেয়ে।
হরিবোল হরিবোল॥
রাজা প্রজা হবে জড়ো, থাকবে না আর ছোটো বড়ো—
একই স্রোতের মুখে ভাসবে সুখে বৈতরণীর নদী বেয়ে।
হরিবোল হরিবোল॥

১২৩

হায় হায় হায় দিন চলি যায়।
চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চল' চল' চল' হে॥
টগবগ-উচ্ছল কাথলিতল-জল কলকল হে।
এল চীন-গগন হতে পূর্বপবনস্রোতে শ্যামলরসধরপুঞ্জ॥

শ্রাবণবাসরে রস ঝরঝর ঝরে ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ দলবল হে।
এস' পুঁথিপরিচারক তদ্ধিতকারক তারক তুমি কাণ্ডারী।
এস' গণিতধুরন্ধর কাব্যপুরন্দর ভূবিবরণভাণ্ডারী।
এস' বিশ্বভার-নত শুষ্ক-রুটিনপথ- মরুপরিচারণক্লান্ত।
এস' হিসাবপত্তরত্রস্ত তহবিল-মিল-ভুল-গ্রস্ত লোচনপ্রান্ত ছলছল হে॥
এস' গীতিবীথিচর তম্বুর-কর-ধর তানতালতলমগ্ন।
এস' চিত্রী চটপট ফেলি তুলিক-পট রেখাবর্ণবিলগ্ন।
এস' কনস্‌টিট্যুশন- নিয়ম-বিভূষণ তর্কে অপরিশ্রান্ত।
এস' কমিটি-পলাতক বিধানঘাতক এস' দিগ্‌ভ্রান্ত টলমল হে॥

১২৪

ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী, মিটল আমার আশ—
এবার তবে আজ্ঞা করো, বিদায় হবে দাস।
জীবনের এই বাসররাতি পোহায় বুঝি, নেবে বাতি—
বধূর দেখা নাইকো, শুধু প্রচুর পরিহাস॥
এখন থেমে গেল বাঁশি, শুকিয়ে এল পুষ্পরাশি,
উঠল তোমার অট্টহাসি কাঁপায়ে আকাশ।
ছিলেন যাঁরা আমায় ঘিরে গেছেন যে-যার ঘরে ফিরে,
আছ বৃদ্ধা ঠাকুরানী মুখে টানি বাস॥

১২৫

ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি, হায় হায় রে।
মরণ-আয়োজনের মাঝে বসে আছেন কিসের কাজে
প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী। হায় হায় রে॥
এবার দেশে যাবার দিনে আপনাকে ও নিক-না চিনে,
সবাই মিলে সাজাও ওকে নবীন রূপের সন্ন্যাসী। হায় হায় রে॥
এবার ওকে মজিয়ে দে রে হিসাবভুলের বিষম ফেরে।

কেড়ে নে ওর থলি থালি, আয় রে নিয়ে ফুলের ডালি,
গোপন প্রাণের পাগ্‌লাকে ওর বাইরে দে আজ প্রকাশি। হায় হায় রে ॥

১২৬

আমরা খুঁজি খেলার সাথি।
ভোর না হতে জাগাই তাদের ঘুমায় যারা সারারাতি ॥
আমরা ডাকি পাখির গলায়, আমরা নাচি বকুলতলায়,
মন ভোলাবার মন্ত্র জানি, হাওয়াতে ফাঁদ আমরা পাতি ॥
মরণকে তো মানি নে রে,
কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে লুঠ-করা ধন নিই-যে কেড়ে।
আমরা তোমার মনোচোরা, ছাড়ব না গো তোমায় মোরা—
চলেছ কোন্ আঁধার-পানে, সেথাও জ্বলে মোদের বাতি ॥

১২৭

মোদের যেমন খেলা তেমনি-যে কাজ জানিস নে কি, ভাই।
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই ॥
খেলা মোদের লড়াই করা, খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই ॥
খেলতে খেলতে ফুটেছে ফুল, খেলতে খেলতে ফল-যে ফলে,
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।
ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে খেলার আগুন যখন লাগে
ভাঙাচোরা জ্বলে যে হয় ছাই ॥

১২৮

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাধা-বাঁধন নেই গো নেই ॥
দেখি খুঁজি বুঝি, কেবল ভাঙি গড়ি যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই ॥

পারি নাই বা পারি, নাহয় জিতি কিম্বা হারি,
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে আমরা তুলি সৃজন ক'রে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই॥

১২৯

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন, ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে।
লক্ষ যুগের অন্ধকারে ছিল সংগোপন, ওগো, তায় জাগাইনু রে॥
পোষ মেনেছে হাতের তলে, যা বলাই সে তেমনি বলে—
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনু রে॥
অচল ছিল, সচল হয়ে, ছুটেছে ঐ জগৎ-জয়ে—
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে॥

১৩০

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে॥
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে॥
সবুজ প্রাণের গানের লেখা রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রানেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে॥

১৩১

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও, কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি, মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত॥
আপনা আপনি কানাকানি কর সুখে, কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমলচরণ পড়িছে ধরণীমাঝে, কনকনূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে॥

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে, বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি, নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।
আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল, মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল;
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা, কী কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা॥
আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মতো আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি,
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে যাও, আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও,
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি চকিত চরণে চ'লে যাও দিয়ে ফাঁকি॥
অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ, নয়ন অধর দেয় নি ভাষায় ভ'রে—
মোহন-মধুর মন্ত্র জানি নে মোরা, আপনা প্রকাশ করিব কেমন ক'রে।
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি, কোনো সুলগনে হব না কি কাছাকাছি—
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে, আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে॥

১৩২

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।
হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা,
শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি॥
চাহি না অনেক ধন, রব না অধিক ক্ষণ,
যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি।
তোমরা আনন্দে রবে নব নব উৎসবে,
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি॥

১৩৩

আমার যাবার সময় হল, আমায় কেন রাখিস ধরে।
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে বাঁধিস নে আর মায়াডোরে॥
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি, ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি—
নাম ধরে আর ডাকিস নে ভাই, যেতে হবে ত্বরা করে

১৩৪

যেতে হবে, আর দেরি নাই।

পিছিয়ে পড়ে রবি কত, সঙ্গীরা যে গেল সবাই॥

আয় রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে এসেছে রে,

পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস রে ভাই॥

খেলতে এল ভবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা।

হেথা হতে আয় রে সরে নইলে তোরে মারবে ঢেলা।

নামিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা, আরেক দেশে চল্ রে সোজা—

নতুন করে বাঁধবি বাসা, নতুন খেলা খেলবি সে-ঠাঁই॥

১৩৫

আমিই শুধু রইনু বাকি।

যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা তা কেবল ফাঁকি॥

আমার বলে ছিল যারা আর তো তারা দেয় না সাড়া—

কোথায় তারা, কোথায় তারা, কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি॥

বল্ দেখি, মা, শুধাই তোরে— আমার কিছু রাখলি নে রে,

আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি॥

১৩৬

সারা বরষ দেখি নে, মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।

নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়নতারা॥

এলি কি পাষাণী ওরে, দেখব তোরে আঁখি ভ'রে—

কিছুতেই থামে না যে, মা, পোড়া এ নয়নের ধারা॥

১৩৭

যাহা পাও তাই লও, হাসিমুখে ফিরে যাও,

কারে চাও, কেন চাও— আশা কে পুরাতে পারে।

সবে চায়, কেবা পায়, সংসার চ'লে যায়—

যে বা হাসে, যে বা কাঁদে, যে বা প'ড়ে থাকে দ্বারে॥

১৩৮

মেঘেরা চ'লে চ'লে যায়, চাঁদেরে ডাকে 'আয় আয়'।
ঘুমঘোরে বলে চাঁদ 'কোথায় কোথায়' ॥
না জানি কোথা চলিয়াছে, কী জানি কী-যে সেথা আছে,
আকাশের মাঝে চাঁদ চারি দিকে চায় ॥
সুদূরে অতি অতি দূরে বুঝি রে কোন্ সুরপুরে
তারাগুলি ঘিরে ব'সে বাঁশরি বাজায়।
মেঘেরা তাই হেসে হেসে আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি করে যায় ॥

আনুষ্ঠানিক

১

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন পাতিয়া বসো হে হৃদয়নাথ।
কল্যাণকরে মঙ্গলডোরে বাঁধিয়া রাখো হে দোঁহার হাত॥
প্রাণেশ, তোমার প্রেম অনন্ত জাগাক হৃদয়ে চিরবসন্ত,
যুগল প্রাণের মধুর মিলনে করো হে করুণনয়নপাত॥
সংসারপথ দীর্ঘ দারুণ, বাহিরিবে দুটি পান্থ তরুণ,
আজিকে তোমার প্রসাদ-অরুণ করুক প্রকাশ নব প্রভাত॥
তব মঙ্গল, তব মহত্ত্ব, তোমারি মাধুরি, তোমারি সত্তা—
দোঁহার চিত্তে রহুক নিত্য নব নব রূপে দিবসরাত॥

২

সুধাসাগরতীরে হে এসেছে নরনারী সুধারসপিয়াসে।
শুভ বিভাবরী, শোভাময়ী ধরণী,
নিখিল গাহে আজি আকুল আশ্বাসে॥
গগনে বিকাশে তব প্রেমপূর্ণিমা,
মধুর বহে তব কৃপাসমীরণ।
আনন্দতরঙ্গ উঠে দশ দিকে
মগ্ন মন প্রাণ অমৃত-উচ্ছ্বাসে॥

৩

উজ্জ্বল করো হে আজি এ আনন্দরাতি
বিকাশিয়া তোমার আনন্দ-মুখভাতি।
সভা-মাঝে তুমি আজ বিরাজো হে রাজরাজ,
আনন্দে রেখেছি তব সিংহাসন পাতি॥
সুন্দর করো, হে প্রভু, জীবন যৌবন
তোমারি মাধুরীসুধা করি বরিষন।

লহো তুমি লহো তুলে তোমারি চরণমূলে
নবীন মিলনমালা প্রেমসূত্রে গাঁথি ॥
মঙ্গল করো হে আজি মঙ্গলবন্ধন
তব শুভ আশীর্বাদ করি বিতরণ।
বরিষ, হে ধ্রুবতারা, কল্যাণকিরণধারা,
দুর্দিনে সুদিনে তুমি থাকো চিরসাথি ॥

৪

দুটি প্রাণ এক ঠাঁই তুমি তো এনেছ ডাকি,
শুভকার্যে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন আঁখি ॥
এ জগত-চরাচরে বেঁধেছ যে-প্রেমডোরে
সে-প্রেমে বাঁধিয়া দোঁহে স্নেহছায়ে রাখো ঢাকি ॥
তোমারি আদেশ লয়ে সংসারে পশিবে দোঁহে,
তোমারি আশিসবলে এড়াইবে মায়ামোহে।
সাধিতে তোমার কাজ দুজনে চলিবে আজ,
হৃদয়ে মিলাবে হৃদি তোমারে হৃদয়ে রাখি ॥

৫

সুখে থাকো আর সুখী করো সবে,
তোমাদের প্রেম ধন্য হোক ভবে।
মঙ্গলের পথে থেকো নিরন্তর, মহত্ত্বের 'পরে রাখিয়ো নির্ভর,
ধ্রুবসত্য তাঁরে ধ্রুবতারা কোরো সংশয়নিশীথে সংসার-অর্ণবে ॥
চিরসুধাময় প্রেমের মিলন মধুর করিয়া রাখুক জীবন,
দুজনার বলে সবল দুজন জীবনের কাজ সাধিয়ো নীরবে ॥
কত দুঃখ আছে, কত অশ্রুজল— প্রেমবলে তবু থাকিয়ো অটল
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল বিপদে সম্পদে শোকে উৎসবে ॥

৬

দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি
বলো, দেব, কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছে তার তুমি প্রেমপারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়।
সেই এক আশা করি দুইজনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুইজনে চলিয়াছে॥
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্বত কত,
দুই বলে এক হয়ে ভাঙিয়া ফেলিবে তায়॥
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে
তোমারি স্নেহের কোলে যেন গো আশ্রয় মিলে।
দুটি হৃদয়ের সুখ দুটি হৃদয়ের দুখ
দুটি হৃদয়ের আশা মিলায় তোমায় পায়॥

৭

দুজনে যেথায় মিলিছে সেথায় তুমি থাকো, প্রভু, তুমি থাকো।
দুজনে যাহারা চলেছে তাদের তুমি রাখো, প্রভু, সাথে রাখো॥
যেথা দুজনের মিলিছে দৃষ্টি সেথা হোক তব সুধার বৃষ্টি,
দোঁহে যারা ডাকে দোঁহারে তাদের তুমি ডাকো, প্রভু, তুমি ডাকো॥
দুজনে মিলিয়া গৃহের প্রদীপে জ্বালাইছে যে-আলোক
তাহাতে, হে দেব, হে বিশ্বদেব, তোমারি আরতি হোক॥
মধুর মিলনে মিলি দুটি হিয়া প্রেমের বৃন্তে উঠে বিকশিয়া,
সকল অশুভ হইতে তাহারে তুমি ঢাকো, প্রভু, তুমি ঢাকো॥

৮

যে-তরণীখানি ভাসালে দুজনে আজি, হে নবীন সংসারী।
কাণ্ডারী কোরো তাঁহারে তাহার যিনি এ ভবের কাণ্ডারী॥

কালপারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পার বিরামবিহীন
শুভযাত্রায় আজি তিনি দিন প্রসাদপবন সঞ্চারি ॥
নিয়ো নিয়ো চিরজীবনপাথেয়, ভরি নিয়ো তরী কল্যাণে।
সুখে দুখে শোকে, আঁধারে আলোকে, যেয়ো অমৃতের সন্ধানে।
বাঁধা নাহি থেকো আলসে আবেশে, ঝড়ে ঝঞ্ঝায় চলে যেয়ো হেসে,
তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে বিশ্বের মাঝে বিস্তারি ॥

৯

শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার,
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর—
যে প্রেম সুখেতে কভু মলিন না হয়, প্রভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার—
যে প্রেম সমান ভাবে রবে চিরদিন,
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন—
যে প্রেমের শুভ্র হাসি প্রভাতকিরণরাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার ॥

১

সবারে করি আহ্বান—
এসো উৎসুকচিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ।
হৃদয় দেহো পাতি, হেথাকার দিবা হেথাকার রাত্রি
করুক নবজীবনদান ॥

আকাশে আকাশে বনে বনে তোমাদের মনে
বিছায়ে বিছায়ে দিবে গান।
সুন্দরের পাদপীঠতলে যেখানে কল্যাণদীপ জ্বলে
সেথা পাবে স্থান॥

২

আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল—
মানবের স্নেহসঙ্গ নে, চল্ আমাদের ঘরে চল্।
শ্যাম বঙ্কিম ভঙ্গিতে চঞ্চল কলসংগীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায় প্রাণ-আনন্দ-কোলাহল॥
তোদের নবীন পল্লবে নাচুক আলোক সবিতার,
দে পবনে বনবল্লভে মর্মরগীত-উপহার।
আজি শ্রাবণের বর্ষণে আশীর্বাদের স্পর্শ নে,
পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায় অমরাবতীর ধারাজল॥

৩

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে, হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে, হে কোমল প্রাণ॥
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে, হে মোহন প্রাণ॥
পথিকবন্ধু, ছায়ার আসন পাতি এসো শ্যামসুন্দর।
এসো বাতাসের অধীর খেলার সাথি, মাতাও নীলাম্বর।
উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা, সন্ধ্যায় আনো বিরামগভীর ভাষা,
রচি দাও রাতে সুপ্ত গীতের বাসা, হে উদার প্রাণ॥

৪

ওহে নবীন অতিথি, তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন।
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সংগোপন॥

যতনে কত কী আনি বেঁধেছিনু গৃহখানি,
হেথা কে তোমারে বলো করেছিল নিমন্ত্রণ ॥
কত আশা ভালোবাসা গভীর হৃদয়তলে
ঢেকে রেখেছিনু বুকে কত হাসি-অশ্রুজলে।
একটি না কহি বাণী তুমি এলে মহারানী,
কেমনে গোপনে মনে করিলে হে পদার্পণ ॥

৫

এসো হে গৃহদেবতা।
এ ভবন পুণ্যপ্রভাবে করো পবিত্র ॥
বিরাজো, জননী, সবার জীবন ভরি—
দেখাও আদর্শ মহান চরিত্র ॥
শিখাও করিতে ক্ষমা, করো হে ক্ষমা,
জাগায়ে রাখো মনে তব উপমা,
দেহো ধৈর্য হৃদয়ে—
সুখে দুখে সংকটে অটল চিত্ত ॥
দেখাও রজনী-দিবা বিমল বিভা,
বিতরো পুরজনে শুভ্র প্রতিভা—
নব শোভাকিরণে
করো গৃহ সুন্দর রম্য বিচিত্র ॥
সবে করো প্রেমদান পূরিয়া প্রাণ—
ভুলায়ে রাখো, সখা, আত্মাভিমান।
সব বৈর হবে দূর
তোমারে বরণ করি, জীবনমিত্র ॥

৬

ফিরে চল্ মাটির টানে—
যে-মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।

[illegible]ফেটে এই প্রাণ উঠেছে, হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে,
ডাক দিল যে গানে গানে ॥
দিক্ হতে ঐ দিগন্তরে কোল রয়েছে পাতা,
জন্মমরণ ওরি হাতের অলখ সুতোয় গাঁথা।
হৃদয়-গলা জলের ধারা সাগর-পানে আত্মহারা রে
প্রাণের বাণী বয়ে আনে ॥

৭

আয় রে মোরা ফসল কাটি।
[illegible]রে, আজ তারি সওগাতে
মোদের [illegible] বছর ভরবে দিনে রাতে ॥
মোরা নেব [illegible] তাই-যে কাটি ধান,
তাই-যে গাহি [illegible] তাই-যে সুখে খাটি ॥
বাদল এসে রচেছিল ছায়ার [illegible]
রোদ এসেছে সোনার জাদুকর।
শ্যামে সোনায় মিলন হল মোদের মাঠের মাঝে,
মোদের ভালোবাসার মাটি যে তাই সাজল এমন সাজে।
মোরা নেব তারি দান, তাই-যে কাটি ধান,
তাই-যে গাহি গান, তাই-যে সুখে খাটি ॥

৮

অগ্নিশিখা, এসো এসো, আনো আনো আলো।
দুঃখে সুখে ঘরে ঘরে গৃহদীপ জ্বালো ॥
আনো শক্তি, আনো দীপ্তি, আনো শান্তি, আনো তৃপ্তি,
আনো স্নিগ্ধ ভালোবাসা, আনো নিত্য ভালো ॥
এসো পুণ্যপথ বেয়ে এসো হে কল্যাণী।
শুভ সুপ্তি শুভ জাগরণ দেহো আনি।